ড. করম হোসাইন শাহরাহি

রাজকুমারী ২

রাড অবদ্য প্রিন্সেস

BanglaBook.org

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

[অনূদিত]

এ এক অনবদ্য ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান। এক চেপে রাখা ইতিহাসের মোড়ক উন্মোচন।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুরম্য অতীত আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ লড়াইয়ের দাস্তান প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়েছে এ গ্রন্থে।

এ গ্রন্থ কেবল একটি উপন্যাস নয়, এ গ্রন্থ এমন এক ইতিহাসের জানান দিয়ে গেছে– যে ইতিহাসের তালাশ ছিলো না বহুদিন ইতিহাসের পাতায়। ষোড়শ শতকের বাংলার সুলতান আলি কুলি খানের বীরত্ব আর শৌর্যের কীর্তিগাথা যেমন মোড়ক খুলেছে সাহসী কলমে, তেমনি মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে সেইসব লোকদের, যারা একদা বাংলার বুক থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলো ইসলাম ও মুসলমানিত্বের পরিচয়।

এ গ্রন্থ ইসলামের এক বিজয় নিনাদ।

এ গ্রন্থ ইনসানিয়্যাতের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করেছে সদর্পে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর মানবপ্রীতির বন্ধনকে তুলে ধরেছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

লড়াই, রাজ্য, ষড়যন্ত্র, প্রেম, ভালোবাসা, বিরহ, অশ্রু আর যুদ্ধদিনের জমাট কাহিনি সাজানো আছে 'রাজকুমারী'র পরতে পরতে।

আপনাকে স্বাগতম!

e-store:
rokomari.com/noboprokash

নবপ্রকাশ

RAJKUMARI 2: BLOOD OF THE PRINCESS
Dr Karam Hossain Shahrahi
Translated by Kazi Abul Kalam Siddique
Price: BDT 300.00 | US$ 10.00

ISBN 978-984-92654-1-2
9 789849 265412

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash | 01974 888441

বই সম্পর্কে

একদিকে উলঙ্গ লালসা, আর অন্যদিকে উৎপীড়িতের নিঃশব্দ ক্রন্দন। শূন্যতার মধ্যে দেহহীন অস্তিত্বের এক আশ্চর্য আখ্যান এই 'রাজকুমারী'। মোট পাঁচ খণ্ডের বিশাল আকারের উপন্যাস। এ উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস-সাহিত্যে এক অভিনব মাত্রা সংযোজন। ড. করম হোসাইন শাহরাহি সেই পথেই হেঁটেছেন।

সত্যানুসন্ধানী ড. শাহরাহি বাস্তবতাকে আড়াল করে পাঠকনন্দিত হতে চাননি; বরং নিজে একজন পুরুষ হয়েও নির্দ্বিধায় উদ্ঘাটন করেছেন ধর্মের নামে অনাচারে অভ্যস্ত পুরুষজাতির বর্বরতা ও নীচতার অতল পাপাচার। কিছু কিছু নারী-পুরুষ যে পশুরই এক রূপ এবং দেশ-কাল-পাত্র ভেদে খুব বেশি পার্থক্য তাদের মধ্যে নেই এবং কখনো কখনো মুখোশের অন্তরালেও সেই একই পশুবৃত্তিচর্চাতেই তারা নিবেদিত– সে কথাই উঠে এসেছে 'রাজকুমারী'তে।

উপন্যাসটির বিভিন্ন আঙিনায় আমরা দেখতে থাকি– প্রশস্ত বাহুর অধিকারী ওই মুসলিম যোদ্ধারা জমিনের যে প্রান্ত দিয়ে হাঁটতে শুরু করে সে জমিনের প্রশস্ততা যেন মাথা নুইয়ে দেয় তাদের চরণতলে। এদের কারও তরবারি কোষমুক্ত হলে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিজলিরা আত্মগোপন করে গহিন অন্ধকারে। পাহাড়ের মতো অটল তাদের দৃঢ়তা। এই জানবাজ মুজাহিদদের কপালে সর্বদা লেগে থাকে সফলতার আলোকরেখা– সূর্যের কিরণের চেয়েও অধিক তেজি যার রশ্মি।

আরেক পক্ষ সাম্প্রদায়িকতা আর ঘৃণার যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, তারা কি জানে তার শিখা কতোদূর গড়িয়েছে? কতো লাখ বনি আদম পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে সেই আগুনে! জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কতো বাড়ি-ঘর। এ সবই ধর্মের নামে অনাচারে অভ্যস্তদের পাপের ফল। যারা একবারের জন্যও ভাবেনি যে, তাদের এই পৈশাচিকতা সম্পর্কে মহান সৃষ্টিকর্তা বেশ অবগত! তার শাস্তি তো বড়োই ভয়াবহ! অগণিত নিষ্পাপ প্রাণের প্রবাহিত রক্ত ইনসাফ প্রার্থনা করছে। এমন সময়ে ত্রাতা হয়ে আসেন সুলতান আলি কুলি খান, নাদের খান, স্বামী মনোহর লাল, শেখর, ফিরোজ খান, সাইয়িদ হায়দার ইমাম, রাম দাস, গোপালজিসহ আরও অনেকে।

শুরু হয় ইতিহাসের এক নয়া দাস্তান।

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

বহুমাত্রিক তার কর্ম ও জীবন। ফিকাহশাস্ত্রের খটমটে মোটাসোটা বইগুলো কেড়ে নিতে পারেনি তার সাহিত্যের ক্ষুধা আর রসবোধ। লেখালেখির জগতে পদার্পণ শৈশবকালেই। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় অল্প-সল্প লেখা বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। এতে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়, বাড়তে থাকে মনোবল আর আত্মবিশ্বাস। কারণ, তিনি যে সময়টাতে কলম হাতে নেন সে সময়ে লেখালেখির মাঠ এতোটা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি আজ সাহিত্যজমির একজন সফল চাষী।

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করে ২০০২ সালে জামিয়া ফারুকিয়া করাচি থেকে তিনি তাখাসসুস ফি উলুমিল ফিকহের ডিগ্রি নেন। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত আছেন চট্টগ্রামের বিখ্যাত নাজিরহাট বড় মাদরাসায়। পাশাপাশি সেখান থেকে সুদীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে নিয়মিত প্রকাশিত মাসিক 'দাওয়াতুল হক' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। 'সুচিন্তা' ও 'শিকড়'ও তার সম্পাদিত সাময়িকী। এছাড়া নিরলসভাবে লিখে চলেছেন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায়। প্রতি মঙ্গলবার দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ-এ আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী কলাম লিখে থাকেন তিনি। ১৯৮১ সালের ২৮ মার্চ চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে জন্ম নেয়া বরেণ্য এই আলেমের বেশ কিছু বই রয়েছে বাজারে। উল্লেখযোগ্য মৌলিক বইয়ের মধ্যে রয়েছে– বিস্ময়কর মানবদেহ, চিন্তার বিশুদ্ধায়ন, অপরাধ : উৎস ও প্রতিকার, তাকওয়া ও মানব অঙ্গের গোনাহ (যন্ত্রস্থ)। অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- তালবীসে ইবলীস, রিজালুন হাওলার রাসুল (রাসূলের স্নেহছায়ায় ধন্য যাঁরা), সাহাবিয়াত হাওলার রাসূল (যন্ত্রস্থ), আশরাফী আকাশের দুই নক্ষত্র, হায়াতে মুফতিয়ে আযম (যন্ত্রস্থ), হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর একশ ঘটনা ও হযরত আয়িশা রা.-এর একশ ঘটনা।

'রাজকুমারী' সিরিজটি তার অনূদিত প্রথম উপন্যাস।

রাজকুমারী ২

ব্লাড অব দ্য প্রিন্সেস

ড. করম হোসাইন শাহরাহি

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
[অনূদিত]

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
ইসলামী টাওয়ার [দোকান নং ২০]
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩ ৫০৮৭৪৩

রাজকুমারী ২

ব্লাড অব দ্য প্রিন্সেস

মূল : ড. করম হোসাইন শাহরাহি

অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

প্রকাশক : নবপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

নামলিপি : কাজী যুবাইর মাহমুদ

মূল্য : ২৮০ [দুইশত আশি] টাকা মাত্র

RAJKUMARI 2: BLOOD OF THE PRINCESS

by Dr. Karam Hussain Shahrahi

Translated by Kazi Abul Kalam Siddique

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash

e-store : rokomari.com/noboprokash

ISBN 978-984-92654-1-2

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

প্রারম্ভিকা

মুলকে বাংলার রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত। সে অতীত ইতিহাসের বহুলাংশে জড়িয়ে আছে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের বিজয়গাথা। একসময় ধর্মপ্রচারক এবং সুফিদের হাত ধরে এ বঙ্গভূমিতে আগমন ঘটে ইসলামের, ফলশ্রুতিতে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের আদর্শিক বিশ্বাস ও মানবতাপ্রেমের সাহসী বিপ্লব।

কাল পরিক্রমায় এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন। অসংখ্য মুসলিম সুলতান ও শাসক শাসন করেন বঙ্গভূমি। তবে তারা কেবল বাংলাকে শাসন করেই নিজেদের দায়িত্ব ও দায়ভার শেষ করেননি, এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানবতাবাদের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অপরাপর রাজ্যজয়ের মাধ্যমে পুরো উপমাহদেশজুড়ে ছড়িয়ে দেন ইসলামের অনুপম মানবতাবাদ।

সপ্তদশ শতকে মুলকে বাংলার শাসক হিসেবে সমাসীন হন বিচক্ষণ শাসক ও কৌশলী যোদ্ধা নবাব আলি কুলি খান। তার শাসনামলে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যা, আসাম ও বিহারের বিভিন্ন হিন্দু রাজন্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। যা পরবর্তীতে এক রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ যুদ্ধে রূপ নেয়।

বাংলার ইতিহাসে এ যুদ্ধ ও যুদ্ধের কালক্রম সেভাবে বিবৃত হয়নি। ফলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে আলি কুলি খানের বীরত্ব ও মানবতাবাদী মননের পরিচয় অপরিচিতই রয়ে গেছে। অথচ হিন্দু রাজন্যবর্গের সঙ্গে এ যুদ্ধ কেবলমাত্র রাজ্যজয়ের অভিপ্রায়ে সংঘটিত হয়নি, এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো কতিপয় হিন্দু রাজা কর্তৃক প্রজাদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার এবং কিছু হিন্দু মন্দির-পুরোহিত কর্তৃক আসাম-উড়িষ্যার সুন্দরী মেয়েদের সম্ভ্রম নিয়ে ঘৃণ্য হোলিখেলার রঙ্গভোগ চিরতরে উৎপাটন করতে।

'রাজকুমারী' সিরিজের প্রতিটি খণ্ডে আলোচিত হয়েছে সে সময়ের কতিপয় হিন্দু রাজা ও মন্দির-পুরোহিতদের রহস্যময় ভোগী জীবন ও তাদের অসভ্য পৌরহিত্য নিয়ে। মূল লেখক ড. করম হোসাইন শাহরাহি অত্যন্ত দরদি ভাষায় এসব অনৈতিকতা তুলে ধরেছেন পাঁচ খণ্ডের এ সিরিজ উপন্যাসে। যেখানে তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তখনকার হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতকৌলিন্য, সাধারণ নির্দোষ হিন্দুদের প্রতি রাজন্য ও পুরোহিতদের

অমানবিকতা, মন্দিরের পবিত্রতার আড়ালে কীভাবে পুরোহিতরা বপন করেছিলো মানবতা ধ্বংসের বীজ।

এ সিরিজ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল' ইতোমধ্যেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পাঠকের মনে 'রাজকুমারী'র জন্য আলাদা একটি অনুভূতিপ্রবণ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে। এর কৃতিত্ব অনুবাদক কাজী আবুল কালাম সিদ্দীকের। তিনি সিরিজটি ধারাবাহিক অনুবাদ করে পাঠকের সামনে তুলে ধরে ভালোবাসার ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রেখেছেন। যার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলায়।

'ব্লাড অব দ্য প্রিন্সেস' রাজকুমারী সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডও বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পাবে– এ শুধু আমাদের আশাবাদ নয়, আমাদের বিশ্বাসও। কেননা নবপ্রকাশ কেবলমাত্র বইপ্রকাশের ব্যবসায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, নবপ্রকাশ একটি নতুন বিপ্লব, প্রত্যয়দীপ্ত একটি নতুন বিশ্বাসের নাম।

ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতিকে উচ্চকিত করতে নবপ্রকাশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সীমাহীন ভালোবাসা নবপ্রকাশের যাত্রাকে অদম্য রাখুক– এ প্রত্যাশা থাকবে সবার কাছে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর
প্রধান সম্পাদক, নবপ্রকাশ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আবার সেই দুঃস্বপ্ন

বাদশাহ আলি কুলি খান মাগরিবের নামাজ আদায়ের পর তাসবিহ ও তাহলিলে মগ্ন। এক ভদ্রলোক এসে খবর দিলো– 'আজম খান এবং রাজা প্রেমচন্দ্রের স্ত্রী কুলদীপ ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছেন।'

বাদশাহ জায়নামাজে বসেই বললেন– 'অনুমতি আছে।'

আজম খান ও কুলদীপ একে অন্যের আগে-পিছে অবনত মস্তকে তাঁবুতে প্রবেশ করে। বাদশাহর হাতে চুমু খায় আজম খান। তারপর একদিকে সরে দাঁড়িয়ে থাকে। কুলদীপ মনের অজান্তেই এগিয়ে এসে বাদশাহর পায়ে মাথা রেখে দেয় এবং চুমু দিতে থাকে।

বাদশাহ তার মাথায় স্নেহমাখা হাত বুলিয়ে বললেন– 'চন্দ্রা মা! আমি তোমাকে কতোবার নিষেধ করেছি যে, এভাবে আমাকে গোনাহগার বানিও না! মুসলমানদের ধর্মে কোনো মানুষের পূজা-উপাসনা করা বৈধ নয়।'

চন্দ্ররানী কেঁদেও যাচ্ছে আবার বাদশাহর পায়ে চুমুও খেয়ে চলেছে। সে বললো– 'আমি তো হিন্দু। দেবতাদের পূজা করা আমাদের ধর্মে বৈধ। হিন্দুরা নিজ দেবতাদের সামনে এমন কায়মনোবাক্যে পূজা করে– যেভাবে আমি করে যাচ্ছি। আপনি তো আমাদের দেবতা!'

'পাগলি...' হাকিম চন্দ্ররানীকে তাঁর পা থেকে তুলে বুকে টেনে নিয়ে বললেন– 'পাগলি! তুমি তো আমার মেয়ে!... আমি দেবতা নই; বরং আমি তো আমার খোদার খুবই নগণ্য একজন পাপিষ্ঠ বান্দা।... আগে বলো, তুমি একাকী কেন? তোমার প্রেমিক প্রেমচন্দ্র কোথায়?'

চন্দ্ররানী চোখের পানি মুছে হাকিমের ডান হাত নিজ হাতে নিয়ে ভক্তিভরে চুমু দিয়ে বললো– 'তার নামটিও মুখে আনবেন না, সরকার! সে আমাদের বিদ্রোহী হয়ে আসামের মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের কাছে চলে গেছে।'

কিছুক্ষণের জন্য বাদশাহর মনোহর শ্বেতরক্তিম চেহারায় খেলে গেলো চিন্তার এক গভীর ছাপ। কিন্তু আজম খানের চেহারায় কিছুটা মিটিমিটি হাসি দেখতে পেয়ে বাদশাহ বললেন– 'প্রেম আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে

BanglaBook.org

পারে না। সে যেখানেই থাকুক আর যেভাবেই থাকুক, আমার এবং কেবল আমারই থাকবে।'

চন্দ্ররানী তার সুদৃশ্য গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁটজোড়া বন্ধ করে শক্ত করে ধরে রাখে নবাব সাহেবের হাত।

'চন্দ্ররানী, তুমি কিন্তু ভক্তির মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছো!'

চন্দ্ররানী বাদশাহর দিকে তাকিয়ে বললো– 'শুনেছি, আপনাদের নবীর মহীয়সী কন্যা তাঁর রাজাধিরাজ পিতার হাতে এভাবে চুমু খেতেন!'

খাতুনে জান্নাত ও তাজেদারে হেরেমের পবিত্র নামটি শুনে বাদশাহর দু'চোখ হয়ে ওঠে অশ্রুসজল। তিনি তাঁর কম্পিত ঠোঁট চন্দ্ররানীর কপালে রেখে পরম স্নেহে বললেন– 'হ্যাঁ, মা! আর আমাদের রাসুল এভাবে তাঁর আদুরে কন্যার মাথায় চুমু খেয়ে মহব্বত প্রকাশ করতেন।'

দীর্ঘক্ষণ ছেয়ে থাকে এক আবেগঘন পরিবেশ। এরপর আজম খান বাদশাহকে প্রেমচন্দ্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করলে বাদশাহ মৃদু হেসে বললেন– 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মহারাজা জয়ধ্বজ সিং তার অপবিত্র ধর্মীয় জিঘাংসার বিষবাষ্প চারদিকে ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে! আমার কাছে খবর এসেছে– জিবরের দুর্গদারের কাছেও নাকি হিন্দু ধর্মীয় পণ্ডিতদের একটি দল গিয়েছিলো, কিন্তু তারা ওদের বন্দী করে রাখে।... প্রেমচন্দ্র খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ও দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

আজম খান বললো– 'শুনেছি, মহারাজা নাকি আসামে থেকে যাওয়া সব সৈন্য নিয়ে এসেছেন। ধারণা করা হচ্ছে– তাঁর কাছে এখন দুই লাখের মতো সৈন্য মজুদ আছে। তারপরও তিনি এদিক-ওদিক হাত-পা মারছেন!'

বাদশাহ বললেন– 'আমি এ ব্যাপারে অবহিত।'

আজম খান বললো– 'আক্রমণের নির্দেশ কখন দেবেন, জনাব?'

বাদশাহ বললেন– 'দেখো, আজম! লড়াই তো মাত্র শুরু হয়েছে। আমি চাই– সে যেন সব শক্তির সমাবেশ ঘটায়। এতে করে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের পথের সমুদয় কাঁটা চিরদিনের জন্য উপড়ে যাবে।'

'আজম খান!' মৃদুস্বরে বাদশাহ বললেন– 'আমাদের আসামের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। সেখানে ফিরোজ খানের ছেলে হাশিম বন্দী। এছাড়া মহারাজার কন্যা চন্দ্রকান্তের বেশ অনুগ্রহ আছে আমাদের ওপর। আমি তাকে যেকোনো মূল্যে নিরাপত্তা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি। সত্য কথা হচ্ছে– আমি ওই পবিত্র মন ও সচ্চরিত্রের অধিকারিনী রাজকুমারীর খাতিরে এতো দিন জয়ধ্বজ সিংয়ের অন্যায় আচরণ সহ্য করে গেছি। কারণ, ওই কুলাঙ্গার মহারাজ চন্দ্রকান্তের পিতা। আমি তাকে দেখিনি; তবে শুনেছি– সে আসামের

BanglaBook.org

ঘনঘোর অন্ধকারে এক চিলতে আলোকরশ্মি। সে সত্যের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে গিয়ে পিতার বিরোধিতা করে আমাদের ওপর বড়ই অনুগ্রহ করেছে।'

আজম খান বললো– 'হুজুর বাদশাহ! এ মুহূর্তে রাজকুমারী কোথায়?'

'মহারাজা তাকে নিজের সঙ্গে রেখেছিলো। কিন্তু সেনাপতি অজয় কুমারের খুনের দায় চাপানো হয় তার ওপর। এরপর মহারাজা তাকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়। আমার ভয় হচ্ছে– ফেরার পর মহারাজার দরবারি লোকেরা তাকে রাজকুমারীর শাস্তির ব্যাপারে চাপ দেবে। কিন্তু আমার পরিকল্পনা ভিন্ন কিছু...।'

... বাদশাহর কথা এখনো অব্যাহত আছে, এমন সময় হঠাৎ বাদশাহকে গোহাটির দুর্গপতি ফিরোজ খানের আগমনের ব্যাপারে অবহিত করা হয়।

বাদশাহ যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব ও সম্মানের সাথে জায়নামাজ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ফিরোজ খানকে অভ্যর্থনা জানালেন।

মধ্যবয়সী একজন প্রভাবশালী নেতা ফিরোজ খান। বেশ সুঠামদেহী এই নেতার চেহারাজুড়ে বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বের ছাপ। তিনি ঝুঁকে হাকিমের শেরওয়ানিতে চুমু খান। বাদশাহ তাঁকে জড়িয়ে ধরেন বুকে।

বাদশাহ তাঁর আসনে বসলে ফিরোজ খান আজম খানের সাথে করমর্দন করেন এবং কুলদীপের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলেন– 'আমার চোখ যদি দ্বিধায় না পড়ে, তাহলে নিশ্চিত এ হচ্ছে আমাদের কন্যা চন্দ্ররানী!'

কুলদীপ ফিরোজ খানের পায়ে চুমু খেয়ে বললো– 'আপনি চিনে ফেলেছেন আমি যে কুলদীপ?'

ফিরোজ খান তাকে বুকে নিয়ে বললেন– 'কুলদীপ না, মা! তুমি তো আমাদের সবার চন্দ্র...! তোমার ওই পাগল কোথায়?'

কুলদীপ লজ্জা পেলে ফিরোজ খান বললেন– 'খোদার কসম! তোমাদের উভয়ের মাঝে যে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা আছে, মনে হয় এতে মহান আল্লাহ তাআলার অপার করুণা বিদ্যমান।... পাগলি! ভালোবাসা তো মহান আল্লাহর এমন অনুগ্রহ– যা কোনো দাম্ভিক গাদ্দারের ভাগ্যে জোটে না। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা আছে, রহমতের ফেরেশতারা সেখানে শান্তি ও সমৃদ্ধির শীতল পরশ বুলিয়ে যায়।'

'চাচাজান!' কুলদীপ মৃদুস্বরে বললো– 'আপনাকে তো প্রেমশাস্ত্রের দার্শনিকের মতো লাগছে!'

'হ্যাঁ, মা!' ফিরোজ খান বললেন– 'যার অন্তর ভালোবাসার আলো আর প্রেমের জ্বালা থেকে মুক্ত, সে তো ওই শুকনো খড়কুটোর মতো– যা দেখে পথিক মাঝেমধ্যে ভীত হয়ে পড়ে। এর কি কোনো গুরুত্ব বা মূল্য আছে?'

BanglaBook.org

হাকিমে বাংলা মুচকি হেসে বললেন– 'চন্দ্ররানী! এসো, আমার কাছে এসে বসো।'

চন্দ্ররানী বসে গেলে বাদশাহ ফিরোজ খানকে উদ্দেশ করে জানতে চাইলেন– 'সাথে কতোজন সিপাহি নিয়ে এসেছো? আর দুর্গের নিরাপত্তার জন্য কতোজন সিপাহি রেখে এলে?'

ফিরোজ খান সবিস্তারে বাদশাহকে অবহিত করেন। বাদশাহ বললেন– 'মহারাজা জয়ধ্বজ সিং আসাম থেকে তার সমুদয় সেনাবহর তলব করে নিয়ে এসেছে। আমার ধারণা– সে দুয়েক দিনের মধ্যে আক্রমণ চালাবে। তার কাছে প্রায় দুইশ হাতিও আছে!'

'কী হয়েছে!' ফিরোজ খান দীপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'ওই বেচারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মপ্রত্যয়ী এই দুঃসাহসী জাতির সাথে কীভাবে লড়াই করবে?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বাদশাহ বললেন– 'ফিরোজ! তুমি আসার আগে আমরা তোমার ছেলে হাশিমের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিলাম।'

'আলিজাহ! আমার ছেলে হাশিম একজন সিপাহির ছেলে এবং সে নিজেও একজন দক্ষ সিপাহি। তার ব্যাপারে আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। একজন আদর্শ সিপাহি ভালো-মন্দ উভয় পরিস্থিতিতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।... তবে কথা থাকে মৃত্যুর ব্যাপারে। তো, আলিজাহ! জীবন-মরণের ফয়সালা তো জমিনে নয়; আকাশেই হয়ে থাকে।'

'আমি প্রেমচন্দ্রের ব্যাপারে চন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। চন্দ্র তখন উদাসচিত্তে বলে– তার কথা বলবেন না! সে বিদ্রোহী হয়ে মহারাজা জয়ধ্বজের কাছে চলে গেছে।... দেখেছেন? একজন মজনুর জন্য লাইলির এ কেমন ভালোবাসার পাগলামি...?'

'চন্দ্র!' ফিরোজ খান কিছুটা বিস্বাদ ভঙ্গিতে বললেন– 'ঠাট্টা করো না চন্দ্র! প্রেমচন্দ্রের ব্যাপারে এমন কল্পনাও আমাদের জন্য বিরাট পাপ!'

এরপর ফিরোজ খানকে প্রেমচন্দ্রের পরিকল্পনার ব্যাপারে বিস্তারিত অবহিত করা হলে তিনিও অত্যন্ত খুশি হন। অদৃশ্য শক্তিরা এভাবেই অভাবনীয় উপায়ে বিচূর্ণ করে ছাড়ে অত্যাচারীদের দর্প ও কুমতলব।

সন্ধ্যার মিটিমিটি আলো হারিয়ে যেতে থাকে গভীর রাতের অন্ধকারে। বাদশাহ ঘোড়া তলব করেন। তিনি রাতের বেলা সকল সৈনিকের আহারের দৃশ্য নিজ চোখে দেখে তবেই নিজে খেতে বসেন।

বাদশাহ আজম খান ও ফিরোজ খানকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমরা বিশ্রাম নাও। আমি সেনা ছাউনিতে একটু ঘুরে আসি।'

BanglaBook.org

দেলাওয়ার খান ও সাইফুদ্দিন নিজ নিজ ঘোড়ার লাগাম টেনে বাদশাহর সওয়ার হওয়ার অপেক্ষায়। এমন সময়ে আজম খান ও ফিরোজ খান বললেন– 'আলিজাহ! আমরা সতেজ আছি, আপনার সঙ্গে যেতে চাই।'

'ঠিক আছে।' বাদশাহ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বললেন।

আজম খান ও ফিরোজ খানের সাথে সাথে চন্দ্ররানীও ঘোড়ার ওপর সওয়ার হলে বাদশাহ তাকে বড়ই নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কোথায় যাবে?'

'মেয়ে তার বাদশাহ পিতার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।' কুলদীপ বললো।

এ কথা শুনে বাদশাহ হেসে দেন। বলেন– 'তুমি বড়ই চঞ্চল ও উপস্থিত বুদ্ধিমতী!... ঠিক আছে, চলো! তোমাকে নাদের খানের ঘরের ভালো ভালো সখীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।'

'ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ!' কুলদীপ জবাব দেয়– 'ভগবানের শপথ! কুলসুম ও কামিনীকে দেখার আমার বড়ই শখ।'

বাদশাহ এখনো ছাউনির অর্ধেক এলাকাও অতিক্রম করেননি, এমন সময়ে হঠাৎ দেখলেন বনের দিকে কিসের আলো যেন দৌড়াচ্ছে। সাথে সাথে তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে ধীর কণ্ঠে বললেন– 'এটা কিসের নড়াচড়া? মনে হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের মশালধারী কোনো কাফেলা দ্রুত পায়ে ছাউনির দিকে দৌড়ে আসছে!'

কালবিলম্ব না করে মুসলিম সৈনিকেরা দ্রুতবেগে ঘোড়ায় চড়ে একে অন্যকে হুঁশিয়ার থাকার তাগিদ দিচ্ছে।

বাদশাহ কী যেন ভাবতে গিয়ে ঘোড়ার পাদানিতে পা রেখে বললেন– 'এটা আসাম বাহিনীর অনাকাঙ্ক্ষিত ও আশ্চর্য রকম কোনো কূটচাল বলেই মনে হচ্ছে।'

বাদশাহ ওখানে পৌঁছার পূর্বেই ওই আলোক মশালধারীরা মুসলিম বাহিনীর ওখানে পৌঁছে যায়। এসে দেখেন– এটা আসলে মশালধারী কোনো বাহিনী নয়; বরং দশ-বারোটি গরুর গাড়ি! আসাম বাহিনী এই গরুগুলোর শিংয়ে মোটা কাপড় বেঁধে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মূক এই প্রাণিগুলো শিংয়ে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে যন্ত্রণার তীব্রতায় উন্মাদের মতো দৌড়তে থাকে।

ইতোমধ্যে বাদশাহ এখানে এসে পৌঁছেছেন। তিনি সিপাহিদের নির্দেশ দেন– 'আগে জলদি অসহায় মূক প্রাণিগুলোর শিং থেকে আগুন নিভিয়ে দাও। তারপর দেখো, গরুর গাড়িগুলোর ভেতর কী আছে।'

মুসলিম সৈন্যরা বহু কষ্টে গাড়ি থেকে গরুগুলো পৃথক করে এবং শিংয়ের আগুন নেভায়। গাড়ির ভেতর কাপড়ে মোড়ানো লম্বাজাতীয় কী যেন দেখা

BanglaBook.org

যাচ্ছে। মুহূর্তে অজস্র মশালধারী মুসলিম সিপাহি সেখানে পৌঁছে যায়। মশালের আলোর তীব্রতায় দিনের মতো আলোকিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। গরুর গাড়িতে গাছের শক্ত ও লম্বা লম্বা খাম্বা পড়ে আছে। তার ওপর পড়ে থাকতে দেখা যায় সাদা সাদা কিছু কাপড়। বাদশাহর নির্দেশে কাপড়গুলো সরানো হলে অতর্কিত বাদশাহর গলায় শোনা যায় এক তীব্র চিৎকার। তিনি দেখতে পান, সেখানে মেয়েদের অর্ধজ্বলন্ত লাশ। এগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে গাছের লম্বা খাম্বায় শেকল দিয়ে। দ্বিতীয় খাম্বা থেকে কাপড় সরানো হলে সেখানেও দেখতে পান আরও একটি অর্ধজ্বলন্ত লাশ। যার বুক তিরের আঘাতে চালনির মতো ঝাঁঝরা। ক্রোধ ও ক্ষোভের আগুন লেলিহান শিখা হয়ে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়া মুসলিম বাহিনী। এক লাশের গলায় দেখা যায় একটি চিরকুট। সেখানে লেখা–

'আশা করি, বাংলার হাকিম হুজুর আলি কুলি খানের কাছে পাঠানো আমাদের এই বিচিত্র ও দুষ্প্রাপ্য উপহার খুব পছন্দ হয়েছে। আমরা আগামীতেও হুজুরের খেদমতে এ ধরনের উপহার পাঠাতে থাকবো।'

এর নিচে লাগানো আছে আসাম মহারাজার সিল।

বাদশাহ আলি কুলি খান চোখ মুছতে মুছতে তরবারি উঁচিয়ে ধরে বললেন– 'জয়ধ্বজ সিং! তোমার জীবনের দিনগুলো এখন আঙুলে গণনা করা সম্ভব। আমি তোমাকে নিজ হাতে জবাই করবো। তোমাকে যদি আমরা খুন না করি... তাহলে মানবের খোদা কিছুতেই আমাদের ক্ষমা করবেন না...!'

হিতৈষী মনোভাব ও সহমর্মিতার গুণ ছাড়া মানবিকতা ও মহানুভবতার বিকাশ পূর্ণতা পায় না। আর্তমানবতার সেবার গুণটি যাঁর মধ্যে বিদ্যমান, তিনি সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উত্তম কাজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। তাই ইসলামসহ অপরাপর সব ধর্মেই একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতাকে সর্বোত্তম কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং মানবতার মঙ্গল সাধনে এই গুণটির গুরুত্ব অত্যধিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গুরুত্ব অনুধাবন করতে থাকে মুসলিম বাহিনী।

মানবসেবা ও সমাজকল্যাণে ইসলামের যে অতি আগ্রহ এবং অনন্ত প্রেরণা রয়েছে, হাকিম আলি কুলি খান তা-ই ধারণ করে আছেন। তিনি আনমনে ভাবতে থাকেন– আবহমানকাল থেকে এই জনপদে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ পারস্পরিক সহমর্মিতা, হৃদ্যতা ও মমত্ববোধের সঙ্গে সহাবস্থান করে আসছে। এ সমাজে কেউ একা থাকতে চায়নি। অনাত্মীয় পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গেও মনগড়া সম্পর্ক তৈরি করে সবাই বসবাস করেছে।

BanglaBook.org

কাউকে ভাইবোন সম্বোধন করে, কাউকে বা চাচা-চাচি, আবার কাউকে দাদা-দাদি, খালা-খালু বলে ডাক দিয়ে একত্রে কাল কাটিয়েছে সবাই। এই সমাজে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই সবাই বেঁচে থেকেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। অনাত্মীয়কে আত্মীয় করে, পরকে আপন করে, দূরকে কাছে টেনে, পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সমাজজীবনকে বাসযোগ্য করে তুলেছিলো আমাদের পূর্বপুরুষেরা। সহনশীলতা এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে মূল্যবান মণি-মুক্তার মতো। কোমলতা ছিলো কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ। অপরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব ছিলো সামাজিক সম্পদ। উত্তেজিত না হয়ে ধীরস্থিরভাবে বক্তব্য উপস্থাপন, কারো মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে প্রতিবাদ করা, কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলেও অতি সাবধানে তা পেশ করা বরাবরই এ সমাজে প্রশংসিত হয়ে এসেছে।

বর্ণ-গোত্র মর্যাদার পরিচায়ক নয়; বরং ইসলাম মনে করে, পরহেজগারিতা, সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহভীরুতাই একজন মানুষের পরিচয় বহন করে। যে গুণ অর্জন করতে পারলে আপন-পর ভেদাভেদ থাকবে না, পরের সম্পদে লোভ আসবে না, পরমতসহিষ্ণু ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া যাবে।

কিন্তু আসাম মহারাজা ব্যক্তিস্বার্থ ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা প্রকটভাবে দেখিয়ে যাচ্ছে। নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটিয়ে সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। কিঞ্চিৎ স্বার্থের জন্য জয়ধ্বজ সিং অন্যায় ও অমানবিকভাবে ন্যক্কারজনক ঘটনার সৃষ্টি করতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করছে না। তার বিবেকে বাধছে না তুচ্ছ লাভের খাতিরে জঘন্যতম কাজ করতে।

অপর দিকে ইসলাম উদারতার ধর্ম, যার মূল ভিত্তি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ। এতে জবরদস্তি ও অসহিষ্ণুতার কোনো স্থান নেই। ইসলামকে তাই শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম বলা হয়। মুসলমানরা যুগে যুগে উদারতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, বিশ্ব ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। ইসলামে নৈতিকতার সূত্রপাত ঘটে দুটি সূত্রে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করার মাধ্যমে এবং মানবতার জন্য যা অকল্যাণকর, সেসব পরিহার করার মাধ্যমে। বর্ণ, গোত্র, ভাষা, বাসস্থানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বৈষম্যকে ইসলাম পছন্দ করে না।

ইসলাম শুধু মুসলমান নাগরিকদের জানমাল ও সম্মানের অধিকার প্রদান করেনি, বরং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তথা খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি সব নাগরিকের যথাযথ অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। ইসলাম অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অধিকারও

BanglaBook.org

প্রদান করে। ইসলাম বিজিত দেশগুলোর সংখ্যালঘু অধিবাসীদের সর্বদা ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছে– যার ফলে তারা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে কখনো মুসলমান ও হুকুমাতের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধার সম্মুখীন হয়নি। তবে কেন মুসলমান নিষ্পাপ কন্যাদের ওপর আজ এমন অনাচার-হত্যাযজ্ঞ?

***

এরপরও আসামের নাগরিক হিসেবে তোমাদের আমি একাকী ছেড়ে দিতে পারি না। আমার ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাঁবুর বাইরে বেরোবে না। এ ব্যাপারে আমি যথেষ্ট নিশ্চিত যে তোমাদের ওপর কোনো প্রকার অত্যুক্তি করা হবে না। তোমরা আসাম বাহিনীর গুপ্তচর হও বা সাধু-সন্ন্যাসীই হও, আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবো না। আমাদের শত্রু তো কেবল মহারাজা জয়ধ্বজ সিং। কোনো মতেই সে আমাদের তরবারির তীক্ষ্ণ ফলা হতে তার নাপাক মস্তক বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। তার জীবনের প্রতিটি দিন এখন আমাদের আঙুলের ডগায় গুনে নেয়া সম্ভব।'

শাহরুখের চোখেমুখে ক্রোধের দাবানল। রাজেন্দ্র ও মহারাজার চেহারায় শঙ্কার স্পষ্ট ছাপ। তারা বারবার তাদের শুকনো ঠোঁটের ওপর শুকনো জিহ্বা রেখে নিজেদের সন্ত্রস্তের ব্যাপারটি প্রকাশ করে যাচ্ছে।

শাহরুখ এবার তার কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে জিজ্ঞেস করলো– 'এখন তোমার কাঁধের আঘাতের অবস্থা কেমন?'

'ঠিক আছে।' মহারাজা মাথা নেড়ে বললেন– 'আগের চেয়ে ভালো।'...

তিনি তার আঘাতপ্রাপ্ত কাঁধে হাত রেখে বলতে লাগলেন– 'যুবনেতা! আমরা আসামের অধিবাসী ঠিকই, কিন্তু তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি– আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ; বরং আমরা নিজেরাই আসাম মহারাজার অন্যায়-অত্যাচারের নির্মম শিকার। এ মুহূর্তে হয়তো তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু যথাস্থানে আমাদের উপাখ্যানও এক হৃদয়বিদারকই বটে।

'যুবনেতা! আমরা যদি তোমাদের সিপাহিদের হাতে মারাও পড়ি, তবু আমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। এছাড়া এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেছি যে, এখানে আমাদেব ওপর অকারণে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করা হবে না। যদি মৃত্যু এসে যায়, তবে তা আর কে রুখতে পারে? এখানকার মৃত্যু ওখানকার জীবনের চেয়ে অধিক শ্রেয়।'

শাহরুখ বললো– 'গতকালের আর আজকের কথাবার্তার মধ্যে তোমার মাঝে বিস্তর তফাত অনুভূত হচ্ছে। আমরা বিনা দোষে অপ্রয়োজনে কাউকে

BanglaBook.org

আঘাত করা ভালো মনে করি না। তোমাদের উভয়ের জন্য ভালো হবে, তোমরা তোমাদের প্রকৃত অবস্থা আমাদের সামনে খুলে বলো।... আমি এখন যাচ্ছি। আশা করা যায়, রাতেই ফিরতে পারবো। কাল আবার দেখা হবে।'

এ কথা বলে শাহরুখ দ্রুত পা বাড়িয়ে তাঁবুর দিকে চলে গেলো।

রাজেন্দ্র বললো– 'মহারাজ! মনে হচ্ছে আপনি ভুল করে ফেলেছেন! শাহরুখের মনে তো সন্দেহ ঢুকে গেছে!'

মহারাজা বললেন– 'রাজেন্দ্র! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমাদের প্রকৃত রহস্যের জট খোলা বড় দুষ্কর। কেননা, এখানে আমাদের চেনে বা জানে– এমন কোনো লোক নেই। এছাড়া আমরা তো খোলস পাল্টে তাদের সাথে কোনোরূপ বিশ্বাসঘাতকতা বা কুমতলব নিয়ে আসিনি; বরং এখন তো সুযোগ পেলে আমিও এদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আসাম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবো।'

শাহরুখ ও তার সঙ্গীদের ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি দূরে হারিয়ে যেতে থাকে।

***

বাদশাহ শাহরুখকে দেখে বললেন– 'এসো শাহরুখ! তোমার বোনদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে নাও!'

সময়টা আরেকবার আহ্ করে উঠলো। শাহরুখের অশ্রু শ্রাবণের বারিধারার মতো অঝোরে ঝরছে। সে একটি লাশের পায়ে চুমু খেয়ে বললো– 'আমরা, তোমার ভাইয়েরা আজ তোমাদের সামনে ভীষণ লজ্জিত। কিন্তু আমরা অঙ্গীকার করছি– মহারাজা জয়ধ্বজ সিংহের কাছ থেকে তার এই পৈশাচিকতার পাই পাই করে হিসাব নিয়ে ছাড়বো।'

বাদশাহ শাহরুখকে ডেকে বললেন– 'শাহরুখ! তুমি ফিরে যাও। আমার কাছে খবর এসেছে– আসাম বাহিনী আজ ভদ্রেকের আশপাশে রাতের আঁধারে অতর্কিত আক্রমণ চালানোর ফন্দি এঁটেছে। সাইয়েদ হায়দার ইমাম এ বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞাত এবং সজাগ। তুমি তোমার অর্ধেক সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে নদীর তীরে সাবধানে থেকো। বলা হয়েছে– আসাম বাহিনীর কিছু অংশ নৌকার সাহায্যে ভদ্রেকের দিকে পৌঁছাবে। একজন আসাম সেনাও যদি জীবিত ফিরে যায়, তবে আমরা এই শহিদদের কবরের সামনে লজ্জিত হয়ে পড়বো।'

শাহরুখ প্রত্যয়দীপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে হাকিমের শেরওয়ানিতে চুমু খেয়ে বললো– 'দোয়া করুন! আসাম বাহিনী রাতের আঁধারে অতর্কিত হামলা করতে অবশ্যই আসবে। আর ইনশাআল্লাহ, ওই বনের পশুরা সপ্তাহব্যাপী তাদের লাশ নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে।'

পরিস্থিতি তখন বড়ই বিভীষিকাময়, বেদনাবিধুর। ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা চলছে। ভারাক্রান্ত জনতার হৃদয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মুসলিম বাহিনীর হিন্দু-মুসলিম সকল সেনা দুঃখ ভারাক্রান্ত এই অসহনীয় শোকতাপে বরাবরই জ্বলছে। প্রতিশোধ... প্রতিশোধের স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে চারদিক। এখন এবং এই মুহূর্তেই আক্রমণ করা হোক– লোকজন চিৎকার দিয়ে বলে যাচ্ছে। যন্ত্রণাদগ্ধ দুঃখের এই সাগরে প্রকট আকার ধারণ করেছে শোকতপ্ত আহাজারি। দম আটকে যাবার আশঙ্কা। সবদিকে হইচই। অধিক শোকে পাথরের মতো জমে যাচ্ছে সবার হৃদয়। সিপাহিরা একে অন্যের কাঁধে গলা রেখে মহিলাদের মতো চিৎকার করে করে কেঁদে যাচ্ছে। ভেঙে একাকার হতে চলেছে ফৌজি ব্যবস্থাপনা।

বাদশাহ সাইফুদ্দিনকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমাদের কেয়ামতের বিভীষিকায় নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, আমাদের পায়ের নিচে পাষণ্ড আসাম মহারাজা তার বর্বরতার অঙ্গারে ফুৎকার দিয়ে চলেছে। এই দুঃখ-বেদনা, এই আহাজারি, এই শোকতাপ প্রকৃতিগত আবেগ। কিন্তু আমাদের এই অবস্থায় নিজেদের প্রতিপক্ষ শত্রুর পঙ্কিল মানসিকতা আর কুটিল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অসতর্ক থাকলে চলবে না। হতে পারে, এসব অন্যায়-অত্যাচার ও খুনের হোলিখেলার পশ্চাতে শত্রুপক্ষের ভয়ংকর কোনো সমর কূটচাল থাকতে পারে। পরীক্ষার কঠিন এই মুহূর্ত আমাদের যথেষ্ট সজাগ, সুশৃঙ্খল ও হুঁশিয়ারির সাথে মোকাবেলা করে যেতে হবে।... সুতরাং, নিজ নিজ বাহিনীকে সামলে রাখো। ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি সামাল দাও!'

এরপর নবাব সাহেব তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন– 'আমি আবারও আমার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি– মানবতার দুশমন পাষণ্ড ওই জয়ধ্বজ সিংকে আমি নিজ হাতে জবাই করবো। আমার বুক প্রতিশোধের আগুনে ক্ষোভে-দুঃখে জ্বলে অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে! আমার কলিজার সব রক্ত চোখের পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু আমি বিচক্ষণতার সাথে সব সামাল দেবো। হতে পারে, আমাদের এই অবিচলতা ও বিশৃঙ্খলাকে পুঁজি করে শত্রুরা কোনো অশুভ ফাঁদ পাতছে।... যাও! নিজ নিজ বাহিনীর সৈনিকদের আবেগ সংবরণ করো!'

তিনি নাদের খান ও স্বামী মনোহর লালকে তলব করে বললেন– 'নাদের খান! এই মজলুমদের লাশ বস্তিতে নিয়ে চলো এবং তাদের গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করো।'

হাজার হাজার ফানুস আর মশাল রাতের অন্ধকারকে দিনের আলোয় রূপান্তরিত করে দিয়েছে। সিপাহিরা লাশবাহী বাহনগুলো নিয়ে বস্তির দিকে

BanglaBook.org

রওনা হলো। হাকিমে বাংলা আলি কুলি খান, নাদের খান, স্বামী মনোহর লাল ও ফিরোজ খান এই শোক মিছিলের আগে আগে খালি পায়ে খালি মাথায় হেঁটে চলেছেন। যেখান দিয়েই এই শোক মিছিল এগিয়ে যাচ্ছিলো, সেখানেই ভেসে আসতে থাকে অগণিত মানুষের ক্রন্দন রোল। কারি সাহেব উঁচু শব্দে কোরআনে কারিমের আয়াত তেলাওয়াত করে যাচ্ছেন। কালেমায়ে শাহাদাত ও দরুদের আকাশভেদী শব্দে দিগ্‌বিদিক আলোড়ন তুলে একসময় এই মিছিল বস্তিতে গিয়ে পৌঁছায়। তখন দেখা গেলো কেয়ামতের আরেক বিভীষিকা। হিন্দু-মুসলিম মেয়েরা খোলা চুলে, খালি পায়ে, খালি মাথায় মুহুর্মুহু চিৎকারে ঘর হতে বেরিয়ে আসছে। এরপর যে-ই অর্ধজ্বলন্ত বীভৎস লাশের দিকে একবার চোখ ফেলছে, সে-ই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাচ্ছে। অনেক মহিলার মনে এই মর্মন্তুদ দৃশ্য এতোটাই প্রভাব ফেলেছে যে, দেখার সাথে সাথে তার দম বন্ধ হয়ে গেছে। কুলসুম তাকায় একটি লাশের দিকে। এক নিশ্বাসে সে দেখেই চলেছে। জমে গেছে তার চোখ। নিথর হয়ে পড়েছে দেহ। এর পরমুহূর্তেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে ধসে পড়ে মাটিতে।

নাদের খান দৌড়ে এসে তাকে নিজ কোলে নিয়ে বলতে থাকেন– 'কুলসুম! কুলসুম! আমার মা!'

কুলসুম তখন বেহুঁশ।

'পানি আনো, জলদি করো! আমার মেয়ের প্রাণবায়ু উড়ে যাবে!'

ছোট্ট এক হিন্দু বাচ্চা দৌড়ে পানি নিয়ে এলো। তার ছোট ছোট হাত কাঁপছে– 'খান বাবা! পানি নিন!'

নাদের খান অনেকক্ষণ পানি ছিটাতে থাকেন কুলসুমের মুখে। বেশ কিছুক্ষণ পর কুলসুম চোখ খুললো। এরপর কাঁদতে আরম্ভ করলো উচ্চশব্দে। আর বলতে লাগলো– 'এসবই আমার কারণে হচ্ছে। আমার অন্যায়ের কারণে এমন নির্মম শাস্তি ভোগ করেছে নিষ্পাপ এই মেয়েগুলো। আমি বড়ই বদবখ্‌ত অপরাধী।'

এরপর সে প্রচণ্ড ক্ষোভে-দুঃখে মাটিতে মাথা পেটানো শুরু করে দেয়।

নাদের খান তাকে নিজ শক্ত বাহুতে তুলে নিয়ে বললেন– 'কুলসুম! অধৈর্য হয়ো না। এ কেমন বোকার মতো কথা বলছো তুমি? তুমি তো গোটা মুসলিম বিশ্বের ইজ্জত ও মর্যাদার প্রতীক! কে বলেছে এসব অন্যায় তোমার কারণে হচ্ছে? পাগলি! এটা তো জিহাদ। আমাদের সৌভাগ্য যে, তোমার কারণে মুসলমানদের প্রকৃত জিহাদে অংশ নেয়ার সুযোগ মিলেছে।'

ওদিকে কামিনী, চন্দ্ররানী, সকিনা ও আম্মা খানজাদি এবং বস্তির অন্য শোকাহত নারীরা তাদের মাথা ফাটিয়ে চলেছে। কাউকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো কেউ নেই। শিশুর মতো সবাই ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে।

BanglaBook.org

ফিরোজ খান মসজিদের খতিবকে ডেকে বললেন– 'মৌলভি সাহেব! গোসলদাতাদের ডেকে নিন। দ্রুত সময়ের মধ্যে এই লাশগুলোকে গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনার জানা থাকার কথা– গোটা বাহিনীই জানাজার নামাজ পড়বে।'

খতিব সাহেব দ্রুত গোসলদাতা মহিলাদের ডেকে বললেন– 'নবাব সাহেবের ইচ্ছা– এই লাশগুলোকে দ্রুত সময়ের মধ্যে গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করা হোক।'

গোসলদাতা মহিলারা তাদের সাথিদের নিয়ে অর্ধপোড়া লাশগুলোকে শেকলের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করার সময় চিৎকারে-আহাজারিতে ভেঙে পড়তে থাকে। অজ্ঞানও হয়ে পড়ে বেশ কজন। লাশগুলো গাছের গুঁড়ি থেকে পৃথক করা হয়। ব্যবস্থা করা হয় পর্দার। বস্তির অসংখ্য মহিলা পানির পাত্র ভরে ভরে নিয়ে আসতে থাকে। কারি সাহেবান কোরআন তেলাওয়াত করে চলেছেন। অর্ধরাত পর্যন্ত গোসল ও কাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে চল্লিশটি লাশের। ফজরের নামাজের পর জানাজার নামাজ আরম্ভ হয়।

বাদশাহর নির্দেশে দুই দুই হাজার করে সিপাহি এসে জানাজা পড়তে থাকে। এভাবে সারা দিন চলতে থাকে জানাজার নামাজ। সন্ধ্যায় যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে অশ্রুমাখা চোখ, কম্পমান হৃদয়, আহাজারি ও কান্নাসিক্ত মনে মাটির সোপর্দ করে দেয়া হয় সময়ের বড় নির্মমতার শিকার মেয়েগুলোকে। এরপর রাত গভীর হয়ে গেলে বস্তির মেয়েদের সাথে কুলসুম, কামিনী, সকিনা ও চন্দ্ররানী কবরগুলোর ওপর দীপ জ্বালায়। চল্লিশটি দীপ জ্বলছে। নিস্তব্ধ, গহিন অন্ধকার রাতে এ আলোকশিখা এক ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের রূপ দেখিয়ে চলেছে। 'আমরা কারবালার ঘটনার মর্মান্তিকতা নিজেদের জীবনে অনুভব করে চলেছি'– কে যেন দুঃখভরা কণ্ঠে বলে উঠলো।

বাদশাহ নির্দেশ দিলেন– 'নিজ নিজ বাহিনীকে প্রস্তুত রাখো। কিন্তু দ্বিতীয় নির্দেশ দেয়ার আগ পর্যন্ত নদীর তীরে আসার প্রয়োজন নেই। ভদ্রেকের উপকণ্ঠে কড়া দৃষ্টি রাখো। হতে পারে, শত্রু ওদিক দিয়ে আক্রমণ চালাতে পারে।'

***

ভোরে মহারাজা বললেন– 'সরদারকে আমাদের পক্ষ থেকে বলো– আমরা স্নান করতে চাই।'

শাহরুখ তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পেরে বললো– 'আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। সে তার বিশ্বাস মতে যথেষ্ট স্বাধীনভাবে তার ধর্মীয় উপাসনাও করতে পারবে।'

BanglaBook.org

সশস্ত্র চার সিপাহির পাহারায় মহারাজা ও রাজেন্দ্র নদীতে স্নান করতে আসে। তারা স্নান সেরে এলে শাহরুখ বললো– 'তোমরা হয়তো শুনেছো, তোমাদের নির্দয় পাষণ্ড মানবতার নিকৃষ্ট দুশমন মহারাজা কেমন পৈশাচিক হিংস্রতা দেখিয়েছে!'

মহারাজা মাথা নেড়ে বললেন– 'সরদার! আমি শুনেছি। নিঃসন্দেহে আসামের মহারাজা মানবতা ধ্বংসে মেতে উঠেছে।... আমি নির্দোষ, তারপরও আমি মনে করি এই পাপে আমার শাস্তি হওয়া উচিত।'

'তা কেন?' শাহরুখ বিস্ময়ে জানতে চাইলো।

মহারাজা বললেন– 'তা এ জন্য যে, আমিও আসামের নাগরিক। জুলুমের এই কালো দাগ আমরাও নিজেদের জামায় দেখে যাচ্ছি।'

শাহরুখ বললো– 'আমরা নির্দোষ, নিরপরাধদের শাস্তি দিতে অভ্যস্ত নই। আমাদের মরতে হবে। হাশরের মাঠে নিজ নিজ কৃতকর্মের জবাবদিহির জন্য আমাদের দাঁড়াতে হবে।'

শাহরুখ খান নাদের খানের বস্তি থেকে ফিরে তার ছাউনিতে এসে তার পতাকার শীর্ষচূড়ায় তারার মশাল আলোকোজ্জ্বল দেখতে পায়। নদীর তীর ঘেঁষে ঘন বনের ঝোপের আড়ালে তার বাহিনী তাঁবু গেড়েছে। ঘোড়া থেকে নামলে এক সিপাহি বললো– 'জনাব! সাইয়েদ হাসান ইমামের দূত এসেছেন।'

'কোথায় সে?' শাহরুখ দ্রুত বললো– 'তাকে এখনই উপস্থিত করো।'

কিছুক্ষণ পর দীর্ঘদেহী এক সশস্ত্র যুবক তাঁবুতে প্রবেশ করে। যথেষ্ট ভক্তির সাথে সে শাহরুখকে সালাম দিলো। শাহরুখও তদুত্তরে বড় মহব্বত ও উদ্দীপনা প্রকাশ করলো। দূত আরো একবার মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম দিয়ে বললো– 'আমাকে সাইয়েদ হায়দার ইমাম পাঠিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন যে, আজ রাতের যেকোনো সময়ে আসাম ফৌজ অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু একটু পরেই তিনি অবহিত হয়েছেন যে, এটা ছিল তাদের সমরকৌশল।'

শাহরুখ অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'আসামের বনমানুষেরা আমাদের নিঃস্ব ভেবেছে।... খুব ভালো। আসামের হিংস্র পশুদের খুব দ্রুত এটা জানা হয়ে যাবে যে, ওরা নিজেদের ভাগ্যের নির্মমতার কাছে ফেঁসে গেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে শাহরুখ ফের বললো– 'সাইয়েদ সাহেব আর কী বলেছেন?'

দূত বললো– 'তিনি আপনাকে নদীর এই তীরের কাছাকাছি স্থানে সতর্কতার সাথে অবস্থান করতে বলেছেন।'

BanglaBook.org

এরপর সে তার কোমর থেকে হায়দার ইমামের লেখা পত্রটি দিয়ে বিদায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলো। শাহরুখ কাগজটি নিয়ে যুবককে বললো– 'এখন তুমি যেতে পারো।... সাইয়েদ সাহেবের খেদমতে আমার পক্ষ থেকে এই নিবেদন জানাবে যে, আমাদের বর্শা, আমাদের তরবারি আর আমাদের তিরদানি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আসাম বাহিনীর পথে তাক করা থাকবে। আল্লাহ চাহে তো, বড়ই ঐতিহাসিকভাবে কখনো না ভোলার মতো অভ্যর্থনা জানানো হবে তাদের।'

দূত বিদায় নেয়। শাহরুখ তার বাহিনীর প্রতিটি ফ্রন্টের দায়িত্বশীলদের ডেকে সুরতহাল সম্পর্কে অবহিত করে দ্রুতবেগে প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই ছাউনিজুড়ে সশস্ত্রভাবে সেজে গেছে সব ফ্রন্টের সিপাহিরা। সিপাহিদের মধ্যে খাবার বন্টন করা হয়েছে। তারা সকলেই নদীর তীর ঘেঁষে ঘন জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছে।

শাহরুখ দুধারী ঢাল পরেছে। কুলফিদার পরেছে মাথায়। কোমরে বেঁধেছে তিরদানি। হাতে লম্বা বর্শা নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়েছে। কিছুক্ষণ পর সে নদীতে নির্মিত সেতুর দিকে তাকিয়ে থাকে এবং পরক্ষণেই দ্রুত পায়ে তাঁবুতে প্রবেশ করে– যেখানে রাজেন্দ্র ও মহারাজা জয়ধ্বজ সিং রয়েছেন। উভয়ে দাঁড়িয়ে শাহরুখকে অভ্যর্থনা জানালো।

শাহরুখ কোনো প্রকার ভূমিকা ছাড়াই বললো– 'আসাম বাহিনীর কিছু বহর আজ রাতে এখানে অতর্কিত আক্রমণ চালাতে পারে। তোমাদের ব্যাপারে আমি বেশি কিছু জানি না। তোমরা উভয়ে যদি আসাম মহারাজার গুপ্তচর হয়ে থাকো এবং এখান থেকে বিভিন্ন বিষয় অবগত হতে এসে থাকো; তাহলে বুঝে নাও– তোমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তোমরা চুপি চুপি রাতের আঁধারে এখান থেকে পালিয়ে যাও। আর যদি তোমরা বাস্তবিকই সাধু-সন্ন্যাসী বা যোগী হয়ে থাকো, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তোমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেখানে মন চায় চলে যাও।'

মহারাজা এক ধরনের দৃঢ়তা নিয়ে বললেন– 'যুবনেতা! আমরা আসাম মহারাজার গুপ্তচর নই। গতকাল পর্যন্ত তো আমরা যোগী ছিলাম, আমাদের নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা ছিলো না, কিন্তু এখন আমরা সহায় পেয়ে গেছি। আমরা আপনার নিমক খেয়েছি, এবার সেই নিমকের হক আদায় করতে চাই। আমাদের যদি আপনি বিশ্বাস করেন, তাহলে আমাদেরও যুদ্ধে যাওয়ার সুযোগ দিতে পারেন। আমরা আপনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আসামের হিংস্র হায়েনাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই। আমরা আসাম মহারাজার অত্যাচারের শিকার। সে আমাদের বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। আমরাও আমাদের রক্তকণিকার হিসাব নিতে চাই!'

BanglaBook.org

শাহরুখ উভয়ের দিকে গভীর মনোযোগ সহযোগে দেখে বললো– 'তোমার নাম কী?'

মহারাজা বললেন– 'এর নাম রাজেন্দ্র, আর আমাকে মহিপাল বলা হয়ে থাকে।'

'মহিপাল।' শাহরুখ বললো– 'তোমাদের উভয়ের ওপর বিশ্বাস না রাখার যুক্তিযুক্ত কোনো কারণ আমার কাছে নেই। তোমরা উভয়ে এখানে থাকতে চাইলে খুশিমনে থাকো। আমরা তোমাদের আমাদের পেছনে রেখে যাচ্ছি। এ মুহূর্তে তোমরা আমাদের মেহমান। আর মেহমানকে যুদ্ধের আগুনের দিকে লেলিয়ে দেয়া আমার মতে ভালো ঠেকছে না। তোমাদের যথাযথ অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হবে, প্রয়োজনের সময় তোমরা তা দিয়ে নিজেদের রক্ষা করবে।'

'ধন্যবাদ।' মহারাজা কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে শাহরুখের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমরা বিশ্বাসের এই দেয়ালকে কিছুতেই ভাঙতে দেবো না।'

শাহরুখ তাঁবু হতে বের হওয়ার সময় একজন সিপাহিকে লক্ষ করে বললো– 'এদের উভয়কে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হোক।'

সিপাহি অবাক হয়ে শাহরুখের দিকে তাকালে সে মাথায় ইশারা করে তার নির্দেশ পালনের ব্যাপারে জোর দিয়ে দ্রুত একদিকে চলে যেতে লাগলো। সে যথেষ্ট চুপিসারে আক্রমণের পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে চলেছে।

মহারাজা জয়ধ্বজ সিং খুবই অভিজ্ঞ ও দক্ষতার সাথে সমর সরঞ্জাম বহন করতে থাকে। তার এই দক্ষতা দেখে একজন সিপাহি বললো– 'মুরব্বি! তুমি তো নিজেকে যোগী বলে পরিচয় দিয়ে থাকো, কিন্তু তোমার সমর সরঞ্জাম বহনে মনে হচ্ছে তুমি একজন প্রশিক্ষিত সৈনিক!'

মহারাজা জবাবে বললেন– 'ভাই! কখনো কখনো অপারগতা এসে সিপাহির রূপ পরিবর্তন করে যোগীর রূপ ধারণ করতে বাধ্য করে। আমি তোমাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। তোমরা আমাকে আরেকবার যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকসুলভ ভঙ্গিতে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছো। আজকের রাতের এক একটি প্রহর সাক্ষী দেবে যে, আমাদের মনে কী পরিমাণ দ্রোহ দাউ দাউ করে জ্বলছে! এই সুযোগটাকে আমি জীবনের এক অমীয় সুধা হিসেবে জ্ঞান করি। আমি সত্যের জয়গান গেয়ে অন্ধকারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। অন্যায়-অনাচারের আকাশসম পর্বত আমি ভেঙে চুরমার করে দিতে চাই!'

BanglaBook.org

রাজপরিচয়

বাংলার সাগর-নদী ও খাল-বিলের জোয়ার-ভাটার প্রকৃতি আজকের মতো হাজার বছর আগেও একধরনের অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়করই ছিল। সন্ধ্যাবেলা যেখানে পানিগুলো থাকতো স্থির ও চুপচাপ, সেখানে ভোর হতে না হতেই তাতে দেখা যেতো বিশাল বিশাল উথাল-পাতাল ঢেউ আর স্রোতস্বিনী জোয়ার। শুধু তা-ই নয়; বরং যেন নদীর গতিপথ ভোরে থাকতো পুব থেকে পশ্চিম দিকে, সেই নদীই সন্ধ্যা হলে আশ্চর্যভাবে তার গতিপথ পাল্টে ফেলতো এবং তীব্র বেগে বয়ে চলতো পশ্চিম থেকে পুব দিক ধরে। প্রকৃতির এই অভিনব ও বিস্ময়কর কারিশমা সম্পর্কে বাঙালিরা ছিল বহু আগে হতেই অবহিত। তারা যথেষ্ট উপকার ভোগ করতো নদী ও খাল-বিলের এমন স্বভাব-প্রকৃতি দ্বারা। এর বিপরীতে বহিরাগত লোকজন পদে পদে বাঁধা পড়তো বিপদ ও দুর্দশার কঠিন শিকলে।

এই মুহূর্তে আসাম ফৌজের ওই বাহিনী দুর্দশার এমন জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে– যারা মুসলমানদের কেন্দ্রীয় সেনা ছাউনিতে রাতের গভীরে অতর্কিত আক্রমণ চালানোর অভিলাষে আসছিলো। দুপুরের দিকে তারা যখন জগন্নাথ বস্তি হতে রওনা হয়, তখন নদীর পানি তীর ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই কোন অদৃশ্য শক্তি নদীর পানিকে তীর থেকে বাইরের দিকে নিক্ষেপ করা শুরু করে দিয়েছে!

এরপর রাত হতেই এক ভয়ংকর বিভীষিকা দেখা যেতে থাকে নদীর বুকে। নৌকাগুলোর গগনচুম্বী ঢেউয়ের তালে তালে উছলে উছলে পড়ছে! বেশ কটি নৌকা একটির সাথে আরেকটি টক্কর খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। বহু সৈনিক নদীর উথাল-পাথাল ঢেউয়ের সাথে সাথে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অনন্ত কালের তরে। এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে প্রতাপ। সে বেশ কবার ফিরে যাবার চিন্তা করেছিলো। কিন্তু পানির উথাল-পাথাল অনিয়ন্ত্রিত ঢেউ তার ফিরে যাবার পথও রুদ্ধ করে রেখেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে এগিয়ে যেতেই হচ্ছে।

BanglaBook.org

অর্ধরাতে এই বাহিনীর অগ্রগামী দলটি চার-পাঁচটি নৌকা নিয়ে ওই পাহাড়ি চূড়ায় আছড়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়– যার সাথে টক্কর খেয়ে রাজেন্দ্র ও মহারাজার নৌকা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিলো। দুরাচার ও পাষণ্ড প্রতাপ তার বাহিনী নিয়ে একপর্যায়ে ওই নদীতে গিয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়– যা পাহাড়ের ওপর চক্কর কেটে উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তে বয়ে যাচ্ছিলো বাংলার হাকিমের অবস্থানকেন্দ্রের পাশ দিয়ে। ইতোমধ্যে প্রতাপের আনুমানিক দুই হাজার সৈনিক এবং প্রায় দশ-বারোটি নৌকা ধ্বংস হয়ে গেছে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও তাঁর জানবাজ মুজাহিদরা জঙ্গলের ভেতর দিয়েই আসাম বাহিনীর নৌকাগুলো ধাওয়া করে করে এগিয়ে আসছে। যখনই আসাম বাহিনীর নৌকাগুলো ছাউনির কাছ দিয়ে বয়ে চলা নদীতে প্রবেশ করে, তখনই হায়দার ইমাম তাদের প্রতিহতের উদ্দীপ্ত স্লোগান দিয়ে আল্লাহু আকবার তাকবির ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুলে আকাশ-বাতাস। মুহূর্তেই ঘুমন্ত গহিন বনের বুক চিরে তাজা প্রাণের তুমুল স্পন্দন জাগরিত ও মুখর করে তুলে চারদিক। আসাম বাহিনীর মাঝি-মাল্লারা নিজেদের সামলে নেয়ার আগেই জ্বলন্ত তিরের বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে চতুর্দিক থেকে।

আসাম বাহিনীর মাঝে হানা দেয় মৃত্যুর মিছিল। সৈনিকেরা জ্বলন্ত নৌকা থেকে ঝাঁপ দিতে থাকে নদীর তীব্রবেগে প্রবাহিত জলতরঙ্গে। আহতদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে ভেঙে পড়ে রাতের নিস্তব্ধতা। মৃত্যুর বাজার আজ বেশ গরম! অন্যদিকে সাঁতার কেটে তীরে আশ্রয় নেয়া আসাম সেনাদের স্বাগত জানানোর জন্য জঙ্গলে ওত পেতে আছে শাহরুখ। আসাম বাহিনীর বড় একটি অংশ নদীর তীরে পৌঁছাতেই শাহরুখ নারায়ে তাকবির ও নারায়ে হায়দারি উচ্চকিত করে 'আল্লাহু আকবার... ইয়া আলি' স্লোগানের গুঞ্জরনে কাঁপিয়ে তুলে বন-জঙ্গল। শাহরুখের সিপাহিরা আসাম সেনাদের ভালো করে দাঁড়াবার সুযোগই দেয়নি। আসাম বাহিনীর সকল সেনা নদীর পাড়ে পৌঁছালে পেছন থেকে হায়দার ইমাম ও তাঁর সিপাহিরা সামনে-পেছনে দাঁড় করিয়ে দেয় মৃত্যুর দেয়াল।

প্রতাপ চিৎকার দিয়ে আসাম সেনাদের মনোবল বাড়াবার লক্ষ্যে বলতে থাকে– 'আসামের জঙ্গি ও পাহাড়ের সিংহরা! মৃত্যুকে ভয় পেয়ে আত্মহননের ব্যাপারে চিন্তা করো না। পাথরের দেয়ালের মতো দৃঢ় থাকো এবং শত্রুদের নিজ বর্শা ও তরবারি দ্বারা রক্তে রঞ্জিত করে ফেলো!'

আসাম বাহিনী এখনো স্থির হয়ে দাঁড়াতেই পারেনি, এমন সময়ে তাদের ঘাড়ে পতিত হলো আরেক মসিবত। এটা আজম খানের অশ্বারোহী বাহিনী– নদীর পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে যে বাহিনী এখানে এসে পৌঁছেছে। ঘূর্ণিঝড়ের মতো

BanglaBook.org

এই বাহিনীর আক্রমণ আসাম বাহিনীর রক্ষাকারী দেবতাকেও যেন হয়রান করে ছেড়েছে। যে দিকেই তারা মোড় নিচ্ছে, সেদিকেই দেখতে পাচ্ছে মৃত্যুর বিভীষিকা। প্রতাপ বেশ কলজে-কাঁপানো আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

রাতের এখন চতুর্থ প্রহর। আকাশের গায়ে তারার মেলাদের মাঝে চাঁদকে দেখাচ্ছে নববধূর মতো। তুমুল লড়াই চলছে। উভয় পক্ষে কেউই কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয়। আসাম সেনাদের লাশ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। প্রতাপ তার বাহিনীকে জড়ো করে দক্ষিণ দিকের ঘন জঙ্গলে পালিয়ে যেতে তৎপর। সাইয়েদ হায়দার ইমাম তাঁর রণকৌশল সম্পর্কে ভালো অবগত। তিনি মহাসড়ক দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছেন। এক জায়গায় চার-পাঁচজন আসাম সেনা সাইয়েদ হায়দার ইমামকে ঘিরে ফেলে। তিনি সিংহের মতো প্রবল বিক্রমে তাদের প্রতিহত করে চলেছেন। তিনি বলছেন– 'আমার নাম হায়দার ইমাম। তোমাদের অনেকেই ভদ্রেকের লড়াইয়ে আমার তরবারির স্বাদ গ্রহণ করেছো হয়তো। আমার গায়ে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ যুদ্ধবাজ খান্দানের রক্ত। আমি শহিদ-গাজিদের ঐতিহাসিক উত্তরসূরি। পেছনে ফিরে যাওয়া বা মৃত্যুর ভয়ে আমি পালাতে শিখিনি!'

প্রতাপ খুব সন্তর্পণে ঘন ঝোপ ভেদ করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তার হাতে দুধারী তরবারি। সে সাইয়েদ হায়দার ইমামের কাছে পৌঁছালে চিবুক খিঁচে উভয় পায়ের গোড়ালি শূন্যে তুলে উভয় হাতে শক্ত করে তরবারি ধরে হায়দার ইমামকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। এখনো তার তরবারি ওপরের দিকে তোলাই আছে, এমন সময়ে এক মুখোশ পরিহিত পেছন থেকে এমন তীব্র বেগে বর্শা নিক্ষেপ করে বসে যে, এতে প্রতাপের প্রাণ উড়ে যায় নিমিষেই। একটি প্রাণান্তকর চিৎকার শূন্যে ধ্বনিত হয়ে এক ভীতিকর নিস্তব্ধতায় মিলিয়ে যায়। পেছনে ফিরে দেখেন হায়দার ইমাম। উড়ে যেতে ছটফট করছে প্রতাপের প্রাণ। দীর্ঘদেহী এক মুখোশধারী তার বুক থেকে বর্শা বের করছে।

'শাবাশ, যুবক! আমাকে তোমার চেহারা দেখাও! কালকের আলোকোজ্জ্বল দিনে আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো।'

সে চেহারা থেকে মুখোশ সরায়।

চাঁদের আলোতে হায়দার ইমাম তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে বললেন– 'এ কী! তুমি আসামের নাগরিক?'

'হ্যাঁ, আমি আসামের নাগরিক।... কিন্তু সেই আসাম নাগরিক– ভগবান যাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।'

BanglaBook.org

এক আসাম সেনা এদের দুজনকে কথা বলতে দেখে অতর্কিত আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু উদাসীন ছিলেন না হায়দার ইমাম। তিনি উড়ন্ত প্রজাপতির মতো তরবারির এক ফলাতেই তার জীবন সাঙ্গ করে দেন।

ভোর পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। বন-জঙ্গলের যত্রতত্র আসাম সেনাদের লাশ। এখন বাংলার হাকিমের সিপাহিরা পালিয়ে যাওয়া আসাম সেনাদের খুঁজে খুঁজে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিচ্ছে। ভোরের আলোকপ্রভা এ ক্ষেত্রে ভালোই সহযোগিতা করছে। এতে করে নির্দয় আসাম সেনাদের খুঁজে বের করা সহজ হচ্ছে মুসলিম বাহিনীর। এক জায়গায় ঘন এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো চারজন আসাম সেনা। শাহরুখ এখান দিয়ে অতিক্রম করার সময় এই চারজন অতর্কিত একযোগে হামলা করে শাহরুখকে আহত করে দেয়। আঘাতপ্রাপ্ত শাহরুখ তারপরও বীরবেশে তাদের মোকাবেলা করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণে তার শক্তি ফুরিয়ে আসছিলো। এমন সময়ে রাজেন্দ্র ও মহারাজার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে আহত শাহরুখের ওপর। কালবিলম্ব না করে তারা সিংহবেশে আসাম সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারজন আসাম সেনা ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

শাহরুখ আহত কণ্ঠে বলে ওঠে– 'মহিপাল! আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আশ্চর্য লাগছে– এতো নির্দয় ও পাষণ্ড আসামদের মধ্যে তোমার মতো ভালো লোকও আছে!'

রাজেন্দ্র শাহরুখকে কাঁধে তুলে নেয়। দ্রুতপায়ে এগোতে থাকে নদীর দিকে। মহারাজা জয়ধ্বজ আগে আগে তরবারি উঁচিয়ে চলছেন। এদিকে সাইয়েদ হায়দার ইমামের দৃষ্টি পড়লে তিনি বলতে থাকেন– 'শাহরুখের এ কী হয়ে গেলো?'

শাহরুখ বললো– 'সাইয়েদ সাহেব! শঙ্কার কিছু নেই। এটা সাধারণ আঘাত, দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম মহারাজার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি কি সেই ব্যক্তি– যাকে গত সপ্তাহে সিংহ আক্রমণ করেছিলো?'

'হ্যাঁ।' মহারাজা বললেন– 'আর আপনি জীবন বাজি রেখে সিংহটি মেরে আমাকে রক্ষা করেছিলেন।'

হায়দার ইমাম হেসে বললেন– 'তুমি খুব দ্রুতই নিজ কাঁধ হতে আমার ইহসানের ভার শোধ করে দিলে!'

মহারাজা হেসে জবাব দিলেন– 'না, নেতা! আমি তো আমার দায়িত্ব পালন করলাম মাত্র। আপনার অনুগ্রহের ভার তো আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেও আদায় করতে পারবো না।'

BanglaBook.org

সকালটা বেশ আলো ছড়াচ্ছে। আজম খানের বাহিনীর ঘোড়াগুলো নদীর কিনারায় দৌড়ছে। জঙ্গলের মধ্যে কম-বেশ প্রায় সাত-আট হাজার আসাম সেনার লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এদের খাবলে খাবলে খাচ্ছে জঙ্গলের প্রাণিরা। শাহরুখকে পেছনে তার তাঁবুতে পৌঁছে দেয়া হয়। একজন হেকিম তার জখম পরিষ্কার করে তাতে পট্টি লাগাচ্ছেন। হেকিম বললেন– 'আঘাত তো বেশ গভীর, তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই। দ্রুতই ঠিক হয়ে যাবে।'

দুপুর পর্যন্ত বাঙালি সিপাহিরা আসাম বাহিনীকে ধাওয়া করে করে সারা বন-জঙ্গল চষে বেড়াতে থাকে। এ লড়াইয়ে কয়েক হাজার তরবারি, বর্শা ও ঢাল ছাড়াও প্রায় ষাট-সত্তরটি বিশাল আকারের নৌকা মুসলিম বাহিনীর হাতে আসে। আসাম বাহিনীকে পুরোপুরি খতম করার পর বাঙালি সিপাহি ও ফৌজের দায়িত্বশীলরা ফিরে যায় নিজ নিজ ছাউনিতে । সবার আগে মহারাজা ও রাজেন্দ্র মিলে শাহরুখকে তাঁবুতে নিয়ে আসে।

মহারাজা শাহরুখের হাত নিজ হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'এখন কেমন লাগছে?'

শাহরুখ মহব্বতভরা দৃষ্টিতে মহারাজার হাত চেপে ধরে বললো– 'মহিপাল! আমি সম্পূর্ণ ভালো আছি। তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমার দ্বারা যদি তুমি মনে কোনো কষ্ট পেয়ে থাকো, তবে আমাকে ক্ষমা করে দিও।... আমার জানা ছিলো না যে, আসলে তুমি অন্ধকারে এক আশার প্রদীপ!'

দিনের শেষ বেলায় বাংলার নবাব আলি কুলি খান কজন জানবাজ অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে নদীর পাড় ঘেঁষে সেনা ছাউনিতে এসে পৌঁছান। তিনি গত রাতে ভয়ংকর অতর্কিত আক্রমণের ব্যাপারে সবকিছু শুনেছেন। এখন তিনি এসেছেন যুদ্ধে আহত গাজিদের দেখভাল করার জন্য। তাদের ভালো-মন্দ জানার জন্য।

শাহরুখ, সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও আজম খান হাকিম সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাতে নদীর পাড়ে আসেন। শাহরুখ মারাত্মক আহত হওয়া সত্ত্বেও চলে আসে হাকিমকে স্বাগত জানাতে। তার বাহুতে তখনো রক্তাক্ত পট্টি। হাকিম সাহেবের সাথে এসেছে শ্যাম ও সুন্দরও। বাদশাহ আলি কুলি খান প্রত্যেকের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ ভঙ্গিতে সুবিধা-অসুবিধা জানতে থাকেন।

তিনি হায়দার ইমামকে বুকে জড়িয়ে বলতে লাগলেন– 'সাইয়েদ সাহেব! তোমার প্রশংসায় কিছু বলা ন্যূনতম আমার তো মনে হয় তোমাকে অপমানেরই নামান্তর হবে। কেননা, বীরত্ব ও বাহাদুরির সাথে শাহাদাতের অপার আকাঙ্ক্ষা তো তুমি উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়ে এসেছো। আমি তোমাকে

BanglaBook.org

সালাম জানাই। শাহরুখ আর আজম খানের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার না করলে বড়ই অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হবে। আমি তোমাদের অধীন সকল বীরপুরুষকে মোবারকবাদ জানাই।'

বাংলার হাকিম কথা বলতে বলতে তাঁর জন্য নির্ধারিত তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছান। এরপর আসন গ্রহণ করেন সোনালি মসনদে।

এমন সময় শাহরুখ বললো– 'আমরা সকলে বাংলার বাদশাহকে এই অবিস্মরণীয় বিজয়ে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।' বাদশাহ মুচকি হেসে বললেন– 'তোমাদের সবাইকে আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। তোমাদের মোবারকবাদ আমি সাদরে গ্রহণ করলাম। তোমরা সবাই আমার কাছে জীবনের চেয়ে অধিক মূল্যবান।... আচ্ছা, শাহরুখ! তোমার আঘাতের কী অবস্থা?'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'আঘাত তো খুব গভীর! কিন্তু আমাদের শাহরুখ ভীষণ বেপরোয়া। সে তার তাঁবুতে বিশ্রাম নেয়াকে শ্রেয় মনে করছে না।'

শাহরুখ মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'সরকার! আঘাত গভীর ঠিক আছে, তাই বলে একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকবো? একজন সৈনিককে তো জীবনের পরতে পরতে আঘাত খেয়ে খেয়ে চলতে হয়!'

বাদশাহ আরেকবার দাঁড়িয়ে শাহরুখকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং এরপর সবাইকে বসার নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পর বাদশাহ বলতে শুরু করেন– 'আমি রাতেই ফিরে যাবো। আমার পক্ষ থেকে গোটা বাহিনীর জন্য এই শানদার বিজয় উপলক্ষে একটি শানদার জেয়াফতের আয়োজন করা হবে।''

তিনি আরও বললেন– 'আমাকে বলা হয়েছে, আসাম বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'আসামের বাহিনীটি প্রায় দশ হাজার সিপাহি সেনাপতিসমেত সম্পূর্ণভাবে বনে-জঙ্গলে কাটা পড়েছে। বুনো বাঘ এবং অন্য হিংস্র প্রাণিগুলো এখন সেই লাশগুলো খাবলে খাচ্ছে।'

বাদশাহ আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন– 'আসামের জালেমরা তাদের পাশবিকতা, হিংস্রতা আর জুলুমের দ্বারা নিজেদের জীবনঘড়ির কাঁটা দ্রুত কমিয়ে আনছে। আকাশে তাদের মৃত্যুর ফয়সালা লেখা হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ, মহারাজা জয়ধ্বজ সিং কুকুরের মতো ধুঁকে ধুঁকে মরবে!'

বাদশাহর দু'চোখে দীপ্তির কিরণ চিকচিক করছে। তিনি তাঁর তরবারি হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন– 'অন্যায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এর আগেই তার ধ্বংস হওয়া দরকার। আসামদের সামনে এখন কেবলই ধ্বংসের অনলশিখা।

BanglaBook.org

অসহায় মজলুমদের আর্তনাদ জনম জনম ধরে তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে যাবে। মৃত্যুর বিভীষিকাময় কুণ্ডলীতে কেয়ামত পর্যন্ত তারা অবর্ণনীয় শাস্তিতে দগ্ধ হতেই থাকবে!'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম কথার প্রসঙ্গ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললেন– 'কিন্তু হুজুর! আসামদের মধ্যে এমন লোকও আছে– যারা অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান ও ন্যায়পরায়ণ। আমার মন চায়, তাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে শতবার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করি!'

বাদশাহ হাসিমাখা দৃষ্টিতে শ্যাম ও সুন্দরের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'সাইয়েদ সাহেব! তুমি ঠিকই বলেছো। এই দুজনের কর্মকাণ্ড আমাকে বেশ প্রভাবিত করেছে। নিজেকে আমি এদের অনুগ্রহের ছায়াতলে ডুবন্ত দেখতে পাই।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম শ্যাম ও সুন্দরের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এদের মতো আরও দুই হৃদয়বান আসাম নাগরিক আমাদের ছাউনিতে উপস্থিত আছে। যাদের সাহস ও বীরত্ব কেবল আমাদের সবাইকে বিস্মিতই করেনি; বরং মহারাজা জয়ধ্বজের ধ্বংস হওয়া বাহিনীর বরবাদির পেছনে এদের অংশ আমাদের সবার চেয়ে বেশি না হলেও কম হবে না।'

শ্যাম ও সুন্দর বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সাইয়েদ হায়দার ইমামের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা এই ভাবনায় ডুবে আছে যে, কারা হতে পারে এমন বীর?

শাহরুখ বললো– 'হুজুর! যুদ্ধের সময় ওরা ক্ষুধার্ত সিংহের মতো বড়ই নির্ভীকচিত্তে আসাম সেনাদের মস্তক উড়িয়ে চলেছিলো।'

'ওরা কারা? এবং এখানেই বা পৌঁছালো কীভাবে?'

জবাবে শাহরুখ বললো– 'ওরা উভয়ে যোগীবেশে এসেছিলো। পরে জানা গেলো যে, তারা মহারাজা জয়ধ্বজের অন্যায় ও জুলুমের শিকার হয়ে নিজ বাহিনীর বিদ্রোহী হয়ে পালিয়ে এসেছে। বনের মধ্যে একটি সিংহ তাদের আক্রমণ করে বসে। এদিকে ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন সাইয়েদ হায়দার ইমাম। তিনি এ অবস্থা দেখে সিংহকে মেরে এদের প্রাণে বাঁচান। এরপর উভয়কে এখানে নিয়ে আসা হয়।'

বাদশাহ বললেন– 'ওরা এখন কোথায়? এক্ষুনি তাদের উপস্থিত করো! আমি ওইসব আসাম নাগরিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই– যারা অন্যায়-জুলুমের অন্ধকার পথে নিজের রক্তবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে।'

শাহরুখ বললো– 'মনে হচ্ছে, যুদ্ধ যতোই গড়াতে থাকবে, ততোই অন্যায়ের শিকার হয়ে আসাম সেনারা বিদ্রোহী হয়ে পালাতে থাকবে।'

BanglaBook.org

বাংলার নবাব বললেন– 'আল্লাহ তাআলার প্রতিটি কাজে অবশ্যই হেকমত আছে– তাৎক্ষণিকভাবে যা আমরা অনুভব করতে পারি না।'

এরপর শাহরুখ বললো– 'আশ্চর্য লাগে, শ্যাম, সুন্দর, মহিপাল ও রাজেন্দ্রদের মতো ভালো লোকেরা না জানি কীভাবে মানবতার দুশমনদের মাঝে এতো দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছে! আমার তো দম বন্ধ হয়ে যেতে চায়।'

এমন সময়ে রাজেন্দ্র ও মহারাজা– যে নিজের নাম 'মহিপাল' রেখেছে– তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করলো। উভয়ের গায়ে সিপাহির পোশাক। দেখতে উভয়ই সুঠামদেহী ও সুদর্শন। বাংলার নবাব মহব্বতভরা মুচকি হাসি ও চিত্তনিষ্ঠ দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে তাকালেন। মহারাজা নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে আগ বাড়িয়ে বাংলার নবাবের পায়ে পড়ে যান। তিনি কাঁদতে থাকেন অঝোরে।

বাদশাহ তাঁকে দুই হাত দিয়ে ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'তোমার নাম কী?'

'মহিপাল'– মহারাজা বললেন।

বাংলার নবাব বললেন– 'খুব সুন্দর নাম তোমার। নামের মতো তোমার চরিত্র ও বাহ্যিক গঠনও বেশ সুন্দর।... মহিপাল! আমরা ভালো ও বাহাদুর মানুষদের বেশ সম্মান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এখানে এসে তোমরা কোনো ভুল করোনি; বরং সঙ্গত স্থানেই তোমরা এসে পৌঁছেছো।'

মহারাজার পর রাজেন্দ্র এসে বাংলার নবাবের পায়ে চুমু খেতে আরম্ভ করে। মহারাজা হাত জোড় করে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ বেয়ে শ্রাবণধারা বর্ষণ হচ্ছেই। শ্যাম ও সুন্দরের দৃষ্টি মহারাজার দিকে। অপলক তারা তাঁর দিকে তাকিয়েই আছে। চোখের পাতা ফেলতেও যেন তারা ভুলে গেছে।

রাজেন্দ্রকে বাংলার হাকিম পা থেকে তুলে বললেন– 'যুবক! ইসলামি শিক্ষামতে এ ধরনের সম্মান দেখানো অবৈধ। কিন্তু যেহেতু এ জাতীয় কৃষ্টির সাথে বহুকাল ধরে তোমরা অভ্যস্ত এবং তোমাদের রাজা-মহারাজারাও এভাবে মানুষকে অপদস্থ ও অসম্মান করে থাকে... ধীরে ধীরে তোমরা এ বদ-অভ্যাসগুলো ছেড়ে দিও।'

বাদশাহ দাঁড়িয়ে বললেন– 'তোমরা যদি চাও তবে আমার সঙ্গে আসতে পারো।'

হঠাৎ বাদশাহর দৃষ্টি পড়লো মহারাজার ওপর। তাঁর বাঁ কাঁধ হতে বর্শার আঘাতে রক্তকণা টপটপ করে ঝরে পড়ছে।

BanglaBook.org

'...আরে! তুমি তো খুব আহত, মহিপাল!'

বাদশাহ এগিয়ে এসে নিজ হাতে তাঁর কাঁধ হতে দুধারী বর্শাবন্ধনী খুলে ফেললেন।

মহারাজা মুচকি হেসে বললেন– 'নেকদিল হাকিম সাহেব! কষ্ট করবেন না, এটা তেমন জটিল আঘাত নয়।'

বাংলার নবাব শুনেও না শোনার মতো করে দ্রুত বর্শাবন্ধনী খুলে জামা উল্টে ক্ষতস্থান দেখে শাহরুখকে উদ্দেশ করে বললেন– 'শাহরুখ! বড় আফসোসের বিষয়! তুমি তো কখনো এমন দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ছিলে না! এই ক্ষতে অবশ্যই পট্টি বাঁধতে হবে। বর্শার আঘাত কিন্তু খুবই গভীর ও মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে!'

শাহরুখ দুঃখ প্রকাশ করে বললো– 'ক্ষমা চাই, সরকার! নিঃসন্দেহে অধম মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছি।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম নবাব সাহেবের শেরওয়ানিতে চুমু খেয়ে বললেন– 'আলিজাহ! এই অপরাধে আমিই অভিযুক্ত, আমাকে শাস্তি দিন। শাহরুখ নিজেও মারাত্মক আহত ছিলো। এরা উভয়ে তাকে কাঁধে করে এখানে নিয়ে এসেছিলো।'

বাদশাহ বললেন– 'এখন এবং এই মুহূর্তেই হেকিমকে ডাকো।' এরপর দুই কদম অগ্রসর হয়ে বললেন– 'আগামীকাল এদেরকে আমার কাছে পৌঁছে দেবে।'

শ্যাম ও সুন্দর এখনো নিষ্পলক ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। তারা মাঝেমধ্যে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে। আর চোখে চোখেই ইশারা করে যাচ্ছে। এখনো রাজেন্দ্র ও মহারাজা তাদের দিকে তাকাননি।

বাদশাহ হঠাৎ কী মনে করে শ্যাম ও সুন্দরকে উদ্দেশ করে বললেন– 'প্রিয় বাচ্চারা! তোমরা নিজ জ্ঞাতিভাই এই বীরদের সাথে মোলাকাত করবে না?'

মহারাজা ও রাজেন্দ্র হকচকিত ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকালো। তাদের সামনে দুই আসাম নাগরিক দাঁড়ানো। কেঁপে উঠে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের অস্তিত্ব। পাথর হয়ে যায় তাঁর চোখ। শ্যাম ও সুন্দরের চেহারায় মৃদু হাসির রেখা। অনেক কিছু বলার ভঙ্গিতে তাদের চোখেমুখে বিস্ময়। মহারাজার চেহারা বেয়ে মুক্তোর মতো গড়িয়ে পড়ছে ঘাম। চিকচিক করছে। উপস্থিত সবাই আশ্চর্য ভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে এই চারজনের মতিগতি।

'কী ব্যাপার শ্যাম?' নবাব সাহেব জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি তাদের চেনো না?'

BanglaBook.org

শ্যাম চমকিত হয়ে মাথা ঝুঁকালো। বাংলার নবাব আরেক দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মহিপালজি! তুমিও এই দুজনকে চিনতে পারছো না? ঠিক আছে। এক অন্যের সাথে কোলাকুলি করো। পরে অন্য সময়ে পরিচিত হওয়া যাবে। আর হ্যাঁ, মহিপাল ও রাজেন্দ্র! তোমাদের কাহিনি সময় করে বিস্তারিত শুনবো।'

দুই কদম এগিয়ে চারজন আবারও স্থির হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে নবাব সাহেব বললেন– 'শ্যাম! এ কেমন অমানবিক কথা! সুন্দর! এগিয়ে যাও! দ্রুত কোলাকুলি করো।... আমাদের জলদি ফিরতে হবে। সময় খুব কম!'

শ্যাম ও সুন্দর কী এক আশ্চর্য আবেগের আতিশয্যে নিজেদের সামলে রাখতে না পেরে অগ্রসর হয়ে মহারাজার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। এরপর কপাল ঠেকিয়ে কাঁদতে থাকে অঝোরে। মহারাজা ও রাজেন্দ্র নিজ নিজ স্থানে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। থমকে গেছে তাদের পঞ্চেন্দ্রিয়। বাদশাহ আলি কুলি খান ও অন্যরা বিস্ময় ও আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছেন শ্যাম ও সুন্দরের দিকে। শ্যাম ও সুন্দর বুক থাপড়ে থাপড়ে কেঁদেই চলেছে।

বাদশাহ দুজন সিপাহিকে ইশারা দিয়ে বললেন– 'শ্যাম ও সুন্দরকে দাঁড় করাও।'

তিনি কী যেন ভাবতে গিয়ে আবার মসনদে গিয়ে বসেন। শ্যাম-সুন্দরকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলার হাকিম ভালোবাসামিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন– 'এ কি তোমাদের পিতা?'

'না, সরকার!'

বাদশাহ আবার জিজ্ঞেস করলেন– 'এ কি তোমাদের বাহিনীর বড় পদস্থ কোনো সেনাপতি?'

'না, হুজুর!'

শ্যাম জবাব দিলে বাংলার নবাব খানিক বিস্বাদভরা ভাব নিয়ে বললেন– 'এ কি তোমাদের ধর্মীয় গুরু, সাধু নাকি যোগী? কে সে– যার পায়ে তোমরা বড়ই সম্মান দেখিয়ে মাথা ঠেকিয়েছো?'

শ্যাম এগিয়ে এসে বাংলার হাকিমের কানে কানে বললো– 'ইনি হচ্ছেন মহারাজা জয়ধ্বজ সিং।'

বাংলার নবাব চিৎকার করে তাঁর অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন– 'তোমাদের কি হুঁশ ঠিক আছে? জানো কি তুমি কী বলেছো? মনে হয় তুমি মারাত্মক ভুল ধারণার শিকার!'

শ্যাম হাত জোড় করে কুর্নিশ করে বললো– 'অন্নদাতা! সেবক যা কিছু বলেছে– তা সে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার সাথেই বলেছে।'

BanglaBook.org

বাংলার হাকিমের ডান হাত কেঁপে চলেছে তরবারির কবজায়। তিনি খুবই তীক্ষ্ণ ও ধারালো দৃষ্টিতে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। মুহূর্তেই পাল্টে গেলো সমাবেশের রঙ। মহারাজার মাথা নোয়ানো। তাঁর চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুকণা।

বাংলার হাকিম আলি কুলি খান কিছুক্ষণ চুপ থেকে উপস্থিতিদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'সবাই সরে যাও। আমি নির্জন অবস্থায় এই মেহমানদের সাথে কিছু একান্ত কথা বলতে চাই।'

উপস্থিত সকলে তাঁবুতে চলে যায়। সুন্দর ও শ্যামও যেতে চাইলে হাকিম তাদের কম্পিত কণ্ঠে বললেন– 'তোমরা এখানে দাঁড়াও।'

বাংলার হাকিমের চোখে ক্ষোভ ও ক্রোধের আগুন। তিনি মহারাজাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'সত্য করে বলো, শ্যাম ও সুন্দর কি ভুল ধারণার শিকার, নাকি তুমিই সেই অপদার্থ মহারাজা জয়ধ্বজ সিং? অল্প শব্দে জবাব দাও!'

মহারাজা তাঁর নুয়ে রাখা মাথা তুলে বললেন– 'শ্যাম ও সুন্দর ভুল ধারণার শিকার হয়নি, আমিই দুর্ভাগা জয়ধ্বজ সিং। আজ থেকে এক সপ্তাহ আগে আমি মহারাজ ছিলাম বটে; কিন্তু এখন আমি কিছুই নই। প্রকৃতপক্ষে আমি জীবিত থাকারই উপযুক্ত নই। এই ধরার বুকে আমি ভীষণ অপাঙ্‌ক্তেয়। জীবনের ওপর আমি আজ বিতৃষ্ণ। নিজ হাতে আপনি আমাকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দিন। তবে আমার ওপর একটি অনুগ্রহ করবেন– আমার এক কন্যা আছে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত। ওই নির্দোষ মেয়েটির জীবনপ্রদীপ এক অত্যাচারীর হাতে নিভে যাওয়ার পথে। তার সাথে হাশিম নামীয় এক বন্দীও আছে– যে অজয় কুমারের খুনে অভিযুক্ত। যেভাবেই সম্ভব ওই দুজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন।... ইশ! আমি যদি আমার মেয়ের কথাটুকু মেনে নিতাম!'

বাংলার নবাব আলি কুলি খান নম্রসুরে বললেন– 'জয়ধ্বজ সিং! যে সময়ে তুমি নিষ্পাপ, নিরপরাধ মুসলিম বালিকাদের জীবিত পুড়িয়ে মারছিলে, সে সময় কি তাদের গগনবিদারী আর্তনাদ তোমার ভেতরে একটুও দয়ার উদ্রেক করেনি? সে সময় তুমি কী করে এমন হিংস্র নরপিশাচ হতে পারলে? তারা কতোই না তোমাদের মানবতার দোহাই দিয়ে মুক্তি চেয়েছে! তোমাকে দেখে তো এতোটা পাষাণ, নির্দয়, দাম্ভিক ও অনাচারী মনে হয় না! আমি তোমাকে নিজ হাতে খুন করার কসম খেয়েছিলাম। এই মুহূর্তে আমি ভীষণ আত্মিক দোদুল্যমানতায় ভুগছি। আমি ভাবতেও পারছি না, এভাবে তুমি অতর্কিত এক আশ্চর্য ভূমিকায় আমার সাথে মিলিত হবে। আমি কী করবো না করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি

BanglaBook.org

না। আমার মস্তিষ্ক ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমি আমার কসম ভাঙতে পারি না। তুমি এক ভয়ংকর হিংস্র নরপিশাচ আবার নির্দয় খুনিও; কিন্তু এ মুহূর্তে একে তো তুমি আমাদের মেহমান, অন্যদিকে অনুগ্রহকারী।'

মহারাজা কান্নাভেজা কণ্ঠে বললেন– 'আমি হিংস্র হায়েনার চেয়ে নিকৃষ্ট। আমার পাপের তালিকা বেশ দীর্ঘ। আমি রক্তপিপাসু রাক্ষস। কিন্তু যে সময়ে মুসলমান বালিকাদের জীবিত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, সে সময় আমি মহারাজা ছিলাম না। তখন সেই মহারাজা ক্ষমতা লুণ্ঠন করে– যে কালনাগের চেয়ে অধিক বিষাক্ত এবং হিংস্র পশুর চেয়ে জঘন্য রক্তপিপাসু। সে সময় তো আমি মৃত্যুর তীর বেয়ে সফররত ছিলাম। মৃত্যু ভয়ংকরভাবে আমার পিছু নিয়েছিলো।'

হাকিম কী যেন চিন্তা করে বললেন– 'আমি বিস্তারিতভাবে তোমার ঘটনা শুনতে চাই।'

মহারাজা কৃষ্ণকুমারের অবাধ্যতা এবং তার অন্যায় পরিকল্পনার সমস্ত ঘটনা শোনানোর পর বললেন– 'আমি মুসলিম বালিকাদের জীবিত পুড়িয়ে মারার অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নই। এ ব্যাপারে আমি নির্দোষ।'

বাংলার হাকিম নিজ তরবারি কোষবদ্ধ করে নিচে রেখে দিলেন। এরপর এগিয়ে এসে মহারাজাকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করে বললেন– 'আমি তোমার ভাই। তুমি মহারাজা ছিলে এবং মহারাজাই থাকবে।'

এরপর তিনি শ্যাম ও সুন্দর উভয়কে লক্ষ করে বললেন– 'মহারাজার অবস্থান খুবই মূল্যবান এক গোপন বিষয়। এ বিষয়টা কিছুতেই ফাঁস করবে না। তাঁকে এখন মাগড়ির দুর্গের দিকে পাঠিয়ে দাও। যতোক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণকুমারকে মৃত্যুর মুখে পতিত করা না হবে, ততোক্ষণ মহারাজা মাগড়ির দুর্গে বিশ্রাম নেবেন।'

এরপর তিনি মহারাজার কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'তুমি মহিপাল হয়েই এখানে থাকবে। কারও কাছে নিজের বাস্তব পরিচয় তুলে ধরবে না। আমাদের হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে প্রতিশোধের অনলশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। কেউ যদি তোমার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে, তাহলে অজ্ঞাতভাবে কেউ তোমার ওপর আক্রমণ করে বসতে পারে।'

মহারাজা হাত জোড় করে বললেন– 'আপনি দেবতা। আপনি ভূমণ্ডল-নভোমণ্ডলের মহারাজা। আপনিই রাজাধিরাজ। আমারও একটি কামনা আছে।'

'বলো।' হাকিম মৃদু হেসে বললেন– 'আমি তোমার প্রতিটি ইচ্ছার মূল্যায়ন করবো।'

BanglaBook.org

মহারাজা হাত জোড় করে বললেন– 'আমাকে আপনার চরণতলে থাকার আজ্ঞা দিন। আপনার সেনাদের মধ্যে আমি একজন সাধারণ সেনা হয়ে থাকতে চাই। জীবনের অন্ধকার পথে আমি নিজের রক্ত দিয়ে আলো জ্বালাতে চাই। রাজ-রাজত্বের কোনো ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আমার মাঝে আর অবশিষ্ট নেই।'

বাংলার নবাব আনন্দিত হয়ে আবারও তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন– 'আমি ভীষণ আনন্দিত। তোমার আবেগ ও ইচ্ছাকে আমি সম্মান দিয়ে যাবো। তোমাকে আমি আমার ভাই বানিয়ে আমার সঙ্গে রেখে দেবো। চন্দ্রকান্ত আমারও মেয়ে। আমরা আমাদের মা-বোন ও কন্যাদের ভালোই নিরাপত্তা দিতে জানি। তুমি রাজকুমারীর ব্যাপারে কোনো চিন্তা কোরো না। কোনো জালিম যদি তার সাথে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করে, তবে সেই খুনি হায়েনার গোটা বংশকে আমি মৃত্যুর অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে ছাড়বো।'

এরপর হাকিমে বাংলা শ্যামের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'শতাব্দীর সেরা রহস্যমানব সুলতান আহমাদকে উপস্থিত করা হোক।'

কিছুক্ষণ পর সুলতান আহমাদ, সাইয়েদ হায়দার ইমাম, শাহরুখ ও আজম খান একসঙ্গে হাকিমের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন।

বাংলার হাকিম সুলতান আহমাদের কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'তুমি শতাব্দীর সেরা রহস্যমানব। আমি তোমাকে আসামের দারুল হুকুমতে পাঠাতে চাই। আশা করি– তুমি রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের হেফাজত করতে পারবে।'

এরপর তিনি উপস্থিতিদের উদ্দেশ করে বললেন– 'এই হচ্ছে মহিপাল। তাকে আমি আমার ভাই বানিয়েছি। তার সম্মানের প্রতি সব সময় দৃষ্টি রাখবে।'

মহারাজা কুর্নিশ করে হাকিমের পায়ে হাত রেখে দিলেন।

সুন্দরকে উদ্দেশ করে হাকিম বললেন– 'মহিপালের তাঁবু আমার তাঁবুর সন্নিকটে হওয়া চাই। তাকে আমি সব সময় আমার খুবই কাছে দেখতে চাই।'

সুলতান আহমাদ হাকিমের হাতে চুমু খেয়ে বললেন– 'আমি দোয়াপ্রার্থী।'

হাকিম তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'যাও! তোমাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিলাম। সব সময় তুমি আমার দোয়ার ছায়াতলে ছিলে, আগামীতেও তোমার জন্য আমার দোয়া থাকবে।'

সুলতান আহমাদ পুনরায় হাকিমের হাতে চুমু খান এবং দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন– 'যতোক্ষণ আমি জীবিত থাকবো, ততোক্ষণ রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত কে যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে নিরাপদে রাখবো।'

কিছুক্ষণ পর মহারাজ রাজকীয় পোশাক পরে হাকিমে বাংলার সঙ্গে নাদের খানের বস্তির দিকে রওনা হন।

BanglaBook.org

বন্দী রাজকুমারী

এ এক অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও বড়ই আশ্চর্য রকম সন্ধ্যা। রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত তার আলিশান ও সুদৃশ্য মহলে সখীদের নিয়ে বসে আছে। গলা বেয়ে ঝুলছে তার রেশম কোমল চুলের বেণি। পরীর মতো সুন্দরী সেবিকারা দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে। রাজকুমারীর সুরমা কালো চোখের পাপড়িতে মধুময় হয়ে উঠেছে যেন গোটা মৌসুমটাই। সে খুবই গভীর দৃষ্টিতে মেঘের বড় বড় টুকরোগুলো একটি আরেকটিরও ওপর লুটোপুটি খেয়ে পশ্চিম গগনে ডুবে যাওয়ার মাঝে দেখতে পাচ্ছে অদৃশ্য কোনো এক শঙ্কার প্রতিচ্ছবি। মেঘের উন্মাতাল বিচরণ আর রঙ-বেরঙের সুদৃশ্য নিষ্পাপ পাখিদের উড়ে যাওয়ার মাঝেও পরিবেশটা কেমন জানি জাদুমুগ্ধের মতো মনে হচ্ছে।

ওদিকে রাজকুমারী নিজেকে সাজিয়ে নিচ্ছে তার ফুলের মতো সুন্দর সখী ও সেবিকাদের কোলাহলের মাঝে। অন্ধকার নেমে আসতেই বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে আকাশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা মেঘেরা। বাতাস বইতে শুরু করে তীব্র বেগে। সেই বাতাস যেন রাজকুমারীর পোশাকের সুগন্ধি দিগ্‌বিদিক ছড়িয়ে দিতে তৎপর। কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে বিজলির আলোক বিচ্ছুরণ। ওদিকে খানিক পরপর মেঘের গর্জন তো আছেই। বজ্রপাত আর বিজলির মিতালিতে মনে হচ্ছে হাজার ফুট নিচে গিয়ে ছিটকে পড়ছে আগুনের দ্রুতগামী এক কুণ্ডলী। আসামের ঘন বনের সিংহ, চিতা ও হাতিগুলোও চিৎকার দিয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে এক ভীতিকর পরিবেশ। সবার মাঝে এক টানটান শঙ্কা। না জানি কতোক্ষণ রাজকুমারী রাতের এই অদ্ভুত কারিশমা দেখে চলেছে। অতর্কিত সে শুনতে পায় দুর্গের মূল ফটকে কিসের যেন শোরগোল। শাহি দামামা বেজেই চলেছে উচ্চশব্দে।

'এ কী... এ আবার কে এলো? পিতা মহারাজ কি ফিরে এসেছেন! কিন্তু তিনি এতো দ্রুত কী করে পৌঁছালেন?'

রাজকুমারী পেরেশান হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার বুক ধড়ফড় করে কাঁপছে এক অজানা আশঙ্কায়। ঢোলের মতো ধুকধুক শব্দ ভেতরে ভেতরে। তার

BanglaBook.org

সেবিকা ও সখীরাও ঠায় দাঁড়িয়ে। দুর্গের ফটক হতে আসা শোরগোল শাহি মহলের দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। রাজকুমারী বেলকনির দিকে পা বাড়াতে যাবে এমন সময় পুনম জানালার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো– 'রাজকুমারী! কোথাও লুকিয়ে পড়ো! ভগবানের দোহাই, বনের দিকে পালিয়ে যাও! খুনি হায়েনারা দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমাদের সকল দায়িত্বশীল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রহরীদের মেরে ফেলেছে।'

রাজকুমারী তার ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বললো– 'পুনম! এ কী হলো? কোন খুনি হায়েনা দুর্গে আক্রমণ করে আমাদের লোকদের মেরে ফেলেছে?... মুসলিম বাহিনী কি এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে?'

'না!' পুনম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো– 'অজয় ও কৃষ্ণকুমারের মাতাজি দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমাদের সিপাহিদের মেরে ফেলেছে। সে আমাদের মহারাজার মুকুট মাথায় পরে খুব দ্রুতবেগে বিদ্রোহীদের সঙ্গে এদিকে আসছে!... ভগবানের দোহাই, কোথাও লুকিয়ে পড়ো! এই শকুনি তোমাকে জীবিত ছাড়বে না।'

রাজকুমারীর দুই ঠোঁটে এক অন্য রকম হাসি। সে বললো– 'অবশেষে তাহলে জালিমরা সুযোগ পেয়েই গেছে! তবে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। আমি অন্যায় ও জুলুমের এই কালো বিভীষিকা মোকাবেলা করবো।... পিতা মহারাজের অনুপস্থিতিতে এভাবে ফায়েদা লুটানো এই শকুনি আর তার নরপিশাচ ছেলের পক্ষে বড়ই কঠিন হবে।'

নিচে মহলের মাঝে শোনা যাচ্ছে চিৎকার, চেঁচামেচি ও তরবারির নির্দয় ঝংকারের ধ্বনি। দামামার সুরের সাথে সাথে সানাইয়ের মধুতান এই বাস্তবতার জানান দিচ্ছে যে, দুর্গের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া হয়েছে।

পুনম রাজকুমারীকে একদিকে টেনে নিয়ে বললো– 'গোপন দরজা দিয়ে বের হয়ে বন বা পাহাড়ে আত্মগোপন করো! বনের হিংস্র পশুদের জগতে হতে পারে কোথাও না কোথাও তোমার আশ্রয় মিলবে। কিন্তু এই নরপিশাচরা তোমাকে এই দুর্গের কোথাও একটুখানি আশ্রয় দেবে না!'

রাজকুমারী তার সখী ও সেবিকাদের উদ্দেশে হাত জোড় করে বলতে লাগলো– 'সখীরা! আমি তোমাদের ভগবানের হাতে সোপর্দ করে দিচ্ছি। জুলুম, অন্যায়, জোর ও জবরদস্তির এই ধ্বংসাত্মক অন্ধকারও অন্যান্য অন্ধকারের মতো খুব দ্রুতই সরে যাবে। তবে জানা নেই, তাদের অনাচার কতো বাগান বিরান করে ছাড়ে! জীবিত থাকলে পরে যেকোনো সময় কথা হবে। এখন তোমরা চলে যাও! যেভাবেই সম্ভব নিজেদের প্রাণ বাঁচাও!...'

'কিন্তু তুমি!' সব মেয়ে সমস্বরে বলে উঠলো।

BanglaBook.org

রাজকুমারী বললো– 'তোমরা আমার চিন্তা করবে না।... আশা করি, পিতা মহারাজ আমার খুনিদের ক্ষমা করবেন না।'

পুনম চমকে উঠে বললো– 'রাজকুমারী! ওরা ওপরের দিকে আসছে!'

সব মেয়ে উদ্বেগ আর শঙ্কায় আর্তনাদ করে চলেছে। এখনো রাজকুমারী অবিচল দাঁড়িয়েই আছে। হঠাৎ সিপাহির বহরের সাথে আসতে দেখা যায় বীরধনকে। তার হাতে রক্তে রঞ্জিত তরবারি। পোশাকেও রক্তের দাগ। তার পেছনে পেছনে দৃশ্যমান সৈনিকদের হাতেও রক্তাক্ত তরবারি। এ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে ওঠে মেয়েরা। তাদের মধ্যে কয়েকজন বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

রাজকুমারী ক্রোধেভরা কণ্ঠে বললো– 'কে তুমি? জানো কি তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে আছো?'

বীরধন মৃদু হেসে বললো– 'আমার নাম বীরধন। আমি আসাম মহারাজার একজন জানবাজ সৈনিক। তাঁর নির্দেশ পালন করার জন্যই আমি এখানে এসেছি।'

এরপর সে সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'অজয় কুমারের খুনিকে গ্রেফতার করা হোক!'

পুনম হকচকিত হয়ে রাজকুমারীর সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। 'না! তোমরা এমন করতে পারো না!... ইনি রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত।'

রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞেস করলো– 'এ যদি পিতাজি মহারাজেরই নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে কেন দুর্গে এমন হত্যাযজ্ঞ চালানো হলো?... পিতাজি মহারাজের নির্দেশের ওপর আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তোমরা তোমাদের তরবারি নির্দোষ ও নিরপরাধ লোকদের ওপর কেন চালালে?'

বীরধন এগিয়ে এসে রাজকুমারীর হাত ধরতে চাইলে রাজকুমারী ক্রোধান্বিত হয়ে তার মুখে জোরে এক থাপ্পড় মেরে বললো– 'রক্তপিয়াসী কুকুর! তোর এতো বড় স্পর্ধা...!'

বীরধন বললো– 'রাজকুমারীজি! তোমার এখন অনেক কিছু দেখার অপেক্ষা। মহারাজার নির্দেশে তোমাকে বিচিত্র ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।'

রাজকুমারী ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললো– 'আমি তা মানি না! আমি বিশ্বাস করতে পারি না পিতাজি আমার ব্যাপারে এতোটা পাষাণ হবেন! এটা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র!'

'ঠিক'। বীরধন বললো– 'তোমার পিতাজি মহারাজ এতো পাষাণ হতে পারতেন না। কিন্তু আসামের বর্তমান মহারাজা তোমার ব্যাপারে কী পরিমাণ পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী– তা তুমি খুব দ্রুত দেখতে পাবে।'

BanglaBook.org

'কী মানে?' রাজকুমারী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'কে আসামের মহারাজা?'

বীরধন এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো– 'কৃষ্ণকুমার বর্তমান আসামের একমাত্র ক্ষমতাসীন মহারাজা...।'

'আর পিতাজি মহারাজ!' রাজকুমারীর পায়ের নিচে মহলের ছাদ কাঁপছে। ধড়ফড় করছে অন্তরাত্মা। ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে তার চোখের আলো।

বীরধন হাত বাড়িয়ে তার নরম, কোমল ফুলের কলির মতো গলা টেনে ধরে বললো– 'তোমার পিতাজি মহারাজ পরলোকগত হয়েছে।'

রাজকুমারীর মাথা ঘুরছে। কাঁপতে কাঁপতে সে মাটিতে পড়ে যাবার উপক্রম হলে পুনম তাকে ধরে বললো– 'রাজকুমারী! সাহস দ্বারা পরিস্থিতি মোকাবেলা করো। হিংস্রদের সামনে নিজেকে দুর্বল করে রাখলে মানুষ তোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে।'

বীরধন রাজকুমারীকে টেনেহিঁচড়ে সৈনিকদের নির্দেশ দিলো– 'এদের সবাইকে গ্রেফতার করে মাতা মহারানির সামনে হাজির করো।'

বীরধন রাজকুমারীর লম্বা চুল মুঠোয় ধরে সিঁড়ি দিয়ে টেনেহিঁচড়ে মহলের নিচে নিয়ে আসে। রাজকুমারীর গগনবিদারী আর্তনাদে আকাশ-বাতাস কেঁপে কেঁপে ওঠে। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় গোলাপের মতো তার শরীর। স্থানে স্থানে ছিঁড়ে যায় তার রেশমি পোশাক। বীরধন তাকে চরম অপমান-অপদস্থ করে ওপর তলা থেকে নিচতলার মহলে নিয়ে আসে। মহলের দরবার হলের মসনদে উপবিষ্ট আছে কৃষ্ণকুমারের মাতা সুমিতা মহারানি।

বীরধন রাজকুমারীকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে বললো– 'এই হচ্ছে মহারাজ অজয়ের খুনি।'

সুমিতা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো চাহনিতে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমি চিনতে পেরেছি।'

সৈনিকেরা অন্য মেয়েদের জবরদস্তি করে টেনেহিঁচড়ে নিচে নামিয়ে আনছে। সব মেয়েই ক্লান্ত-শ্রান্ত। সুমিতা ক্রোধে ফেটে পড়ে রাজকুমারীর খোলা চুল হাতের মুঠোয় নিয়ে এতো জোরে ধাক্কা দিলো যে, মুহূর্তেই সে ছিটকে পড়লো মর্মর পাথরের মেঝেতে। তার নাক ও মুখ দিয়ে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে। পুনম এসব দেখে আর স্থির থাকতে পারেনি। সে নিজের অজান্তেই রাজকুমারীর ওপর লুটিয়ে পড়লো।

চিৎকার করে সে বলতে লাগলো– 'তার পরিবর্তে আমাকে মেরে ফেলো।... ভগবানের দোহাই লাগে, তাকে কিছু বলো না। সে নির্দোষ!'

BanglaBook.org

মহারানি সুমিতা পা দিয়ে লাথি মেরে তাকে জিজ্ঞেস করলো– 'তুই কে? আর কেন এই নিকৃষ্ট খুনিকে বাঁচানোর জন্য আত্মদান করতে উঠেপড়ে লেগেছিস?'

পুনম সরলভাবে জবাব দিলো– 'আমার নাম পুনম। আমি প্রধানমন্ত্রী রামদাশ শর্মার ভাতিজি। এ আমার প্রিয় বান্ধবী। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করবেন, দয়া করে তাকে কিছু বলবেন না।'

রাজকুমারী বললো– 'পুনম! তোমাকে বলেছিলাম– পাথরের সামনে হাত জোড় কোরো না! জুলুমের এই অন্ধকার রাত খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসবে। আমি না থাকলে কী হবে? জুলমের এই অমানিশাকাল অতিক্রম হয়ে একসময় তো ইনসাফের শুভ্র প্রভাত উঁকি দেবেই! না পুনম... না! প্রতিটি রাতেরই একটি প্রভাত থাকে। আজকের রাতের প্রভাত খুব দ্রুতই আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে।'

সুমিতা রাজকুমারীর গালে জোরে এক চড় কষে দিয়ে ক্ষোভে ভরা বজ্রকণ্ঠে বললো– 'বজ্জাত মেয়ে! তুই তোর মুসলমান প্রেমিকের সাথে আঁতাত করে আমাদের অজয় আর তোর বাগ্‌দত্তাকে খুন করে ভগবানকে ক্রোধান্বিত করে তুলেছিস। এখন তোর পাপের শাস্তির পালা শুরু। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নে।'

রাজকুমারী বললো– 'তোমাদের যেকোনো অন্যায়-জুলুম আমি সহ্য করে মরে যেতে রাজি, তবু তোমাদের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইবো না।'

মহারানি সুমিতা পুনরায় মসনদে আরোহণ করে বললো– 'বীরধর! এই হতভাগী পুনমকে নাগ দেবতার মহাদেবের হাতে সোপর্দ করে দাও। আর এই খুনিকে আপাতত কয়েদখানায় বন্দী করে রাখো।... তার ফয়সালা করবে কৃষ্ণকুমার। তার প্রিয়তম মুসলিম কয়েদিকে আগামীকাল উপস্থিত করা হবে।'

রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত, পুনম ও অন্য মেয়েদের বড়ই নির্মম অপদস্থতার সাথে নিয়ে যাওয়া হয় জিন্দানখানায়। রাতের প্রথম প্রহর চলছিলো। হাশিম এখনো জেগে আছে। হঠাৎ জিন্দানখানায় শোরগোল, চেঁচামেচি। রাজকুমারী মোটা মোটা শেকলে বন্দী। তার জামা-কাপড় ছেঁড়া। রক্তাক্ত তার সারা দেহ। তাকে বেহায়া বদমাশ সেনারা তাদের পাঞ্জায় নিয়ে রেখেছে। মেয়েদের সাথে বাড়াবাড়ি ধরনের আচরণ করে তারা এগিয়ে আসছে। রাজকুমারী প্রতি কদমে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলো। নির্দয় সেনারা বর্শা দিয়ে তাদের লজ্জাস্থানে আঘাত করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে। জিন্দানখানার ভয়ংকর কুঠরির দরজা খোলা হচ্ছে। কালো পাথরের নির্জন নিস্তব্ধ কুঠরিগুলো পাহাড়ের ভয়ংকর গর্তের মতো ভয়াল।

BanglaBook.org

রাজকুমারী তার কয়েদখানার দরজায় দাঁড়িয়ে হাশিমের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার দিয়ে বললো– 'হাশিম! আমাকে ক্ষমা করে দিও। আজকের পর হয়তো তোমার খবর নেয়ার মতো কোনো লোক থাকবে না।'

একজন সেনা রাজকুমারীর বাহু ধরে জোর করে কুঠরির দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললো– 'চিন্তা করো না। ভালো করেই তার খবর নেয়া হবে। আমরা সকলে এসব রোগের ভালোই উপশম করতে জানি। তার এমন খবর নেয়া হবে যে, জনম জনম সে তা স্মরণ রাখতে বাধ্য হবে!'

রাজকুমারী বললো– 'তোমরা যদি তার সাথে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করো, তবে মুসলমানরা তোমাদের অনাগত প্রজন্মকেও ক্ষমা করবে না। সে নিঃস্ব নয়। তার ওয়ারিশরা এই দেশের বন-বাদাড়গুলোকে তোমাদের দুর্গন্ধময় রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করে ছাড়বে। আমি লাওয়ারিশ– যার পিতাকে তোমরা খুন করেছো। আমার ওপর নিজেদের জুলম-অত্যাচারের সকল তির বিদ্ধ করো।'

'রাজকুমারী!' হাশিম চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো– 'ভীত হয়ো না! পরীক্ষার এই তিক্ত ও কঠিন মুহূর্তটাকে ধৈর্যের সাহায্যে মোকাবেলা করো। তুমি বেঁচে থাকবে। এই হিংস্র নরপিশাচদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছে। এরা অপদস্থ ও অপমানিত হয়ে কুকুরের মতো মারা পড়বে। প্রকৃতির কঠিন শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষমাণ– যারা পৃথিবীর বুকে অন্যায়-অবিচারের সয়লাব বয়ে আনে।... তুমি দেখবে– এবং খুব দ্রুত দেখতে পাবে কী করে এই খুনি কুকুররা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে।'

'হাশিম!'

রাজকুমারীর আর্তচিৎকার জিন্দানখানার অন্ধকার কুঠরিতে হারিয়ে যায়। এক সৈনিক তাকে এমন জোরে ধাক্কা দেয় যে, তার মাথা প্রচণ্ডভাবে দেয়ালে আঘাত খায়। এতে সে সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে পাথুরে জমিনে।

সেনারা পুনম ও অন্য মেয়েদের একই কুঠরিতে বন্দী করে রাখে। ওখানকার কাজ সেরে তারা হাশিমের কুঠরির দরজার কাছে আসে। তাদের হাতে ছিল বর্শা। এক সৈনিক লোহার কপাটের ভেতরে বর্শা ঢুকিয়ে বললো– 'তুই আমাদের ধমকাচ্ছিস?'

'ধমক!' হাশিম বুক টানটান করে বললো– 'ধমক তো ভয় দেখানোর জন্য দেয়া হয়ে থাকে, আর আমি তো বাস্তবতাই উল্লেখ করলাম মাত্র।'

একজন সেনা বৃদ্ধ প্রহরীকে ডেকে বললো– 'প্রকাশ! এই পাগলটাকে একটু বাইরে বের করে নিয়ে আসো তো!'

প্রহরী মৃদুস্বরে জবাব দিলো– 'বাদ দাও তো! ভোর হলে দেখে নিও!'

BanglaBook.org

'প্রকাশ!' একজন সেনা ক্রোধান্বিত হয়ে বললো– 'দরজা খুলে দাও বলছি!'

প্রহরী বললো– 'এ হচ্ছে মহারাজার কয়েদি। তাকে আমি তোমাদের হাতে সোপর্দ করতে পারি না। আমার কাছে তার জন্য বিশেষ নির্দেশনা দেয়া আছে।'

দুজন সেনা অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে থাকে। তাদের একজন প্রকাশের কাঁধে হাত রেখে বললো– 'পণ্ডিতজি! মনে হচ্ছে তোমার কোনো কিছুর খবর নেই!'

'আমার জানা আছে।' বৃদ্ধ প্রহরী জবাব দিলো– 'মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের ক্ষমতার সিংহাসন উল্টে দেয়া হয়েছে।... রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে এভাবে তোমাদের হাতে অপদস্থ হওয়া এ কথারই বার্তা বহন করছে যে, এই বেচারির পিতা মহারাজ আর দুনিয়ার বুকে বেঁচে নেই।'

একজন সিপাহি বললো– 'এরপরও তুমি অভিযুক্ত এই মুসলমানের পক্ষ নিয়েছো?'

বৃদ্ধ প্রহরী জবাবে বললো– 'হ্যাঁ, এ কথাই বলছি। নতুন মহারাজা কৃষ্ণকুমারের পক্ষ থেকে আমাকে নতুন বার্তা দেয়া হয়েছে।'

সেনারা চুপ হয়ে গেলো। হঠাৎ বীরধন হাশিমের কুঠরির সামনে সেনাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রুত কদমে সেখানে গিয়ে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলো– 'তোমরা এখানে কী করছো?'

এক সেনা জবাব দিলো– 'এই সিপাহি আমাদের ভয়াবহ ধমক দিচ্ছে!'

'ছেড়ে দাও তাকে। মহারাজা এলে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।... এ একজন বিশেষ কয়েদি। তোমরা এখান থেকে চলে যাও। রাজকুমারী আর পুনম ছাড়া অবশিষ্ট মেয়েদের বের করে দুর্গের কাছে নিয়ে চলো।'

সিপাহিদের চেহারায় কামনা আগুন। তারা বিশ্রী ধরনের স্লোগান আওড়ে ভেতরে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর সৈনিকেরা মেয়েগুলোকে টেনেহিঁচড়ে জিন্দানখানার বাইরে নিয়ে আসে। মেয়েগুলো চিৎকার করে রাজকুমারীকে ডেকেই চলেছে।

***

বীরধন দাঁড়িয়ে আছে মহারানি সুমিতার সামনে।

মহারানি বলছে– 'যা হবে হোক, আমার যুবক ছেলের খুনিকে আমি নিজ হাতেই খুন করবো। মহারাজা কৃষ্ণকুমারের আগমন পর্যন্ত আমি এই পাপিষ্ঠকে বরদাশত করতে পারবো না।'

BanglaBook.org

বীরধন বললো– 'তা তো ঠিক আছে, মহারানি! কিন্তু এটা মহারাজার নির্দেশ যে, হাশিমের সাথে তার অনুপস্থিতিতে যেন কোনো প্রকার আপত্তিজনক আচরণ করা না হয়।... মহারানিজি! এই কয়েদি একজন বড় দুর্গপতির ছেলে। জানা নেই, যুদ্ধের মোড় কোন দিকে ঘুরে যায়। কৃষ্ণকুমার এই কয়েদিকে লেনদেনের উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতে চান। শুনেছি, হাশিম বাংলার হাকিমের নিকটাত্মীয়।... যুদ্ধে তো হার-জিত হয়েই থাকে। ভগবান না করুন, যদি মহারাজা হেরে যান, তবে এই কয়েদির মাধ্যমে মহারাজা বাংলার হাকিমের সাথে বড় ধরনের লেনদেন করতে পারবেন। আর যদি মহারানি তাকে মেরে ফেলেন, তাহলে মহারাজার আঁচল শূন্য হয়ে পড়বে। এতে করে মুসলিম বাহিনী সহজেই আসামের রাজধানীতে আক্রমণ করে বসতে পারে।'

সুমিতা দীর্ঘক্ষণ তার পঙ্কিল মনের সাথে সলাপরামর্শ করতে থাকে। অনেকক্ষণ পর সে মাথা তুলে বললো– 'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো। পুনমকে দ্রুত নাগ দেবতার মন্দিরের মহাদেবের হাতে তুলে দাও। তার জীবিত থাকা যেকোনো সময় আমাদের মহা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

বীরধন মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– ' এমনই হবে। পুনমকে কালই সেখানে পৌঁছে দেয়া হবে।'

সুমিতা বললো– 'যদি ওই মুসলিম কয়েদিকে অন্য কোনো বন্দীখানায় রাখা হয়, তাহলে কেমন হয়?'

বীরধন বললো– 'আপাতত তো তা সম্ভব নয়, মহারানি! কেননা, দুর্গে এটা ছাড়া আর কোনো শাহি বন্দীখানা নেই। এছাড়া সাধারণ কোনো জিন্দানখানায় তাকে রাখাও সঙ্গত নয়। হ্যাঁ, আপনি যদি নির্দেশ দেন, তবে রাজকুমারী বা হাশিমকে শিব দেবতার মন্দিরে পাঠানো যায়।'

সুমিতা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। এরপর বিষধর নাগিনীর মতো হুংকার তুলে বললো– 'বীরধন! তুমি তো বেশ বিচক্ষণ! তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে। তুমি এই বিষধর সাপকে শিব দেবতার মহাদেবের হাতে তুলে দিয়ে এসো। কিন্তু... না, তুমি নিজেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং মহাদেবকে আমার পক্ষ থেকে বলবে– এ হচ্ছে শিব দেবতার প্রিয়তমা পার্বতী। যতোক্ষণ ইচ্ছে তার কুমারী যৌবন দ্বারা যেন মনের তৃষ্ণা মেটায়। যখন সব মহাদেব তার যৌনরসে পরিতৃপ্ত হবে, তখন তাকে সাধারণ তীর্থযাত্রী ও পূজারিদের হাতে সোপর্দ করে দিতে বলবে। আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছো তো?

BanglaBook.org

পূজারিদের বলবে– এই অপদার্থ নিয়ে যেন রাত-দিন যৌনখেলা চালানো হয়। তার চিৎকার-আর্তনাদে যখন আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে আমার কান পর্যন্ত এসে পৌঁছাবে, তখনই আমার শোকার্ত আত্মা শান্তি পাবে।'

বীরধন প্রত্যুত্তরে বললো– 'মহারানির আকাঙ্ক্ষাকে অপমান করা যেতে পারে না।'

'শরাব নাও।' সুমিতা সোনালি মসনদে বসে বললো– 'আজ সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে মদ পান করো। মনভরে আনন্দ-ফুর্তি করতে থাকো। বীরধন! তুমি আমাকে বেশ খুশি করলে। আজ রাতে যদি তুমি চাও, তবে পুনমকে সঙ্গে রাখতে পারো।'

BanglaBook.org

দেবতার আগমন

শিব দেবতা ও নাগ দেবতার মন্দিরের অবস্থান সাগরতীরের খুব কাছাকাছি। উভয় মন্দিরের মাঝে দূরত্বও তেমন বেশি নয়। মন্দির দুটি ইট, পাথর ও কাঠের নির্মিত প্রাচীনতম স্থাপত্যকলার এক অপরূপ নিদর্শন। কাঠামোগতভাবে কোনো একটি মন্দির বৈদিক নৈবেদ্যতা থেকে ভক্তি বা ভালোবাসার ধর্মে রূপান্তরিত হয় এবং তা থেকে একটি সম্প্রদায়ের বা ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসে পরিণত হওয়ার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়।

শিব ও নাগমন্দির স্থাপত্যের মধ্যে টেরাকোটা ও খিলানের ব্যবহারের পাশাপাশি হিন্দু উপকরণ হিসেবে অষ্টভুজাকৃতির খিলান, দেহসর্বস্ব ভাস্কর্য ও উড়িষ্যার স্থাপত্যশৈলীর টারেট যুক্ত হয়েছে। এ ধারার মন্দিরসমূহ আপাতত একে অপরের থেকে পৃথক মনে হলেও শুধু মন্দিরের ছাদ বা তার সার্বিক কাঠামোতেই পার্থক্যসমূহ বেশি লক্ষণীয়। তাছাড়া অধিকাংশ মন্দিরেরই প্রবেশদ্বারের কাঠামোতে খিলান যুক্ত হয়েছে। সাধারণত মধ্যবর্তী ভারী অষ্টভুজাকৃতির কলামের ওপর তিন স্তরবিশিষ্ট খিলান যুক্ত দেখা যায় এই দুটি মন্দিরে। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ সাধারণ একটি বারান্দা দ্বারা আবৃত এবং বারান্দাটিও মজবুত রেলিং দ্বারা আবৃত। অন্যান্য সাধারণ গঠনশৈলীতে রয়েছে বক্রাকার কার্নিশ ও প্যারাপেট। এ ধারা বাংলার কুঁড়েঘরের বাঁকানো চালার অনুকরণে নির্মিত। তবে মন্দিরের ক্ষেত্রে তাতে যুক্ত হয়েছে পোড়ামাটির অলংকরণ।

তিন তলার প্রতিটি তলাতেই অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি। উভয় মন্দিরের চারধারে রয়েছে অসংখ্য জারুল ও নারকেল গাছের সারি। এই গাছগুলোর নিচে রয়েছে চম্পা ও গাঁদা ফুলের সুদৃশ্য বাগান। মন্দিরের ভেতরে-বাইরে রাত-দিন তীর্থযাত্রী, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের আনাগোনা চলতেই থাকে। ভুটান, নেপাল, বার্মা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য হিন্দু এই দুটি মন্দিরে এসে থাকে। সব সময় লেগেই থাকে মেলা-উৎসব। ঢোল, তবলা ও সানাইয়ের শব্দ শোনা যেতে থাকে রাত-দিন। অসংখ্য সুন্দরী কুমারী নারী পরিবেশন করতে থাকে তাদের ধর্মীয় ও আঞ্চলিক গান। নৃত্য করে নর্তকীরা।

BanglaBook.org

মন্দিরগুলোতে হরদম চলে দেবদাসী নামে নারী নির্যাতনের নির্মম এক ধর্মীয় প্রথা। আসলে ধর্মীয় প্রথার আড়ালে নারীকে ভোগ করাই এই প্রথার মূল উদ্দেশ্য। হতদরিদ্র ও নীচু জাতের মা-বাবারা তাদের কুমারী মেয়েকে ঋতুবতী হওয়ার আগেই নিয়ে যায় মন্দিরে। সেখানে প্রথমে কুমারী মেয়েদের নামমাত্র মূল্যে নিলাম করা হয়। তারপর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ভগবানকে উৎসর্গের নামে কল্পিত দেবতার সঙ্গে কুমারী মেয়েদের তথাকথিত বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের পর গরিব ঘরের সেই মেয়ে হয়ে যায় দেবদাসী বা যোগিনী। আক্ষরিক অর্থে সেবাদাসী বা যৌনদাসী। এরপর সারা জীবন অন্য কোনো পুরুষকে মেয়েটি আর বিয়ে করতে পারে না। নামমাত্র খাওয়া-পরার বিনিময়ে মন্দিরেই কাটাতে হয় তাদের সারা জীবন। যৌন লালসার শিকার হতে হয় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থেকে শুরু করে অন্য পুরুষদের। অনেক সময় সমাজের উচ্চবর্গীয় ধনী কিংবা সামন্ত প্রভুদের রক্ষিতার ভূমিকাও পালন করতে হয় ওই দেবদাসীদের। করতে হয় কায়িক পরিশ্রমও। এমনকি শেষ পর্যন্ত এই হতভাগ্যদের অনেকেরই ঠাঁই হয় যৌনপল্লিতে। বলা বাহুল্য, উৎসর্গের পর দেবদাসীকে ভোগ করার প্রথম অধিকার থাকে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের। এদের মধ্যে যৌবন-উত্তীর্ণ অনেকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। অনেকেই হয়ে পড়ে রাস্তার ভিখারি। রূপ-যৌবন হারানোর পর 'না মন্দিরে, না ঘরে' কোথাও যেন ঠাঁই নেই এই দেবদাসীদের। এই দেবদাসীদের নরম শরীর পূজারিদের বিকৃত যৌনাচারে পিষ্ট হতে থাকে। তারপরও এদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

নাগ দেবতার মন্দির এ ধরনের যৌনতা ও কামুকতার অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছে বহু আগ থেকে। বেশ কটি অংশে এ মন্দিরটিকে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি অংশই ছোট-বড় সাপে ভরপুর। মন্দিরটি ভক্তদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়, বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতে, যেমন নাগ পঞ্চমীতে ভক্তরা জীবন্ত গোখরো সাপদের দুধ দ্বারা স্নান করায় এবং ভোজন করায়। এই সময়ে, মন্দিরটি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে এবং প্রার্থনা ও ধর্মানুষ্ঠানগুলো অভিজাত স্তরে সম্পাদিত হয়।

সাপের আছে বিষ, কাজেই সাপে ভয় আছে, সাপ নিয়ে কিংবদন্তিও রয়েছে অসংখ্য। আর সাপ নিয়ে 'মনসা মেলা' বাংলার গ্রামে-গঞ্জে তো অঢেল। নাগ পঞ্চমীতে মনসাপূজার রেওয়াজ আছে গোটা ভারতে। অনন্ত নাগ, বাসুকি নাগ, শঙ্খ নাগ, পদ্ম নাগ এমন সব কতো কতো লায়েক সর্পদেবদেবীর পূজা করা হয় এ দিন! গ্রীষ্মের প্রখরতা যতো বাড়ে, সাপের বিষও ততো বাড়ে। বর্ষায় সাপ বেশি বের হয় বলেই এ সময় হয়ে থাকে নাগ

BanglaBook.org

পূজা। এ সময়ে ভক্ত-যাত্রীরা দুধ, মধু, পানি ইত্যাদি ঢেলে সেগুলোর সামনে হাত জোড় করে পূজা করতে থাকে।

সাধকেরা মনে করে– নাগ হলো দেহস্থ কুণ্ডলিনী শক্তির প্রতীক, যার উপাসনায় জীব আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষে বিরাজমান ব্রহ্মের সাথে মিলিত হতে পারে। তারা আরও মনে করে– নাগ হলো ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দেবতা। তাছাড়া নাগ-ভীতি থেকে বাঁচার জন্যও তার পূজা হয়ে থাকে।

নাগ দেবতার স্থানটি মন্দিরের মধ্যখানে অবস্থিত। এই কক্ষের চারদিকে সোনার জালি। বিশালাকায় এক গোখরাকে বলা হয় নাগ দেবতা। নাগ দেবতার ছুঁচালো জিব থেকে অগ্নিশিখা ছলকে বেরোয়। নিশ্বাসে তার ঝোড়ো বাতাস। কখনো কখনো তার ভয়ংকর হুংকারে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ। নাগ দেবতা মাঝে মাঝে মেঝেতে চলাফেরা করে। আবার কখনো কখনো সুদৃশ্য মসনদে আরোহণ করে রূপ নেয় সত্যিকার দেবতায়। এখানে কেবল বিশেষ পূজারিরাই আসার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। রাজা-মহারাজা ও ধণিক শ্রেণিরাই কেবল এখানে অবাধে আসতে পারে; অন্যরা নয়। অত্যন্ত সুন্দরী দেবদাসীরা সারাক্ষণ এখানে উলঙ্গ নৃত্য করতে থাকে। যৌনতৃষ্ণা নিবারণকে ধর্মের খোলসে পুণ্যজ্ঞান করা হয়। এভাবে অনায়াসে হিন্দু পণ্ডিত ও মহাদেবরা রাত-দিন এই জঘন্য কবিরা গোনাহে লিপ্ত থাকাকে দেবতার প্রিয় বিষয় বলে প্রচারণা চালায়। এদের বিকৃত যৌন লালসায় অতিষ্ঠ হয়ে কারও পালিয়ে যাবার কোনো পথ আর খোলা থাকে না। মন্দির ছেড়ে কোথাও যাবার কোনো ধরনের অনুমতি নেই এই দেবদাসী ও নর্তকী ললনাদের। ভীষণ অসহ্য হয়ে কেউ পালিয়ে যেতে চাইলে অন্য দেবদাসীরা তাকে ভয়ংকর কল্পকাহিনি শুনিয়ে দমিয়ে রাখে। দেবতার গজবের ভয় দেখায়। দেবতা ও দেবীদের মনগড়া কাহিনি শুনিয়ে পূজারিরা এই সরলসিধে নিষ্পাপ মেয়েগুলোর ওপর চরিতার্থ করে নাপাক হীনস্বার্থ।

এদিকে শিব দেবতার মন্দিরের পূজারিদের বর্বরতা ও হিংস্রতা এতোই মারাত্মক যে, বুনো পশুরাও এদের ঘৃণা করে। কোনো ঘরে বা কোনো গোত্রে সুন্দরী কুমারীর সন্ধান পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাকে তুলে নেয়া হয়। পরে এই অভাগীকে শিব দেবতার পত্নী পার্বতী আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদশাহরীদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট মানুষগুলো এই বেইজ্জতিকে সম্মানের বিষয় মনে করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। প্রত্যেক নতুন পার্বতী হস্তগত হওয়ার পর পুরাতন পার্বতীকে নষ্ট করে মেরে ফেলা হয় অথবা কোনো ধনিক মহাজনের হাতে বিক্রি করে দেয়া হয় চুপিসারে।

রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে এখানে পার্বতী বানিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। রাজকুমারীর মতো একজন কৃতিত্বময়ী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও নিষ্পাপ মেয়ের জন্য

BanglaBook.org

বিষয়টি এতোটাই ভয়ানক ও মর্মন্তুদ যে, এ থেকে তার মরে যাওয়াই শ্রেয়। যেভাবে এই পৃথিবীর বুকে অসংখ্য অসহায় নিঃস্ব বনি আদমের রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়া হচ্ছে, তদ্রূপ রাজকুমারীর এমন নাজুক ও সঙিন অপারগতাকে পুঁজি করে অবৈধ ফায়দা লাভের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শত্রুরা। এরই প্রেক্ষিতে তাকে এমন যন্ত্রণাদগ্ধ শাস্তির মুখোমুখি করা হচ্ছে।

দিনের শেষ প্রহর। বীরধন পঞ্চাশ-ষাটজন অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে শিব দেবতার মন্দিরের দিকে এগোচ্ছে। রাজকুমারী ও পুনমকে হাতির ওপর সওয়ার করা হয়েছে।

রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে এমন সোনালি রঙের পোশাক পরানো হয়েছে– যা দ্বারা তার কুমারী শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো দেখা যাচ্ছে। তার দীর্ঘ কালো রেশম চুলগুলো খোলা। লজ্জায় সে মাথা নিচু করে আছে। পুনমের অবস্থা রাজকুমারীর চেয়ে আরও মারাত্মক। তার উজ্জ্বল শরীরে পরানো হয়েছে গাঢ় নীল পোশাক। শিব দেবতার মন্দিরের মহাদেবকে এই রাজকীয় কাফেলার আগমনবার্তা জানানো হলে তারা নেচে-গেয়ে বিশাল বহর নিয়ে আসে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। অসংখ্য দেবদাসী ঢোল-তবলার তালে তালে নৃত্য করে চলেছে। বেশ কবার নাচতে নাচতে তারা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পড়েছিলো।

বীরধন ও তার সঙ্গীরা ঘোড়া থেকে নেমে মহাদেবজিকে পালাক্রমের কুর্নিশ করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

বীরধন বললো– 'মহাদেবজি! আমরা শিব দেবতার জন্য একেবারে খাঁটি পার্বতী নিয়ে এসেছি।'

মহাদেব ক্ষুধার্ত বাঘের মতো বীরধনের দিকে তাকিয়ে বললো– 'কোথায় সেই সৌভাগ্যমতী দেবী?'

বীরধন হাতির দিকে ইশারা করে বলে বললো– 'সওয়ারিতে উপবিষ্ট।'

মহাদেব বেশ কজন অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত নির্লজ্জ প্রকৃতির দেবদাসীর দিকে ইঙ্গিত করে বললো– 'দেবীজিকে হাতির পিঠ থেকে নামিয়ে নিয়ে এসো।'

এরপর সে বীরধনকে উদ্দেশ করে বললো– 'আরেকজন কে?'

বীরধন বললো– 'মহাদেবজি! সে নাগ দেবতার দাসী হবে। এ সত্যিকারের নাগিন। দর্শনার্থীরা তাকে দেখে এমনভাবে আক্রান্ত হবে যে, তাকে দেখে তারা মরবেও না, আবার বাঁচতেও পারবে না।'

দেবদাসীরা সৈনিকদের সাহায্যে রাজকুমারীকে নামিয়েছে হাতির পিঠ থেকে। যাত্রীদের স্লোগান উচ্চকিত হতে থাকে। নৃত্যরত মেয়েরা আগে থেকে নর্তন-কুর্দন করে আসছিলো। রাজকুমারী মহাদেবের সামনে পৌঁছাতেই দুর্গন্ধে

BanglaBook.org

ভরা নেশাগ্রস্ত চক্ষুবিশিষ্ট মহাদেব বললো– 'নিঃসন্দেহে এই কোমল কলি রূপসীই শিব দেবতার পার্বতী হওয়ার উপযুক্ত। মধুভরা চোখ, চাঁদের জোনাকির মতো শরীর, অনন্য রূপের বাহার– এসব পার্বতী বিনে অন্য আর কাকে ভগবান দান করে থাকেন? শিব দেবতা ও পার্বতী যখন একে অন্যের মাঝে হারিয়ে যাবেন– তখন ওই নীল গগনে, ওই সাগরের উত্তাল তরঙ্গে এক নবতর জাদু খেলতে আরম্ভ করবে।'

মহাদেবের লাল লাল চোখে খেলা করছে শয়তানি প্রত্যয়। তার বুকের মাঝের ধড়ফড় শব্দ বাইরে থেকেই অনুভব করা যাচ্ছে। আনন্দের আতিশয্যে অনবরত কাঁপছে তার মোটা মোটা ঠোঁট দুটো। সে অগ্রসর হয়ে রাজকুমারীর হাত ধরতে চাইলে রাজকুমারী বললো– 'আমার কাছ থেকে দূরে থাকো। কাছে এলে জ্বলেপুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে! তুমি জানো না, আমি কে!'

মহাদেবজি এ ধরনের কঠোর বাক্য শুনতে অভ্যস্ত নয়। বড় বড় ক্ষমতাসীনেরা তার দুর্গন্ধময় পায়ে চুমু খাওয়া সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করে। সম্ভবত এই প্রথমবার রাজকুমারীর মাধ্যমে এ ধরনের গাম্ভীর্যপূর্ণ ধমক শুনেছে সে। কিছুক্ষণ তাই নিষ্পলক রাজকুমারীর দিকে চেয়ে থাকে মহাদেব। এরপর বেশ কর্কশ ভাষায় বলতে থাকে– 'তুমি যদি পার্বতী না হতে, তবে এখানেই তোমাকে জ্বালিয়ে অঙ্গার করে ছাড়তাম। মনে রেখো, আমি এ জাতীয় দম্ভপূর্ণ কথাবার্তা বরদাশত করতে পারি না।'

রাজকুমারী তৎক্ষণাৎ পাল্টা জবাব দিয়ে বললো– 'এ ব্যাপারে আমি তোমার চেয়ে কঠোর!'

বীরধন মহাদেবকে কানে কানে বললো– 'এর ওপর একজন সুদর্শন জাদুকরের ছায়া ভর করে আছে। সেই প্রভাবেই এমন দম্ভোক্তি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।'

মহাদেব তার মোটা মাথায় বেণি করা চুল হাতড়ে বললো– 'তোমার চিন্তা করতে হবে না, মহারাজ! সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এরপর মহাদেব একজন দেবদাসীকে উদ্দেশ করে বললো– 'তাকে নাকফুল পরিয়ে দাও। সোনার নাকফুল। যার মধ্যে একটি সুদৃশ্য মুক্তোদানাও থাকবে।'

মন্দিরের সব দেবদাসীকে এ ধরনের নাকফুল পরানো হয়। এতে করে একে তো তাদের চেহারা চিত্তাকর্ষক করে তোলে, অন্যদিকে তাদের চেনাও সহজতর হয় যে, এ হচ্ছে মন্দিরের দেবদাসী।

রাজকুমারী অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে একজন দেবদাসী বললো– 'সুন্দরী! সময়ের চাহিদাকে বোঝার চেষ্টা করো। এই মুহূর্তে তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

আছো– তা বড়ই স্পর্শকাতর। বিন্দু পরিমাণ ভুল বা বিচ্যুতি তোমার মারাত্মক বিপত্তি ডেকে নিয়ে আসবে।'

সোনার নাকফুল রাজকুমারীর নাকে পরিয়ে তাকে অপরূপ সাজে সাজানো হয়েছে। মহাদেব হাত উঁচু করে বললো– 'দেবীজি! তুমি বড়ই ভাগ্যবতী। শিব দেবতা যখন তোমার আঙিনায় পা রাখবে, তখন গোটা হিন্দু জাতি তোমার পায়ে মাথা ঝুঁকাবে।'

এরপর পুনমের নাকেও নাকফুল পরানো হয়।

মহাদেব দেবদাসীদের উদ্দেশে নির্দেশের সুরে বললো– 'দেবীকে দেবতার পূতঃপ্রেমের জন্য প্রস্তুত করাও। আজ রাতে গোলাপজল দিয়ে তাকে স্নান করাবে। দামি সুগন্ধিতে মোহিত করে তুলবে। সর্বোন্নত পোশাক পরাবে। আগামীকাল যেকোনো সময় দেবতা তার দেবীর সঙ্গে মিলিত হবেন।'

দেবদাসীরা রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে থাকলে পুনম কান্নাস্বরে বললো– 'রাজকুমারী! আমাকে একা ছেড়ে যাবে?'

রাজকুমারী কেঁদে কেঁদে বললো– 'পুনম! হিম্মত দ্বারা পরিস্থিতি মোকাবেলা করো। আমি তোমার চেয়েও অধিক দুঃখী ও নিঃস্ব। দুশ্চিন্তা কোরো না। ভগবান নিশ্চয় আমাদের রক্ষা করবেন।'

পুনমকে নাগ দেবতার পূজারিরা টেনেহিঁচড়ে তাদের সাথে নিয়ে গেছে। নির্মলা নামীয় একজন হুঁশিয়ার ও বিচক্ষণ দেবীর হাতে তাকে সোপর্দ করা হয়েছে। নির্মলাকে স্বর্পরানি বলেও ডাকা হয়। বড় বড় সাপ এমনভাবে তার আনুগত্য করতো– যেভাবে ছোট্ট শিশু তার মায়ের আনুগত্য করে এবং পোষ মানে। একটি নাগমণি পালে সে। নিজ স্তন থেকে সেই নাগমণিকে দুধ খাওয়ায়। এক হাত দিয়ে সে তার নাকফুলটি ঘোরাতে থাকে, এমন সময়ে তার চোখ নাগিনের মতো তেজি ও চমকিত দেখায়।

খুব সেজেছে এই সাতসকালে নাগরানি নির্মলা। পরনে ছাপা রঙিন শাড়ি, হাতে চওড়া চুড়ি, খোঁপার চারদিকে মোড় মেরেছে ফিতে। ওর কাঁধে কালনাগিনী। তবে কালনাগিনী একবার যে দেখেছে সে ভুলবে না। এত রূপবতী সাপ! সারা গায়ে পাতাবাহারের মতো অসংখ্য রঙিন ছিটে। কথিত আছে, কালনাগিনীর বিষ 'দেব-উপহার'। লক্ষ্মীন্দরের জন্য তার প্রয়োগ ছিল নির্ধারিত। তীব্র বিষ। লক্ষ্মীন্দরকে দংশনের পরে বেহুলার অভিশাপে তার বিষ প্রয়োগের ক্ষমতা শেষ হয়। এর সঙ্গে আছে আরও একটি লোককল্পনা, তা এই সাপের লেজটি নিয়ে। সাপ বুড়ো হলে তার লেজ ভোঁতা হয়ে যায়। কিন্তু কালনাগিনীর জন্ম থেকে ভোঁতা লেজ।

নির্মলা কখনো কখনো যৌন উন্মাদনায় মাতাল হয়ে যেতো। তখন তার মুখ থেকে সাপের মতো শব্দ বের হতো। তার ফরসা শরীর ভেঙে পড়তো।

BanglaBook.org

এমন সময়ে সে পাগলের মতো যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতো। পরে যাকে পছন্দ হতো তাকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে কামলীলায় মত্ত হতো। ততোক্ষণ পর্যন্ত যুবককে ছাড়তো না, যতোক্ষণ যুবকের প্রাণবায়ু উড়ে না যেতো। নির্মলার এই চরিত্র ও বাস্তবতা সম্পর্কে সকলেই অবগত ছিল। তার উন্মাদনা শেষ হতো পুরুষদের রক্তে। তারপরও সব পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে সারাক্ষণ। সবকিছু ভুলে পুরুষেরা তার পিছু পিছু ঘুরতো। অনেক কম পুরুষই তার যৌবনের অগ্নিশিখা থেকে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে।

নাগ দেবতার মন্দিরের কাছে পৌঁছে নির্মলা পুনমের হাত চেপে ধরে বললো– 'সুন্দরী! ভয় পাচ্ছো কেন? এটা স্বর্গের একটি অনিন্দ্যসুন্দর টুকরো। এখানে তুমি মনের সকল আশা পূরণ করতে পারবে। যেকোনো সময় স্বপ্নের পুরুষের বাহুডোরের সান্নিধ্য পাবে। জীবনের বাঁকে বাঁকে অসংখ্য রাজকুমারকে তোমার প্রতীক্ষায় দেখতে পাবে। আমি তোমাকে এই সুদৃশ্য সর্পের সাথে প্রেম শিখিয়ে দেবো। তখন তোমার মনে এমন এক জৈবিক তৃষ্ণার উদ্রেক হবে– যা দ্বারা সকলের যৌনচাহিদা তুমি অনায়াসে নিবারণ করতে সক্ষম হবে। তোমাকে দেখতে খুব ভালো লাগছে। নির্মলার কাছে যদি কাউকে ভালো লাগে, তাহলে সে তার জীবনকে নানাবিধ রঙে-রূপে ভরিয়ে তোলে।'

পুনম কান্নাভরা কণ্ঠে বললো– 'নির্মলা! আমাকে যদি তোমার ভালোই লেগে থাকে, তাহলে তোমার এই ভালো লাগার দিব্যি দিয়ে বলছি– আমাকে যেভাবেই পারো এখান থেকে বের হবার সুযোগ করে দাও। এই ভয়ানক পরিবেশে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চাচ্ছে।'

নির্মলা খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বললো– 'বোকা মেয়ে! কটি দিন এখানে আমার সঙ্গে থাকো।... এখানকার নিত্যনতুন জীবনধারা তোমার যদি ভালো না লাগে, তাহলে পরে চলে যাবে। এ ব্যাপারে আমি তোমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করবো।'

এরপর সে অন্য একজন দেবদাসীকে ইশারা করে বললো– 'পুনম দেবীকে অমৃত সুধা পান করিয়ে দাও, সে বেশ ভীত মনে হচ্ছে।'

সে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর একটি পানীয় পাত্র এনে পুনমের ঠোঁটে লাগিয়ে দিলো। তা পান করেই পুনমের গভীর নিদ্রা পেলো। সে শুয়ে পড়লো।

***

ওদিকে শিব দেবতার মন্দিরে সারা রাত রাজকুমারীকে নানা রঙে-ঢঙে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। রাতের শেষ প্রহর অবধি চলতে থাকে এ ধারা।

BanglaBook.org

মহাদেব বেশ কবার এই কক্ষে এসে বেশ ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে– 'এ হচ্ছে শিব দেবতার পার্বতী। যার প্রেমে আমাদের-তোমাদের দেবতা কয়েক শতক ধরে অধীর আগ্রহে পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় উড্ডয়ন করছেন। এই দেবীর রঙ ও রূপকে আরও সুসজ্জিত করতে থাকো!'

ভোরে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এক আশ্চর্য ধরনের দৃশ্য দেখতে পায়। চাঁদের মতো উজ্জ্বল বর্ণের এক যুবককে দেখা যাচ্ছে শিব দেবতার মন্দিরের শীর্ষচূড়ায়। কোনো এক পুরোহিতের মতো সূর্যের দিকে হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার গলায় বাসুকি নাগ, জটায় অর্ধচন্দ্র, জটার ওপর ত্রিশূল ও বাদ্য ডমরু। তার লম্বা লম্বা চুল বাতাসে উড়ছে। সবুজ রঙা নেংটি পরা এই যুবকের গায়েও সবুজ রঙের জামা ও চাদর। অসংখ্য মানুষের বিস্ময়ে ভরা চোখ তার দিকে। অবাকের যেন আর অন্ত নেই! মন্দিরের সকল পূজারি ও দেবদাসীরাও এখানে সমবেত। মানুষজন বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলছে।

হঠাৎ এই যুবক বলতে শুরু করে– 'লোকেরা! অবাক বা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই! আমি তোমাদের সকলের শিব দেবতা। শত শত বছর ধরে আমি নীল আকাশের অপার নীলিমায় ভগবানের কাছে থাকার পর আজ সূর্যের কিরণের নায়ে চড়ে তোমাদের সবাইকে দর্শন দিতে এসেছি। আমি জানতে পেরেছি– আমাদের পার্বতী এখানে পৌছে গেছে। পার্বতীকে ছেড়ে আমি সুখে থাকতে পারি না। আমি জানতে পেরেছি– তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক আমার পার্বতীকে আসামের দুশ্চরিত্রবান মহারানি সুমিতার নির্দেশে কিছু কষ্টও দিয়েছে। আমি সুমিতার সাথে সাথে ওইসব নির্লজ্জ কপট পূজারিদেরও জ্বালিয়ে ভস্ম করে ছাড়বো– যারা আমার পার্বতীকে দুঃখ দিয়েছে।'

মহাপূজারি, অন্যান্য মহাদেব ও দেবদাসীরা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তারা সবাই হাত জোড় করে দয়ার ভিক্ষা কামনা করছে। তীর্থযাত্রীরা নৃত্য ও গান-বাদ্য শুরু করে দিয়েছে। তাদের আনন্দের আর অন্ত থাকেনি। তারা যার মূর্তির পূজা-অর্চনা করছিলো, আজ তাকেই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে প্রকৃত চেহারায় দাঁড়ানো।

মহাদেব হাত জোড় করে বললো– 'দেবী আপনার দর্শনের অপেক্ষায় তৈরি হয়ে বসে আছেন।... আগমন করুন।... আমাদের সবাইকে আপনার পবিত্র কদমে চুমু খাওয়ার আজ্ঞা দিন।'

তিনি যেই গোপন সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের উঁচু শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন, সেই সিঁড়ি দিয়েই নিচে নেমে এলেন। তার অত্যন্ত প্রভাবময় পৌরুষোচিত ব্যক্তিত্ব কম্পন ধরিয়ে দিয়েছে গোটা হিন্দু যাত্রীদের হৃৎকমলে। দেবদাসীরা চূড়ান্ত উন্মাদনায় নেচেই চলেছে। কারও কোনো হুঁশ নেই। তিনি প্রত্যেককে

দর্শন দিয়ে বড়ই চিত্তবাহার ভঙ্গিতে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছেন। একসময় তিনি মন্দিরের ওই দিকে গিয়ে পৌঁছান, যেখানে পার্বতীকে রাখা হয়েছে।

তিনি পার্বতীর দরজায় দেবদাসীদের জমায়েত দেখে বললেন– 'এখন তোমরা এখান থেকে দূরে চলে যাও। আমি একান্ত নির্জনতায় এবং নিবিড় শান্ত পরিবেশে আমার পার্বতীর সাথে মিলিত হতে চাই। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেউ এদিকে আসবে না।... যাও! আনন্দ করো!... বেশ করে নাচো-গাও!'

লোকজন স্লোগানে স্লোগানে নেচে-গেয়ে চলেছে। তিনি বেশ ধীরে ধীরে দরজা খুললেন। রাজকুমারী নববধূর পোশাকে বসে আছে। অতন্ত মোহনীয় লাগছে তাকে। রাজকুমারী একবার এই সুঠামদেহী সুন্দর যুবকের দিকে তাকালো। এরপর দ্রুতপায়ে পালঙ্ক থেকে দৌড়ে এসে তার পায়ে পড়ে বলতে লাগলো– 'তোমাকে ভগবানের শপথ! তুমি আমার দুর্বলতা দ্বারা অবৈধ কোনো ফায়দা নেবে না। প্রকৃতপক্ষে আমি কোনো ধরনের শিব দেবতার পার্বতী নই!'

সুলতান রাজকুমারীর বাহু ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'আমি জানি, তুমি কে। আমি এক আত্মপ্রত্যয়ী জাতির সন্তান। তুমি মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের কন্যা রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত, আর আমি তোমার ভাই সুলতান আহমাদ।'

রাজকুমারী বিস্মিত কণ্ঠে বললো– 'তুমি মুসলমান?'

'জি। আর আমি তোমাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য এখানে এসেছি।'

রাজকুমারী কান্নায় ভেঙে পড়লো। সুলতান আহমাদের বুকে মুখ গুঁজে ছোট্ট শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।... 'ভাইয়া! তুমি আমার খাতিরে নিজের জীবনকে বাজি রেখেছো!'

সুলতান আহমাদ তার রেশমি চুলে মহব্বতের হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে বললেন– 'রাজকুমারী! তুমি আমাদের মর্যাদার প্রতীক। আমরা মুসলমানরা নিজ মর্যাদার প্রতীকদের সম্মান রক্ষার জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে পরোয়া করি না।'

এরপর তিনি কানে কানে বললেন– 'আমার পরিকল্পনা বেশ সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। হিন্দু যাত্রী ও পূজারিরা আমাকে সত্যিকার শিব দেবতা হিসেবে মেনে নিয়েছে।... শোনো! বাইরে সানাই বাজছে।... তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। বেশ ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে থাকবে। দীপ্তিময় ও হাসিখুশি থাকবে। আমরা সময়-সুযোগমতো এখান থেকে পালিয়ে যাবো।'

রাজকুমারী বললো– 'সুলতান ভাই! আমার সাথে আমার বাল্যকালের সখী পুনমকে এখান থেকে নাগমন্দিরে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাকে নিঃস্ব ও একাকী রেখে আমি যেতে পারি না!'

সুলতান আহমাদ বললেন– 'এ ব্যাপারে তুমি চিন্তা করবে না। আমি তার ব্যাপারেও ভাবছি।'

BanglaBook.org

সুলতান ও রাজকুমারী দুপুর পর্যন্ত কক্ষে অবস্থান করতে থাকে এবং ভবিষ্যতের করণীয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকে।

এ সময় একবার সুলতান আহমাদ বললেন– 'আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, কৃষ্ণ মহারাজের দৃষ্টান্তমূলক পরাজয় হয়েছে।'

রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত খুশি হয়ে বললো– 'পদে পদে কৃষ্ণ এমন পরাজয়বরণ করতেই থাকবে। এটা আমার জন্য বেশ খুশির সংবাদ। ভগবান জালিমদের অপদস্থ করবেন।... সুলতান আহমাদ! আমাদের রাজধানীতে লোকমুখে এ কথা চাউর হয়ে উঠেছে যে, আমার পিতাজি মহারাজের জীবনাবসান হয়েছে– এ ব্যাপারে তোমার কি কিছু জানা আছে?'

সুলতান বললেন– 'এ ব্যাপারে আমার কাছে সত্যনিষ্ঠ কোনো সংবাদ আসেনি।... আমাকে তোমার হেফাজতের জন্য পাঠানো হয়েছে। বাংলার হাকিম ভেবেছেন– তোমার জীবন ভীষণ হুমকির মুখে।'

রাজকুমারী বললো– 'তোমরা বড়ই মহান। জানি না, বাংলার হাকিম তাঁর শত্রুর মেয়ের প্রতি কেন এতো খেয়াল রাখছেন!'

সুলতান আহমাদ বললেন– 'রাজকুমারী! তোমাকে আমাদের হাকিম শত্রুর কন্যা নয়; বরং নিজের কন্যা বলে মনে করেন। আর যাকে আমরা নিজেদের মা, বোন বা কন্যা মনে করি; তার মান-সম্মান ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষার খাতিরে আমরা উত্তপ্ত মরুভূমি, দুর্ভেদ্য পাথুরে পাহাড় কিংবা উত্তাল সাগরের ঢেউকে মোটেই পরোয়া করি না। আমাদের ওপর তোমার এমন কিছু অনুগ্রহ আছে– যা আমরা আমাদের কাঁধ থেকে হালকা করতে চাই। বাংলার হাকিম মনে করেন– তুমি অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত একাকী এক আলোকপ্রদীপ– যে আসামের পথভোলা মুসাফিরদের মানবতার পথ দেখাও।'

রাজকুমারী কৃতজ্ঞচিত্তে মাথা নুইয়ে বললো– 'আমি বাংলার হাকিম এবং তোমাদের গোটা জাতির প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তোমরা আমার ব্যাপারে এতোটা সুন্দর ও ভালো মনোভাব পোষণ করে থাকো! এটা আমার জন্য খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার।'

এরপর রাজকুমারী তার পিতার স্মৃতি আওড়ে বললো– 'কৃষ্ণকুমার অত্যন্ত ধূর্ত ও বদ প্রকৃতির লোক। সম্ভবত সে-ই আমার পিতাকে খুন করেছে। যদি এমন না হতো, তাহলে কৃষ্ণের রক্তপিপাসু মা সুমিতা নিজ মাথায় রাজকীয় মুকুট পরে আমার ওপর এ ধরনের নির্মম অত্যাচার করতে পারতো না।'

সুলতান চন্দ্রকান্তের চোখের পানি মুছে দিয়ে বললেন– 'তুমি ঠিকই বলছো বোন, কিন্তু তার অত্যাচারের নির্মমতার সূর্য খুব দ্রুতই ডুবে যাবে।...

এরপর ভোর হবে। অন্ধকার বিদূরিত হবে। ব্যস, মাত্র কিছুদিনের ব্যাপার। যারা দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্যধারণ করে, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করে থাকেন।'

বাইরে হিন্দু তীর্থযাত্রী, পূজারি, মহাদেব ও দেবদাসীরা হই-হুল্লোড় করে আনন্দ-উল্লাসে মেতে আছে। তাদের সানাই-বেহালার সুরে ধরিত্রী যেন আজ কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঢোল-তবলা বাদকদের উন্মাতাল ধ্বনি এবং নূপুরের তালে তালে উন্মাদ হয়ে আছে দর্শক-শ্রোতারাও। মন্দিরের অন্দরে-বাইরে পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জার কাজও চলছে সমানতালে। দেবদাসীদের গায়ে গোলাপজল ছিটানো হচ্ছে। সুলতান আহমাদের কাছে এসব আশ্চর্য ঠেকছে, আবার ভালোও লাগছে। রাজকুমারীর চোখে নিদ্রার ভাব দেখে সুলতান তাকে কোমল বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললেন– 'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি জেগে আছি।'

রাজকুমারী তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললো– 'পুনমের কী হবে?'

সুলতান আহমাদ বললেন– 'তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তিতে ঘুম যাও। এখনো পর্যন্ত আমার জাদুর প্রভাব কার্যকর রয়েছে। যতোক্ষণ আমি দেবতা আছি– ততোক্ষণ আমার নির্দেশ ছাড়া এখানে কিছুই হবে না। রাতের বেলা যেকোনো সময়ে আমি তার খোঁজে বেরোবো।... এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। রাতে দেবীকে তার যাত্রী ও পূজারিদের দর্শন দিতে হবে।'

রাজকুমারী হেসে উঠে বললো– 'সুলতান, আমাকে ক্ষমা করে দেবে। জানি না, কী কারণে আমার এমন শান্তির নিদ্রা পাচ্ছে।'

'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, আমি জেগে আছি।'

কিছুক্ষণ পর রাজকুমারী নিদ্রার অতলে ডুবে গেলো। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমালো। সুগন্ধিতে ভরে উঠেছে মন্দির প্রাঙ্গণ। রাজকুমারী ও সুলতান আহমাদ মুখ-হাত ধুয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে দর্শনের জন্য। রাজকুমারীর কপালে সুলতান লাল রঙের সিঁদুর পরিয়ে দেয়। রাজকুমারীও সুলতানের মাথায় তিনটি তিলক এঁকে দেয়।

রাজকুমারী ঠাট্টাচ্ছলে বলে উঠে– 'ভাইয়া! আমার মন চাচ্ছে তোমার মাথায় সাদার পরিবর্তে কালো রঙের তিলক পরাই।'

'কেন'? সুলতান আহমাদ বললেন– 'হিন্দুরা তো কালো রঙ ব্যবহার করে না!'

'আমি জানি'। রাজকুমারী বললো– 'আমার ভয় হচ্ছে, আমার ভাইয়ার দিকে কারও কোনো কুদৃষ্টি পড়ে কি না!'

BanglaBook.org

সুলতান হেসে উঠলেন। 'ভালো। তোমার ভাইয়া তো এমন দ্বিতীয় ইউসুফের মতো সুন্দর নয়– যতোটা আবেগ-উচ্ছ্বাস তুমি প্রকাশ করে যাচ্ছো!'

সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হতে থাকে। এমন সময় চারজন সুন্দরী দেবদাসী কক্ষে প্রবেশ করে। চারজনের হাতেই সোনার পিদিম। সেখান থেকে আলো জ্বলছে। দাসীরা কক্ষের চতুষ্কোণে পিদিমগুলো রাখে। এরপর হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুলতান আহমাদ সবার দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে বললেন– 'আমি খুশি হলাম। বাইরে ঘোষণা দিয়ে দাও– আমি যাত্রী, দেবী ও পূজারিদের দর্শন দিতে আসছি।'

দেবদাসীরা খুশিতে নাচতে নাচতে বাইরে বেরিয়ে গেলো। মুহূর্তেই মন্দিরের বড় বড় সব পূজারি সমবেত হয়ে গেলো কক্ষের দরজায়। এরা ছাড়াও হাজার হাজার পুরুষ-নারী একত্রিত হতে থাকে মন্দিরের বিশাল ও প্রশস্ত আঙিনায়। সর্বত্র এক হইহই রইরই ব্যাপার। গায়ক-গায়িকা, বাদক-বাদিকা আর নৃত্যশিল্পীরা নিজ নিজ প্রতিভা নিংড়ে দিচ্ছে তাদের শিল্প প্রদর্শনে। সবাই একটি ইশারার দিকে অধীর অপেক্ষায়।

দরজা খুললো। প্রথমে সুলতান আহমাদ আর তার পেছনে রাজকুমারী বেশ ভাবগম্ভীর ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো। মহাপূজারি ও অন্য মহাদেবরা উভয়ের সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়লো। এরপর পুরোহিত মুক্তোর বিশাল মালা সিন্দুক থেকে বের করে পরালো শিব দেবতার গলায়। আরেকটি মালা পরানো হলো দেবতার ধর্মপত্নী পার্বতীকে। এরপর অন্য ছোট ছোট পূজারিরা উভয়কে পরিয়ে দিলো গাঁথা ও চম্পা ফুলের তৈরি মালা।

পুরোহিত হাত জোড় করে বললেন– 'হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ও অসংখ্য দেবদাসী মন্দিরের আঙিনায় আপনার দর্শন পাবার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছে। দয়া করে তাদের আজীবনের লালিত স্বপ্ন পূরণ করুন।'

উভয়ে একে অন্যের আগে-পিছে করে মন্দিরের ওই আঙিনার দিকে এগোতে থাকেন, যেখানে তাঁদের জন্য খুব সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে আলিশান আসন। শিব দেবতা সোনার মসনদে কিছুটা সম্মুখপ্রান্তে আর পার্বতী রুপার তৈরি মনোহর মসনদে কিছুটা পেছনে বসলো। উভয়ের মসনদই রেশম দিয়ে সাজানো হয়েছে অপরূপ সাজে। মন্দিরের আঙিনা রূপ নিয়েছে জনারণ্যে। শিব দেবতা পা বাড়ালে অভিজ্ঞ নৃত্যশিল্পীদের ফরসা পাগুলো একযোগে নড়তে থাকে। প্রায় বিশজন নর্তকী তার সামনে নেচে যাচ্ছে অপরূপ ঢঙে। শিব দেবতারূপে সুলতান আহমাদকে যথেষ্ট মানিয়েছে। রাজকুমারীকে পার্বতীরূপে আরও সুন্দর লাগছে। যেহেতু সে হচ্ছে হিন্দু, তাই

BanglaBook.org

তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে সে সুলতান আহমাদের চেয়ে অধিক পারদর্শী হবে– তা বলাই বাহুল্য। অসংখ্য পূজারি মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এরা উভয়ে মোজাইক করা সিঁড়িতে চড়ে নিজ নিজ আসনে বসলে তীর্থযাত্রীরা ফুলের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে। চারদিকে চোখ বুলায় রাজকুমারী।

এরপর মৃদুস্বরে সুলতান আহমাদকে বলে– 'ভাই! পুনমকে তো দেখা যাচ্ছে না। মনে হয়, তাকে অন্য কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।'

সুলতান আহমাদ অন্যদিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন– 'এ ব্যাপারে তুমি চিন্তা কোরো না। পুনমকে আমি মন্দিরের দুর্গন্ধময় নাপাক ও উলঙ্গ কৃষ্টিতে লালিত হায়েনাদের খোরাক হতে দেবো না। আমার মাথায় অনেক পরিকল্পনা আছে। কৌশলে আমি এগুচ্ছি। খুব দ্রুত পুনমকে রক্তপিশাচ হায়েনাদের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে ছাড়বো।'

***

প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত মন্দিরজুড়ে নানা রঙের নানা ঢঙের অনুষ্ঠানমালা চলতে থাকে। অর্ধরাত পেরিয়ে গেলে নাগ দেবতার মন্দিরের পুরো-কুড়িজন পূজারি মাথায় বিশাল বিশাল কৌটা নিয়ে এদিকে প্রবেশ করে। কৌটার ঢাকনা উল্টালে কালো কালো গোখরা সাপগুলো একসাথে কৌটা থেকে বের হয়ে অনুষ্ঠানের সম্মুখস্থলে ফণা তুলে নেচে নেচে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে। ভয়ংকর সাপগুলো ঘুরছে। তাদের লম্বা লম্বা জিহ্বাগুলো আকাশের বিজলির মতো বের হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর নাগ দেবতার পুরোহিত ও নির্মলা অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করলো। উভয়ের হাতের কবজিতে গোখরা সাপ লেপটে আছে। নির্মলার দু'চোখে এক ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ। তার বয়স যদিও ত্রিশ বছরের কাছাকাছি, কিন্তু তার শারীরিক গঠন বলে দিচ্ছে তার বয়স আরও কম। দেখেই বোঝা যাচ্ছে পরিপূর্ণ যুবতী মেয়ে। তার দীর্ঘ কালো চুল উভয় কাঁধ বেয়ে ঝুলে আছে। তাকে দেখতে আসামের মানুষের মতো লাগছে না। একটি সাপ লেপ্টে আছে তার উজ্জ্বল ফরসা কবজির ওপর।

শিব দেবতা বেশ গম্ভীর সুরে বললেন– 'নাগ দেবতা আমার দর্শনে কেন এলো না?... তার কি জানা নেই আমি কতোটা শক্তিশালী দেবতা?'

নির্মলা বললো– 'দেবতা তার নাগমণিদের পাঠিয়েছেন।'

'কিন্তু আমি তো নাগমণির কথা বলছি না... আমি তো বলছি নাগ দেবতার কথা!'

নির্মলা হাঁটু পর্যন্ত ঝুঁকে হাত জোড় করে বললো– 'দেবতার মনের খবর দেবতাই জানেন। আমরা সবাই তো দেবতাদের এবং ঋষি-মুণিদের পূজারি।'

'ঠিক আছে।' সুলতান দাঁড়িয়ে বললেন– 'তোমরা এখন যাও এবং নাগ দেবতাকে এখনই আমার বার্তা পৌঁছে দাও– সে যেন ভোর হবার আগেই আমার দর্শনে এখানে এসে উপস্থিত হয়। নইলে দিন গড়ালেই আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবো এবং তার দাম্ভিকতার উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।'

এরপর তিনি নির্মলার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'তোমার নাম নির্মলা?'

নির্মলা আশ্চর্য ভঙ্গিতে হকচকিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালো এবং কুর্নিশ করে বললো– 'দেবতা তো এই দাসী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত!'

'হ্যাঁ'। সুলতান রাজকুমারীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে বললেন– 'আমি পূজারিদের সকল বিষয়ে অবগত। নির্মলা, তুমি আমাকে অত্যন্ত পুলকিত করেছো। তোমার চোখের কোণে দেবতাদের নেশা উঁকি দিচ্ছে। খুব দ্রুত আমি তোমার সাথে একাকী সাক্ষাৎ করবো।'

তার চেহারা পুলকিত হয়ে উঠলো। চোখেমুখে খুশির আমেজ। আশার গোলাপ উড়ছে যেন। সুলতান রাজকুমারীর হাত ধরে অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরোলেন। এরপর উভয়ে বেশ দর্পচিত্তে তীর্থযাত্রীদের সারি ডিঙিয়ে তাঁর জন্য নির্ধারিত কক্ষে চলে গেলেন। নাগ দেবতা ও শিব দেবতার মন্দিরের পূজারিদের মধ্যে চলতে থাকে কানাঘুষা। সবাই নিজ নিজ অবস্থানে উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত।

শিব দেবতার পুরোহিত তাঁর মোটা মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বেশ দৃঢ়চিত্তে বললেন– 'তোমাদের নাগ দেবতার এবার হার মানতেই হবে। কেননা, আমরা রামায়ণ, ভগবত ও গীতাও পড়েছি– শিব দেবতার স্থান নাগ দেবতার স্থান থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। এছাড়া তোমরা তো জানো, সব সময় ছোটরা বড়দের পায়ের নিচে পড়তে হয়। তাই আমি বলছি– তোমরা যে করেই হোক নাগ দেবতাকে রাজি করিয়ে শিব দেবতার চরণসেবায় নিয়ে আসো। নইলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে! নির্মলা, তুমি তো নাগ দেবতার খুব কাছেব জন, কিছু একটা বিহিত করো!'

নির্মলা এখনো পর্যন্ত সুলতানের পৌরুষোচিত সৌন্দর্যের কল্পনায় বিভোর হয়ে আছে। সে চমকে উঠে বললো– 'তুমি ঠিকই বলেছো, মহারাজ। যেভাবেই হোক নাগ দেবতাকে শিব দেবতার চরণ ছুঁতেই হবে।'

শিব দেবতার পুরোহিত বললেন– 'তাহলে তোমরা সবাই গিয়ে যেভাবেই সম্ভব হয়, তাকে এখানে নিয়ে আসো।'

BanglaBook.org

তারা চলে যেতে চাইলে শিব দেবতার মহাপূজারি বললো– 'আর শোনো! পুনমের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো, তা এখনই কার্যকর করবে না। সে আমাদের পার্বতীর সখী। এমন যেন না হয় যে, কোনো সময় শিব দেবতার পার্বতী তার সখীকে তলব করলো আর তাকে উপস্থিত করা সম্ভব হলো না। তোমরা তো জানোই যে, দেবীজির ক্ষোভ আমাদের সবাইকে জ্বালিয়ে অঙ্গার করে দিতে পারে!'

নির্মলা মৃদুস্বরে বললো– 'কিন্তু মহারানি সুমিতার নির্দেশের কী হবে?'

শিব দেবতার পূজারি বললো– 'নির্মলা! তোমার কী হয়ে গেলো! শিব দেবতা তো তোমাকে বেশ শক্তিমত্তা ও ধ্যান-জ্ঞানের অধিকারী মনে করছেন! দেবতার সামনে তুমি জগতের রাজা-মহারাজা আর রানি-মহারানিদের গল্প করছো? তোমার কি জানা নেই, রাজা-মহারাজা আর রানি-মহারানিরা সবাই মাথা নুইয়ে নুইয়ে আমাদের দেবতাদের চরণতলে পুষ্প ছিটাতে এসে থাকে! আমাদের জন্য শিব দেবতার নির্দেশ সারা দুনিয়ার মহারাজার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

নির্মলা কুর্নিশ করে বললো– 'ভুল হয়ে গেছে, মহারাজ! সৌম্য করুন।'

সুলতান আহমাদ ভোরে ভোরে মহাদেবকে ডেকে বললেন– 'সাগরপাড়ে নাগ দেবতার মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। তিরসমেত একটি ধনুক নাও।'

পূজারি ফিরে গেলো। কিছুক্ষণ পর তিরে ভরা সুন্দর একটি ধনুক নিয়ে এলো। সুলতান গোলাপরঙা পোশাক পরলেন। তাঁর লম্বা লম্বা চুল কাঁধ বেয়ে ঝুলছে। রাজকুমারী তাঁর মাথায় রক্তরাঙা তিলক পরালো। সুলতান ধনুকটি কাঁধের পেছনে বাঁ দিকে ঝুলিয়ে হাঁটতে গিয়ে বললেন– 'কেউ যেন আমার সংক্ষিপ্ত এই সফরের ব্যাপারে জানতে না পারে। আমি মন্দিরের সুড়ঙ্গ দিয়ে বের হবো এবং সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবো।'

এরপর তিনি রাজকুমারীর হাত চুমু খেয়ে বললেন– 'উদাস হবে না।... দ্রুতই আমি ফিরে আসবো।'

রাজকুমারী দক্ষ অভিনেত্রীর মতো অশ্রু বিসর্জন দিয়ে বললো– 'পতি দেবতা! বছরের পর বছর শতক শতক ধরে ভ্রমণ করেছো। বড় দুর্দশা ও দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে প্রিয়তমাকে পেয়েছো। এখন সারাক্ষণ এই উৎকণ্ঠায় ভুগি– না জানি কখন আবার তোমাকে হারাতে হয়!'

সুলতান স্নেহভরা হাতে রাজকুমারীকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন– 'সুন্দরী! আকাশের নীলিমায় থাকতেই তোমার জন্মের ব্যাপারে অবগত ছিলাম। বহু বছরের বিচ্ছেদ-বিরহ ফুরিয়ে গেছে। এখন আজীবন আমার সাথে তোমার প্রাণ একই সুতোয় বাঁধা হয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

রাজকুমারী মাথা ঝুঁকিয়ে সুলতানের পা ছুঁয়ে পরে হাত জোড় করে বললো– 'দাসী এই দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকবে।'

সুলতান আহমাদ মুচকি হেসে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। তাঁর পেছনে পেছনে মহাদেবও বেরিয়ে যায়।

মন্দিরের গোপন কক্ষ দিয়ে সুড়ঙ্গের দরজায় পৌঁছে সুলতান মহাপূজারিকে বললেন– 'এখন তুমি যাও।... পার্বতীর দিকে খেয়াল রেখো। সুললিত কণ্ঠের গায়িকা ও সুন্দরী নর্তকীদের তার মন ভোলানোর জন্য পাঠিয়ে দাও। সন্ধ্যা নাগাদ আমি ফিরে আসবো।'

সুলতান হাত উঁচিয়ে মহাপূজারিকে বিদায় জানিয়ে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই সুড়ঙ্গ ঘন বন পেরিয়ে বেরিয়েছে একটি পাহাড়ের কাছ দিয়ে। সুলতান সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন চারপাশের অবস্থা। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তিনি দেখলেন চিকচিক করছে নাগমন্দিরের শীর্ষ গম্বুজ। তিনি পাহাড় থেকে নেমে নাগমন্দির অভিমুখে রওনা হলেন। সাগরের নির্মল বাতাস চুমুর পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে তাঁর শরীরে। সাগরের পাশে তিনি একটি নৌকা পেয়ে যান। সেটি দিয়ে পৌঁছে যান নাগমন্দিরের কাছে। সুলতান একটি গাছের সাথে নৌকাটি বাঁধলেন। এরপর মন্দিরের দিকে হেঁটে চললেন। মন্দিরে যাওয়ার পথ আছে কয়েকটি। কিন্তু তিনি মানুষের চোখ এড়িয়ে অতর্কিত মন্দিরে প্রবেশ করে তীর্থযাত্রী ও পূজারিদের বিস্মিত করে দিতে চাচ্ছেন। ইতোমধ্যে বেশ উঁচুতে উঠে গেছে সূর্য। কিন্তু মেঘের কারণে তেমন আলো ছড়াতে পারছে না। সুলতান কম ব্যবহৃত এক পথ ধরে এগোতে থাকেন। এলাকাটি বেশ পাথুরে।

চারদিকে নারকেল ও তালগাছের সারি। সামনে থেকে সাগরের বাতাস আসছে। একটি নদী দেখা যায় অদূরেই। সুলতান নদীর পাড়ে বসে গেলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে স্নান করতে আসা এক মহিলার দিকে। এই মহিলা নারকেল গাছের ঝোপ থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে আসছে। তাকে চিনতে সুলতানের দেরি হয়নি। এ হচ্ছে নির্মলা। সুলতান একটি গাছের আড়ালে চলে যান। তিনি দাঁড়িয়ে দেখছেন– নির্মলা তার শরীরের সব কাপড় খুলে পাথরের ওপর রাখলো। তার সুদৃশ্য সরু কোমরে কালো রঙের মোটা ফিতা। সে নদীতে কোমর পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। একসময় সে কোমর থেকে ফিতাটি খুললো। হঠাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে এলো কালো রঙের একটি গোখরা সাপ। এটি কোমরে জড়িয়ে ছিল তার। সুলতানের ভয় আর বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। নির্মলা নিজেও গোসল করছে, সাপকেও গোসল করাচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ সুলতান এই মহিলার নির্ভীক চিত্তের অকল্পনীয় তামাশা দেখে চলেছেন।

BanglaBook.org

নির্মলা গোসল সেরে নদী থেকে উঠলো। শাড়ি পরলো। এরপর সাপটি হাতের কবজিতে পেঁচিয়ে তার ঘন কালো চুল ঝাড়লো। সুলতান দ্রুত বেগে বের হয়ে ওদিকটায় এগোতে থাকলেন, যেদিক দিয়ে নির্মলা এসেছিলো। একটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি নির্মলার গতিবিধি লক্ষ করছেন। তাকে চমকে দেয়ার জন্য সুলতান একটি নারকেল গাছের চূড়ায় উঠলেন। কিছুক্ষণ পর নির্মলা সেখানে এসে পৌছায়। এরপর সে নারকেল গাছের কাছের একটি চত্বরে সাধু-সন্ন্যাসীর মতো করে বসলো। একটি নাগমণি এসে ঘুরছে তার সামনে। পাশের নারকেল গাছের ওপর থেকে সুলতান দেখছেন সবকিছু। তিনি দেখছেন– নির্মলা তার ব্লাউজ খুলে স্তন অনাবৃত করছে। নাগ ফণা তুলে তার স্তন থেকে দুধ খাচ্ছে ছোট্ট শিশুর মতো করে। অনেকক্ষণ ধরে সুলতান এই অস্বাভাবিক কার্যকলার দেখে চলেছেন। নাগমণি তার স্তন থেকে দুধ চুষছে আর নির্মলা উন্মাদ হয়ে নাগিনীর মতো ঢুলছে। সে ডুবে গেছে এক আশ্চর্যরকম তৃপ্তিতে। সুলতান নারকেল গাছের চূড়া থেকে আওয়াজ দিয়ে বললেন– 'নির্মলা, আমার কাছে এসো! আমি আমার বচন মোতাবেক তোমাকে দর্শন দিতে এসেছি।'

অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেলো নির্মলা। সে দ্রুতবেগে নাগমণিকে কৌটায় ভরে নিলো। এরপর খালি পায়ে ধেয়ে এলো নারকেল গাছটির দিকে। সুলতান নিচে নেমে এলে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকালো নির্মলা। সুলতান আহমাদ তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন– 'তোমাকে একটি নতুন জীবনের সন্ধান দেবার জন্য আমি এখানে এসেছি।'

নির্মলা কুর্নিশ করে বললো– 'মনে হচ্ছে দাসী সুন্দর কোনো স্বপ্ন দেখে চলেছে!'

সুলতান আহমাদ মুচকি হেসে বললেন– 'না! বাস্তবতার জগতে তোমাকে আমার বুকে নিয়ে আকাশের ওই রহস্যপূর্ণ জগতে তোমাকে নিয়ে যেতে চাই...।'

নির্মলার নারীসুলভ সমুদয় ভঙ্গি ও ভক্তি তার দু'চোখে জ্বলজ্বল করছে। আবেগ-উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেছে তার শরীরজুড়ে। আবেগাপ্লুত হয়ে সে তপ্ত শ্বাসে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে বললো– 'দেবতা, আপনার দাসীকে সামলে নিন!'

সুলতান তিরদানি থেকে তির বের করে শূন্যে ছুড়ে বললেন– 'আমি তোমাকে পড়ে যেতে দেবো না। তুমি আমার পছন্দের মানবী। মানুষজন তোমার পূজা করবে।'

নির্মলা সুলতানের পায়ে পড়ে আছে। সে মাতালের মতো বিচিত্র ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে। সে বলছে– 'মহান দেবতা! জীবন তো আপনার চরণতলে

BanglaBook.org

উৎসর্গের নাম। দাসীকে আপনার চরণতলে একটু ঠাঁই দিন। কী করে আমি আপনার সামনে দাঁড়াবার স্পর্ধা দেখাতে পারি!'

সুলতান বললেন– 'নির্মলা! ওঠো এবং সোজা হয়ে আমার সামনে দাঁড়াও। আমি তোমাকে দেবতাদের সংসারে নিয়ে যাবো। দেবতাদের জগৎ এই পৃথিবী থেকে ভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ!'

এরপর সুলতান নির্মলার বাহু ধরে উঠিয়ে নাগমন্দিরের দিকে চলতে থাকেন। নির্মলার শ্বাস-প্রশ্বাসে কামনা-বাসনার তপ্ত আভা।

সুলতান বললেন– 'আমি নাগ দেবতাকে তার দাম্ভিকতা, অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানির শাস্তি দিতে এসেছি।'

নির্মলা হাঁটতে হাঁটতে হাত জোড় করে বললো– 'দেবতা মহান শক্তির অধিকারী।'

মন্দিরের কাছে পৌঁছে সুলতান আহমাদ বললেন– 'আমি প্রতি পূর্ণিমার রাত তোমার সঙ্গে কাটাবো। এ আমার বচন। দূরত্ব আমার ইচ্ছের মাঝে কখনো দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। নাগ দেবতার স্থলে আমি তোমাকে তার অবতার বানাতে চাই।'

নির্মলার মন-মস্তিষ্ক তখন ভিন্ন জগতে। ঠোঁটে তার ঐন্দ্রজালিক হাসির রেখা। কিন্তু তার মধুমাখা চোখে অশ্রু। সুলতানের পায়ে পড়ে সে অঝোরে কাঁদছে। বলছে– 'আপনি শিব দেবতা। আপনি ভগবানের অবতার।... না... আপনিই ভগবান। আমার ভগবান। জনম জনম আমি আপনাকে সন্ধান করে চলেছি। এ লক্ষ্যেই এসেছিলাম এই মন্দিরে। আমি পদে পদে রক্তে রঞ্জিত হয়ে এই মনজিল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। সব কিছু বিসর্জন দিয়ে আপনাকে পেয়েছি।'

সুলতান তার রেশমি নরম কেশে হাত বুলিয়ে বললেন– 'আমাকে নাগ দেবতার মোকাবেলা করতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

নির্মলা তার হাতে চুমু খেয়ে বললো– 'মনে হচ্ছে আমি সতী-সাধ্বী হয়ে যাবো!'

সুলতান আহমাদ বললেন– 'তুমি পোশাক পাল্টে নাও। আমি এখানে দাঁড়িয়ে তোমার অপেক্ষায় থাকবো।'

নির্মলা প্রজাপতির মতো উড়াল দিয়ে তার কক্ষের দিকে চলে গেলো। তার ভাবভঙ্গিতে এক চিত্তাকর্ষক খুশির আমেজ। এমনিতেই তাকে দেখতে স্বর্গের অপ্সরীর মতো লাগতো, তার ওপর এই খুশির আমেজ তার রূপ আরও বহু গুণ বাড়িয়ে দিলো।

সে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলে সুলতান আহমাদ আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দোয়া করতে থাকেন– 'হে খালিক মালিক, মহামহিম

খোদা! হে রাহমানুর রাহিম! তুমি তো সবকিছু দেখো ও শোনো। সকলের মনের অবস্থা সম্পর্কে তুমি খবর রাখো। আমার উদ্দেশ্য কী– তা তোমার ভালোই জানা। হে খোদা! কুফরের অন্ধকারের সাথে লড়ছি আমি। তোমার রহমতের বারিধারা যদি আমার ওপর বর্ষণ না হয়, তবে নিশ্চিত আমি হেরে যাবো। যেখানে বুদ্ধি, বিবেচনা ও চিন্তা-দর্শনের সীমা ফুরিয়ে যায়, সেখান থেকেই তো তোমার রহমতের বর্ষণ শুরু! এই মুহূর্তে পরীক্ষার এই কঠিন লগ্নে তুমি ছাড়া আমার আর কোনো সাহায্যকারী নেই।'

এভাবে দীর্ঘক্ষণ তিনি সেজদায় লুটে থাকেন। এরপর নির্জনে দাঁড়ালেন। ওদিকে দ্রুত পায়ে নির্মলা বেরিয়ে এলো তার কক্ষ থেকে।

নির্মলা অবাক হয়ে সুলতান আহমাদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'দেবতা কি কান্না করছেন?'

এরপর দ্রুত সে শাড়ির আঁচল দিয়ে সুলতানের কপাল মুছে দিয়ে বললো– 'দেবতার কপালে মাটির আঁচড় কীভাবে লাগলো?'

সুলতান তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'ভগবান আমার এবং তোমার সম্মন্ধকে ভীষণ পছন্দ করেছেন।'

এরপর তারা মন্দিরের দিকে এগোতে থাকে। সুলতান ঠোঁট দিয়ে আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করছেন। দৃঢ়পদে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। সুলতান ও নির্মলা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে চারদিকে নীরব, নিস্তব্ধ পরিবেশ ছেয়ে যায়। অসংখ্য মানুষ মাথা নুইয়ে আছে শিব দেবতার সামনে।

সুলতান নির্মলাকে বললেন– 'নাগমন্দিরের মহাদেবকে নাগ দেবতার অবস্থানকক্ষের দরজা খুলে দিতে বলো!'

মহাদেব ভীত-কম্পিত হয়ে দরজা খুলে দিলো। সুলতান বললেন– 'এখন তীর্থযাত্রী, দেবদাসী ও পূজারিদের মন্দির থেকে বের করে দাও! আমি নাগ দেবতার সাথে মোকাবেলা করতে এসেছি। যেদিক দিয়েই সে বেরোবে কাউকেই সে কিছু বলতে বা করতে পারবে না। এক আঘাতেই আমি তার সমুদয় শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছি।'

লোকজন চলে গেলে সুলতান আহমাদ নাগ দেবতার কক্ষে প্রবেশ করে বললেন– 'আমি যেভাবেই হোক তোমার জিন্দানখানার দরজা খুলে দিয়েছি। এই কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে যাও এবং স্বাধীন যেকোনো দূরবর্তী বায়ুমণ্ডলে অদৃশ্য হয়ে যাও।'

সাপটি মাথা তুলে সুলতানের দিকে তাকালো। এরপর দ্রুতগতিতে বাইরে ধেয়ে চললো। সুলতান তার পেছনে পেছনে আয়াতুল কুরসি পড়তে পড়তে এগিয়ে যাচ্ছেন। নির্মলার চোখে-মুখে উড়ছে আনন্দের ফল্গুধারা।

BanglaBook.org

ভয়ংকর বিষাক্ত সাপটি মন্দির থেকে বের হয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে লোকজন শিব দেবতার পক্ষে জয়ধ্বনি দিতে আরম্ভ করে।

সুলতান আহমাদ নাগমন্দিরের মহাদেবকে জিজ্ঞেস করলেন– 'পুনম কোথায়?'

মহাদেব একদিকে দৌড়ে পালালো। কিছুক্ষণ পর পোড়খাওয়া এক কমবয়সী মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হলো সে।

সুলতান পুনমের মাথায় হাত রেখে বললেন– 'তুমি আমার ধর্মপত্নী পার্বতীর সখী। তোমাকে ছাড়া সে ভীষণ উদাস-উদ্বিগ্ন। আমি তার উদ্বিগ্নতা দেখতে চাই না।... নাগ দেবতাকে আমি ভাগিয়ে দিয়েছি। এখন তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

পুনম বিস্ময়ে ভরা চোখে একবার নির্মলার দিকে তাকায় আরেকবার সুলতান আহমাদের দিকে তাকায়– যিনি শিব দেবতারূপে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

পুনম হাত জোড় করে বললো– 'আমি কোনো পার্বতীর সখী নই! আমাকে সৌম্য করুন।'

সুলতান গর্জন ছেড়ে বললেন– 'তুমি কি রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের সখী নও?'

পুনম অতর্কিত সুলতানের পায়ে পড়ে গেলো। কেঁদে কেঁদে বললো– 'আমাকে ক্ষমা করুন, মহারাজ! আমার ভুল হয়ে গেছে।'

সুলতান পুনমকে উঠিয়ে বললেন– 'পুনর্জন্মে চন্দ্রকান্তের নাম ছিলো পার্বতী।'

নির্মলা এগিয়ে এসে পুনমের হাত ধরে বললো– 'চলো, তোমাকে চন্দ্রকান্ত ডাকছেন।'

পুনম চিৎকার করে বললো– 'না! আমি তোমার সঙ্গে যাবো না! তুমি এক বিষাক্ত নাগিনী! তুমি অসৎ!'

সুলতান আহমাদ পুনমের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'পুনম, যে নির্মলাকে তুমি চেনো, সে মারা গেছে। এ তো পূর্ণিমার পবিত্র কিরণ। আমার জীবন আমি তার নামে লিখে দিয়েছি। আমাদের ভগবানের সিদ্ধান্তও তা-ই। নির্মলা আমার পরে তোমার এবং চন্দ্রকান্তের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। পরমাত্মা তাকে অসীম শক্তির অধিকারী করেছেন।'

নির্মলা কথা কেটে বললো– 'দেবতা, আপনি এমন করে বলছেন কেন? মনে হচ্ছে, আপনি আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাচ্ছেন?'

'না, আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।'

BanglaBook.org

সুলতান আহমাদ নির্মলা ও পুনমকে সঙ্গে নিয়ে শিব দেবতার মন্দির অভিমুখে রওনা হন। মন্দিরে পৌঁছে নির্মলাকে উদ্দেশ করে সুলতান বলেন– 'তুমি চিন্তা কোরো না। প্রতি মাসের পূর্ণিমায় আমি তোমার সঙ্গে কাটাবো।'

এরপর একটু অপেক্ষা করে সুলতান আহমাদ একজন দেবদাসীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'মনে হচ্ছে, আমাদের নির্মলা ভীষণ ক্লান্ত। তার জন্য নতুন পালঙ্কের ব্যবস্থা করো!'

'না!' নির্মলা চকিত সুরে বললো– 'আপনি বিশ্রাম নিন। আমি আপনার পা টিপে দিচ্ছি।'

নির্মলা বেশ দেবদূতোপম নিষ্ঠায় সুলতানের পায়ে চুমুর পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে।

সুলতান উঠে বসে বললেন– 'নির্মলা! আমার সাথে প্রতিজ্ঞা করো, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি কখনো কাঁদবে না! কখনো যদি তুমি এমন করো, তাহলে আজীবনের জন্য আমাকে হারাবে।'

নির্মলা অবচেতনভাবে নিজ ঠোঁটে হাত রেখে বললো– 'দয়া করে এমন কথা বলবেন না, ভগবান!... এই দাসী কাঁদবে না।'

রাজকুমারী ও পুনম নিজ নিজ বিছানায় প্রশান্তমনে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের কোমল কচি চেহারায় ছড়িয়ে আছে নিষ্পাপ হাসির রঙ। এদিকে সুলতান আহমাদের চোখেও ঘুম পেয়েছে। তিনি অর্ধচোখ বোজা অবস্থায় নির্মলার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'নির্মলা! তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো। রাতের এক প্রহর ফুরিয়ে এসেছে।'

নির্মলা অপলক দৃষ্টিতে সুলতানের চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে। সে আসলে ভালোবেসে ফেলেছে সুলতানকে। ভালোবাসা এমন একটি মানবিক অনুভূতি এবং আবেগকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা– যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নির্মলার ভালোবাসা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। একজন মানুষের তার বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি মনের ভেতরের যে আকর্ষণ বা টান– সেই ভালোবাসায় আক্রান্ত নির্মলা। না, নির্মলার ক্ষেত্রে এই ভালোবাসা আরও অধিক। আরও শাণিত। আরও শ্রদ্ধা-ভক্তিমিশ্রিত। আবেগধর্মী ভালোবাসা সাধারণত গভীর হয়, বিশেষ কারো সাথে নিজের সকল মানবীয় অনুভূতি ভাগ করে নেয়া, এমনকি শরীরের ব্যাপারটাও এই ধরনের ভালোবাসা থেকে পৃথক করা যায় না। কিন্তু নির্মলার ভালোবাসা এর চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বে। এ জন্যই– বসন্তে কোকিল ডাকে। মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হয়। প্রকৃতি নবরূপে সাজে। আনন্দে নেচে ওঠে নির্মলার মন।

BanglaBook.org

সে ভাবতে থাকে– ভালোবাসার বাতাস কি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এক মন থেকে অন্য মনে প্রবাহিত হয়? ভালোবাসার নীরব স্বপ্ন যতো মধুর, তার অর্ধেক মধুরতা জীবনের আর কিছুতেই নেই। নির্মলা অনুভব করতে থাকে– প্রেম আর ধূপ হচ্ছে এমন দুটো জিনিস– যা ঢেকে রাখা যায় না। প্রেম এমন এক উত্তেজক খেলা, এ খেলায় হয় পুরুষ হারবে, না হয় নারী হারবে। প্রেমে পড়লে বোকা বুদ্ধিমান আর বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়। এছাড়া অতি আবেগ, প্রেম বা ভালোবাসা নামে যা নর-নারীর মনে জেগে ওঠে এবং একজন আরেকজনকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল বা কাতর হয়ে পড়ে, তা আসলে মাংসের জন্য মাংসের এক অপ্রতিরোধ্য বা দুর্নিবার ক্ষুধা। কিন্তু নির্মলা সুলতানকে ভালোবাসে দেবতা হিসেবে।

মনের ও শরীরের যে গভীর অনুভূতি, যে শিহরণ বিশেষ কারো জন্য এটা ছাড়াও যে ভালোবাসা আছে– তা আজ অনুধাবন করে নির্মলা। ভালোবাসার সাধারণ এবং বিপরীত ধারণার তুলনা করে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভালোবাসাকে জটিলভাবে বিচার করা যায়। ধনাত্মক অনুভূতির কথা বিবেচনা করে ভালোবাসাকে ঘৃণার বিপরীতে স্থান দেয়া যায়। ভালোবাসায় যৌনকামনা কিংবা শারীরিক লিপ্সা অপেক্ষাকৃত গৌণ বিষয়। এখানে মানবিক আবেগটাই বেশি গুরুত্ব বহন করে। কল্পনাবিলাসিতার একটি বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে এই ভালোবাসা। ভালোবাসা সাধারণত শুধু বন্ধুত্ব নয়। যদিও কিছু সম্পর্ককে অন্ত রঙ্গ বন্ধুত্ব বলেও অভিহিত করা যায়। নির্মলার ক্ষেত্রে দেবতাসুলভ ভালোবাসা তাকে জাপটে ধরে অপূর্ব মোহময়তায়। এই ভালোবাসার রহস্য উদ্ঘাটন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

ভোরে শিব দেবতা আবার নাগমন্দিরে যেতে চান। সাগরপাড়ে এসে তিনি আগত জনারণ্যের প্রতি উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমরা যদি চাও, তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আমার ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো, কিংবা ফিরেও যেতে পারো। সন্ধ্যার আগেই আমি ফিরে আসবো।'

তাঁর জন্য সাজানো হয় একটি সুন্দর নৌকা। নির্মলা, সুলতান ও রাজকুমারী একসাথে বসলো। মাঝি নৌকার বৈঠা টানতে থাকলে উপস্থিত লোকজন বিভিন্ন স্লোগানে স্লোগানে মুখর করে তোলে পরিবেশ। নৌকা আগে বাড়তে থাকে। নাগমন্দিরে পৌঁছে সুলতান আহমাদ নির্মলাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'জানো কি, আজ আমি কেন এসেছি?'

নির্মলা বললো– 'আপনি এখানে-ওখানে সব জায়গার মালিক। দেবতা-ভগবানের জন্য কি কোনো কিছুর বাধা আছে? আপনি যেখানে ইচ্ছে যখন-তখন যত্রতত্র যেতে পারেন।'

BanglaBook.org

সুলতান নির্মলাকে বললেন– 'আমি তোমাকে সকল নাগ থেকে মুক্ত স্বাধীন করে দিতে এসেছি। এখন থেকে ওগুলোর সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।... তুমি একজন দেবী। ওসব থেকে তোমার মান-মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। তুমি এই নাগমন্দিরের দেবী। আজ থেকে এই মন্দিরের দেবদাস-দেবদাসী সবাই তোমার পূজা করবে।'

নির্মলা কুর্নিশ করে বললো– 'আমাদের দেবতা! আপনার যেকোনো নির্দেশ আমার মাথার ওপর। কিন্তু ভগবান! পূজা করে যে তৃপ্তি পাই, তা আমি কোথায় পাবো?'

কথা বলতে বলতে একসময় নির্মলার কক্ষের কাছে এসে পৌঁছালেন। রাজকুমারী নাগমন্দিরে অবস্থান করছে। এখানকার কৌটাগুলোতে কয়েক যুগ ধরে বিভিন্ন প্রজাতির যেসব সাপ কৌটাবদ্ধ ছিলো, নির্মলা একটি একটি করে সবগুলোর ঢাকনা খুলে দিলো। সব কটি সাপ কৌটা থেকে বেরিয়ে এলে সে বললো– 'এখন তোমরা যেখানে চাও, চলে যাও। এখন থেকে আমার সাথে তোমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই।'

একটি দরজা দিয়ে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর সাপগুলো কৌটা থেকে বের হয়ে সোজা নারকেল ও তালগাছের নিচ দিয়ে লম্বা লম্বা ঘাসের মাঝে হারিয়ে গেলো। সুলতান আহমাদ নির্মলার কৌটাগুলোর সামনে তৈরি একটি উঁচু চত্বরে বসে বললেন– 'নির্মলা! এসো। এখানে এসে আমার পাশে বসো। তোমার সাথে জরুরি কিছু কথা আছে।'

নির্মলা সুলতানের পায়ের কাছে বসতে চাইলে সুলতান বললেন– 'এখানে আমার বরাবর হয়ে বসো।'

নির্মলা বললো– 'না, দেবতা! দেবতার চরণতলে দাসী বেশ তৃপ্তি পাচ্ছে।'

সুলতান একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন– 'নির্মলা! নিজের জন্য তো সবাই বেঁচে থাকে কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এই বেঁচে থাকার মাঝে কোনো সফলতা বা সার্থকতা নেই। জীবনের সার্থকতা তো অন্যের দুঃখে দুঃখী হয়ে বাঁচার মাঝেই বিরাজ করে। তোমার অবশ্যই জানা আছে, পার্বতী– যার আরেক নাম রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত– এই মুহূর্তে সে চতুর্মুখী ভীতি ও আতঙ্কের সম্মুখীন। এখানে সে পদে পদে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে চলেছে। এক অত্যাচারী নরপশু তাকে ধাওয়া করে চলেছে। আমি তার জীবন বাঁচাতে চাই। রাজকুমারীর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে আসামের আকাশের উড়তে থাকা শান্তির সুবাতাস নিমিষেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। রাজকুমারী একজন ন্যায়নিষ্ঠ সতী-সাধ্বী দেবী।'

BanglaBook.org

নির্মলা সুলতানের কথার ফাঁকে বললো– 'দেবতা! এ ব্যাপারে এই দাসী কী ভূমিকা পালন করতে পারে? আপনি আমার ওপর যে দায়িত্বই অর্পণ করবেন– আমি তা জীবনবাজি রেখে হলেও রক্ষা করবো।'

সুলতান সন্তুষ্টির হাসি ছড়িয়ে বললেন– 'তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সুলতান বলা আরম্ভ করলেন– 'আমি দুয়েক দিনের জন্য রাজধানীর দিকে যাবো। ওখানে মহারানি সুমিতা অন্যায়-অনাচারের বাজার গরম করে রেখেছে। তার এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেয়া দরকার। তুমি মোটেও ঘাবড়াবে না। খুব দ্রুত আমি ফিরে আসবো অথবা তোমাদের সবাইকে ওখানে ডেকে নেবো। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি এখানকার সকল বিষয়ে পূর্ণ দৃষ্টি রাখবে। রাজকুমারীকে তোমার বিশ্বস্ত চৌকস ও বিচক্ষণ লোক দিয়ে পাহারায় রাখবে।'

নির্মলা স্থিরচিত্তে সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললো– 'এ ব্যাপারে আপনি ভাববেন না, দেবতা। কিন্তু আমি কী করবো! আপনাকে ছেড়ে আমি কীভাবে বাঁচবো? এখন তো অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আপনার দর্শন বিনে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই অধিক শ্রেয়তর মনে হচ্ছে।'

সুলতান তার হাত নিজ হাতে নিয়ে বললেন– 'নির্মলা! আমি যেখানেই থাকি তোমারই থাকবো। তুমিও থাকবে আমার ভালোবাসার বন্ধনে। এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর মাঝে তুমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। প্রতিটি শব্দে আমার হৃৎকম্পন অনুভব করতে পারবে। আমিও ফুলের সুবাসে, চাঁদের আলোতে, সূর্যের কিরণে কেবলই তোমার রূপ দেখতে পাবো। তোমার ভালোবাসার স্পর্শ অনুভব করবো সর্বত্র। পুনরায় আমি পরহিতকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটি তুলে ধরছি। অন্যের তরে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। অন্যের দুঃখ লাঘবেই আমাদের জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। তবে এর জন্য আমরা ভীষণ বিপদের মুখোমুখি হবো– এতে সন্দেহ নেই। আমি রাজকুমারীর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আসামের রাজধানীর দিকে যেতে চাই। তুমি চিন্তা কোরো না। দ্রুতই আমি এ সময়কার দুশ্চরিত্রা রানিকে শেষ করে আসবো।'

নির্মলা চুপ থাকলে সুলতান তাকে উৎসাহ দিতে গিয়ে বললেন– 'উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। ধৈর্য ও সাহস দিয়ে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে। রাত যতোই গভীর হোক, যতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক, যতোই দীর্ঘ হোক, যতোই আপৎসঙ্কুল হোক– ভোর অবশ্যই আসবে।

BanglaBook.org

ক্ষুধিত পাষাণ

বৃদ্ধ প্রকাশ জেলখানার গাছের তৈরি বিশাল উঁচু গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে তার অধীন কর্মচারীদের জরুরি নির্দেশনা দিচ্ছে। এই জেলখানাটি দুর্গের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। তার পাথুরে প্রাচীর দুর্গের প্রাচীরের সাথে লাগোয়া। এখানে একসাথে প্রায় চারশো কয়েদিকে রাখা যায়। এই জেলখানার সামনেই সেনা ছাউনি। যেখানে ফৌজি সরঞ্জাম ছাড়াও হাতি ও ঘোড়ার আস্তাবলও আছে। বীরধনকে দশ-বারোজন সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে এদিকে আসতে দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধ প্রকাশ পর্যবেক্ষক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। কাছে পৌঁছেই সে নমস্কার দিয়ে বললো– 'দারোগাজি! আমি সুদর্শন যুবক হাশিমকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কেন?' বৃদ্ধ দারোগা আশ্চর্য ভঙ্গিতে তাকে জিজ্ঞেস করলো– 'হাশিমকে কেন নিয়ে যেতে এসেছো? তার আবার কী প্রয়োজন পড়লো?'

বীরধন হেসে বললো– 'মাতা মহারানি দরবারে তলব করেছেন।'

বৃদ্ধ প্রকাশ একটি শীতল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো– 'মনে হচ্ছে, তোমরা সবাই আসামের ভূমিতে জ্বলতে থাকা এই গুমোট ধোঁয়ায় ফুৎকার ছুড়ছো।'

এরপর সে কিছুটা বিরক্তির সুরে বললো– 'হে অজ্ঞের দল! বাস্তবতা কি তোমরা কিছুই আঁচ করতে পারছো না? আমাদের সৈনিকেরা পদে পদে রক্তে রঞ্জিত হয়ে দ্রুতবেগে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। তোমাদের মতে তো মুসলমানরা আসামের সীমানা হতেই পিছু হটে যাবার কথা। না, দ্রুত তোমরা তাদের ঘোড়ার পদধ্বনি নিজ কানে শুনতে পাবে। এ রাজকুমারী নয়; যাকে তোমরা যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই কাবু করে মেরে ফেললে কেউ কিছু বলার থাকবে না!... ভগবানের দোহাই লাগে, মাতা মহারানিকে কিছু বোঝাও।... হাশিমের রক্তের প্রতিটি কণার পাই পাই হিসাব দিতে হবে আসাম বাহিনীকে।'

বীরধন বিরক্ত হয়ে বললো– 'প্রকাশজি! আপনাকে আমি বেশ সম্মান করি। আপনি আমার পিতার বন্ধু। কিন্তু তাই বলে তো আপনাকে মুসলমানদের

BanglaBook.org

পক্ষে উকালতি করার সুযোগ দিতে পারি না। জানি না, কেন এই মুসলমান কয়েদির জন্য আপনার এতো টান। মনে হয়, রাজকুমারী আপনাকে বড় ধরনের কোনো লোভ দেখিয়েছে। আপনি মুসলমানদের বিষয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন? এ বিষয়টি যদি মাতা মহারানি বা মহারাজ জানতে পারেন, তাহলে আপনাকে গোষ্ঠীসহ ধ্বংস করে ছাড়বেন।... আগামীতে সতর্ক থাকবেন। এমন কথা আপনাকে মানায় না। এই দুর্গে আপনি যথেষ্ট সম্মানিত একজন ব্যক্তি। এতে অটল থাকুন। অপদস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করা এতো ভালো নয়।'

প্রকাশ জেলখানার দরজা খুলতে গিয়ে বললো– 'আমাকে ভুল বোঝো না, বীরধন!... আমি আসামের রাজা-প্রজা সবার মঙ্গল কামনা করি। আমি লোভী নই, রাজকুমারী বা অন্য কেউ আমাকে কোনো প্রকার লোভও দেখায়নি। আমার মনে একটি আশঙ্কা জাগ্রত হয়েছে। একটি ভয় উঁকি দিয়েছে। তা আমি অকপটে প্রকাশ করলাম মাত্র। আমার পরিণতি যা হবার তা-ই হবে। কিন্তু খুব দ্রুত তোমরা ওই আলোকোজ্জ্বল দিনটি দেখতে পাবে, যার আলোতে আসামের ধ্বংস ও বরবাদির ইতিহাস লেখা হবে।'

এরপর সে মেয়েদের সম্বোধন করে বললো– 'তোমরাও নিজেদের তৈরি রাখো। হতে পারে এটাই তোমাদের শেষ রাত।'

মেয়েরা তার কথা শুনে চুপ হয়ে গেলো। কিন্তু ওই বন্দীখানার এক কোণ থেকে আওয়াজ এলো– 'নির্যাতন ওই পরিমাণ করো, যতোটুকু ভবিষ্যতে সইতে পারবে।'

তিনি একজন বৃদ্ধ কয়েদি। কয়েক বছর যাবৎ তিনি এখানে তাদের নির্যাতনে পিষ্ট হয়ে জীবন-মৃত্যুর এক ভয়ানক সন্ধিক্ষণে। অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে তাঁর দাড়ি ও মাথার চুল।

তিনি বললেন– 'হাশিম! যাও। আমরা সবাই তোমাকে ভগবানের হাতে অর্পণ করলাম।'

হাশিম বললো– 'ধন্যবাদ, বাবা! আপনাদের সবার ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ। জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত এ দুর্গের মালিকদের হাতে নয়; এ সিদ্ধান্ত তো আসমানের ওপরেই নেয়া হয়। আমি আমার ভাগ্যবিধাতার দরবারে মাথা নত করি। তাঁর যেকোনো সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট।'

***

মহারানি সুমিতা দেবী সোনারঙা সুদৃশ্য একটি আসনে বসা। তার পেছনের নিরাপত্তাকক্ষের দরজা একটু নড়াচড়া করলো। দরবারে উপস্থিত

BanglaBook.org

সকলেই নীরব। দরবারে বিরাজ করছে একধরনের ভীতিকর নীরবতা। আচমকা দরবারের প্রধান দরজার অদূরে শিকলের নড়াচড়া শোনা গেলো। সারিবদ্ধ সৈনিকদের পাশ ঘেঁষে দরবারে প্রবেশ করলো হাশিম। মহারানিসহ দরবারে উপস্থিত সকলেই গভীর দৃষ্টিতে হাশিমের দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো হাশিম। বহু কষ্টে সে শিকল বাঁধা অবস্থায় চলে গেলো রাজসিংহাসনের কাছে। কেউ একজন বেশ উচ্চস্বরে আওয়াজ করে বললো– 'থামো! মহারানির পায়ের ওপরে ভক্তির সাথে মাথা রাখো।'

হাশিম দাঁড়িয়ে গেলো। শিকলবদ্ধ হাত মাথার ওপরে নিয়ে বললো– 'আমি এর চেয়ে বেশি সম্মান দেখাতে পারবো না।'

হাশিমের এমন সাহসিকতাপূর্ণ আচরণে দরবারে উপস্থিত লোকদের মনে ভীতির সঞ্চার হলো। বড়ই দৃঢ়তার সাথে মহারানির সামনে দাঁড়িয়ে রইলো সে। তার চেহারায় ছিলো না কোনো ধরনের ভয়-ভীতির লেশ। মহারানি অনেকক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে পরে হাশিমের দিকে তাকালো। হাশিমের সাহসী উচ্চারণ তাকে চিন্তার সাগরে ডুবিয়ে দিলো।

মহারানি আরও কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হাশিমকে কোনো ভয়ানক মৃত্যুর সংবাদ দেবার ভাব নিয়ে বললো– 'তুমিই কি সেই হাশিম?'

হাশিম সাহসী কণ্ঠে জবাব দিলো– 'আজ্ঞে! আমার নামই হাশিম।'

মহারানি অনেকক্ষণ নীরব থেকে হাশিমের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর আসন পরিবর্তন করে বললো– 'তুমিই তো আমার যুবক ছেলে অজয় কুমারকে রক্তাক্ত করে হত্যা করেছো!'

তখন মহারানির চোখেমুখে রাগের আগুন স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলে উঠছিলো। হাশিম প্রবল দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে বললো– 'আমি কোনো অজয় কুমারকে হত্যা করিনি। সে অতিরঞ্জন করেছিলো। কাউকে হত্যা করতে উঠেপড়ে লেগেছিলো সে। তার ভাগ্যই তাকে রক্তাক্ত করেছে। কোমল হৃদয়ের অধিকারিণী মহারানির এ কথা অবশ্যই জানা থাকা দরকার যে, অহেতুক কাউকে হত্যা করা কতো বড় অন্যায়।'

মহারানি জিজ্ঞেস করলো– 'রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের সাথে তোমার কিসের এতো সম্পর্ক?'

হাশিম বড়ই চতুরতার সাথে উত্তর দিলো– 'রাজকুমারীর সাথে আমার কোনো আবেগী সম্পর্ক নেই। শুধু একটা মানবিক সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্কে আমরা সবাই আবদ্ধ।'

মহারানি বললো– 'আমি শুনেছি, তোমাদের মাঝে গভীর প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। আমি কি ঠিক শুনেছি?'

BanglaBook.org

হাশিম বললো– 'রাজকুমারীর সাথে আমার এমন কোনো সম্পর্ক নেই– যা দ্বারা মনের চাহিদা, কামভাব বা দৈহিক আহ্বান পুরো করা যায়।'

'কিন্তু সে তো তোমার প্রেমে পাগল হয়ে আছে!' মহারানি বললো।

হাশিম বললো– 'আমি কারও মনের চাহিদা ও দৈহিক আহ্বানে সাড়া দিই না। হতে পারে রাজকুমারীর মনের মাঝে এ ধরনের একটা চাহিদা কাজ করে। আমি তো তার অন্তরের কথা বা চাহিদা বোঝার চেষ্টাও করিনি। কারণ, আমি বাস্তবতাকেই বিশ্বাস করি। অলীক বা রূপকথার গল্প শুনিয়ে নিজের মনকে ভুলিয়ে রাখার মতো বোকা আমি নই। রাজকুমারী আর আমার মাঝে ভৌগোলিক ভিন্নতা ছাড়াও ধর্মীয় বৈপরীত্য রয়েছে। এ বৈপরীত্য না আমি দূর করতে পারবো, না রাজকুমারী দূর করতে পারবে!'

মহারানির চেহারায় ক্রোধ ও রাগের ভাব দূর হয়ে ফুটে উঠলো দয়া ও প্রেমের কোমল ছায়া। চোখে-মুখে সন্তুষ্টির কিরণ।

মহারানি নরমস্বরে জিজ্ঞেস করলো– 'শুনেছি, তুমি নাকি বাংলার কোনো দুর্গপতির সন্তান?'

হাশিম বললো– 'জি! ঠিক শুনেছেন। আমার আব্বাজান গোহাটির দুর্গপতি।'

মহারানি অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে রেখে তারপর নরমস্বরে বললো– 'হাশিম! তুমি নওজোয়ান। অত্যন্ত সাহসী। বেশ স্পষ্টভাষী। তোমার কথাবার্তায় সততা লক্ষ করা যায়। আমি চাই তুমি বেঁচে থাকো।'

হাশিম সামান্য মাথা নিচু করে বললো– 'এটা তো মহারানির হৃদয়ের উদারতা। আমি আপনার থেকে দয়া আশা করি।'

মহারানি সামনের দিকে পা লম্বা করে হাশিমের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমি অজয় কুমারের হত্যার ব্যথা ভোলার চেষ্টা করছি। আশা রাখি, তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।'

হাশিম মহারানিকে লক্ষ করে বললো– 'মহারানি! আমি আপনাকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি অজয় কুমারের হত্যাকারী ঘাতক নই। আমাকে অহেতুক হত্যাকারী বললে আমি অনেক কষ্ট পাই।'

মহারানি একজন নিরাপত্তারক্ষীকে ডেকে বললো– 'হাশিমের শিকল খুলে দাও। তাকে স্বাধীন করে দাও। এ দুর্গের যেকোনো স্থানে তুমি ঘুরে বেড়াতে পারবে।'

***

BanglaBook.org

দিনের শেষভাগে হাশিম কারাগারে গিয়ে পৌঁছালো। বৃদ্ধ কয়েদি প্রকাশ হাশিমকে মুক্ত দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বসে পড়েন। তিনি বড় বড় চোখে হাশিমকে দেখতে লাগলেন।

হাশিম ব্যাকুল কণ্ঠে বললো– 'প্রকাশ বাবা! মহারানি আমার ব্যাপারে যে ভুল বুঝেছিলেন, সেটা এখন দূর হয়েছে। তিনি আমার সাথে আন্তরিক আচরণ করেছেন। কিন্তু আপনি কেন এ সুসংবাদে খুশি হতে পারছেন না? কিছু তো বলবেন! অথচ আমি ভেবেছিলাম, এ সংবাদে আপনিই বেশি খুশি হবেন। কেননা, এ অপরিচিত ভূখণ্ডে রাজকুমারীর পরে আপনিই তো আমার সর্বাধিক নিকটজন ও সহমর্মী।'

প্রকাশ নিচুস্বরে বললেন– 'তুমি ঠিকই বলেছো। আমি তোমাকে আমার সন্তানের চেয়েও প্রিয় মনে করি। মহারানি যদি তোমার সাথে নির্মম ষড়যন্ত্রে মেতে না ওঠে, তোমার ওপর অন্যায় না করে, তাহলে তুমি একদিন রাজকুমার হবে। কিন্তু হাশিম! মহারানি নামীয় বিষধর নাগিনী তোমার মৃত্যুর জন্য এমন দৃষ্টান্তমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে– যা তুমি কখনোই কল্পনা করোনি।'

'আপনি এসব কী বলছেন?' হাশিম বললো।

বৃদ্ধ প্রকাশ বললেন– 'আমি যা বলছি, সত্যই বলছি। এই বিষাক্ত কালনাগিনী তার দৈহিক চাহিদা মেটাতে আজ রাতে তোমাকে সন্ধান করবে। সে তোমাকে তার সৌন্দর্য দ্বারা আকৃষ্ট করার চেষ্টা করবে। তোমার অজান্তে সে তোমাকে ভয়ানক মৃত্যুর ফাঁদে ফেলে দেবে। কোমল পানীয়ের নাম করে তোমাকে বিষ পান করিয়ে দেবে। যে বিষের এক ফোঁটাই আস্ত একজন মানুষকে মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করিয়ে দিতে সক্ষম।'

বিস্ময়ে বড় বড় আকার ধারণ করলো হাশিমের চক্ষুদ্বয়। নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না সে। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়লো। বলার মতো কোনো কথাই এখন আর খুঁজে পাচ্ছে না হাশিম।

বীরধন তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গিয়ে পৌঁছালো।

বীরধন বললো– 'রাজকুমারজি! আপনি এখানে কী করছেন?'

'না, এমনিতেই এসেছি। পুরোনো সাথিদের কথা স্মরণ হলো তো, তাই চলে এলাম।' হাশিম মৃদু হেসে বললো।

'চলুন! বিশ্রাম নিন। রাত্রে মহারানির ওখানে আপনাকে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে। তুমি যাও। আমি আসছি।'

হাশিম সেখান থেকে উঠে কয়েদখানার মেয়ে-কয়েদিদের কক্ষে গেলো। মেয়েরা তাকে রাজকীয় পোশাকে দেখে খুব ক্রন্দন শুরু করে দিলো।

একজন কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বললো– 'হাশিম! খুলে ফেলো মৃত্যুর এই

BanglaBook.org

পোশাক! তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও! তুমি তো আজ রাতের মেহমান হতে যাচ্ছো!'

হাশিম তাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললো– 'বোন আমার! আমার জন্য দোয়া করো। এ ছাড়া আর কী-বা করার আছে এখন!'

বীরধন হাশিমকে আবারও সম্বোধন করে বললো– 'হাশিম! তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে? চলো! এ এলাকা অনেক প্রশস্ত ও বিশাল। এখানকার প্রতিটি জায়গাই দেখার মতো। খুবই মুগ্ধকর পরিবেশ। চলো, তোমাকে সব দর্শনীয় স্থান দেখিয়ে আনি।'

হাশিম উঠে দাঁড়ালো। দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে বেরোলো বীরধনের সাথে। বীরধন তাকে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখাতে দেখাতে বস্তির ওই জঙ্গলে পর্যন্ত চলে গেলো– যেখানে বিশালাকায় ভয়ংকর জীবজন্তুদের বসবাস। জঙ্গলটির অবস্থান বস্তির পশ্চিম সীমান্তে। এখানে কম-বেশ অসংখ্য বাঘ, চিতা ও সিংহের বসবাস। এ জায়গাটিতে যেন পচা-গলা গোশতের দুর্গন্ধের রাজত্ব। এক কোণে অসংখ্য হাড়ের ছড়াছড়ি। হাশিম আর বেশিক্ষণ অবস্থান করতে পারলো না। কারণ, সেখানে এক ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজমান।

বীরধন হাশিমকে বললো– 'এই এলাকায় বছরে দুটো প্রতিযোগিতা হয়। একটি তো মানুষে-মানুষে, অন্যটা হয় বনের হিংস্র পশু বাঘ, ভল্লুক, সিংহ, চিতা ও মানবজাতির মাঝে। এটাতে মানবজাতির প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে পুরো হিংস্র পশুসমাজ।'

হাশিম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'হিংস্র পশু মানবজাতির প্রতিদ্বন্দ্বী! এটা কী করে হয়? এটা কীভাবে সম্ভব?'

বীরধন বললো– 'তুমি আশ্চর্য কেন হচ্ছো? এ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতা তো তখন হাজার হাজার লোক উপভোগ করে। অজস্র মানুষ দর্শক হিসেবে আসে। বিপুল লোকসমাগম হয় তখন।'

হাশিম আরও আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'ওই প্রতিযোগিতায় তখন কারা বিজয়ী হয়? মানবজাতি, নাকি পশুসমাজ?'

বীরধন উচ্চস্বরে অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'বিজয় তো সব সময় ওই হিংস্র পশুদেরই হয়ে থাকে। কারণ, তাদের সামনে মানুষজাতি বড়ই দুর্বল ও কমজোর। যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসে, তারাও অনেক দুর্বল থাকে।'

হাশিমের পুরো শরীর কেঁপে উঠলো। সে বললো– 'এটা তো মানবতাহীন পশুত্বের ঘৃণ্য নিদর্শন। কোনো দুর্বল জাতিকে হিংস্র পশুদের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দাঁড় করিয়ে দেয়া তো পরিষ্কার জুলুম! এটা কোনো প্রতিযোগিতা হতেই পারে না!'

BanglaBook.org

সূর্য যতোই পশ্চিমান্তে ঢলে পড়ছে, ততোই হাশিমের মনে ভেঙে পড়তে লাগলো ভীতির পর্বত। সে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই এদিক-ওদিক পায়চারি করতে করতে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। তার কোনোমতেই বুঝে আসছে না, সে কীভাবে এতো ভয়ংকর নতুন একটি পরিস্থিতির মোকাবেলা করবে। হাশিম দুর্গের ছাদে গিয়ে পৌঁছালো। পাহাড়ের চূড়ায় দেখা যাচ্ছে মেঘের সমাবেশ।

হাশিম বীরধনকে বললো– 'বীরধন! কিছুক্ষণের জন্য আমাকে একা থাকতে দাও। তুমি চিন্তা কোরো না। আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

বীরধন বললো– 'বন্ধু! এটা কোনো ব্যাপার নয়। এ দুর্গের দেয়াল পেরিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। আমি তো তোমাকে এমনিতেই সঙ্গ দিলাম। তোমার সাথে কিছু সময় কাটালাম। তুমি তো এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি যাচ্ছি। তুমিও এখানে বেশিক্ষণ দেরি কোরো না। জলদি চলে এসো। বিকেলে তোমাকে মহারানির সাথে নির্জনতার সঙ্গী হবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ওই সময়কার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু শিখিয়েও দেয়া হবে তোমাকে।'

চোখে-মুখে দুষ্টুবাচক হাসি দিয়ে বীরধন কথাগুলো বললো।

হাশিম এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে আকাশের মেঘমালার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললো– 'আমি এখনই আসছি।'

বীরধন চলে গেলো। হাশিমের চোখে তপ্ত জল। সে সেজদায় গিয়ে ছোট্ট বাচ্চার মতো কাঁদতে লাগলো। খুব কাতর হয়ে আকুলভরা কণ্ঠে দোয়া করতে থাকলো–

'হে আসমান ও জমিনের মালিক! আমি আপনার পাপিষ্ঠ অবাধ্য অক্ষম গোলাম। আমার অবস্থা তো আপনার কাছে গোপন নয়। আপনি সব গোপন ভেদ জানেন। মৃত্যুর কোনো ভয় বা দুশ্চিন্তা আমার মনে নেই। মৃত্যু তো চিরসত্য একটি বাস্তবতা। সকল প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যু থেকে কেউই পালিয়ে যেতে পারবে না। মৃত্যুর সাথে সবারই আলিঙ্গন করতে হবে। কিন্তু হে আমার প্রভু! কলঙ্কযুক্ত মৃত্যুর ভয় করছি। হে দয়াময়, করুণাময়ী প্রভু! আপনি আমাকে এই নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য, কলঙ্কিত ও কলুষিত মৃত্যু থেকে বাঁচান!'

হাশিমের পুরো শরীর কাঁপছে।

সে ভাবতে থাকে– পৃথিবীতে বসবাস করতে করতে মানুষ যখন পার্থিব ভোগবিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়ে যায়, তখন তার কাছে মনে হবে পৃথিবীই একমাত্র সবকিছুর গন্তব্য এবং এখানেই শুরু এখানেই শেষ। মৃত্যুর মাধ্যমেই সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী পরিণাম বলতে কিছুই নেই। পার্থিব এই

BanglaBook.org

ভালো লাগা, ভোগবিলাসিতা ও স্থায়িত্বে যারা যতো বেশি বিশ্বাসী, তারা ততোই পৃথিবীর প্রেমে মুগ্ধ। পৃথিবীর সাথে তার আত্মা ততোই আবদ্ধ, ততোই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। কিন্তু মৃত্যু মানেই তো পার্থিবের সাথে আত্মার বিরহ, বিচ্যুতি। যার আত্মা পার্থিব সত্তার প্রতি যতো দুর্বল, সে মৃত্যুলগ্নে ততোই বিরহে পুড়বে। যতোই অপার্থিব জগৎটা তার আত্মাচক্ষুতে স্পষ্ট হবে, ততোই সে আফসোস করবে। এই আফসোসের প্রারম্ভিকতায় মিশে থাকবে পৃথিবী ছাড়ার আফসোস আর শেষের দিকে মিশে থাকবে পৃথিবীকে আপন ভেবে তাতে আসক্ত হয়ে মূল কার্যসাধন না করতে পারার আফসোস।

সে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে লাগলো– 'হে আল্লাহ! এমন মৃত্যুর কথা কল্পনা করতেই আমার হৃদয়ে কম্পন শুরু হয়। আমার চিন্তা-চেতনা ও ভাবুক মন সব অকেজো হয়ে গেছে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমি এখন আপনার রহমত ও দয়ার ভিখারি। আপনি আমায় করুণা করুন।'

এভাবে সে অনেকক্ষণ ধরে আপন প্রভুর কাছে নিজের বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য দোয়া করলো। যখন সে সেজদা থেকে উঠলো, তখন মনের কোণে অনুভব করলো প্রত্যাশার প্রদীপ্ত নুরানি আলোর বিচ্ছুরণ। তার অন্তর ভরে গেলো প্রশান্তিতে।

অদৃশ্য শক্তি তাকে স্থির হতে সাহায্য করলো। হৃদয়ে কোমল হাওয়া বইছে তার। দৃঢ়তা ও অবিচলতার পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ছাদ থেকে নামলো সে। কেটে গেলো নিরাশা আর পেরেশানি। সন্ধ্যার কিছু আগে বস্তির বড় বড় ঘণ্টাগুলো জোরে জোরে বাজতে আরম্ভ করে। লোকদের মাঝে একটা ভীতিকর অবস্থা। সবাই যেন কিছু একটা আগমনের অপেক্ষা করছে। শঙ্কিত ভাব চোখে-মুখে। হিন্দু পূজারিরা এদিক-ওদিক দৌড়তে থাকে।

আচমকা বেড়ে গেলো তাদের চলার গতি।

হাশিম একজন সৈনিককে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'কী হচ্ছে এসব? তোমরা এভাবে দিগ্‌বিদিক ছুটছো কেন? মহারাজা কি ফিরে আসছেন?'

সৈনিক বললো– 'না না! মহারাজাদের মহারাজ আসছেন!'

'আমি তো কিছুই বুঝলাম না!' হাশিম বললো।

তখন সৈনিক বললো– 'শিব দেবতা আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন।'

হাশিম বললো– 'শিব দেবতা... তিনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

সৈনিক বললো– 'রাজকুমারজি! শিব দেবতা শতাব্দীকাল যাবৎ নীলাকাশের বিশালতায় বসবাস করেছিলেন। খুঁটিবিহীন বিশাল বিস্তৃত এলাকার বাসিন্দা তিনি। তাঁদের শতাব্দী সন্তান বলা হয়। প্রতি শতাব্দীতে তাঁদের দেখা মেলে। প্রতি শতাব্দী পর পর তাঁরা আমাদের মাঝে আসেন।'

BanglaBook.org

হাশিম জিজ্ঞেস করলো– 'এখন তিনি কোথায় আছেন?'

সৈনিক বললো– 'হতে পারে তিনি এখন মন্দিরে আছেন। সন্ধ্যায় জনসাধারণের দর্শন দেবেন।'

'আমি কি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবো?' হাশিম বললো।

'কেন নয়? তবে সময়টা এখন নয়।' সৈনিক বললো।

'তুমি একটু কষ্ট করে তার সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও। আমি তো তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী!'

সৈনিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো– 'শিব দেবতার সাক্ষাতের এটা বড়ই সুবর্ণ সুযোগ। তুমি যেকোনোভাবে শিব দেবতার দর্শন লাভ করো। তিনি তোমাকে পরিপূর্ণ সাহায্য করবেন। আমার অন্তরও বলছে, তিনি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। যদি শিব দেবতা তোমার মাথার ওপরে হাত রাখেন, তাহলে দুনিয়ায় কোনো শক্তিই আর তোমার কিছু করতে পারবে না।'

হাশিমের হৃদয়কোণে প্রত্যাশার ছোট্ট একটি প্রদীপ উঁকি দিলো। সে নিরাশার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে প্রত্যাশার প্রদীপ্তি পথে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললো। সেখানে অসংখ্য মানুষের সমাগম। সবার চোখে-মুখে খুশির আভা। আনন্দে পাগলপারা অবস্থা। মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শন করছে হিন্দু রূপসী কন্যারা। সূর্য পশ্চিম সীমান্তে একেবারে লেগে আছে। এখনই ডুব দেবে গভীর জলে। হাশিম মন্দিরের বড় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। মন্দিরের সামনে সমাগত লোকদের চেহারায় ফুটে ওঠে পুলকভাব। খুশি ও আমোদ-ফুর্তির আভা সর্বত্র। সুন্দরী তরুণীরা রঙ-বেরঙের জামা পরে হলদে পাখির মতো উড়ছে। গান-বাদ্য ও আনন্দ-উল্লাসের অভূতপূর্ব পরিবেশ। শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ– সব শ্রেণির মানুষের জমকালো উপস্থিতি। আকাশে মেঘের আনাগোনা। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। অনেকক্ষণ পর মন্দিরের বড় দরজা খুললো। দুজন পূজারি বেরিয়ে আসতেই লোকেরা একজন আরেকজনকে দেখতে লাগলো। একজন পূজারি হাত প্রসারিত করে বললো– 'শিব দেবতার পূজারিরা! তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কোরো না। শিব দেবতা অচিরেই ছাদের ওপর আসবেন তার দর্শন দিতে।'

অসংখ্য মানুষ খুশিতে নাচ-গান শুরু করে দিলো এবং বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে লাগলো। হাশিম গোপনে মন্দিরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, ঠিক সে সময়ে একজন পূজারি তার পথ রুদ্ধ করে বললো– 'ওহে, এক রাতের রাজকুমার! তোমার এখন মন্দিরে প্রবেশ করা ঠিক হচ্ছে না।'

হাশিম জিজ্ঞেস করলো– 'কেন?'

BanglaBook.org

জবাবে পূজারি বললো– 'কেননা, তুমি একজন মুসলমান। তাই এখন মন্দিরে প্রবেশ করাটা তোমার ঠিক হচ্ছে না।'

হাশিম ব্যাকুল কণ্ঠে বললো– 'আশ্চর্য! কোনো মুসলমান কি দেবতার দর্শন পেতে পারে না?'

বড় পূজারি হাশিমের প্রবেশে অনীহা প্রকাশ করে বললো– 'মুসলমানরা তো মূর্তিদের ভালো চোখে দেখে না।'

হাশিম বললো– 'কিন্তু উনি তো একজন জীবিত দেবতা! আর আমরা মুসলমানরা তো সকল ধর্মের অবতার, মণি-ঋষিদের সম্মানের চোখে দেখি। কাউকেই আমরা অবজ্ঞা করি না। আমাদের ধর্ম এটা অনুমতি দেয় না।'

পূজারিরা হাশিমের কথা শুনে নীরব হয়ে গেলো। হাশিম পুনরায় বলতে লাগলো– 'একটু আগেই শিব দেবতা স্বপ্নযোগে আমাকে ডেকেছেন। অবশ্যই! এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা।'

হাশিম বড়ই দৃঢ়তার সাথে বললো– 'যদি আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে এখনই শিব দেবতাকে জিজ্ঞেস করে নাও।'

পূজারিরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালো। বেশ কিছু সময় চুপ থাকার পর ওরা বললো– 'ঠিক আছে। আসুন।'

শিব দেবতার আগমন উপলক্ষে সাজানো হয়েছে পুরো মন্দিরপ্রাঙ্গণ। বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সুগন্ধমোহিত করা হয়েছে অভ্যন্তর। জোরে জোরে বাজানো হচ্ছে বড় বড় ঘণ্টা। মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে বেজেই চলেছে বাদকদের সানাই। দাসী ও সেবিকারা খুব সেজে আছে। হাশিম কয়েকজন পূজারির পেছন দিয়ে এবং তাদের পথপ্রদর্শকদের পাশ ঘেষে এমন একটি কক্ষের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো, যে কক্ষটির জেয়াল হীরক পাথর, গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। খুবই সুদৃশ্য ও দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ।

বড় পূজারি হাশিমকে সম্বোধন করে বললো– 'রাজকুমারজি! আপনি ভেতরে প্রবেশ করুন। শিব দেবতা বর্তমানে এ কক্ষেই অবস্থান করছেন।'

হাশিম দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো। একজন সুদর্শন নওজোয়ান– যার পরনে ঘি-রঙের জামা; তিনি একটা রাজকীয় আসনে উপবিষ্ট। তার চোখে সুরমা। মাথার ওপর তাজ।

হাশিম কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে মাথার ওপর হাত রেখে বড়ই প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে বললো– 'দেবতার খেদমতে আদাব!'

শিব দেবতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'হে নওজোয়ান! তুমি কে? এবং কেন এসেছো?'

BanglaBook.org

হাশিম আবেগভরা কণ্ঠে বললো– 'যখন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস কোনো নৌকাকে দিকহারা করে দেয়, যখন সাগরের প্রলয়ংকরী ঢেউ কোনো একাকী নৌকাকে অসহায় করে তোলে, তখন সে নৌকাটি কূলে অবস্থানরত ব্যক্তিই বাঁচাতে পারে। কখনো কখনো ওই কূলের লোককে নৌকা ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর পুরো দায়িত্বভারও নিতে হয়।'

শিব দেবতা বড় গুরুত্বের সাথে হাশিমকে লক্ষ করে বললেন– 'নওজোয়ান! তুমি আমার নিরাপত্তাসীমার ভেতরেই রয়েছো। আমি তোমাকে যেকোনো ধরনের সাহায্য করতে প্রস্তুত। সকল বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবো। তোমার জীবনের নিরাপত্তা দেবো।'

'ক্ষমা করুন!' হাশিম বললো– 'জীবন ও মরণ দানের ক্ষমতা একমাত্র প্রভুর হাতে। আর কেউ এ ক্ষমতা রাখে না।'

শিব দেবতা বড় বড় চোখে হাশিমের দিকে তাকালেন। তারপর হাশিমের কানের কাছে মুখ রেখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কি মুসলমান?'

'জি! আমি মুসলমান।'

শিব দেবতা আসন থেকে উঠতে উঠতে বললেন– 'তোমার নাম কি হাশিম?'

হাশিম পুরোই তাজ্জব বনে গেলো। সে বললো– 'জি! আমার নাম হাশিম।'

শিব দেবতা বললেন– 'তুমি মুসলমান, তাহলে এখানে কেন এসেছো? নিজের প্রভুর আশ্রয় ছেড়ে শিব দেবতার আশ্রয় চাচ্ছো কেন?'

হাশিম বললো– 'দেবতাজি! আমাকে কোনো ঐশ্বরিক শক্তি এখানে টেনে এনেছে। আমি আসিনি। আমাকে টেনে আনা হয়েছে।'

শিব দেবতা দু'চোখ বন্ধ করে কান্না শুরু করে দিলেন। অশ্রুতে চোখের সুরমা লেপটে গিয়ে জামায় লেগে যাচ্ছে।

হাশিম সমবেদনা ও কাতর কণ্ঠে বলে উঠলো– 'আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কথাবার্তায় হয়তো আপনি কষ্ট পেয়েছেন।'

'না।'

শিব দেবতা সামনে এগিয়ে হাশিমকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বললেন– 'না ভাই। তুমি আমাকে কোনো কষ্ট দাওনি। এটা তোমার ভুল ধারণা। আমি তোমাকে পেয়ে অনেক অনেক খুশি। আমার এ অশ্রু তো খুশির অশ্রু। আমার জন্য তো এটা গর্বের বিষয় যে, তোমাদের প্রভু তোমাকে সাহায্য করতে আমাকেই নির্ধারিত করেছেন। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। তুমি চিন্তিত হয়ো না।'

BanglaBook.org

হাশিম বললো– 'আমার কেন জানি মনের ভেতরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে লাগলো যে আপনিই আমার মুক্তিদাতা। অথচ আমরা মুসলমান। আর মুসলমান...'

শিব দেবতা হাশিমকে থামিয়ে দিয়ে বললেন– 'এতো চিন্তিত হবার কারণ নেই। খোদা তার বান্দাদের সমস্যা নিজেই বান্দাদের মাধ্যমে সমাধান করবেন। কোনো জটিলতা থাকবে না। এখন আমাকে বলো, তুমি তো রাজকুমারদের পোশাক পরিধান করেছো। তোমার সামনে তো কোনো জটিলতা থাকার কথা নয়!'

শিব দেবতা হাশিমকে তার খুব কাছেই বসিয়েছেন। হাশিম সংক্ষেপে তার সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর বললো– 'মহারানি সুমিতা দেবী একজন হিংস্র প্রাণী ও বিষাক্ত নাগিনী। সে আমার আগে কয়েকজন নওজোয়ানকে এক রাতের রাজকুমার বানিয়ে তাদের মৃত্যুর ঘাট পার করে দিয়েছে। শুনেছি, তার পদ্ধতি বড়ই বেদনাদায়ক, নির্মম ও অনেক ভয়ানক। সে প্রথমে শিকারের মাধ্যমে নিজের মনোবাসনা ও দৈহিক চাহিদা পূরণ করে। এরপর ওই বিষাক্ত শরাব পান করায়– যা পান করলে সারা জীবনের জন্য চিরনিদ্রায় শায়িত হতে হয়। আমি আজ রাতে মহারানির মেহমান। মহারানি তার যৌনক্ষুধা আমাকে দিয়েই নিবারণ করবে।'

শিব দেবতা চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন– 'কিন্তু দুশমনের এ দেশে এসব তথ্য তোমাকে কে দিলো? কে তোমার সেই শুভাকাঙ্ক্ষী?'

হাশিম বললো– 'আপনিই তো বললেন যে, খোদা তাঁর বান্দাকে সব জায়গাতেই সাহায্য করবেন। বৃদ্ধ দারোগা আমাকে সবকিছু সম্পর্কে অবগত করেছে। সে আমার ওপর অনেক অনুগ্রহ করেছে। আমার অনেক বড় মেহেরবান সে।'

শিব দেবতার চোখে আচমকা একধরনের চমক তৈরি হলো। তিনি বললেন– 'তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। আমি অতিসত্বর ওই নাগিনীর গর্দান দেহ থেকে আলাদা করে ফেলবো।'

তিনি বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন– 'হাশিম! রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত তোমাকে অনেক স্মরণ করে।'

হাশিম শিব দেবতার দিকে তাকলো এবং তার ডান হাত নিজের হাতে নিয়ে চুমু খেয়ে অস্থির কণ্ঠে বললো– 'রাজকুমারী জীবিত আছে? সে কেমন আছে? সুস্থ আছে তো? খোদার কসম! রাজকুমারীর কথা আমার প্রতিনিয়ত স্মরণ হয়। আমি তাকে সব সময় ভাবি। তার সাথে কাটানো স্মরণীয় দিনগুলো এ অন্ধকারে আমার সামনে তারকারাজির মতো চমকাচ্ছে।'

BanglaBook.org

শিব দেবতা মৃদু হেসে হাশিমকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'তোমার জন্য অনেক অনেক শুভ সমাচার। রাজকুমারী অনেক ভালো ও সুন্দর মনের একটা মেয়ে। মানবতার জগতে এক ধাপ এগিয়ে সে। সে জীবিত আছে এবং নিরাপদে আছে। সত্য কথা কি জানো? সে-ই আমাকে এখানে তোমার সাহায্য করতে পাঠিয়েছে।'

হাশিম অনেকক্ষণ যাবৎ রাজকুমারীর ভাবনায় নিমগ্ন। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললো– 'আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। কিন্তু আমি এই পাপমণ্ডিত মৃত্যুর ভয়ে কাঁপছি।'

শিব দেবতা সোনার একটা ঘণ্টা বাজালে চার-পাঁচজন পূজারি দৌড়ে শিব দেবতার কক্ষে প্রবেশ করলো এবং সেজদায় নুয়ে পড়লো।

শিব দেবতা বড়ই দৃঢ়তাব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেন– 'আমার আফসোস হয়, তোমরা এই নওজোয়ান রাজকুমারকে চিনতে পারলে না! এ তো সব নাগের দেবতা। প্রাককালে এর থেকে কিছুটা গাদ্দারি মনোভাব দেখা গেছে। যার কারণে আমি তাকে নাগমন্দির থেকে বিতাড়িত করেছি। সে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমার সাথে বিদ্রোহ করেছে। আমি শাস্তিস্বরূপ এখানকার কয়েদখানায় তাকে বন্দী করে রেখেছি। আজকে সে তার কৃত সকল অপরাধের ক্ষমা চেয়েছে। আমি তাকে ক্ষমা করেছি এবং তার সমস্ত শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছি। আজ থেকে সে আবার নাগ দেবতা। তার সামনে মাথা নত করো এবং সকলকে তার সামনে মাথা নত করতে বলো। যে লোক এ আদেশ অমান্য করবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে!'

পূজারিরা আদেশ মান্য করে হাশিমের সামনে সেজদায় লুটে পড়লো। হাশিম আশ্চর্যান্বিত হয়ে শিব দেবতার দিকে তাকিয়ে রইলো।

শিব দেবতা এক চোখ টিপে বললেন– 'তোমার তো জানা আছে, দেবতা দেবীদের কতোটা খেয়াল রাখে। আমি তোমার সকল শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছি। দেখো, তোমার চোখে নাগের শক্তি চিকচিক করছে।'

'শুকরিয়া!' হাশিম বসা থেকে উঠে শিব দেবতার হাতে চুমু খেয়ে বললো– 'আমি ভবিষ্যতে কখনো মহান শিব দেবতাজির কোনো আদেশই অমান্য করবো না।'

'শাবাশ! তুমি যতোক্ষণ ইচ্ছা বিশ্রাম করো। তারপর নিজের মন্দিরে ফিরে যাবে। দেখো আবার কারও ক্ষতি করো না যেন।'

শিব দেবতা পূজারিদের সম্বোধন করে বললেন– 'এখন আমি লোকদের দর্শন দিতে মন্দিরের ছাদে যেতে চাচ্ছি। জলদি এর ব্যবস্থা করো। আর হ্যাঁ! মহারানি যদি এখানে উপস্থিত থাকে, তাহলে তাকে হাজির করবে। আর যদি

BanglaBook.org

না থাকে, তাহলে তাকে আমার পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে বলো যে, আজ রাতে আমিই তার মেহমান হবো।'

পূজারিরা উল্টো হেঁটে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। বাইরে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো গীতাপাঠ ও বিভিন্ন মন্ত্র জপার আওয়াজ।

'হাশিম! তুমি এখন এই গোত্রের দেবতা বনে গেছো। এখন তুমি সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত। দেখো! হুঁশিয়ারি ও বিচক্ষণতার সাথে এই নতুন পরিস্থিতির মোকাবেলা করবে। এখন তোমাকে একটা নির্ধারিত নিয়মে চলতে হবে। নাগের মতো গর্জন দেয়া শিখে নেবে। তুমি তো আমার উদ্দেশ্য অবশ্যই বুঝতে পারছো!

কিছুদিনের মাত্র ব্যাপার। তারপর জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের কলুষতা চিরদিনের জন্য মিটে যাবে। তুমি কিছুদিন আমার সাথে মন্দিরে অবস্থান করো। এক-দুই দিন থাকো। কী করতে হবে, কী করতে হবে না– এখানে থেকেই বিবেচনা করা যাবে। আমি যে কূটচাল চালিয়েছি, মনে হয় এখন আর নাগিনী মহারানি তোমার পিছু নেবে না; বরং এই বস্তির সব লোক এখন তোমাকে ভয় করবে। কারণ, তুমি হচ্ছো নাগ দেবতা। আর নাগ দেবতা যাকে দংশন করে, তাকে ভগবানেও বাঁচাতে পারবে না।

বাইরের দিকে বেরোতে বেরোতে শিব দেবতা মৃদুস্বরে বললেন– 'কোথাও বসলে আসন ধরে বসবে। মহাদেবদের দিকে নম্র চোখে তাকাবে না। সাপের মতো ফণা তুলে তাদের দিকে তাকাবে। কখনো কখনো মুখ দিয়ে নাগের মতো গর্জন করবে। তুমি নিশ্চিন্তে এখানে বিশ্রাম করো। আমি অনেক রাত করে ফিরবো। মহারানিকেও সামলাতে হবে।'

***

শিব দেবতা হাশিমকে শঙ্কিত ও পেরেশান রেখে খুব দ্রুত কদম উঠিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ভয়ানক শোরগোল। সানাইয়ের আওয়াজে কানে একধরনের সুখানুভূতি হচ্ছিলো। শিব দেবতা দামি পাথর দ্বারা তৈরি মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ছাদের ওপর চলে গেলেন। অজস্র নর-নারী তাকে সেজদা করতে থাকে। পূজারিরা জোরে জোরে পাঠ করতে থাকে গীতা।

শিব দেবতার মাঝে ছিল সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের বিশাল আধার। লাল চেহারায় মৃদু হাসি তাঁর প্রতি চুম্বকাকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেয়। হাওয়ায় উড়তে লাগলো তাঁর ঘি-রঙের ঢোলা ঢোলা পোশাক। উভয় হাত শূন্যে প্রসারিত করে জোরে জোরে বলতে লাগলেন– 'আমি তীর্থযাত্রী, পূজারি ও দেবদাসীদের

BanglaBook.org

কর্মকাণ্ডে যারপরনাই আনন্দিত। আমি শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব। আমি শতাব্দীকাল যাবৎ নীল গগনে ছিলাম। ভগবান আমাকে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছেন। তোমরা অনেক ভাগ্যবান। তোমাদের এখানে দুজন মহান দেবতা আছেন। আমি নাগ দেবতাকে তার শক্তি দ্বিতীয়বার দান করে তার সমস্ত দুর্বলতা শেষ করে দিয়েছি। সে আবার মহান দেবতা বনে গেছে। নাগ দেবতা বড়ই রাগী স্বভাবের হয়। তার পুরোপুরি খেয়াল রাখবে।'

এরপর শিব দেবতা হাত নিচু করতে করতে বললেন– 'মশাল জ্বালাও। আনন্দ-উল্লাস করো।'

এসব বলে তিনি ছাদ থেকে নিচে নেমে যেতে থাকলে মহাপূজারি হাত জোড় করে বললো– 'দেবতার দাসী মহারানি সুমিতা আপনার দর্শন পেতে আগ্রহী।'

'কোথায় সে?' শিব দেবতা তার স্বর পাল্টিয়ে বললেন– 'নাকি দেবতাকে দাসীর পাশে চলে যেতে হবে দর্শন দিতে!'

'না! না!' পূজারি ঝুঁকে শিব দেবতার পায়ে চুমু খেয়ে বললো– 'মহারানি মহলের ছাদের ওপর আপনার আজ্ঞার অপেক্ষায় রয়েছেন।'

শিব দেবতা মহলের ছাদের দিকে তাকালেন। সেখানে মহারানি তার সেবিকাদের সাথে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। শিব দেবতা পূজারিকে বড়ই ভালোবাসা মেশানো কণ্ঠে সম্বোধন করে বললেন– 'কাল সন্ধ্যায় যখন মশাল জ্বলবে, তখন ওই জায়গা– যেখানে এখন মহারানি দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে আমি তার সাথে একাকী সাক্ষাৎ করবো।'

পূজারি চলে যাচ্ছিলো। তখন শিব দেবতা ঝাঁজালো স্বরে বললেন– 'মহারানিকে এটাও বলে দিও যে, এ পথটা বড়ই কঠিন। তাকে বিশ্বাসের শক্তিতে সময় ব্যয় করতে বলো। চিন্তিত হতে বারণ করবে। আমি অবশ্যই তার সাথে সাক্ষাৎ করবো।'

পূজারি ওখান থেকে মহলের ছাদের দিকে অগ্রসর হলো। চারদিকে আলো আর আলো। রাতের আঁধারের কোনো চিহ্নই নেই। যুবক-যুবতীরা মদ পান করে নানা ভঙ্গিতে নাচানাচি করছে।

হাশিম নাগ দেবতা বেশে বসে রইলো। সে লোকদের দিকে এমনভাবে তাকাতে থাকে যে, তার চোখ দুটি দেখলে যে কারও শরীরে কম্পন ধরে যাবার উপক্রম। মন্দিরের ভেতরে-বাইরে জ্বলছে বিভিন্ন ধরনের প্রদীপ। আশ্চর্যজনক রঙ-তামাশায় টইটম্বুর গোটা পরিবেশ। অসংখ্য কুমারী মেয়ে রঙ-বেরঙের পোশাক পরে নাচছে গাইছে। রঙ ও খুশির বাজার সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যৌবনকে জাগিয়ে তুলছে। তারা গান গাইতে লাগলো

BanglaBook.org

খুশিতে। শিব দেবতা চুপচাপ নীরবে অগ্রসর হয়ে প্রবেশ করলেন মন্দিরের সীমানায়। তীর্থযাত্রী নারী-পুরুষ, দেবদাস ও পুরোহিতরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললেন। তিনি তাদের সবার মাথার ওপর স্নেহ ও ভালোবাসার ভঙিমায় ফুল ছিটিয়ে নিজের নির্ধারিত কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বললেন– 'আমি তোমাদের ভক্তিতে অনেক খুশি। এখন তোমরা রাতের নিস্তব্ধতায় বিশ্রাম গ্রহণ করো। এটা তোমাদের জন্য অনেক মঙ্গলজনক। সকাল সকাল আবার দর্শন দেবো। আমি সারা রাত তোমাদের পাপ জগতের পাপ মোচন করবো। তোমরা কি জানো, দেবতাদের কাজ কতো কঠিন ও কতো স্পর্শকাতর হয়ে থাকে?'

শিব দেবতা নিজের কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এদিকে হাশিম নাগ দেবতা সেজে বসে আছে। শিব দেবতাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলো সে। সামনে এগিয়ে শিব দেবতার হাতে চুমু খেলো। হাশিমের চোখ চমকাতে থাকে বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসায়।

শিব দেবতা তাকে বুকে টেনে বললেন– 'হাশিম, তুমি বড়ই দক্ষতার সাথে নাগ দেবতার বেশ ধরে আছো। প্রবীণ সব পূজারি, দেবদাসী এবং বহু বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেবতাও তোমাকে মান্য করছে। তুমি অত্যন্ত সফলভাবে লোকদের বোকা বানালে। আমি নিজেই তোমার দক্ষতার স্বীকৃতি দিচ্ছি।'

হাশিম মৃদু হেসে বললো– 'এসব তো শিব দেবতারই দয়ার কারিশমা।'

শিব দেবতাও মুচকি হেসে বললেন– 'দেবতার কারিশমা তো ঠিক আছে, তবে তোমার বিচক্ষণতাও প্রশংসনীয়। আমি মহারানিকে প্রেমের শরাব পান করিয়ে দিয়েছি। সম্ভবত কাল দুপুর পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে শুয়ে থাকবে। এখন তুমি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ো। তোমাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। শুয়ে পড়ো। আমি জেগে আছি। কোনো ধরনের চিন্তাই অন্তরে ঠাঁই দেবে না। আরামের ঘুম দাও। সকালে তাজা শ্বাস নিয়ে জাগবে। এখন তুমি তোমার কক্ষে চলে যাও।'

হাশিম এক কদম বাড়াতে গিয়ে আবার থেমে গেলো।

জিজ্ঞেস করলো– 'সকল দেবতাই কি আপনার মতো দয়াবান হয়?'

শিব দেবতা মুচকি হেসে বললেন– 'হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা জাগলো নাকি?'

হাশিম কানে হাত দিয়ে বললো– 'তওবা! তওবা! এ রকম সময় যেন কখনো না আসে। আমাদের ধর্মই তো আসল ধর্ম!'

শিব দেবতা মুচকি হেসে বললেন– 'তুমি যাও। বিশ্রাম করো। আমি সব বুঝি।'

BanglaBook.org

হাশিম আস্তে আস্তে কদম উঠিয়ে অন্য কক্ষে চলে গেলো। শিব দেবতাও আলসে ভাব আসার কারণে আরামদায়ক বিছানায় একটু গা এলিয়ে দিলেন। তাঁর চোখ ছাদের সুদৃশ্য বেলুনে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত ফুলের লহরিতে দৌড়ছে। রাতের সময়টাতে তিনি কল্পজগতের অজানার পথে হাঁটতে লাগলেন। ওদিকে হাশিমও ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ নকশা তৈরি করতে লাগলো। সে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আশা-প্রত্যাশা ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকলো।

BanglaBook.org

রহস্যের অন্তরালের অবতার

'মহারানিজি! উঠুন! দেবতা মন্দিরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'আমার দেবতা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।... আমাকে জলদি নিয়ে চলো। তোমরা আমাকে আগেই কেন বলোনি যে, দেবতা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন!'

মহারানি উঠে দাঁড়ালো। তার দুই পা নেশায় দুলতে লাগলো। দুজন সেবিকা তরুণী তাকে রক্ষা করলো। নচেৎ সে মাটিতে লুটে পড়তো। মহারানি বললো– 'পুরো মন্দিরে এ সংবাদ জানিয়ে দাও। সকলকে নেচে-গেয়ে আমার সাথে চলতে বলো।'

একজন তরুণী বললো– 'প্রথমে স্নান করে কাপড়চোপড় ধুয়ে নিন। দেবতা সুন্দর। তিনি সুন্দরকেই পছন্দ করবেন। তিনি সুগন্ধির মতো। সুবাসিত ব্যক্তিকেই তিনি নিজের কাছে বসাবেন।'

মহারানি খুশি হয়ে বললো– 'তুমি ঠিকই বলেছো। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করবো। আমাদের দেবতাকে শুধু সুন্দর বলো না; বরং অনিন্দ্যসুন্দর বলো।'

সে মাদকের নেশায় হেলেদুলে কক্ষের দিকে যাচ্ছিল। এটি ওই প্রক্ষালন কক্ষ, যেখানে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত স্নান করতো। তরুণীরা তাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মধ্যবয়স্ক মহারানিকে এক নববধূরূপে সাজিয়ে তুললো। মহারানি পালকিতে চড়ে এক বিশাল জনসমুদ্রকে সঙ্গে করে মন্দিরের দিকে রওনা দিলো। অসংখ্য তরুণী মহারানির পালকিকে বেষ্টন করে আছে। বাজতে লাগলো ঢোল, তবলা, সানাইসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। মহারানির আগমনের সংবাদ পেয়ে শিব দেবতা হাশিমকে বললেন– 'তুমি তোমার কক্ষে চলে যাও। মহারানি আসছে। তোমাকে দেখলে তার চেহারা পাল্টে যেতে পারে। যা-ই বলো না কেন! তুমিই তো তার যুবক ছেলেকে হত্যা করেছো।'

হাশিম ভারাক্রান্ত মনে বললো– 'দেবতাও কি আমাকে ঘাতক মনে করেন?'

BanglaBook.org

'না।'

শিব দেবতা তাকে বুকে টেনে ধরে বললেন– 'আমি তোমাকে ঘাতক মনে করি না। অজয় পাপিষ্ঠ ছিলো। হত্যার উপযোগী। তাকে হত্যা না করলে সীমাহীন ক্ষতি হয়ে যেতো।'

হাশিম মুচকি হেসে বললো– 'প্রভুর শপথ! যদি আপনি মুসলিম হতেন, তাহলে আল্লাহর একজন খাঁটি অলি হতেন।'

'ধন্যবাদ।' শিব দেবতা বললেন– 'তুমি যাও। সে মন্দিরে পৌঁছে গেছে। নাখোশ হয়ো না। আমি দেবতা হওয়া সত্ত্বেও অনেক কাজ বাধ্য হয়ে করতে হয়।'

হাশিম শিব দেবতার কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিজের কক্ষে চলে গেলো।

মহারানি মাদকতায় মাতালের মতো দুলতে লাগলো। শিব দেবতা তাকে টেনে ধরে বুকের কাছে নিয়ে বললেন– 'তোমাকে আমার অতি নিকটে বগলের পাশে বসার জন্যই বানানো হয়েছে।'

কথাটি শুনে মহারানির মনে খুশির বন্যা বয়ে যায়। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিব দেবতার দিকে তাকিয়ে রইলো।

শিব দেবতা তার এ অবস্থা দেখে তৃপ্ত।

তিনি পূর্বেকার কোনো কাহিনি বর্ণনা করার ভঙ্গিতে বললেন– 'আমার ধারণা, সেটা এমনই একটি দুর্গ, এমনই একটি মন্দির ছিলো; যার ছাদের ওপর গভীর রাতের নিস্তব্ধতায় আমি তোমার সাথে মিলিত হয়েছিলাম। আমি আজ রাত তোমার সাথে এই দুর্গের ছাদের ওপর কাটাবো এবং ইচ্ছেমতো মনোবাসনা পূরণ করবো। তোমার দুর্গের প্রাচীরের উচ্চতা কি পাহাড়ের চূড়াসম? মেঘের ক্ষুদ্রাংশ ছাদের ওপর চুমু খেয়ে যায়?'

মহারানি শিব দেবতার পায়ে চুমু খেয়ে বললো– 'দেবতা! এটা কি সত্য, যে আমাকে দেখতে পার্বতীর মতো লাগছে? খুশিতে তো আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে! আমার সারা শরীরে পুরো জগতের খুশির জোয়ার বইছে। আমার উন্মাদনা নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে উঠেছে। আমাকে আপনার শরীরের গোপন অংশে ছাপিয়ে নিন। আমাকে আশ্রয় দিন। আমি পড়ে যাচ্ছি। আমার ভেতর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।'

মহারানির পুরো শরীরে কম্পন শুরু হলো। তার শ্বাস-প্রশ্বাসে নষ্টামির গন্ধ। চোখে-মুখে দুষ্টের হাসি। মহারানি কামাসক্তিতে উত্তেজিত হয়ে অশুভ আচরণ শুরু করলো। যৌনক্ষুধা তার পুরো শরীর যেন জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

সে এমন একটা জগতের দিকে দেবতাকে আহ্বান করছে, যেখানকার তপ্ত আগুনই মন ঠান্ডা করতে পারে। যেখানে পৌঁছালে মানুষের উভয় জগৎ

BanglaBook.org

সম্পর্কে কোনো খবর থাকে না। এক কথায়– সে একপ্রকার জৈবিক তাড়নার শিকার।

শিব দেবতার জন্য এ পরিস্থিতি বড়ই অসন্তোষজনক। তিনি মানবসভ্যতার দেয়ালকে ধসে পড়তে দেখছেন। তাই তিনি রাগান্বিত হয়ে মহারানির হাত সবেগে ঝাঁকি মেরে বললেন– 'তুমি পার্বতী? কক্ষনোই না! তুমি পার্বতী হতে পারো না। তুমি আমার স্বপ্ন ভঙ্গ করেছো। পার্বতীরা এমন অসভ্য ও সাধারণ কখনোই হতে পারে না। তোমার কী হয়ে গেলো? তুমি আমার কল্পিত সুন্দর স্বপ্নের সব শিষমহল এক মুহূর্তেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলে!'

মহারানি তার ভুল অনুভব করতে পেরে বললো– 'আমি আপনার রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করিনি। আমিই পার্বতী।'

শিব দেবতা বললেন– 'সেটা তো আমারও বিশ্বাস ছিলো। কিন্তু পার্বতী তো তোমার মতো এতো দুর্বল ও অসভ্য হতে পারে না! তার বুক বরফের মতো কোমল ছিলো, আবার ছিলো আগুনের স্ফুলিঙ্গও।'

মহারানি মাথা নত করে বললো– 'আসলে আপনার নৈকট্যের জাদুময়ী আকর্ষণ আমাকে বিমোহিত করে ফেলেছে। দয়া করুন, সরকার! আমি মিনতি করছি।'

মহারানি শিব দেবতার বগল থেকে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে কান্না জুড়ে দিলো।

কিছুক্ষণ পর শিব দেবতা বললেন– 'ঠিক আছে, এখন গিয়ে আরাম করো। আজকে চান্দ্র মাসের দশম দিন।'

'জি, আজ চান্দ্র মাসের দশম দিন।'

শিব দেবতা বললেন– 'ছাদের ওপর আমার আগমনের অপেক্ষা করো। আমি আসবো। পুরো রাত তোমাকে আমার বাহুর আশ্রয়ে আগলে রাখবো।'

মহারানি ক্রন্দনরত অবস্থায় বললো– 'আমি হয়তো কোনো ধরনের ধোঁকায় পড়েছি। আমি জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমার মাঝে একধরনের মস্তিষ্কহীনতা কাজ করছে।'

শিব দেবতা বললেন– 'এখন তুমি একটু হাসো। আমি আমার কক্ষে তোমার মনকাড়া হাসির ফুলেল সৌরভের ছড়াছড়ি দেখতে চাই।'

মহারানি মুচকি হাসি দিলো।

শিব দেবতা বললেন– 'আমি চাই তুমি জোরে অট্টহাসি দাও। তুমি এতো জোরে হাসবে– যাতে তোমার হাসিতে পুরো জগৎ মুগ্ধতা পায়।'

শিব দেবতা আবেগী অবস্থাকে বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগাতে পারেন।

মহারানি খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

BanglaBook.org

তার হাসি পুরো কক্ষকে অনেকক্ষণ কাঁপিয়ে রাখলো।

শিব দেবতা বললেন– 'আমি তোমাকে সব সময় হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় দেখতে চাই। তুমি যখন হাসো, তখন তোমাকে পুরো পার্বতীর মতো দেখায়। আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, আমরা দুজন একটা রাত কাটানোর স্থান পেয়েছিলাম। এখন তুমি যাও এবং রাত হওয়ার অপেক্ষা করো।'

মহারানি হাসিমাখা মুখে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। ঢোল, সানাই, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র আবার বেজে উঠলো।

***

শিব দেবতা হাশিমকে ডাকলেন।

তারপর দুজনে চুপি চুপি গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে মন্দিরের পেছনের দিকে চলে গেলেন। হাশিম চুপচাপ নীরবে শিব দেবতার পেছনে পেছনে চলছে। একটা খোলা প্রশস্ত জায়গায় গিয়ে শিব দেবতা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মনে হচ্ছে আজ প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে।'

'হ্যাঁ' হাশিম বললো– 'এখানে তো প্রতি দু-তিন দিন পর পরই বৃষ্টি হয়। পাহাড়ের ওপর যতোই বৃষ্টি হোক, অনুমান করা যায় না। কারণ, সব পানি নদী, খাল বা ছড়ায় চলে যায়।'

কোমল হাওয়ায় রঙ-বেরঙের পাখিরা ওড়াউড়ি করছে। বড়ই সুন্দর পরিবেশ। শিব দেবতার চোখ আকাশে কিছু একটা যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ সাদা একটি বিন্দু দৃষ্টিগোচর হলো।

তিনি নির্ধারিত একটি নিয়মে হাত উঁচু করে নড়াচড়া করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ওই সাদা বিন্দুটি ফুলতে ফুলতে কবুতরে পরিণত হয় এবং শিব দেবতার মাথার ওপর চক্কর দিতে থাকে। হাশিম ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে শিব দেবতার কারিশমা দেখতে থাকে। কবুতর শিব দেবতার ডান কাঁধে এসে বসলো। সে বেশ হাঁপাচ্ছে। শিব দেবতা হাত প্রসারিত করে কবুতরটি ধরলেন এবং চটজলদি তার গলা থেকে লটকানো তাবিজটি খুলে কোর্তায় লুকিয়ে নিলেন।

তারপর ডাক দিলেন– 'হাশিম! এসে পড়ো!'

কবুতরটি তখনো শিব দেবতার কাঁধে বসা। তিনি দ্রুত হেঁটে গোপন পথ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। শিব দেবতার চেহারায় সিদ্ধান্তহীনতা ও শঙ্কিত ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। তারপরও তিনি মন্দিরের পূজারি ও তীর্থযাত্রীদের সাথে হাসি-খুশির সাথে কথা বলছেন। খুব তাড়াতাড়ি নিজের কক্ষে প্রবেশ করতে

BanglaBook.org

চাচ্ছেন। একজন পূজারি খুশি প্রকাশ করে বললো– 'এই কবুতরটিকেও তো একটা দেবতার মতো লাগছে।'

শিব দেবতা বললেন– 'এটাকে এখনই ভগবান পাঠিয়েছেন। সে একটা বার্তা নিয়ে এসেছে। বার্তাটি নিয়ে একটু বিবেচনা করতে হবে।'

পূজারি একটু পেছনে সরে গেলো। তারপর তিনি দ্রুত পায়ে হেঁটে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন।

একটি নীরব স্থানে এসে হাশিমকে ধমকের স্বরে বললেন– 'বোকা! তুমি হচ্ছো নাগ দেবতা। তুমি এখানকার পূজারি নও! নাগ দেবতার বেশ ধরে থাকো! নতুবা মরা পড়বে!'

হাশিম ফের ফোঁসফোঁস শব্দ করে ফোঁপাতে থাকে। শরীরকে সাপের মতো প্যাঁচাচ্ছে সে। তাকে দেখতে বাস্তবেই একটি নাগের মতো লাগছে। পূজারি ও তীর্থযাত্রীরা তার পায়ের দিকে ঝুঁকে প্রণাম করে নাগ দেবতার ক্ষমতার বিশালত্ব দেখতে লাগলো।

শিব দেবতা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বড় পূজারিকে সম্বোধন করে বললেন– 'আহাম্মক! বীণ বাদকদের ডাকো! দেখছো না নাগ দেবতার মাঝে ক্রোধের তাপ বিরাজ করছে? আমি নিজেই দেখছি তোমরা নাগ দেবতার কোনো সেবাই করছো না! বীণা বাদকদের ডাকো!'

শিব দেবতা কী যেন পড়ে পড়ে নাগ দেবতাকে ফুঁ দিচ্ছেন। নাগ দেবতার চোখ স্থির। আগুনের মতো লাল। দেবদাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছুটতে লাগলো এদিক-ওদিক। কিছুক্ষণ পর বীণ বাজানো যোগীরা এলো। তারা প্রথমেই নাগ দেবতার সামনে সেজদায় নুয়ে পড়লো। তারপর পাগলের মতো বাজাতে লাগলো বীণা। এতে তার চেহারায় ফুটে উঠেছে ফুলের মতো হাসি।

শিব দেবতা বললেন– 'নাগ দেবতাজি! পূজারি ও তীর্থযাত্রীদের সাথে নম্র ব্যবহার করবেন। তাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল। অল্পতে তারা অনেক কষ্ট পায়। হৃদয় ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।'

নাগ দেবতা মুচকি হেসে বললো– 'আমি সব জানি। কিন্তু এই অজ্ঞ বোকা পূজারিদেরও একটু জানিয়ে দিন, তারা আমার ভয়াবহতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না।'

পূজারি, দাসী, সেবক ও পণ্ডিতমশাইরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে ছটফট শুরু করে দেয়। কন্নারত কণ্ঠে বলতে থাকে– 'নাগ দেবতা! ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাদের অক্ষমতা ক্ষমা করুন! সৌম্য করুন!'

নাগ দেবতা বললো– 'আজকের মতো ক্ষমা করলাম।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সে বললো– 'আমি চাই জেলখানার সকল বন্দীকে আগামীকাল সমবেত করা হোক। আমি সকলকে দর্শন দেবো।'

BanglaBook.org

বড় পূজারি বললো– 'দেবতার সকল হুকুমই যথাযথভাবে পালন করা হবে। আমি এখনই মহারানিকে আপনার মনোবাসনা সম্পর্কে অবহিত করবো।'

'ঠিক আছে।' শিব দেবতা কথার ইতি টেনে বললেন– 'মহারানিকে এটা বলে দিও যে, আমিও এটা চাচ্ছি।'

মহাপূজারি উভয় দেবতার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো এবং হাত জোড়া করে দাঁড়িয়ে বললো– 'যদি শিব দেবতা অনুমতি দেন তাহলে বীণা বাদক দরজা পর্যন্ত আসবে। বাকিরা চলে যাবে।'

শিব দেবতা বললেন– 'বীণা বাদক দরজা পর্যন্ত এসো। বাকিরা চলে যাও।'

শিব দেবতা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে খুব দ্রুত তাবিজটি খুললেন। তার ভেতরে ভাঁজ করা একটি কাগজের টুকরা। হাশিম কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে।

শিব দেবতাকে পেরেশান দেখে মলিন হয়ে গেলো তার চেহারাও। শিব দেবতার প্রতিটি কাজই বিস্ময়ের। হাশিম তাঁকে অনেক ভালো জানলেও তার বিস্ময়কর কর্মকাণ্ডের কারণে কখনো জাদুকর ভাবে, আবার কখনো কখনো উচ্চপদস্থ দেবতাও মনে করে। আবার কখনো ফেরেশতা মনে করে গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

যতোক্ষণ পর্যন্ত শিব দেবতা ওই খণ্ডিত চিঠিটি পড়ছিলেন, ততোক্ষণ হাশিম তাঁর ব্যাপারে আশ্চর্য ধরনের অনেক কিছু ভাবছিলো।

অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে, শিব দেবতাকে চিঠির মাধ্যমে কোনো সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কক্ষে বিরাজ করছে নীরবতা। শিব দেবতার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাশিম। শিব দেবতা চিঠির মর্মের গভীরতায় নিমগ্ন। তার চেহারায় বিশ্বাসের আভা। চিঠির প্রতিটি শব্দ যেন তাঁর আত্মিক প্রশান্তি তে ভরা।

হাশিমের এ রহস্য জানার খুব আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শিব দেবতা বড়ই আত্মবিশ্বাসের সাথে চিঠিতে চুমু খেলেন। তারপর সেটি ভাঁজ করে এক স্থানে লুকিয়ে রাখলেন। পত্রবাহক কবুতরটি কক্ষের এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো। সে দানাপানি তালাশ করছে। শিব দেবতা হাশিমকে সম্বোধন করে বললেন– 'দরজা খুলে দাও!'

হাশিম কোনো একটা ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলো। হঠাৎ শিব দেবতার আওয়াজ শুনে চমকে গেলো সে।

দরজা খুলে দিলো।

BanglaBook.org

একজন পূজারি কক্ষে প্রবেশ করলে শিব দেবতা কবুতরটির দিকে ইশারা করে তাকে বললেন– 'এই কবুতরটির জন্য দানাপানির ব্যবস্থা করো।'

পূজারি হাত জোড় করে বাইরে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর পূজারি দুটো বাটি নিয়ে এলো। একটিতে পানি, অন্যটিতে দানা।

কবুতর প্রথমে এক চুমক পানি পান করে মগ্নচৈতন্যে দানা খেতে লাগলো। শিব দেবতা বড়ই ভালোবাসার দৃষ্টিতে কবুতরটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু তখন কবুতরটি। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর পূজারিকে সম্বোধন করে বললেন– 'আমি আজ রাত চন্দ্রমাতার নৌযানে চড়ে আকাশের নীল গগনে যাবো। মহারানি সুমিতা দেবীও আমার সফরসঙ্গী হবে। মন্দির ছাড়াও পুরো এলাকাবাসীকে এ সংবাদ সম্পর্কে অবগত করবে। রাতে যেখানে যেখানে সম্ভব অগ্নিমশাল জ্বালাবে। নীল আকাশ যেভাবে তারকারাজির সৌন্দর্যে সেজে আছে, সেভাবে ভূপৃষ্ঠকেও মশাল জ্বালিয়ে সাজিয়ে রাখবে। আনন্দ-উল্লাসে সবাইকে মগ্ন রাখবে।'

পূজারি আনন্দ প্রকাশ করে বললো– 'দেবতার করুণা ও কৃপায় এ জগৎকে আকাশের চেয়েও সুন্দর করে সাজানো হবে।'

'অনেক ভালো।' শিব দেবতা বললেন– 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এখন তুমি যাও এবং রাতের আনন্দ উপভোগ করতে সবাইকে প্রস্তুত হতে বলো।'

পূজারি হাত জোড় করে বেরিয়ে গেলো।

শিব দেবতা উঠে ভালো করে দরজা বন্ধ করতে করতে হাশিমকে লক্ষ করে বললেন– 'কী ব্যাপার? আজকে তুমি এতো চুপচাপ, নীরব! তোমার চেহারায় পেরেশানির ভাব দেখা যাচ্ছে কেন?'

হাশিম শিব দেবতার দিকে তাকিয়ে বললো– 'যখন কেউ তার ধারণার চেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়, তখন সে চুপ না থেকে পারে না। আমি আপনার কর্মকাণ্ডের ওপর বড়ই বিস্মিত। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ আমার চিন্তা-চেতনাকে হয়রান করে তুলছে।'

শিব দেবতা হাসতে হাসতে বললেন– 'ও আচ্ছা! ব্যাপার তাহলে এটা! যদি তা সত্য হয়, তাহলে আমাকে দেবতা মেনে নাও। এতে তোমার অসুবিধে কোথায়?'

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?' হাশিম রাগান্বিত হয়ে উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলো।

শিব দেবতা বললেন– 'আমাদের ধর্ম দেব-দেবতার ধর্ম। পবিত্র ধর্ম। তুমি আমাদের ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নাও।'

হাশিম তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অত্যন্ত রাগতস্বরে বললো– 'আমি অন্তরের গভীরতা থেকে আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আমার দৃষ্টিতে আপনি পরম শ্রদ্ধার

BanglaBook.org

পাত্র। কিন্তু আপনার এ বিষয়টি আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবো না যে, আপনি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আমার ধর্মকে কটাক্ষ করে কথা বলবেন।'

শিব দেবতা ব্যঙ্গাত্মক হাসি দিয়ে বললেন– 'আমি তোমার ওপর আক্রমণ করে কথা বলেছি; তোমার ধর্মের ওপর নয়।'

হাশিম প্রত্যুত্তরে বললো– 'যখন আপনি আমার জন্মগত ধর্ম ছেড়ে আপনার দেব-দেবতার ধর্ম গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন, তখন এটা আমার সত্য ধর্মের অপমান নয় কি?'

শিব দেবতা হাশিমের কাঁধের ওপর হাত রেখে কাছে টেনে এনে খুব নৈকট্যের সাথে বললেন– 'হাশিম! কাল থেকে আজকের এ সময় পর্যন্ত তুমি আমার মাঝে কী পেয়েছো? আমি বলতে চাচ্ছি, তুমি আমাকে কতোটুকু চিনেছো বা বুঝেছো?'

হাশিম মাথা নত করে বললো– 'শিব দেবতাজি! এ ব্যাপারে আমি আমার অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতাকে দায়ী করবো। আমি অত্যন্ত লজ্জিত। লজ্জায় আপনার আশ্রয়ের পর্দায় চুপসে আছি। আমি দেবতা সম্পর্কে কিছুই জানি না এবং এ সম্পর্কে আমি কোনো জ্ঞান রাখি না। আপনি জাদুকর নন; জাদুকরের সরদার। আপনার সবকিছুই রহস্য আর বিস্ময়ের জগৎ। আপনার স্বভাব-চরিত্র, কাজকর্ম সবকিছুই বিচিত্র। বারবার রঙ পরিবর্তন হতে থাকে। সকালে এক রঙ তো বিকেলে আরেক রঙ। আপনার বলার ভঙ্গিমা আমাকে আকর্ষিত করে। চলার ঢংও আকর্ষণীয়। আপনি হিন্দুদের দেবতা। কিন্তু সত্যটা কি জানেন? আপনাকে হিন্দুর মতো মনে হয় না। কিন্তু এটা কেন?'

শিব দেবতা মাথা নাড়িয়ে বললেন– 'যদি হিন্দুরাও তোমার মতো আমাকে হিন্দু হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন আমি কোথায় যাবো? পাগল মানবসমাজ! এ সময়ে হাজারো হিন্দু আমাকে তাদের অবতার মনে করে। তাদের ভগবানের বার্তাবাহক মানে। তাদের দেবতা মনে করে। অথচ তুমি আমাকে একজন সাধারণ হিন্দুও মেনে নিচ্ছো না!'

হাশিম বললো– 'দেবতাজি! ওই হাজারো হিন্দুর কথা কী বলবো? আমার মতো একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলিমও তো আপনাকে দেবতা হিসেবে মান্য করে।'

শিব দেবতা অট্টহাসি দিয়ে বললেন– 'এটাও আমার দক্ষতা। নচেৎ এতোক্ষণে তুমি বধ্যভূমির বাসিন্দা হয়ে যেতে।'

হাশিম গাম্ভীর্যের সাথে বললো– 'শিব দেবতা! আপনি ঠিকই বলেছেন। আসলে এটি আমার ওপর আপনার অনেক বড় অনুগ্রহ। আপনার এ মূল্যবান ঋণের কথা আমি মৃত্যুর সময়ও স্মরণ করবো। আর কেউ যদি আমাকে মৃত্যুর

BanglaBook.org

ভয় দেখিয়েও বলে আপনাকে হিন্দু হিসেবে মেনে নিতে, তখনো আমি আপনাকে হিন্দু বলতে পারবো না। কারণ, আপনাকে হিন্দুদের মতো ছোট মনের মানুষ বলে মনে হয় না। আপনি মন-চাহিদার দাস নন। পদের লালসা আপনার ধারেকাছেও আসতে পারছে না। পদ-পদবির লোভে পাগলামির অভ্যেস আপনার মাঝে দেখছি না। আমার অনুভব হয়েছে, আপনি মানবসভ্যতার চূড়ান্ত সফল একজন মহানায়ক।'

শিব দেবতা অন্যমনস্ক হয়ে বললেন– 'হাশিম!'

হাশিম অন্তরের গভীরতা থেকে উত্তর দিলো।

তারপর তিনি বললেন– 'আমরা সবাই একটা বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে বেঁচে আছি। তুমি অবশ্যই দেখছো এখানে ভ্রষ্টতার অন্ধকারের রাজত্ব চলছে। কোথাও কোথাও দূরে বহু দূরে দু-একটি আলোকবাতির দেখা মিলছে। জুলুম-নির্যাতনের দৌরাত্ম্য ওই বাতিগুলোকেও নিভিয়ে দিতে চাচ্ছে। ফিরাউনি চরিত্রের লোকেরা এখানে রাজত্ব কায়েম করেছে। দেশ শাসন করছে।'

শিব দেবতা বলে যেতে লাগলেন। এদিকে হাশিমের চিন্তার পাহাড় গড়ছে আর ভাঙছে। সে ভাবছে– 'এ কে হতে পারে? এ তো একজন দেবতা। আবার যেন সাক্ষাৎ ফেরেশতা!'

শিব দেবতার বলা এখনো শেষ হয়নি।

তিনি বললেন– 'আমি চাই, যে করেই হোক এ অন্ধকার জগৎটাকে আমি আলোকিত করবোই। আমি আমার প্রতিটি কদমে সভ্যতার প্রদীপ জ্বালাবো। আমি আমার সুচিন্তার আলোতে আসামের অন্ধকারে নতুন দ্বার উন্মোচন করবো। এখানে বসবাসরতদের অন্ধ অন্তরকে চোখ দান করবো। যারা আলো ফিরে পাবার অযোগ্য, তাদের শেষ করে দেবো। যেখানে অন্ধকার বেশি ভয়ানক হয়, সেখানকার আলোও হয় তদোজ্জ্বল।

শিব দেবতা এ ক্ষণস্থায়ী জগতের সভ্যতা ফিরিয়ে আনতে চিন্তা-ধ্যানে মগ্ন হয়ে রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার মিশেলে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। হাশিমের চিন্তার পর্বত ভেঙে পড়তে লাগলো।

তিনি বলতে লাগলেন– 'আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি আমার জীবনের প্রতিটি সময়কে মনোবাসনা থেকে দূরে রাখতে শিখেছি। এ মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনে তোমার আমাকে সহায়তা করতে হবে।'

হাশিম শিব দেবতার হাতে চুমু খেয়ে বললো– 'আমি অন্তর ও দেহ নিয়ে আপনার খেদমতে উপস্থিত। যদি এ পথে চলতে নিজের জীবনকেও বিসর্জন দিতে হয়, তাহলেও আমি রাজি। আমি অগ্নিকুণ্ডে লাফ দিতে প্রস্তুত।'

শিব দেবতা হাশিমকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন– 'আমি একজন ভালো সিপাহি থেকে এটাই প্রত্যাশা করি।'

BanglaBook.org

'হাশিম!' শিব দেবতা হাশিমের চেহারা হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন– 'সময় এখন তার গতিপথ পাল্টে চলছে। এমন একটি সময় এসে পৌঁছেছে, যেখানে দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করা মৃত্যু হিসেবেই চিহ্নিত। সময়টি বড়ই নাজুক। আমি জানি, তুমি কে! তুমি গোহাটির দুর্গপতি ফিরোজ খানের বড় ছেলে। তুমি নাদের খানের ভাতিজা। আর নাদের খান বর্তমান সময়ের এমন একটি ব্যক্তিত্বের অধিকারী– যাঁর অনুপস্থিতিতে প্রকৃতিও থেমে যেতে চায়। আমি নিজের চোখে ওই সাহসী মুজাহিদের দিকে বাস্তবতাকে উদ্ধারে চাতক পাখির ন্যায় তাকিয়ে আছি।'

হাশিম শিব দেবতার ঠোঁটে হাত দিয়ে বলে– 'আপনি আমাকে সত্য সত্য বলুন তো, আপনি কে? এবং এসব তথ্য কোন মাধ্যমে জানতে পারলেন?'

শিব দেবতা মুচকি হেসে বললেন– 'তুমি তো আমার কাজকর্মে অনেক আগ্রহী হয়ে আছো। আমি যা-ই হই না কেন, তবে তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী।'

হাশিম বললো– 'সেটা তো ঠিক আছে। তবে আমার থেকে কিছু লুকাবেন না। আপনি আমার থেকে এসব লুকাচ্ছেন কেন? আমি আপনার পরিচয় জানতে অস্থির হয়ে আছি!'

শিব দেবতা কোমর থেকে চিঠি বের করে হাশিমকে দিয়ে বললেন– 'এটা পড়ো। তাহলে আমার সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারবে।'

হাশিম দ্রুত চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে লাগলো। সেখানে লেখা ছিলো–

'কলিজার টুকরা সুলতান আহমাদ! নিরাপদে থেকো! খোদা তোমাকে অসীম যোগ্যতাসম্পন্ন, রণদক্ষতা ও বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী করে সৃষ্টি করেছেন। শপথ আল্লাহর! তুমি তোমার খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা দিয়ে কাজ করতে জানো।

'খোদার শপথ! তোমার ওপর আমার অনেক ভরসা আছে। আমি তোমাকে সন্তানের চেয়েও প্রিয় মনে করি। চলমান বিজয়গুলোর কৃতিত্ব তোমারই। তোমার গোপন ও অদেখা কর্মপদ্ধতি অনেক বৃহৎ। সুদূরপ্রসারী। আমার বিশ্বাস, তোমাকে এসব না বললেও তুমি এসব চিন্তাধারায় ব্যস্ত।

'বেটা সুলতান! এ সময়ে আমাদের যুদ্ধ বড় সফলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। কৃষ্ণকুমার পরাজয়বরণ করতে করতে রাজধানীর দিকে পিছু হটছে। আমাদের সৈন্যদল বড়ই দক্ষতার সাথে তাদের পিছু ধাওয়া করছে। আমাদের পূর্ব থেকে চেনাজানা আসামের রাজধানীর দুর্গগুলো অনেক মজবুত নিরাপত্তাবেষ্টনিতে আছে। সেখানকার দুর্গগুলো অন্য সাধারণ দুর্গের মতো নয়। কৃষ্ণকুমার তার এক বিবৃতিতে বলেছে– "আলি কুলি খানকে আসামের এই দুর্গের প্রাচীরের নিচে দাফন করে আমাদের আক্রান্ত করার চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবো।"

BanglaBook.org

'সুলতান! আমরা তো অসম্ভব জগৎকে সম্ভবে পরিণত করে থাকি। আমরা কৃষ্ণকুমারের দুর্গজয়ের পরিকল্পনা করে ফেলেছি। এ সময়টাতে তোমার দেয়া তথ্য আমাদের একটি বড় ধরনের উপকার করবে। আমি আশাবাদী, তুমি অতিসত্বর দুর্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের অবগত করবে। হাজার-লাখো মজলুমের দোয়া তোমার সাথে আছে। আরেকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে তোমাকে বলছি– তুমি রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের প্রতি খেয়াল রাখবে। খোদা না চাহে, তার যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে আমি লজ্জায় মরে যাবো। হাশিমকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।'

মাআসসালাম
আলি কুলি খান

হাশিমের চোখ থেকে আষাঢ়ের বৃষ্টির মতো অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। খুশিতে বাকরুদ্ধ হয়ে সুলতানের বুকের ওপর পড়ে রইলো। কিছু বলতে চাইলেও মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। সুলতান আহমাদ তার ব্যাকুলতা লক্ষ করে তাকে নিজের কোলে শুইয়ে দিলেন এবং তার কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'ভাই হাশিম! আমার হাতে সময় খুব কম। একই সময়ে কয়েক ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। এ রকম না হোক যে, আসামের রাজা এখানে পৌঁছার আগে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করতে না পারলে আমি আর দেবতা থাকতে পারবো না। আমার মুখোশ উন্মোচন হয়ে যাবে। সব সময় আমার পেছনে সজাগ দৃষ্টিতে থাকবে। অবস্থা যদি পরিবর্তনও হয়ে যায়, তারপরও তোমাকে সফল হতে হবে।'

হাশিম দৃঢ়তার সাথে বললো– 'সুলতান আহমাদ! এতো চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। খোদার সাহায্যে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে সফল হবো। আমরা লাখো মানুষের দোয়ার বেষ্টনীতে জীবনের এই সফরে সফলতার মুখ দেখবোই।'

সুলতান আহমাদ বললেন– 'শোনো! তোমার অবশ্য জানা আছে, আমি মহারানিকে দেবতার জ্ঞানের চক্করে আবদ্ধ করে রেখেছি। আমি তার সাথে ছাদে রাত কাটানোর প্রতিজ্ঞা করেছি। ওখান থেকে আমি আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবো। তবে আমার উদ্দেশ্য শুধু দুর্গের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা। আমি দেখতে চাই, কোথায় কীভাবে তাদের সৈন্যরা সফল হবার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করছে। তুমি সাবধানে থেকো।'

হাশিম হাসতে হাসতে বললো– 'ভাই সুলতান আহমাদ! আপনি সফল ব্যক্তি। খোদার রহম আপনার সাথি হবে।'

BanglaBook.org

সুলতান মাথা নত করে বললেন– 'শুকরিয়া! হাশিম! আমি তো খোদার অক্ষম বান্দা। দেখো! যদি সুযোগ হয় এবং ভালো মনে করো, তাহলে আমার পেছনে পেছনে ছাদে চলে যাবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, তোমাকে নাগ দেবতার বেশ ধরেই আসতে হবে। আমার থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে এবং দুর্গের যোদ্ধাদের ওপর কড়া নজর রাখবে। এমন কিছু গোপন বিষয় তো থাকতে পারে– যা আমি দেখিনি, তুমি দেখেছো।'

হাশিম বললো– 'আমি সজাগ দৃষ্টিতে চারদিকে দৃষ্টি রাখবো।'

***

দিনের শেষ দিকে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের বার্তাবাহক জগদীশ বীরধনের সাথে মহারানির কক্ষে প্রবেশ করলো। সে নিয়ম অনুযায়ী মহারানির পায়ের কাছে মাথা রাখলো এবং কয়েক কদম পিছু হটে দাঁড়িয়ে গেলো।

মহারানি তার আসনে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'বলো, কী বার্তা নিয়ে এসেছো?'

জগদীশ তার ভেতরের পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে মহারানির সামনের টেবিলে রেখে বললো– 'মহারাজা কৃষ্ণকুমারজি ভগবানের কৃপায় অনেক ভালো আছেন।'

মহারানি দ্রুত চিঠি বের করে পড়তে লাগলো। সেখানে ছিলো–

'প্রিয় মাতাজি!

অনেক অনেক নমস্কার!

আমি বেশ আনন্দিত যে, আপনি বড়ই দক্ষতার সাথে দুর্গ দখলের পাশাপাশি রাজধানীর পরিচালনা শক্তিও নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। মাতাজি! আপনি শুনেছেন অবশ্য, আমি পরাজয়বরণ করতে করতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মাতাজি! আমি এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নই। কেননা, এই পরাজয়কে আমি একধরনের বিজয় মনে করি। আমার পুরোপুরি বিশ্বাস, বাংলার বাদশাহর কাছে জয়ধ্বজ সিংয়ের শক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। যে শক্তিটা এখনো জয়ধ্বজ সিং তার দুশমনদের দেখিয়ে যাচ্ছেন। কিছুদিনের মধ্যে উচিত সময়ে আমরা মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের মৃত্যুর সংবাদ এভাবে প্রকাশ করবো যে পুরো জগৎ তার ব্যর্থতার জন্য ধিক্কার জানাবে। যদি বাংলার বাদশাহ খুশিমনে আমাদের সাথে সন্ধি করতে রাজি হয়, তাহলে কোনো প্রকার বিলম্ব না করে তার সাথে সন্ধি করে নেবো। যদি সে সন্ধির বিপরীতে

BanglaBook.org

আমাদের সাথে দুশমনিতে লিপ্ত থাকে এবং আমাদের পিছু নেয়া না ছাড়ে, তখনো আমরা সামান্যতমও বিচলিত হবো না। আমরা তার সৈন্যদলকে আসামের পাহাড় ও গহিন গহ্বরে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবো।

'আপনার তো জানা আছে– রাজধানীর দুর্গের ভিত সময়ের চাহিদা অনুপাতে কতোটা মজবুত ও শক্তিশালী। যদি কোনো প্রকারে মুসলমানদের সাথে আমাদের সন্ধি হয়ে যায়, তাহলে সেটা অত্যন্ত ভালো হবে। এভাবে আমরা রাজকুমারীর বিদ্ধ কাঁটা সমূলে উপড়ে ফেলতে পারবো। যেকোনোভাবে আমি পরিস্থিতিকে আমাদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করছি। আপনি ওই সুন্দরী পায়রার দিকে কড়া নজর রাখবেন। তাকে দিন-রাত আনন্দ ফুর্তিতে রাখবেন। তার দৈহিক চাহিদা, মনের চাহিদা পূরণ করবেন। প্রতিনিয়ত নতুন যুবকের সাথে তার মিলন করাবেন। আমি আশাবাদী, সে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। আর যদি না-ও মরে, তাহলে আমি আমার নিজের হাতে তার মৃত্যু নিশ্চিত করবো।

'মাতাজি! তার প্রেমিক হাশিমের দিকেও বিশেষ নজর রাখবেন। আমরা তার থেকে মুসলমানদের সম্পর্কিত অনেক তথ্য পেতে পারি। এখন আপনি আমার উদ্দেশ্যটা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন, আশা করি। এটা তো সঠিক যে, সে আমাদের বড় ভাই অজয় কুমারের হত্যাকারী। কিন্তু সময়ের চাহিদা তো হচ্ছে কৌশলে কাজ করা; আমি সেটাই করছি। সম্ভবত ভগবানের কৃপায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আমরা যদি মুসলমানদের পরাজিত করতে সক্ষম হই, তখন দেখবেন কীভাবে কষ্ট দিয়ে তিলে তিলে আমাদের ভাইয়ের হত্যাকারীকে আমি খুন করি। প্রতি কড়ায়-গন্ডায় তার থেকে প্রতিশোধ নেবো। আমার বিশ্বাস, আপনি ওসব দেখে মনে প্রশান্তি অনুভব করবেন। কিন্তু মনু তার মন্ত্রশাস্ত্রে বলেছেন– "হিন্দুদের আক্রোশের প্রতি নজর রাখতে হবে। সময়ে গাধাকে বাপ ডাকতে হবে। আবার সময়ে পিতাকেও নিজের হাতে জবাই করতে হবে।" এখন আমাদের সময় গাধাকে পিতা বলার। এখন সবার অপারগতা বুঝতে হবে।

'মোট কথা, রাজকুমারীকে আমি আসার আগেই আধমরা করে দিন। তার ওঠা-বসাতেই নগ্ন বদনাম রটান। তার কাজকর্মকে এমনভাবে প্রকাশ করুন– যাতে লোকেরা তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। তাকে বেশ্যা, চরিত্রহীনা বানিয়ে দিন। হাশিম আর তার মাঝে অবৈধ সম্পর্কের বদনাম রটিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মাঝে একটা বিদ্বেষী মনোভাব তৈরি করুন। এতে সাম্প্রদায়িকতা বেড়েই চলবে।

BanglaBook.org

'মাতাজি! রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের বেঁচে থাকাটা আমি সব সময় আমাদের জন্য বিপদ মনে করি। আপনি তো জানেন, বিজাতি তার পরম বন্ধু। বিজাতিদের সাথে তার প্রেম রয়েছে। আপনি জানেন, আমাদের সফল হতে হলে তার নামে বদনাম ওঠাতে হবেই। আমরা যেকোনোভাবেই হোক, তাকে নষ্টা বলে পরিচিত করাবো জগৎবাসীর সামনে। বীরধন আমার চাহিদা বুঝেছে। আপনার অবশ্য জানা আছে, এ ধরনের লোকগুলোকে হীরা-মণি দিয়ে ক্রয় করা হয়। বীরধনকে চন্দ্রকান্তের পেছনে লাগিয়ে দিন। সে যদি চন্দ্রকান্তের চরিত্র কলুষিত করে দিতে পারে; তাহলে আমাদের কাজ আরো সহজতর হয়ে যাবে।'

ইতি

কৃষ্ণকুমার

মহারানির চেহারায় ভেতর থেকে একটা ভয় ভয় ভাব ফুটে উঠেছে। তার অন্তরাত্মা কাঁপছে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে সে।

চিঠিটি এক পাশে রেখে বললো– 'আমি চিঠিটা আরো কয়েকবার পড়বো।'

সে দাঁড়িয়ে বললো– 'বীরধন! তুমি এই মুহূর্তে শিব দেবতার মন্দিরে চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে চন্দ্রকান্তের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করো। যদি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী পূজারিরা তাকে দৃষ্টিবন্দী করে রাখে, তবে ঠিক আছে। তুমি তাকে জোরপূর্বক এখানে নিয়ে আসবে। আমি তার ক্রোড় কয়েক বংশের সন্তান দ্বারা ভরে দিতে চাই। বীরধন! মহারাজা কৃষ্ণকুমার তোমার অনেক প্রশংসা করেছে। আমি আশাবাদী, তুমি আমার ও মহারাজার আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেবে। তোমরা পঞ্চাশ জন সফরসঙ্গী এখনই বেরিয়ে পড়ো।'

তারপর মহারানি জগদীশের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি দরবারে যাও। আমি আসছি।'

উভয়ে কয়েকবার মহারানির চরণে প্রণাম করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। মহারানি পোশাক পাল্টে আকর্ষণীয়ভাবে সেজে দরবারে হাজির হলো এবং সোনার রাজসিংহাসনে বসে দরবার হলে উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বললো– 'আপনাদের মহারাজার চিঠি একটু আগেই আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। তিনি লিখেছেন– মহারাজা জয়ধ্বজ সিং তার দুশ্চরিত্রা কন্যার পাপকর্মে এবং তার নতুন নতুন নষ্টামিতে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন। তিনি এখন মৃত্যু দেবতার দ্বারে মৃত্যুভিক্ষা চাচ্ছেন। আপন মেয়ের কৃতকর্মে তিনি চরমভাবে লজ্জিত। বেঁচে থাকার চেয়ে মরে

যাওয়াটাই ভালো মনে করছেন জয়ধ্বজ সিং। এই নষ্টা মেয়েটি আমাদের বংশের কলঙ্ক। আপনারা সবাই জানেন, ওই শকুন প্রথমে তার মুসলমান প্রেমিক দ্বারা আমার সন্তানকে হত্যা করে নিজের রাস্তা পরিষ্কার করেছে। এখন শুনছি, সে নাকি শিব দেবতার মন্দিরের পূজারি ও তীর্থযাত্রীদের দ্বারা নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করছে।'

মহারানি একটু নীরব হলে একজন মন্ত্রী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বললো– 'মহারানি! আপনি মন ছোট করবেন না। চিন্তিত হবেন না। হতে পারে রাজকুমারীর কোনো দুশমন তার নামে বদনাম রটাচ্ছে।'

মহারানি চিৎকার দিয়ে বললো– 'বকবকানি বন্ধ করো! আমি নিজের চোখে তার প্রেমিক হাশিমের কক্ষে তাকে বড়ই লজ্জাজনক অবস্থায় দেখেছি। এ জন্যই আমি তাকে মন্দিরের আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, সে মন্দিরের পবিত্র পরিবেশে সোজা হয়ে যাবে। কিন্তু সে তো তার মন্দ চরিত্র দিয়ে পুরো মন্দিরকেই কলঙ্কিত করছে!'

মন্ত্রী চুপ হয়ে গেলো।

মহারানি আবার বলতে লাগলো– 'বড়ই লজ্জা ও ঘৃণার কথা। আমি শুনেছি তার গর্ভে নাকি সন্তান রয়েছে। সে মা হতে চলেছে।'

এভাবে নির্দোষ নিষ্পাপ রাজকুমারীর বিরুদ্ধে মহারানি নগ্নতা ও শয়তানি প্রপাগান্ডা পর্ব শুরু করে দেয়। বিভিন্ন বদনাম রটাতে থাকে তার নামে। তার পবিত্র চরিত্রকে বিভিন্ন ধরনের ঘৃণ্য কার্যকলাপের মাধ্যমে কলঙ্কিত করার প্রয়াস চালানো হয়। মহারানি ভালো করেই জানতো, রাজকুমারীর সম্পর্কে বেশির ভাগ প্রজারই রয়েছে ভালো ধারণা। গরিব প্রজাদের খোঁজখবর নিয়ে এবং মানবতার সেবা করে রাজকুমারী প্রজাদের হৃদয়ের মধ্যমণি হয়ে আছে। এখন মহারানি নিজের দুর্গন্ধযুক্ত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে লোকদের অন্তর থেকে রাজকুমারীর প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসকে দূর করতে চাচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহারানি অনেকক্ষণ যাবৎ বিষ ছড়াতে লাগলো রাজকুমারীর বিরুদ্ধে।

দরবারজুড়ে নীরবতা। উপস্থিত লোকদের মাথা নিচের দিকে ঝুঁকে আছে। তাদের বেশির ভাগই রাজকুমারীর পক্ষের লোক। কিন্তু ওই বিষাক্ত কালনাগিনীর সামনে সবাই নীরব থাকতে বাধ্য।

জগদীশ দাঁড়িয়ে বললো– 'মাতাজি! আমি এই বেইজ্জতি বরদাশত করবো না। আমি আমাদের সমাজে শুরু হওয়া নষ্টামিকে কোনো গভীর কূপে দাফন করে দেবো। আমি সবকিছু সহ্য করতে পারবো, কিন্তু হিন্দু জাতির রাজকুমারী একজন মুসলমানের সাথে এমন অপকর্ম করে যাবে– তা আমি সহ্য করবো না।'

BanglaBook.org

জগদীশ তার মুখে মহারানির উচ্চারিত অপবিত্র কথাগুলোই পুনরুচ্চারিত করে চলেছে। সে পোষা কুকুরের মতো মহারানিকে খুশি করতে এসব বলে যাচ্ছে।

***

বীরধন পঞ্চাশ-ষাট জন সৈনিক নিয়ে শিব দেবতার মন্দিরের দিকে যাত্রা করলো। গোড়ার পিঠে বসে নষ্ট ও নোংরা কল্পনায় ডুবে আছে সে। জন্মগতভাবেই বীরধন চরিত্রহীন ও অসভ্য। নিষ্পাপ রাজকুমারীকে নির্দয় পরিস্থিতিতে ফেলে নিষ্ঠুর মহারাজাকে খুশি করতে চাচ্ছে এই অসভ্য। তার বুকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দয়া আর মানবিকতাশূন্য। সে অন্ধকারে নিমজ্জিত হিংস্র প্রাণী। মহারানি তাকে লেলিয়ে দিয়েছে রাজকুমারীর দিকে। এই সুযোগে নিজের মনোবাসনা পূরণ করতে সে বেশ তৎপর।

মহারানি ওঠার সময় জগদীশকে লক্ষ করে বললো– 'তুমি আমার সাথে চলো।'

জগদীশ তার পেছনে পেছনে কক্ষে প্রবেশ করলো।

মহারানি তার চৌকিতে আধা শোয়া অবস্থায় বললো– 'জগদীশ! তুমি অবশ্যই দেখেছো, দরবারের বেশির ভাগ লোকই রাজকুমারীর পক্ষে। তারা রাজকুমারীকে ভালোবাসে। এটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি। মহারাজা কৃষ্ণকুমার আসা পর্যন্ত এ দুর্গে নিরাপত্তাবিষয়ক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করলাম। তুমি ভালোভাবে সব খেয়াল রেখো।'

সেবিকারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

একজন সেবিকা হাঁটু গেড়ে চৌকিতে বসা। মহারানি সেবিকাদের লক্ষ করে বললো– 'কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাও।'

সকলে পেছনে হেঁটে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। মহারানি আস্তে করে বললো– 'জগদীশ! মহারাজা আসার আগে আগেই ময়দান খালি হওয়া চাই। আমি কী বলতে চাচ্ছি, তুমি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছো!'

জগদীশ বললো– 'মহারানির যেকোনো আদেশ আমি মানতে বাধ্য।'

মহারানি হেসে হেসে বললো– 'অনেক ভালো। তুমি আমাকে খুশি করেছো। আমিও তোমাকে খুশি করবো। যাদের প্রকাশ্যে বা পরোক্ষভাবে রাজকুমারীর শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে হয়, তাদের সবাইকে এক-এক করে জীবিতদের তালিকা থেকে মুক্তি দাও।'

মহারানি নিজের গলা থেকে একটা হার নিয়ে জগদীশের দিকে নিক্ষেপ করে বললো– 'তোমাকে আরো পুরস্কৃত করা হবে। আরো সম্মান দেয়া হবে।

BanglaBook.org

তুমি মুসলমান বন্দী হাশিমের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখবে। আমার মোটেও বুঝে আসছে না শিব দেবতা তাকে কেন নাগ দেবতা বানালেন? অথচ সে একজন মুসলমান এবং একজন মুসলিম সরদারের ছেলে। আমি দেবতার সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা করি। তার সিদ্ধান্তে মাথা নত করি। তবু কেন জানি মনে হচ্ছে, শিব দেবতা কোথাও ভুল করছেন। তুমি তার ওপরও কড়া নজর রাখবে। এটা বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে যে, তুমি যে তার ওপর দৃষ্টি রাখছো, সেটা যেন সে না জানে। আজকে দুর্গের ছাদে শিব দেবতার সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ হবে। যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমি এ ব্যাপারে তাঁকে পরম শ্রদ্ধার সাথে জিজ্ঞেস করবো।'

জগদীশ হাত জোড় করে দাঁড়ানো। তার চেহারায় ব্যাকুলতার চাপ।

মহারানি তাকে বিদায় জানাতে গিয়ে বললো– 'যখন সূর্য ডুবে যাবে, যখন পুরো দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, যখন মশাল জ্বালানো হবে, তখন তুমি দুর্গের সিঁড়ির পাশে দুটি ঘোড়া নিয়ে চলে আসবে। এখন যেতে পারো।'

মহারানি কথার স্বর পাল্টে ফেললো। তার শ্বাস ভারী হয়ে এলো। বুক দুরু দুরু করছে। জগদীশ মাথা নত করে রানির পায়ে চুমু খেলো। তারপর পিছু হেঁটে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। তার বেরোনোর সাথে সাথেই সেবিকারা প্রবেশ করলো কক্ষে।

মহারানি সামনে বসা এক মেয়ের দিকে লক্ষ করে বললো– 'তুমি গান গাইতে পারো?'

আরেকজন সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি নাচো। এমনভাবে নাচবে– যাতে তোমার নাচের সাথে আমার মহলটাও নেচে উঠে। আমি আজ অনেক খুশি। একজন মহান দেবতা আজ আমাকে তার সঙ্গ দিতে আসবেন।'

এক সেবিকা সামনের পাত্রে মদ ঢেলে দিতে গেলে তার হাত ধরে মহারানি বললো– 'আজ একটু মদ কমিয়ে ঢালবে। কারণ, আজ আমি অন্য রকম মদের স্বাদ গ্রহণ করবো। অন্য রাতের মতো আজ মদ বেশি খাওয়া যাবে না। আজ রাতের প্রতিটি সময় আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সময়ের প্রতিটা পর্ব প্রেমে ভরপুর থাকবে। আজকের এই বিশেষ রাতের মাধ্যমে আমি জনম জনমের তৃষ্ণা নিবারণ করবো। আমি সকাল পর্যন্ত শরীরের জ্বলন্ত যৌবনের আগুন ঠান্ডা করবো।'

মহারানির কথায় সেবিকাদের চেহারার রঙ বারবার পাল্টাতে থাকে। তারা কখনো লজ্জাবনত হচ্ছে। আবার কখনো বিদগ্ধ হচ্ছে যৌবনের আগুনে। মহারানি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে কথা বলেছে। তার পুরো শরীরে উষ্ণতার জোয়ার, যেন এখনই শিব দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া দরকার। সেবিকারাও তার কথায় উত্তেজিত। তারাও অদৃশ্যে বা কল্পজগতে কোনো স্বর্গ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

সে ব্যাকুল হয়ে কাতর কণ্ঠে বললো– 'কখন জানি সন্ধ্যা হবে! কখন মশালগুলো জ্বলে উঠবে! কখন যে নর ও নারী একজন আরেকজনের মাঝে হারিয়ে যাবে! সেবিকারা! তোমরা কোনো উত্তর দিচ্ছো না কেন?'

সে অনেকক্ষণ যাবৎ এ ধরনের আলাপ করে যাচ্ছে। গায়িকাদের মধুর স্বরে মাদকতা এসে যাচ্ছে। নৃত্যরত মেয়েদের প্রতিটি অঙ্গই নৃত্যশৈলী দেখিয়ে যাচ্ছে সমানতালে।

হঠাৎ মহারানি উঠতে উঠতে বললো– 'আমার জন্য স্নানাগার তৈরি করো। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত স্নান করবো।'

মহারানির গোসলখানায় একটি সুদৃশ্য হাউস আছে। সেখানে পানি আসে একটা পাহাড়ি ঝরনা থেকে। প্রতিদিনই পাল্টানো হয় হাউসের পানি। এতে সব সময় তরঙ্গ জারি থাকে। পানিতে সাঁতার কাটে গোলাপ ফুল। এটি মারবেল পাথর দ্বারা তৈরি। বাতির মতো গোলাকার।

মহারানি পানিতে নেমে গেছে। মাছের মতো গোলাপ ফুলের সুঘ্রাণযুক্ত পানিতে সাঁতরাতে থাকে সে। পানিতে মহারানিকে ষোড়শীর মতো লাগছে। বয়সের চেয়ে অনেক ছোট মনে হচ্ছে। সদ্য যৌবনে পদার্পণ করা যুবতীর মতো পানিতে খেলা করতে থাকে। হাউসের চারপাশে অর্ধনগ্ন মেয়েরা দাঁড়ানো। তারা মুচকি হেসে মহারানিকে ফুল ছিটিয়ে যাচ্ছে। মহারানিও কখনো কখনো জোশে এসে তাদের দিকে পানি ছিটাতে থাকে। এক মেয়ে তার সঙ্গিনীর কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললো– 'এই ডাইনি বুড়ির ধমনিতে জুলুমের কতোই না আগুন জ্বলে উঠছে! কে জানে? এ রক্তপিপাসু আর কতো দিন নিষ্পাপ নওজোয়ানদের সাথে এমন নগ্ন খেলা খেলে যাবে!'

তার সাথিও কানে ফিসফিসিয়ে বললো– 'মনে হচ্ছে, সে পাপের সমুদ্রে মরার জন্য ছটফট করছে। ভগবান অতিসত্বর এই জালিমের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করবেন।'

প্রথম মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো– 'এই পুকুরে যখন রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত স্নানে আসেন, তখন কতোই না পর্দার ব্যবস্থা থাকে। মনে হয়, এই রাক্ষসী নিষ্পাপ মেয়েটাকে শেষ করে দেবে।'

তৃতীয় আরেকটা মেয়ে কাছে এসে বললো– 'কেন তোমরা নিজেই নিজের জীবনের শত্রু হচ্ছো? যদি এই খুনি মহিলার কানে রাজকুমারী ভালোবাসার একটা শব্দও পৌঁছায়, তাহলে সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবে। তোমরা কি জানো না এই নির্দয় ডাইনি বুড়ি নিষ্পাপ রাজকুমারীকে কতো কষ্টকর অবস্থায় রেখেছে? তাকে লৌহকপাটে আটক রেখে তার জীবনকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। আমি শুনেছি, রাত্রে নাকি রাজকুমারীকে

BanglaBook.org

কয়েকজন নরপশু বিষাক্ত সাপের ন্যায় দংশন করে। তার ফুলের মতো কোমল শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলছে।'

মহারানি সাঁতরে তাদের নিকটে এসে তাদের দিকে পানি ছিটিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'কিসের আলাপ হচ্ছে?'

এক মেয়ে হাত জোড় করে উত্তর দিলো– 'ভগবান! মহারানিকে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করো।'

রাধা নামের এক পুরনো সেবিকা বললো– 'আমাদের মহারানি চাঁদের কিরণের মতো, ফুলের পাপড়ির মতো কোমল সুন্দরী। এখনো তাঁর যৌবনে ভরা দেহ, কামনাসক্ত মন, আকর্ষণীয় চাহনিতে যেকোনো নর পাগল হতে বাধ্য।'

মহারানি একটা ডুব দিয়ে মাথা তুলে বললো– 'রাধা তুমি কি কখনো শিব দেবতার দর্শন পেয়েছো? শিব দেবতার পছন্দ তো কোনো সাধারণ বিষয় নয়! তুমি যদি শিব দেবতাকে দেখতে, তাহলে পাগল হয়ে যেতে। তার প্রেমে পড়ে যেতে। সে তো পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের চেয়েও অধিক আকর্ষণীয়। আমি যদি এতোটা সুন্দরী না হতাম, তাহলে কি শিব দেবতা আমার প্রেমে পড়তেন?'

মহারানি নিজের প্রশংসা করতে করতে সাঁতরে অন্যদিকে চলে যায়।

তখন রাধা বললো– 'আমার অন্তর বলছে তার জুলুমের অন্ধকার জাদুকেও বিনষ্ট করে দেবে।'

মন্দিরের চারদিক রঙ-বেরঙের বাতি জ্বালিয়ে সাজানো হয়েছে। মন্দিরের পূজারিরা সাজসজ্জার কাজে ব্যস্ত। দাসীরাও যার যার কাজে মগ্ন। রাতের অন্ধকারে জ্বলে উঠছে চাঁদের রোশনি।

মহারানি তরুণীদের বহরের সাথে নিজের মহল থেকে বের হলো। জগদীশ তাকে স্বাগত জানালো। মহারানি ভারি সুগন্ধি মেখে আছে। সে সবুজ রঙের কাপড় পরেছে। তার মাথার ওপর স্বর্ণের তাজ– যার চারদিকে হীরা ঝুলানো। মহারানির যাত্রা মজলিসের অগ্রভাগে অসংখ্য সৈন্য। মেয়েরা নেচে-গেয়ে পথ চলছে।

রাধা এক জায়গায় এসে বীরধনের বোনের কানের কাছে গিয়ে বললো– 'ঊষা! তোমার ভাই কোথায়? আজ দেখছি জগদীশ সিপাহিদের নেতৃত্ব দিচ্ছে!'

ঊষা আস্তে করে বললো– 'আমার ভাই দুপুরে শিব দেবতার মন্দিরে গিয়েছেন।'

'কেন? সে মন্দিরে কেন গেছে? শিব দেবতা তো এখানে!'

BanglaBook.org

ঊষা বললো– 'তুমি কি কিছুই জানো না?'

রাধা বললো– 'যদি জানতাম তাহলে কি তোমার কাছে জিজ্ঞেস করতাম?'

ঊষা রাধার কানের কাছে গিয়ে বললো– 'মহারানি চন্দ্রকান্তকে শিব দেবতার মন্দিরে পাঠিয়েছে। শুনেছি মহারাজা কৃষ্ণকুমার নাকি আসছেন এবং রাজকুমারীকে তিনি আসার আগেই এখানে বন্দী করে রাখা হবে। আমার ভাই এই কাজটিই করতে গিয়েছেন।'

রাধার অন্তর কেঁপে উঠলো। তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। ব্যথা ও কষ্টে তার বুকে একটা প্রচণ্ড তুফান শুরু হয়ে গেলো। সে ঊষাকে লক্ষ করে বললো– 'ঊষা! তুমি কি রাজকুমারীর জন্য কিছুই করতে পারবে না?'

ঊষা ব্যাকুল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? আমি তার জন্য কী করতে পারবো? আমার সময়ও বা কোথায়? রাজসিংহাসন যার পদতলে, তার বিপরীতে যারা চলে, তাদের মৃত্যু তো অবধারিত!'

রাধা বললো– 'কিন্তু ঊষা! রাজকুমারী কতোই না ভালো! কতোই না দয়াময়! কতোই না নিষ্পাপ! আলোর ওই প্রদীপটাকে নিভিয়ে এই অত্যাচারী নিকৃষ্ট লোকগুলো অন্ধকারকেই কি বৃদ্ধি করছে না?'

ঊষা বললো– 'সেটা তো ঠিক আছে। এখন তুমি চুপ করো। যদি মহারানি এসব জানতে পারে, তাহলে আমাদের সবাইকে নিঃশেষ করে দেবে। যারা রাজকুমারীর পক্ষে থাকে, তাদের পরিণতি সম্পর্কে কেন ভুলে যাচ্ছো? যদি কখনো সুযোগ হয়, তাহলে জেলখানায় গিয়ে দেখো বন্দীদশায় তার সাথে কতোই না খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। সে মৃত্যুর চেয়ে কষ্টকর জীবন পার করছে।'

BanglaBook.org

অন্যদিকে মন্দির থেকে শিব দেবতা বহর নিয়ে আসছেন। তিনি পরেছেন রেশমি কাপড়। পায়ে কাঠের খড়ম। পূজারি আর দেবদাসীরা তার মাথার ওপর ফুল ছিটাচ্ছে। গায়িকারা হারিয়ে গেছে সুরের তালে।

রাধা আস্তে করে শিব দেবতার কানের কাছে গিয়ে বললো– 'আপনি কি শিব দেবতা?' শিব দেবতা তার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'কেন? তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে?'

'জি।' রাধা বললো– 'দেবতা তো গরিব অসহায় ব্যক্তিদের সহায় হন। তাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। আর আপনি তার পুরো বিপরীত! আপনি অত্যাচারী জালিম নির্দয় হিংস্র প্রাণীদের নেতা বনে আছেন!'

'আমি তো কিছুই বুঝলাম না! আমি কোন জালিমকে সঙ্গ দিয়েছি?'

রাধা দৃঢ়তার সাথে বললো– 'আমি অনুভব করছি আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। কেননা আমরা মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সত্যকে বরণ করি। কঠিন মুহূর্তেও সত্য বলি।

'শিব দেবতা! আপনার অবশ্যই জানা দরকার, আপনি যে বুড়ি মহারানির সাথে বেশ গুরুত্বের সাথে আমোদ-ফুর্তি করে রাত কাটাতে যাচ্ছেন, সে এ জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট রক্তপিপাসু রাক্ষসী। আপনি দেবতা, অথচ তার থেকে রক্তের গন্ধ অনুভব করতে পারছেন না! বড়ই আফসোস আপনার জন্য। এই নির্দয় মহিলার ধমনিতে অসংখ্য নিষ্পাপ ব্যক্তির রক্ত বহমান। আপনার মন্দিরে আসামের ইজ্জতের প্রতীকেরা অহরহ তাদের সম্ভ্রম হারাচ্ছে।'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছো?' শিব দেবতা বললেন।

রাধা হাত জোড় করে বললো– 'আপনি কি নাখোশ হচ্ছেন?'

'না' শিব দেবতা বললেন– 'তুমি তো আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলে। আসামের ইজ্জতের প্রতীক কীভাবে আমার মন্দিরে সম্ভ্রম হারাচ্ছে? আসামের ইজ্জতের প্রতীকই বা কে?'

রাধা ক্রন্দনরত অবস্থায় বললো– 'চন্দ্রকান্ত– যার প্রতিটি নিশ্বাসেই ইজ্জতের ভাটা পড়ছে।'

শিব দেবতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে আত্মবিশ্বাসের জোরে বললেন– 'বোন! তোমাকে তার চিন্তা করতে হবে না। রাজকুমারীর দিকে যদি কেউ কুদৃষ্টিতেও তাকায়, তার চোখ খুলে ফেলা হবে।'

'কিন্তু তাকে তো হত্যা করা হচ্ছে!'

'এটা ভুল কথা। কে হত্যা করবে? কখন করবে?'

'আজ দুপরেই হিংস্র মনের বীরধনকে এই নাগিনী পাঠিয়েছে।'

মহারানি ধীর পায়ে শিব দেবতার কাছে আসতে থাকে। প্রচণ্ড শোরগোল চলছে। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ধরে নাচানাচি করছে তরুণ-তরুণীরা।

শিব দেবতা আর রাধা এমন হাঙ্গামাকেই কাজে লাগালেন।

শিব দেবতা বললেন– 'নেক মনের মেয়ে! তুমি হতাশ হয়ো না। তোমাদের রাজকুমারী আমারও তো বোন। আমি বোনকে ইজ্জত-সম্মান করতে জানি। রাজকুমারী আমার মন্দিরে এমন এক মনোরম পরিবেশে আছে– যেখানে এই নষ্টা মহিলার পৌঁছারও সাধ্য নেই। তুমি দেখে আসো ঘাতকদের পরিণাম কতোই না বেদনাদায়ক হবে। যদি সম্ভব হয় কাল সকালেই তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। কালকের যেকোনো সময় আমি এখান থেকে বিদায় নেবো।'

রাধা একটু সরে গিয়ে বললো– 'না জানি আজ রাতে এ খুনিটা আপনার সাথে কী আচরণ করে! আপনি তার থেকে ছাড় পেতেও পারেন। আবার...'

BanglaBook.org

শিব দেবতা আস্তে করে বললেন– 'তুমি যাও। আমার চিন্তা কোরো না। আমার কিচ্ছু হবে না। আমি দেবতা। সে কি দেবতা হতে পারে– যে নিজেকেই রক্ষা করতে পারে না?'

মহারানি কাছে এসে শিব দেবতার পায়ের সামনে প্রণাম করলো। এক সুনসান নীরবতা চারদিকে। শিব দেবতা তার হাত ধরে টেনে উঠিয়ে বললেন– 'ওঠো দেবী! আমার কদমে কদম মিলিয়ে চলো।'

রাধাও তাদের পিছু পিছু চলছে। জগদীশ তার সৈন্যদল নিয়ে দুর্গের সিঁড়ির কাছে অবস্থান করেছে– যেখান দিয়ে সীমান্তপ্রাচীরে পৌঁছা যায়। এখানে পৌঁছে শিব দেবতা মহারানির হাত ধরে বললেন– 'পূজারিরা! তোমরা সবাই এখানেই আনন্দ-ফুর্তি করো। আমি দেবীকে নিয়ে চন্দ্রমাতার কিরণের কিসতিতে চড়ে নীল গগনে যাচ্ছি। সকাল হবার আগেই ফিরবো। ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এখানে আনন্দ করো।'

সবাই গান গাওয়া শুরু করলো সমবেত কণ্ঠে। ফুটাতে লাগলো আতশবাজি। প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছাতেই শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে গেলো মহারানির। গরমে কুকুরের মতো হাঁপিয়ে উঠলো সে।

শিব দেবতা মুচকি হেসে বললেন– 'সুমিতাজি! এখন আমাদের অনেক দূরে যেতে হবে। এই জগৎ ছেড়ে আকাশের উচ্চতাকে ছুঁতে হবে। আর আপনি এখানেই হাঁপিয়ে উঠলেন?'

মহারানি তার হাতে চুমু খেয়ে বললেন– 'আপনি আমাকে আপনার বাহুর আশ্রয়ে নিয়ে চলুন, তাহলে আমি অনায়াসেই আকাশে পৌঁছে যাবো।'

প্রাচীরের পাশেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে ঘোড়া। অনেকক্ষণ যাবৎ শিব দেবতা দেখে যাচ্ছেন পাহাড়-পর্বত ও জঙ্গল।

এই দুর্গটি মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের প্রপিতামহ পাহাড়ের চূড়ায় তৈরি করেন। এরপর এটি অল্পস্বল্প প্রয়োজন অনুপাতে মেরামত করা হয়। পাহাড়ের চূড়ায় দশ-বারো মাইল দূরে একটা খোলা ময়দান। যার ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয় দুর্গ। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী দুর্গটি অনেক মজবুত। এতো মজবুত যে, লোকমুখে চাউর হয়ে গেছে– এটি প্রেতরা অলৌকিক শক্তি দ্বারা তৈরি করেছে। তা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রাচীরের প্রস্থ এতোটা মোটা ছিল যে, তার ওপরে তিনটি ঘোড়া এক সাথে দৌড়াতে পারবে। এটি কোথাও কোথাও একদম মিলে গেছে পাহাড়ের সাথে। দুর্গের ভেতরে বাসিন্দাদের ছাড়া কমপক্ষে ষাট-সত্তর হাজার লোক বসবাস করতে পারবে। বর্তমানে দুর্গের ভেতরে সেনা ও সাধারণ মানুষ মিলিয়ে বসবাস করে প্রায় দেড় বা দুই লাখ লোক। এই দুর্গে রয়েছে অসংখ্য ঘোড়া ও হাতি। আছে বিভিন্ন শ্রেণির

BanglaBook.org

কারিগরও। তারা সব সময় কর্মব্যস্ত সময় পার করে। দুর্গটির ভেতরে আছে একটি বড় মন্দির। যার মধ্যে পূজারি, ভক্ত, পণ্ডিত, তীর্থযাত্রী ও দেবদাস মিলে প্রায় দুইশ লোকের বসবাস। দুর্গের সামনে একটি প্রশস্ত ময়দান– যেখানে হরেক রকমের ফল গাছ লাগানো। পাহাড়ের সুদৃশ্য ঝরনার ঠান্ডা পানির সুব্যবস্থা আছে। আছে একটি জেলখানাও। ওখানে চার-পাঁচশ লোককে একসাথে বন্দী করে রাখা যায়। দুর্গে তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে উঁচু বর্ণের মানুষ বসবাস করে। আর নিচের স্তরে জংলি মানুষ আর পশু জানোয়ারের বসবাস। বাঘ-ভাল্লুকের বসবাস।

এখানে প্রবেশ করার একটাই পথ। এ পথটি এতোই ছোট যে, দশ-বারো জন তিরন্দাজ হাজার সৈন্যের পথ রুখে দিতে পারবে। প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকালে মনে হয় মেঘমালা পাহাড়ের চূড়ায় চুমু খেয়ে যাচ্ছে।

সুলতান আহমাদ– যিনি শিব দেবতা সেজে আছেন; তিনি রণ পর্যবেক্ষণ হিসেবে প্রাচীরের ওপর গভীর পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। প্রাচীরের নিচের দরজা দেখতে লাগলেন গভীর মনোযোগের সাথে।

'মহারানি! আমার মনে হচ্ছে, আকাশের নিচে আমি পার্বতীর হাত ধরে রয়েছি। চলো! সামনে অগ্রসর হই।'

সিপাহিরা ঘোড়া আগ বাড়িয়ে দিলে উভয়ে ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলো। প্রাচীরের বহু স্থানে অনেক দূরে দূরে অসংখ্য মশাল জ্বলছে। মহারানি ও শিব দেবতা ঘোড়ার ওপর চড়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাদের দেহ-মনে ছুঁয়ে যাচ্ছে কোমল হাওয়া। রাতের নীরবতায় বাঘের গর্জন আর হাতির চিৎকারে এক ভীতিকর আবহ। মহারানির দৃষ্টি জমে আছে শিব দেবতার চেহারায়। শিব দেবতা নিজের উদ্দেশ্য পূরণে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুর্গের কোনো সুবর্ণ স্থান তালাশ করতে লাগলেন।

মহারানি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন– 'দেবতা কি পুরো প্রাচীর ভ্রমণ করবেন?'

শিব দেবতা বিস্বাদ প্রকাশ করে বললেন– 'আমি ওই জায়গাটা খুঁজছি, যেখান থেকে আমি আমার পার্বতীর সাথে অন্যদিকে গিয়েছিলাম। এ পাহাড়ের কোথাও না কোথাও ওই জায়গাটি রয়েছে, যা পেরিয়ে সহজে আকাশ থেকে নিচে নেমে এসেছিলাম। যদি আমি সেই জায়গাটি পেয়ে যাই, তাহলে তুমিই আমার সেই পার্বতী। তখন আমার শত বছরের প্রেমনগরের মহারানিকে আমার অন্তরে মূর্তি বানিয়ে রেখে দেবো।'

BanglaBook.org

মহারানির ঘোড়া শিব দেবতার ঘোড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে। অসংখ্য মশাল জ্বলছে। শিব দেবতা বড়ই বিচক্ষণতা ও হুঁশিয়ারির সাথে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুর্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি প্রতিটি জায়গায় যুদ্ধ কীভাবে চালানো যাবে– সে হিসেবেই দেখছেন। মহারানি বড়ই ধৈর্যের সাথে সহ্য করে যাচ্ছে। সে দূর-দূরান্তে তাকিয়ে শিব দেবতাকে বললো– 'এই গুরুত্বপূর্ণ রাতকে দৈহিক চাহিদা মিটিয়ে মনোবাসনা পূরণ করে উদ্‌যাপন না করাটা অকৃতজ্ঞতাই মনে হচ্ছে।'

সুলতান আহমাদ তার হাত ধরে বললেন– 'আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে চাহিদার রঙে সাজাবো। এখন আমি একটি নির্জন জায়গা খুঁজছি– যেখানে আমার পার্বতীর মনের চাহিদা মেটাবো।'

তারা দেয়াল ছেড়ে একটি প্রশস্ত ছাদে গিয়ে উঠলো। পাশেই একটি পুল। মহারানি সেদিকে ইঙ্গিত করে বললো– 'আমরা এ পুলটা পেরিয়ে ওপাশে চলে যাই, সেখানে একটি ব্যালকনি পাওয়া যাবে। ওখানে মনোবাসনা পূরণের সবকিছুই রয়েছে। প্রাচীরের ওপরে ছোট ছোট অসংখ্য কক্ষ বানানো আছে। সেখানে সিপাহি ও তিরন্দাজরা বসে দুর্গ পাহারা দেয়।'

সুলতান প্রাচীরের খুঁটিনাটি সব অন্তরে গেঁথে রাখছেন। তারা ঘোড়াকে ছেড়ে দিলো এবং পুল পেরিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে পৌঁছালো। ফুলে ফুলে ব্যালকনিটা সাজানো। মারবেল পাথর দ্বারা তৈরি। চারদিক নীরবতা। মহারানির ব্যাকুলতা বেড়েই চলেছে। দুরু দুরু করছে তার বুক। সুলতান অপছন্দনীয় একটি সময়ের মুখোমুখি। তাঁর চোখে চিন্তার প্রদীপ জ্বলছে আর নিভছে।

তিনি মনে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে দোয়া করতে লাগলেন। মহারানির কম্পিত হাত আস্তে আস্তে শিব দেবতার মুখের দিকে প্রসারিত হচ্ছে। সে শরাবে পাত্র উঁচিয়ে বললো– 'এটি দেবতাদের মদ। আমি শুধু দেবতার জন্যই তা তৈরি করেছি। নিন! আমার হাতেই পান করুন।'

মহারানির হাত কাঁপছে। সুলতান তার পাশেই বসে গেলেন। মদের পাত্র হাতে নিয়ে মহারানির চোখের দিতে তাকিয়ে বললেন– 'মহারানি! আমি যদি তোমাকে শরাব পান করাই, তুমি কি আমার হাত থেকে শরাব পান করবে না?

'অবশ্যই। 'এটা তো আমার প্রতি তোমার পরম ভালোবাসা।'

মহারানি তার শরীরের কাপড়ের বাঁধন খুলতে লাগলো। তার তপ্ত শ্বাস পড়ছে সুলতানের চেহারায়। মহারানি এক টানে নিজের শরীরের সমস্ত কাপড় খুলে দূরে নিক্ষেপ করলো। শুরু হয়ে গেলো সুলতান আহমাদের হৃৎস্পন্দন। তিনি জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন। রাতের নির্জনে একজন

BanglaBook.org

উলঙ্গ সুন্দরী মেয়ের সামনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেয়ে বড় পরীক্ষা আর কী হতে পারে? ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে যাচ্ছে। অনুভূত হচ্ছে পাপের দুর্গন্ধ। হঠাৎ ব্যালকনির পশ্চিম দিকে শোনা গেলো কোনো নাগের ফোঁসফোঁসানির গর্জন। মহারানি চিৎকার করে সুলতানের বুকের ওপর পড়ে রইলো।

'নাগ!'

সুলতান সুবর্ণ সুযোগ ভেবে তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন– 'তুমি ভয় পেয়ো না। আমি দেখছি।'

নাগের ভয়ানক ফুঁসফুঁসানি বেড়েই চলেছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠছে মহারানি।

'তুমি কাপড় পরে নাও। আমি দেখছি। মনে হয়, কোনো পাহাড়ি বিষাক্ত নাগ এখানে এসে পড়েছে।'

সুলতান দ্রুত পায়ে হেঁটে ব্যালকনি থেকে বেরিয়ে আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অন্ধকারে হাশিম দাঁড়ানো।

সুলতান হাশিমের কাছে গিয়ে বললেন– 'হাশিম! আমি তোমার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ। আজ তুমি আমাকে বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছো।'

'সুলতান আহমাদ!' হাশিম মৃদু স্বরে বললো– 'আমাকে কড়া নজরে রাখা হয়েছে।'

সুলতান মাথা নেড়ে বললেন– 'তুমি কীভাবে জানতে পারলে?'

'এদিকে দেখুন!' হাশিম সিঁড়ির দিকে ইশারা করে বললো– 'এই যে ছায়া দেখা যাচ্ছে, সে সিপাহি।'

সুলতান জিজ্ঞেস করলো– 'সিপাহিরা তোমাকে কিছু বলেছে কি?'

'না' হাশিম বললো– 'মনে হচ্ছে তাদের আমার দিকে দৃষ্টি রাখার আদেশ করা হয়েছে।'

সুলতান আহমাদ বললেন– 'ঠিক আছে। তা নিয়ে ভাবতে হবে। তুমি তোমার নাগের ফোঁসফোঁস অব্যাহত রাখো। রক্তপিপাসু রাক্ষসীটা এখন অনেক ভয় পেয়েছে। আমি তার কাছে যাচ্ছি। তুমি আরো কাছে গিয়ে জোরে জোরে চিৎকার করো– যাতে মহারানি এখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।'

'ঠিক আছে। আপনি চিন্তিত হবেন না।'

সুলতান আহমাদ সেখান থেকে সরে আবার মহারানির কাছে চলে আসেন। মহারানি তখনো ভয়ে সন্ত্রস্ত। ভিতু হয়ে কাপড়ও পরিধান করে নিয়েছে।

সুলতান আহমাদ বললেন– 'দেবতা হওয়া একপ্রকার শাস্তিও বটে।... এ হচ্ছে এই জঙ্গলের এক ভয়ানক নাগ। নাগ আমাকে জানিয়েছে– এই জঙ্গলের অজস্র নাগ তোমার দর্শন পেতে চায়।'

BanglaBook.org

'না।' মহারানি সামনে হাঁটতে হাঁটতে বললো– 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন।'

নাগের ফুঁসফুঁস শব্দ ধীরে ধীরে ঘনীভূত হতে থাকে এবং বিকট আকার ধারণ করতে থাকে।

মহারানি সুলতান আহমাদের বুকে চিমটি দিয়ে বললো– 'আমাকে জলদি নিয়ে চলুন। আমি অন্যায় করেছি। আমার কর্মে মনে হয় কোনো বিষাক্ত নাগ রেগে গিয়ে আমাকে দংশন করতে চাচ্ছে।'

সুলতান আহমাদ তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন– 'আশ্চর্য! তুমি আমার উপস্থিতিতেও এতোটা ভয় পাচ্ছো? তোমার কি আমার শক্তির ওপর ভরসা নেই?'

'হ্যাঁ! অবশ্যই আছে। তবে আমি এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে চাচ্ছি।'

'ঠিক আছে। চলো!'

সুলতান আহমাদ মহারানির হাত ধরে তাকে দাঁড় করান। তখনো মহারানির দেহ ভয়ে কাঁপছিলো। সে অনেক কষ্টে পথ চলছে সুলতানের সাথে। এক রাজ্যের ভয় যেন তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

তারা ঘোড়ার পাশে পৌঁছালে মহারানি বললো– 'দেবতাজি! আমি এখন একা একা ঘোড়ার পিঠে চড়ার সাহসও হারিয়ে ফেলেছি। আপনি আমাকে আপনার পেছনে বসিয়ে নিয়ে চলুন।'

হাশিম সিঁড়ি বেয়ে মহলের ছাদ থেকে নিচে নেমে এসেছে। আসামের সৈন্য তখনো তার পেছনে গোপন নজরদারিতে ব্যস্ত। হাশিম লম্বা চক্কর দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলো। সুলতানের পেছনে মহারানি বসা। চওড়া প্রাচীরের ওপর ঘোড়া বহু সময় ধরে দৌড়ে প্রধান দরজায় এসে পৌঁছালো। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে সুলতান নেমে গেলেন। এরপর মহারানিকে নামতে সাহায্য করে বললেন– 'আমি কল্পনাও করিনি তুমি এতোটা দুর্বল হবে।'

'দেবতা!' মহারানি সুলতানের কাঁধে হাত রেখে বললো– 'প্রিয় দেবতা! আমি জানি না ওই বিষাক্ত নাগের ফোঁসফোঁসানি কেন আমাকে এতোটা দুর্বল করে দিয়েছে। এখনো ভয়ে আমার শরীর কাঁপছে। এক অজানা শঙ্কা পিছু ধাওয়া করছে। আমাকে মহলে নিয়ে চলুন!'

সুলতান বললেন– 'সাহসিকতার সাথে কাজ করো! আমরা যেখান থেকে গিয়েছিলাম, সেখানেই পৌঁছে গেছি। নিচে এখনো অনেক লোক নাচ-গানে ব্যস্ত। এখন তো মাত্র রাতের প্রথম অংশ শেষ হয়েছে।'

'চলো! নিচে যাই।'

BanglaBook.org

মহারানি সুলতানের হাত ধরে বললো– 'আমাকে আপনার কোলে তুলে নিয়ে চলুন।'

সুলতান তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং সিঁড়ির মাধ্যমে নিচে নেমে এলেন।

তাঁদের দেখে পূজারি, দাসী ও তীর্থযাত্রীদের মাঝে একধরনের ব্যাকুলতা লক্ষ করা গেলো। জগদীশ দৌড়ে ওপরে চলে এলো।

সুলতান বললেন– 'ওপরে আসার প্রয়োজন নেই। মহারানির জন্য একটি পালকি তৈরি করো।'

জগদীশ সেখান থেকে ফিরে গেলো। কিছুক্ষণ পরই সুলতান মহারানিকে কোলে উঠিয়ে দুর্গের বিছানায় চলে আসেন। সুলতান আস্তে করে বললেন– 'মহারানি! আমরা নিচে চলে এসেছি। তোমার প্রজারা তোমাকে এ অবস্থায় দেখে কোনো ভুল প্রতিক্রিয়াও দেখাতে পারে।'

মহারানি নিজেকে গুছিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। সুলতান বললেন– 'আসলে এর আগে মহারানি দেবতাদের জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলো। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কেও কোনো ধারণা ছিলো না। তাই তিনি একটু বেসামাল হয়ে গেছেএবং শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছে।'

ততোক্ষণে জগদীশের নির্দেশে চার-পাঁচজন সিপাহি পালকি নিয়ে উপস্থিত। মহারানি পালকি চড়ে বললো– 'দেবতাজি? আপনি কবে আসবেন?'

সুলতান বললেন– 'তুমি এখন যাও। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবো। তোমার কিছু সময় বিশ্রাম নেয়া জরুরি। কক্ষে গিয়ে মদ পান করো। নেশা করো। আমি একটু পরেই আসছি।'

সিপাহিরা পালকি নিয়ে চললো। পেছনে পেছনে মহারানির বিশাল বহরও চলতে লাগলো। রাধা সুলতানের পাশ ঘেঁষেই যাচ্ছিলো। তখন সুলতান তার হাতে কিছু একটা দিয়ে আস্তে করে বললেন– 'সুযোগ হলে মহারানির মদে এ ওষুধটা মিশিয়ে দিয়ো।'

রাধা ওষুধগুলো নিজের ওড়নায় বেঁধে নিলো এবং দ্রুত পায়ে হেঁটে মহারানির পালকির কাছে চলে এলো। ঊষা মহারানির পালকির অগ্রভাগে চলছিলো। মহারানির পালকিকে তার নির্ধারিত কক্ষে পৌঁছে দেয়া হলো। সে তখনো ভয়ে কাঁপছে।

ঊষা মহারানির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'পা মালিশ করে দেবো? তাহলে ঠান্ডা কম অনুভূত হবে।'

'ঠিক আছে।... কিছু একটা করো। আমাকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করো।'

চার-পাঁচজন সেবিকা মহারানির পা মালিশ করা শুরু করলো।

BanglaBook.org

রাধা কাছে গিয়ে বললো– 'মহারানির রূপের ওপর কোনো কুদৃষ্টি পড়েছে। শপথ প্রভুর! মহারানিকে চাঁদের মতো দেখাচ্ছে।'

'ঠিক বলেছো।' চার-পাঁচজন সেবিকা একই কণ্ঠে রাধার কথায় সম্মতি জানালো।

'রাধা! তুমি ঠিক বলেছো।'

রাধা বললো– 'এক বাটি শরাব দাও। তাহলে মনে প্রশান্তি নেমে আসবে।'

মহারানি বললো– 'না না! এখন নয়! রাধা তুমি গিয়ে শিব দেবতাকে ডেকে আনো। তিনি যদি আমার পাশে থাকেন, তাহলে অতিদ্রুতই ঠিক হয়ে যাবো।'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। আপনি দুই ঢোঁক শরাব পান করুন। তাহলে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসবেন।'

মহারানি বললো– 'আচ্ছা, তুমি যখন বলছো, তাহলে নিয়ে এসো।'

রাধা পেছনে সরে গিয়ে পাত্রে শরাব ঢাললো এবং খুব বিচক্ষণতার সাথে সেখানে সুলতানের দেয়া ওষুধগুলো মিশিয়ে দিলো। রাধা মদের শরাব মহারানির সামনে রেখে বললো– 'আপনার দাসী এক্ষুনি শিব দেবতাকে নিয়ে ফিরবে। আপনি এর মাঝে শরাবটা পান করে নিন।' মহারানি হেলান দিয়ে বসে পড়লো। তার চেহারায় ভয়ের ভাবটা রয়ে গেছে এখনো।

মহারানি দুই ঢোঁক শরাব পান করার পর বললো– 'রাধা! তুমি বড়ই চালাক মেয়ে। তোমার কাজে তা প্রকাশিত হয়েছে।'

রাধা বললো– 'মনে হচ্ছে আপনি এখনো ভয় পাচ্ছেন!'

মহারানি বললো– 'তুমি কি শোনোনি, কুদৃষ্টির কারণে পাথর পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়? আমার ওপর কারো নজর পড়েছে। কে জানে, কোন অসভ্যের নজর লেগেছে। ওখানে তো অজস্র লোক ছিলো।... লোকের মুখে শুনেছি, কখনো কখনো নিজের নজরও লেগে যায়।'

ঊষার দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমাকে কি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে?'

ঊষা বললো– 'প্রভুর শপথ! লোকেরা আপনার রূপে যারপরনাই মুগ্ধ। চন্দ্রমাতা আপনাকে দেখে লজ্জায় মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেছে।... আমি তো বলবো, আমাদের মহারানির ওপর চন্দ্রমাতার নজর পড়েছে।'

মহারানি খুশিতে হাসতে লাগলো।

শিব দেবতার মন্দিরের পূজারিদের তৈরিকৃত ওষুধ বড়ই কার্যকর ছিলো। মহারানির অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হতে লাগলো। সে ক্রমেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে লাগলো।

BanglaBook.org

সে বললো– 'ভগবান জানে, শিব দেবতার ব্যাপারে কেন আমি বারবার হেরে যাচ্ছি। নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করছি।'

এক তরুণী বললো– 'মহারানি! দেবতাদের নৈকট্য অর্জন করতে হলে ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে কাজ করতে হয়।'

মহারানি আবারও কামনাসক্ত হয়ে পড়লো। সে অশ্লীল বাক্যালাপ শুরু করলো। তার চোখে-মুখে ফের দেখা দিলো প্রগলভতা। তাকে মাতাল করে রেখেছে শিব দেবতার রূপ সৌন্দর্য। সে রাধার দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছো? তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না দুদিন যাবৎ আমার যৌবনের তরঙ্গরা কী রকম খেলা করে যাচ্ছে? কামনা-বাসনা আমার সাথে লেগেই আছে! আর আমি কামনা-বাসনার পিছু ধাওয়া করছি। অথচ বাস্তবতার কোনো দেখা নেই। আমি আর কতো দিন এভাবে পিপাসিত থাকবো? যাও! শিব দেবতাকে ডেকে আনো। এখন আমি পুরোপুরিভাবে ঠিক আছি।'

রাধা ঝুঁকে তার পায়ে চুমু খেয়ে বললো– 'আমি এখনই যাচ্ছি।'

'দেবতাকে বলে দিও তিনি যদি আজকে আমার ক্ষুধা না মেটান, তাহলে উভয়েরই আফসোস করতে হবে। আমাকে জ্বলন্ত আগুন ধাওয়া করছে। প্রেমের পানি দ্বারা ওই জ্বলন্ত আগুনকে নিভিয়ে দিতে চলে আসুন! চলে আসুন!... ভগবানকে খুশি করতে চলে আসুন! আমার অন্তর অধীর আগ্রহে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার আগুন নিভিয়ে দিন। আমাকে বাঁচিয়ে নিন।'

সে একটি রেশমি কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে রেখেছে। একবার চোখ বন্ধ করে আরেকবার খোলে। পাগলের মতো গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে থাকে– 'আমি ভেঙে যাচ্ছি। আমার ভেতরে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমার অন্তরের আয়নায় কেবল তোমাকেই দেখা যাচ্ছে। এসো! আমার গলার সাথে লেগে যাও। ওহে আমার সুদর্শন সুঠাম দেবতা!...'

রাধা যখন নিশ্চিত হলো মহারানি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তখনই সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো।

BanglaBook.org

গোপন প্রস্তুতি

সুলতান কাগজের একটা টুকরোতে দুর্গের নকশা অঙ্কন করছেন। পাশে হাশিমও বসা। তার হাতের প্রতিটি নড়াচড়াকে গভীরভাবে দেখছে সে। রাতের এখন শেষ প্রহর। লোকেদের খুশি-তামাশা হই-হুল্লোড়ে কিছুটা ভাটা পড়েছে। সুলতান কাগজটি ভাঁজ করে তাবিজের বক্সে ঢুকিয়ে সামনে বসা সুদৃশ্য কবুতরকে লক্ষ করে বললেন– 'সুহৃদ বন্ধু! তোমার এখন আবার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। আমি তোমাকে খোদার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। রাস্তায় প্রভুর সাহায্য-সহযোগিতা তোমার সাথি হবে।'

তিনি এখনো কবুতরের সাথে কথা বলা শেষ করেননি, ওমনি দরজা হালকা নড়ে উঠলো। শিব দেবতা বললেন– 'কে? দরজা খোলা আছে। ভেতরে এসো!'

রাধা ভেতরে প্রবেশ করলো। সে সমানে অগ্রসর হয়ে তাঁর কদমে লুটিয়ে পড়ে কান্না শুরু করে দিলো।

'আমাকে ক্ষমা করুন, দেবতা! আমার থেকে কিছু বেয়াদবি প্রকাশ পেয়েছে। আপনি তো অনেক বড় শক্তিধর দেবতা। আমাকে ক্ষমা করুন!'

সুলতান তার মাথার ওপর হাত রেখে নিজের পায়ের ওপর থেকে উঠিয়ে বললেন– 'প্রিয় বোন! তুমি কাঁদছো কেন? আমি তো তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নই!'

'আমাকে আপনি বোন বলেছেন?' রাধা ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি তো তোমাকে অনেকবার "বোন" বলেছি। তুমি কি শুনোনি? সম্ভবত রাতের ভীতিজনিত কারণে তুমি খেয়াল করোনি। অথবা তুমি নিশ্চিত হতে পারছো না।'

দেবতা... বোন...

দেবতার বোন...

রাধা অস্থির কণ্ঠে বারবার 'দেবতা বোন দেবতা বোন' উচ্চারণ করতে লাগলো।

'তুমি এভাবে অস্থির কেন হচ্ছো? দেবতাদের কি কোনো বোন হতে পারে না?'

BanglaBook.org

'বোন হয়। তবে আমি তো...'

'আমি যাকে চাই তাকে বোন বানাতে পারি। যাকে চাই তাকে মাতা বানাতে পারি। আমি তোমাকে বোন বানিয়েছি। তুমি দেখো, জীবনভর বোনকে ভাইয়ের ভালোবাসায় কীভাবে আগলে রাখি।'

রাধার চোখে খুশির অশ্রু। সে ঝুঁকে আরেকবার পা স্পর্শ করতে চাইলে সুলতান তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো– 'সামনে এ রকম আর করবে না। না হয় আমি কানও ভালো টানতে জানি!'

রাধা হাসতে আরম্ভ করলো।

সুলতান জিজ্ঞেস করলো– 'এখন বলো, তুমি এই মাঝরাতে এখানে কেন এসেছো?'

রাধা কিছুটা লজ্জিত স্বরে বললো– 'মহারানির অন্তরের জ্বালা বেড়ে গেছে। তিনি আপনাকে তালাশ করেছেন।'

তিনি উঠতে উঠতে বললেন– 'নাগ দেবতা! আমি অতি শিগগির ফিরে আসবো। কারণ, আমি সকাল সকাল একটা সফরে বের হবো।'

তিনি কবুতরটি তাঁর কাঁধে বসিয়ে নিলেন। মন্দিরের ছাদে পৌঁছে রাধাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'ওই রক্তপিপাসু রাক্ষসীটার কী অবস্থা?'

রাধা বললো– 'আমি তাকে ওই ওষুধটা শরাবে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছি। সে এখন কিছুটা বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। মনে হয়, এখন পুরো জ্ঞানহীন অবস্থায় আছে। কখন যে এই বুড়ি শকুনিটাকে ভগবান মৃত্যু দেবে? জানি না কখন সুদৃশ্য সিংহাসনের আমাদের রূপবতী রাজকুমারীর নিষ্পাপ পদচারণ হবে। সব ভগবানই জানেন। আমাদের গরিবদের জন্য তো তিনিই একমাত্র আশ্রয়।'

শিব দেবতা বললেন– 'জুলুমের এই অন্ধকার রাত বেশি দীর্ঘায়িত হবে না। তোমরা দেখতে থাকো, ওই জালিমদের কড়ায়-গন্ডায় হিসাব দেবার দিন ঘনিয়ে আসছে। তারপর দেখবে কতো বেইজ্জতির সাথে তাদের খণ্ড-বিখণ্ড করা হয়। তুমি নিশ্চিত থাকো, মহারানি আজ পাপের সমুদ্রে জীবনের শেষ ডুব দিতে যাচ্ছে।'

রাধা বললো– 'দেবতা ভাই! বীরধন বড় জালিম ও অত্যাচারী। আমার ভয় হচ্ছে, রাজকুমারী তার অত্যাচার সহ্য করতে পারবে না।'

সুলতান তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'চিন্তিত হবে না। আমি বলেছি না রাজকুমারী অনেক নিরাপত্তায় আছে। যদি বীরধন জুলুমের বিন্দু পরিমাণ চিন্তাও করে, তাহলে সে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। রাজকুমারীকে বড়ই বিশ্বস্ত, বড়ই মজবুত নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে। আমি সকালে বের হবো।

BanglaBook.org

আমার অনুপস্থিতি সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না। আমার বিষয়ে তুমি সব সময় চুপ থাকবে। শুধু শুধু নির্লজ্জ মহারানির সামনে সন্দেহভাজন বানিয়ো না। আমি আট দিন পর ফিরে আসবো। এ সময় যা কিছু হোক তুমি নাগ দেবতার খবর রেখো। তুমি হয়তো জানো না, সে মহারানির জানের দুশমন। সে এখন সুযোগের সন্ধানী।'

শিব দেবতার আগমন ঘটতেই সকল সেবিকা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। মহারানি তখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। তার চোখে যেন আগুন জ্বলছে। সুলতান তার উভয় হাত ধরে বললেন– 'আমাকে আজ সকালে একটু বের হতে হবে। হতে পারে আমি আকাশের ওপারে চলে যাবো। আমি যেখানেই থাকি তোমার রূপের কথা আমার স্মরণ থাকবে।'

ঊষা পর্দার পেছনে দাঁড়ানো। সে সবকিছুই শুনছিলো। শিব দেবতা বেহুঁশ মহারানিকে বিছানায় শোয়াতে শোয়াতে বললেন– 'আমি অনেক জলদি ফিরে আসবো। তারপর সব সময়ের জন্য আপনার পাশেই থেকে যাবো। আপনার দৈহিক চাহিদা, মনোবাসনা সব মিটিয়ে দেবো।'

মহারানির ঠোঁটে হাসি লেগে ছিলো। সে অন্ধকারে কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে। কথা বলার শক্তিটুকুও নেই। সে চোখ খুলে দেখার চেষ্টা করছে। কিন্তু পেরে উঠছে না।

যখন মহারানি স্বপ্নের অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং পর্দার পেছনে লুকিয়ে থাকা মেয়েকে লক্ষ করে বললেন– 'দাসী! বের হও!'

সে বের হলে সুলতান বললেন– 'দেবতাদের কথা চুপে চুপে শোনা কখনোই ভালো নয়। আগামীর জন্য সাবধান। দেবতাদের শক্তি পাথরকেও টুকরা টুকরা করে দিতে পারে। আমি যদি শক্তির দৃষ্টিতে তাকাই, তাহলে বরফের পাহাড়েও আগুন জ্বলে উঠবে। সারা জগৎ ধোঁয়ার মতো হয়ে উড়বে আকাশে।'

ঊষা কাঁপতে কাঁপতে বললো– 'ক্ষমা করুন, দেবতাজি! আমাকে কেউ একজন হুকুম করেছিল, তাই দাঁড়িয়েছি। এখানে আমার কোনো ইচ্ছা নেই, দেবতা! আমাকে ক্ষমা করুন।'

'কে সেই হতভাগা?' শিব দেবতা রাগতস্বরে বললেন।

ঊষা বললো– 'আমাকে জগদীশ নির্দেশ করেছে, আপনার আর মহারানির দিকে নজর রাখতে।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা! তাহলে এ-ই কথা! জগদীশের জীবনের দিন ক্রমেই কমে আসছে। তার জীবনের প্রদীপ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। দেবতাদের দৃষ্টিবন্দী করা এতোই সোজা?'

ঊষা কাঁপতে কাঁপতে বললো– 'আমার ওপর কৃপা করুন, মহারাজ! আমার ভুল ক্ষমা করুন!'

সুলতান তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। তবে সামনে এ রকম কাজ আর কখনো করবে না। আর শুনো! মহারানি যখন জেগে উঠবে, তখন আমার আগমনের সংবাদ দিও। বলে দিও, আমি আকাশ জগতে গিয়েছি। এই কবুতরটি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। আমি খুব দ্রুত ফিরে আসবো। তাকে উদাস হতে বারণ করবে। লোকদের সাথে যদি ভালোবাসা ও আন্তরিকতার আচরণ করে, তাহলে আমি দ্রুতই ফিরে আসবো।'

কক্ষ থেকে বেরিয়ে সুলতান কবুতরকে চুমু দিলেন। ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগলো ভোরের দীপ্ত আলো। বেজে উঠলো মন্দিরের ঘণ্টা। সুলতান হাত প্রসারিত করে কবুতরকে শূন্যে নিক্ষেপ করে আস্তে করে বললেন– 'আল্লাহ তোমার হেফাজত করুক।'

কবুতর উড়তে লাগলো। সুলতান চেয়ে আছেন তার দিকে। আস্তে আস্তে কবুতরটি বিন্দুর আকার ধারণ করে হারিয়ে যায় শূন্যে। সুলতান দ্রুত পায়ে হেঁটে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। পূজারিরা জেগে উঠলো। সুলতান তির-ধনুক কাঁধের ওপর নিয়ে হাশিমের কাঁধে চুমু খেয়ে বের হয়ে গেলেন।

পুব আকাশে কিরণ ছড়িয়ে উদিত হতে থাকে সূর্য। লম্বা হয়ে পশ্চিম দিকে শুয়ে আছে গাছগাছালির ছায়া। শিব দেবতার মন্দিরের সোনালি রঙের গম্বুজের কাচ চমকাচ্ছে সূর্যের আলোতে। সমুদ্রের দিক থেকে বইছে হিমশীতল হাওয়া। গাছপালার শাখে শাখে পাখপাখালির কিচিরমিচির কলরব। জমিনে নেমে পাখিরা আহার্য তালাশে মগ্ন। রাতের তারকারাজি এখন আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

বুমেরাং ফাঁদ

বীরধন তার সাথে নিয়ে আসা সৈনিকদের নিয়ে মন্দিরের সামনে এলে মন্দিরের দরজায় অসংখ্য লোক তাদের সংবর্ধনা জানায়। ঘোড়াদের পাঠিয়ে দেয়া হয় আস্তাবলে। সৈন্যদের অবস্থানের জন্য মন্দিরের অতিথিশালায় সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

বীরধনকে রাখা হলো মন্দিরের অতুলনীয় সুদৃশ্য একটি বিশেষ কক্ষে।

পূজারি যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলো, তখন বীরধন বললো– 'আমি মহাদেবজির সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছি।'

এক পূজারি হাত জোড় করে বললো– 'এতো তাড়াহুড়ো করছেন কেন? আগে বসুন। পোশাক পরিবর্তন করুন। খাওয়াদাওয়া সারুন। একটু বিশ্রাম নিন। তারপর না হয় আরামে মহাদেবজির সাথে কথা বলবেন।'

'ঠিক আছে।' বীরধন বললো– 'তাঁকে আমার আগমন সম্পর্কে অবগত করে দাও।'

'ঠিক আছে।' পূজারি সম্মতি জানিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো।

বীরধন মন্দিরের নদীতে স্নান করতে বের হয়। সে ফিরে আসার আগেই মন্দিরের সবখানে মশাল জ্বালানো হয়েছে। দাসী ও তরুণীরা রঙ-বেরঙের শাড়ি পরে, নাক-কানে গয়না লাগিয়ে, চুলে ফুল বেঁধে সেজে আছে। বিভিন্ন ফুলের সৌরভে পুরো মন্দিরে বিরাজ করছে এক মুগ্ধ পরিবেশ। বীরধনের চিন্তা-চেতনা ক্রমেই ধাবিত হচ্ছে মনোবাসনা ও দৈহিক চাহিদা পূরণের দিকে। সে ক্ষুধার্ত পশুর ন্যায় এক-এক সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকাতে তাকাতে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলো। আসামের লোকেরা সাধারণত কালো বর্ণের ও কুৎসিত চেহারার হয়ে থাকে। তাদের স্বভাব-চরিত্রও তাদের চেহারার মতো নোংরা। বীরধনও নিমকহারাম, কুচরিত্রবান ও হিংস্র স্বভাবের মানুষ।

আহার করে সে তার নরম বিছানায় শুয়ে পড়লো। তার অপবিত্র চোখে ভাসছে মন্দিরের সুন্দরী মেয়েদের চেহারা। কল্পজগতেও তার নোংরা নোংরা ভাবনা। দিল্লি, বেনারস, কলকাতা ও মহারাষ্ট্রের মেয়েদের রূপে মন আকৃষ্ট

BanglaBook.org

করার জাদু আছে। তাদের কপালের সাদাটে চমক অত্যন্ত আকর্ষণীয়। যে কাউকে পাগল করে তোলে তাদের নজরকাড়া দেহবল্লরি। আসামের লোকদের কাছে ওই মেয়েরা খুবই পছন্দের। মন্দিরের দুশ্চরিত্র, চক্রান্তবাজ ও ভোগী পূজারিরা দূর থেকে আসা তীর্থযাত্রী বা মুসাফির হয়ে যেসব তরুণী মন্দিরে আসে, তাদের দেবতা বানানোর লোভ দেখিয়ে মন্দিরে রেখে দেয় এবং চার বছর পর্যন্ত তাদের কঠিন বেষ্টনীতে আটকে রাখে। ওই মেয়েদের ভোগ করে নিজ স্ত্রীর মতো।

প্রত্যেক পূজারিই যখন যাকে চাইতো তাকে খুব সহজে ভোগ করতে পারতো। যদি কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে এসব নগ্ন কাজে রাজি না হতো, তাহলে তাকে জোরপূর্বক উলঙ্গ করা হতো এবং নির্মম পৈশাচিকতার সাথে দেহ ভোগ করা হতো। যদি তাতেও কাজ না হয়, তখন জঙ্গলের একটি বিশেষ প্রকারের মদ তাদের খাওয়ানো হতো। এতে সে বেহুঁশ হয়ে গেলে মন্দিরের বদমাশ পূজারিরা রাতভর দৈহিক চাহিদা মেটাতো তাকে দিয়ে। তারা তাদের শরীরে যতোক্ষণ জোর থাকতো, ততোক্ষণ ভোগ করতো। যদি কেউ তারপরও দ্বিমত দেখাতো, তাকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে তার লাশ ফেলে দেয়া হতো গভীর কূপে। আবার কারও লাশ ফেলে দেয়া হতো বিশাল সমুদ্রে। সমুদ্র তখন দুনিয়ার হিংস্র হায়েনাদের চোখ থেকে ওই লাশকে আড়াল করে নিতো। নিজের বুকে স্থান দিতো পরম মমতায়।

হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে এ ধরনের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড ও নিরীহ মানুষের ওপর ধনাঢ্যদের অত্যাচার অনেক পুরোনো রীতি। শতাব্দীকাল যাবৎ চলে আসছে এমনটি। মহাদেবের দৈবিক সিদ্ধান্তের বাইরে কারোরই কিছু বলার বা করার স্পর্ধা নেই। মুখ ফুটে সত্য বলার মতো সাহস হতো না কারও। মন্দিরের একজন মহাদেব একজন মহারাজার চেয়েও ক্ষমতাবান। তারা তীর্থযাত্রীদের থেকে মূল্যবান জিনিসপাতি হাতিয়ে নেয় এবং তাদের রূপসী কন্যাদের এক-দুই রাতের জন্য রেখে দেয়। পরে তাদের অবস্থা পতিতালয়ের বেশ্যাদের মতোই হতো। তীর্থযাত্রী বা তাদের কন্যাদের কোনো চাহিদার মূল্যায়ন করা হয় না। তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার কোনো দাম নেই। তারা সব সময় দেবতাদের বিছানায় শুতে এবং নিজেকে বিলিয়ে দিতে বাধ্য। তাদের আর্তচিৎকার মন্দিরের দেয়ালের বাইরে পৌঁছে না। অধিকাংশ তরুণীই অবস্থার ভয়াবহতাকে নীরবে সহ্য করে যায়।

বীরধনের সামনে শরাবের একটি পাত্র রাখা হয়েছে।

এক পূজারি বললো– 'মহারাজ! রাতে উপভোগ করতে কোন রঙের ফুল এনে দেবো? আপনি একটি পছন্দ করুন।'

BanglaBook.org

বীরধন বললো– 'এখানে তো সব ধরনের রঙের ফুলই বিদ্যমান। কোনটাকে রেখে কোনটাকে ধরি? এক ফুলকে আরেক ফুলের চাইতে আকর্ষণীয় মনে হয়। সবগুলোই মনকে পাগল করে দেবার মতো। আমাকে প্রথমে তো মহাদেবজির সাথে সাক্ষাৎ করাবে! অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিলো।'

বীরধন পাত্র থেকে মদ ঢালতে ঢালতে বললো– 'হতে পারে আমি কালকে পর্যন্ত থাকবো। আমি বারবার রুচি ও স্বাদ বদলানোকে ভালোবাসি।'

পূজারি অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'মহারাজ! শিব দেবতার কৃপায় এখানে কোনো কিছুরই কোনো ধরনের কমতি নেই। আপনি দৈনিক যতোবার ইচ্ছা ততোবার রুচি বদলাতে পারবেন।'

'অনেক ভালো।' বীরধন পূজারিকে সম্বোধন করে বললো– 'তুমি জলদি আমাকে মহাদেবজির সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। ওই দিকের গুরুত্বপূর্ণ কাজটা সেরে তখন না হয় ইচ্ছেমতো মনের আগুন নেভাবো। তোমাকেও আমি খুশি করবো। আর ওইদিকে আমার সিপাহিদের খোঁজখবর রাখবে। কোনো অভিযোগ যেন না আসে।'

পূজারি বললো– 'আমরা সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।' এটা বলেই পূজারি কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এলো।

'চলুন মহারাজ! মহাদেব আপনাকে ডাকছেন।'

মহাদেব শিব দেবতার মূর্তির সামনে উপবিষ্ট। অর্ধনগ্ন দেবদাসীরা তার সামনে-পেছনে হাত জোড় করে মাথানত অবস্থায় বসে আছে।

বীরধন অগ্রসর হয়ে মহাদেবের চরণ স্পর্শ করলো এবং হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো। মহাদেব তার মাথায় হাত রেখে বললো– 'বলো বীরধন! কী জন্য এসেছো?'

বীরধন এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো– 'পুরোহিতজি! মাতা মহারানির বিশেষ চিঠি নিয়ে এসেছি। যদি একটু নির্জন পরিবেশ হতো, তাহলে অনেক ভালো হতো। মহাদেব দাসীদের দিকে লক্ষ করে বললো– 'দাসীরা! তোমরা কিছু সময়ের জন্য বেরিয়ে যাও।'

সবাই বের হয়ে গেলো।

মহাদেব বললো– 'বলো! তুমি মহারানির পক্ষ থেকে কী বার্তা নিয়ে এসেছো?'

বীরধন বললো– 'আগে তো এটা বলুন– রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের গাদ্দারি মনোভাব কিছুটা কি নমনীয় হয়েছে? নাকি আগের মতো? তার পবিত্র কুমারীত্ব

BanglaBook.org

ঠিক আছে কি? নাকি পিপাসিত যুবরা তার কুমারীত্বকে রাতের আঁধারে বিনাশ করে দিয়েছে?'

মহাদেব বিচলিত হয়ে বললো– 'বীরধন! তুমি কি সজ্ঞানে আছো? নাকি জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো ব্যবস্থা করবো?'

বীরধন একটু ব্যাকুল ভঙ্গিতে মহাদেবের দিকে তাকালো। তারপর বললো– 'মহাদেবজি! আমি রাজকুমারীর জন্য এসেছি। আমি তাকে চাই। মহারানির এটাই বার্তা। আমি রাজকুমারীকে উপভোগ করবো। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গের স্বাদ নেবো। তাকে আমি রাতের মেহমান বানাবো। এটাই মহারানির চিঠির সারমর্ম।'

'বীরধন!!!...

মহাদেব চিৎকার করে বললো– 'তুমি কি জানো না রাজকুমারী কে? এবং ধর্মে তাঁর কতো উঁচু স্থান ও মর্যাদা– সেটাও কি ভুলে গেছো?'

বীরধন আবার ব্যাকুল হয়ে বললো– 'পুরোহিতজি! রাজকুমারী শুধু রাজকুমারীই। একটা দুশ্চরিত্রা, হিন্দু জাতির দুশমন। মহারাজা জয়ধ্বজ সিং তার কুস্বভাবের কারণে নিজের জীবনকে শেষ করে দিয়েছেন। মহারাজা কৃষ্ণকুমারের ভাই অজয় কুমারও তার নিশানায় ছিলো। এক গাদ্দার মুসলিম তার চোখের ইশারায়ই অজয় কুমারকে হত্যা করেছে। তার এই মুসলমান প্রেমিকও এখন এই দুর্গে আছে। সে এতো দিনে নিহত হয়ে যেতো। কিন্তু...'

'কিন্তু কী...'

মহাদেব উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

তখন বীরধন বললো– 'সে তো একজন মুসলমান সরদারের ছেলে। দ্বিতীয়ত শিব দেবতা বলেছেন সে নাকি নাগ দেবতা ছিলো। কিন্তু আমার অন্তর এ কথা কখনো মেনে নেবে না, একজন মুসলমানের ছেলে কীভাবে নাগ দেবতা হয়!'

'তোমার দুর্গন্ধযুক্ত মুখ বন্ধ করো!' মহাদেব রাগান্বিত হয়ে বললো– 'তুমি শিব দেবতাকে মিথ্যাবাদী ভাবছো! যদি তুমি দ্বিতীয়বার শিব দেবতার ইজ্জতে আঘাত হানো, শিব দেবতার সম্মানের সাথে গাদ্দারি করো, তাহলে আমি তোমাকে টুকরো টুকরো করে কুকুরের সামনে রেখে দেবো।'

বীরধন কাপড়ের একটা পুঁটলি খুলে মহাদেবের সামনে রেখে বললো– 'আমাকে ক্ষমা করুন, মহাদেব! আমার ভুল হয়ে গেছে। দেখুন! মহারানি আপনার জন্য কী উপঢৌকন পাঠিয়েছেন!'

মহাদেব বললো– 'খুলো! দেখি কী জিনিস?'

বীরধন খুব দ্রুত পুঁটলি খুলে দিলো।

BanglaBook.org

মণিমুক্তোর বিভিন্ন পাথর ছাড়াও স্বর্ণের মূল্যবান গয়নাদি এতে। কোটি কোটি টাকার মালামাল দেখে মহাদেব বললো– 'মহারানি তো আমাকে কিনে ফেলেছেন। আমি তো এখন তার কথা মানতে বাধ্য হয়ে গেছি। ভগবানই জানে শিব দেবতা এখন আমার সাথে কী আচরণ করবেন। এখন বলো, মহারানি কী চাচ্ছেন?'

এটা বলে মহাদেব পুঁটলিটা রানের নিচে লুকিয়ে রাখলো।

বীরধন বললো– 'মহারানি রাজকুমারীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন। আমি মহারানির আদেশ অনুযায়ী রাজকুমারীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।'

মহাদেব কিছু একটা ভেবে বললো– 'ঠিক আছে। তুমি এক কাজ করো। রাতটা এখানে কাটাও। সকালে নাগ দেবতার মন্দিরে চলে যাবে। রাজকুমারী ওখানেই আছে। তাকে তুলে নিয়ে নীরবে চলে যাবে। আমার ধারণা, শিব দেবতা কাল-পরশুর মধ্যেই এখানে চলে আসবেন। তিনি আসার আগেই এখান থেকে দূরে সরে যাবে। যদি সম্ভব হয় নাগমণির মাতা নির্মলাকেও সাথে নিয়ে যাবে। তখন আমার ওপর আর অপবাদ আসবে না। এখন তুমি বিশ্রাম নাও।'

বীরধন কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলো। মহাদেবের কক্ষের সামনে আসতেই একটি ছায়া তার সামনে দিয়ে দ্রুত হেঁটে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো। মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেলো সে। বীরধন তার কক্ষ পৌঁছালো। এক রূপসী তরুণী তার কক্ষে আগে থেকেই তৈরি। সে মন্দিরের দেবদাসী। তার নাকে স্বর্ণের নাকফুল। অন্ধকারেও চমকাচ্ছিলো।

বীরধন শরাবের দিকে হাত টেনে বললো– 'তুমি কোথাকার বাসিন্দা?'

'মহারাজ! আমি বেনারসের বাসিন্দা।'

বীরধন জিজ্ঞেস করলো– 'এখানে কতোদিন যাবৎ আছো?'

'এক বছর ধরেই এখানে আছি।'

বীরধন শরাবের পাত্র নিতে চাইলে দাসী হাত বাড়িয়ে বলে– 'মহারাজ! এই দাসী আপনার খেদমতে হাজির আছে।'

'তোমার নাম কী?'

'এই দাসীর নাম নালিনী জয়ন্তী।

'নালিনী জয়ন্তী!'

দ্বিতীয়বার নামটি উচ্চারণ করে বীরধন বললো– 'তোমার মতো তোমার নামটিও অনেক অনেক সুন্দর।'

বীরধন নালিনী জয়ন্তীর হাত ধরে কোলে বসিয়ে বললো– 'তোমার স্থান বিছানায় নয়। আমার মনের কোণে। যেভাবে চাও তুমি তোমার মনমন্দিরে আমাকে সাজিয়ে নাও।'

BanglaBook.org

নালিনী জয়ন্তী শরাবের বাটি– যাতে সে মন্দিরে নেশাদায়ক বস্তু মিশিয়ে রেখেছে– সেগুলো বীরধনের ঠোঁটে লাগিয়ে দিলো। বীরধনের জন্য এক চুমুকই যথেষ্ট। কারণ, নালিনী জয়ন্তী সেখানে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ মিশিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই বেহুঁশ হয়ে যায় বীরধন। নীরবে উঠে বেরিয়ে রুমের দরজা বন্ধ করে দেয় নালিনী। সে অন্ধকারে মন্দির ত্যাগ করে।

***

রাতের তখন মধ্য প্রহর। বাইরে নীরব-নিস্তব্ধ। চাঁদ-তারার আলোকরশ্মিতে ঝলমলে স্বপ্নঘোর আলতো পরিবেশ অবলোকন করছে সে। দ্রুতবেগে নদীর বাঁকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে নালিনী– যার অপর প্রান্তে নাগ দেবতার মন্দির অবস্থিত। নদীটিতে সব সময় নৌকা থাকে। মৎস্যশিকারিরা সারাদিন এদিক-ওদিক মাছ পরিবহন করে। দিনভর কাজ করে ক্লান্ত-শ্রান্ত মাঝিরা নৌকাগুলো ভিড়িয়ে রাখে নদীর তীরেই। এরপর ফিরে যায় নিজ নিজ ঘরে।

এর আগেও কয়েকবার নাগ দেবতার মন্দিরে এসেছিলো নালিনী। নির্মলা দেবী তার সখী। এখন সে নির্মলা দেবীকে অবহিত করার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে। নির্মলা দেবী এই সময়ে শিব দেবতার গুপ্তচর। নালিনী একটি নৌকা খুলে নদীর গভীর দিয়ে চলতে থাকে। বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে আগত বাতাসের তোড়ধ্বনিতে কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে। দোদুল্যমান নৌকা ভিন্ন প্রবাহে চলমান। ঝোপঝাড়ের নিচে অন্ধকারের মুসাফির নালিনী। অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও সে মন্দিরের অন্দরমহলের পেছন দিয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। নির্মলা তখন রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত ও পুনমের কক্ষে।

সে নালিনীকে দেখামাত্র গলায় গলা লাগিয়ে কোলাকুলি করে কপালে চুমা দিয়ে বললো– 'তোমার এই সময়ে আসা এ কথা প্রমাণ করে যে, তুফান আসার শঙ্কা দেখা দিয়েছে কিংবা তার সময় ঘনিয়ে আসছে! সুতরাং, যা বলার নির্ভয়ে বলো...। আমরা সবকিছুর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। দেখো! তুফানের মোড় কীভাবে ঘুরিয়ে দিই!'

নালিনী বীরধনের আসার কারণ জানাতে গিয়ে বললো– 'সে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত ও পুনমকে নিয়ে যেতে এসেছে।'

'তাদের মহাদেবীজি কি নিয়ে যেতে বলেছেন?'

নালিনী বললো– 'নির্মলাজি! তুমি তো এ বিষয়ে বেশ অবগত যে, মন্দিরের সবকিছুই বিক্রি হয়ে যায়! প্রথমে তো মহাদেবজি বেশ অসন্তুষ্টি

BanglaBook.org

দেখায়। কিন্তু রুমের বাহির থেকে আমি সব শুনেছি। যখন বীরধন তার সামনে অঢেল সোনা-রুপা পেশ করে, সে তখন চুপ হয়ে যায়। কারণ, তার পারিশ্রমিক তো জুটলো। বীরধনকে অনুমতি দেয়ার সময় সে বলে– সম্ভব হলে নির্মলা দেবীকেও উঠিয়ে নিয়ে আসবে!'

নির্মলা দেবী ক্ষোভে-ক্রোধে দাঁতে দাঁত খিঁচে বললো– 'বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। মহাদেবজি নির্মলা দেবীর শক্তিবল সম্পর্কে অজ্ঞাত। যারা রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত, পুনম ও আমাকে নিয়ে যেতে আসবে, গোটা বিশ্ব কাল দেখবে তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা কতো কঠিন! কেউ এই বেশরমদের শবদেহও ওঠাবে না! পূর্ণিমা রাতে আমাদের দেবতা আসবেন এবং মহাদেবজিকে বেহায়াপনার মজা দেখাবেন।'

অতঃপর সে রাজকুমারীকে লক্ষ করে বললো– 'নির্ভীকচিত্তে শঙ্কা, হীনম্মন্যতা, নিঃস্বতা ও অসহায়ত্বের প্রাচীর টপকে ফিরে এসো বাস্তব জীবনে। বাঁচো লক্ষ্যপূরণের পানে। নিজের মহত্ত্ব... নিজের পাওনা... নিজ ব্যক্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে লড়াই করো।'

অতঃপর সে তড়িৎগতিতে বেরিয়ে গেলো। অল্পক্ষণ পর হাতে দুটি খাপমুক্ত তরবারি ও বল্লম নিয়ে উপস্থিত হলো সে। পুনম ও রাজকুমারীর সামনে বর্শা ও তরবারি রেখে বললো– 'আমার শরীরে যতোক্ষণ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র রক্ত অবশিষ্ট থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধাস্ত্র হাতে নিতে হবে না। যখন তোমাদের নরপশুরা নগ্ন থাবা মারবে, তখন বুঝে নিও আমি ভগবানের ডাকে সাড়া দিয়েছি। মৃত্যু তো নাছোড়বান্দা। আমি দৃঢ় বিশ্বাসী– ভগবান আমায় এ উদ্দেশ্যের জন্যই জীবিত রেখেছেন!'

এ বলে বেরিয়ে যায় নির্মলা। তার সাথে ছিলো নালিনীও। সোজা সে পুরনো আস্তানায় পৌঁছায়। পাথরের উঁচু চত্বরে উঠে এদিক-ওদিক তাকায়। এরপর সগৌরবে নিজেকে জাহির করে বিরহের গান গায়–

'ভগবান! তোমার দুনিয়ায় নেই কোনো ইনসান
মসজিদ-মন্দির সবই আছে নেই যে ইমান।'

তার চোখে অশ্রুর স্রোত। আবেগভরা কণ্ঠ। নালিনীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। নির্মলা দেবীর আওয়াজ শুনে অসংখ্য ছোট-বড় নাগমণি ফণা তুলে ফুঁসফুঁসিয়ে চত্বরের চারপাশ ঘিরে ধরলো।

নালিনী এসব দেখে ভীষণ ভীত হয়ে পড়লো। নির্মলা দেবী বললো– 'ঘাবড়ে যেও না! তারা তো আমার দুগ্ধজাত সন্তান। এসব নির্বাক প্রাণী হৃদ্যতার-মহব্বতের। তুমি কি লক্ষ করোনি, আমার আওয়াজ শুনে তারা কীভাবে ছুটে এসেছে? তোমার ঘুমের চাপ বেড়ে গেছে। শিশিরসিক্ত রাত...

BanglaBook.org

যাও, নির্ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি সকাল পর্যন্ত তাদের আদর-সোহাগে ভরিয়ে তুলবো। তাদের কথা শুনবো আমি, আমার কথাও শুনবে তারা। সবাইকে বীরধনকে স্বাগত জানানোর নিয়ম-কানুন অনুশীলন করাবো।'

আদর করে বড় একটি নাগকে চুমোচ্ছে নির্মলা। সাপটি খুবই মজা করে তার কোলে, বাহুতে ও কাঁধে লেপটে প্যাঁচ খাচ্ছে। নির্মলা বলছে– 'কতোই না উত্তম সঙ্গী তোমরা! তোমরা আমার দুগ্ধজাত সন্তান, আমার ইজ্জতের রক্ষক। কাল তোমাদের মায়ের ইজ্জতের ওপর হামলাকারী সৈন্য আসছে। আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন নারীর ন্যায় নিজ মায়ের সম্মান রক্ষা করবে।'

এভাবে নির্মলা বাক্যালাপ করছে সাপের সাথে, যেন সাপেরা বুঝছে তার ভাষা। মাঝেমধ্যে সাপগুলো এমন ক্রুদ্ধ গর্জন করছে, বাস্তবেই যেন ওরা বুঝে চলেছে নির্মলার কথা। সে সাপগুলোকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো– 'শান্ত হও! এখন না, সকালে। তোমাদের শত্রুর পরিচয় দেবো, তারপর কাউকে আমৃত্যু ছাড়বে না।'

এভাবেই সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে একসময় বিদায় নেয় রাত। চিকচিক করে হেসে ওঠে সূর্যের রক্তিম আভা। নালিনী ও নির্মলা স্নান করতে নদীতে যায়। তাদের সঙ্গে যেতে থাকে নাগও।

নির্মলা দেবী নদীতে গিয়ে নালিনীকে জিজ্ঞেস করলো– 'ওরা কতোজন হবে, নালিনী!

'প্রায় ষাটের কাছাকাছি,ওরা সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।'

নির্মলা দেবী মৃদু হেসে বললো– 'ভগবান যদি চায়, কেউ মৃত্যু থেকে পালাতে পারবে না। তোমার ধারণামতে তারা এখানে কখন পৌঁছাবে?'

নালিনী বললো– 'আমি বীরধনকে নেশা পান করিয়ে রেখেছি। যদি কেউ তাকে না জাগায়, তবে দুপুর পর্যন্ত নিদ্রিত থাকবে সে।'

এক সাপুড়েকে রাস্তায় নির্মলা বললো– 'তুমি নদীর তীরে অবস্থান করো, নদীর ওই পাশে খেয়াল রেখো। যখনই কোনো নৌকা দেখতে পাবে তৎক্ষণাৎ আমাকে অবগত করবে।'

এ কথা বলে সে রওনা হলো। ফিরে নির্মলা তাকে বললো– 'দাঁড়াও! আমাকে দুটো ডাব এনে দাও। আজকে আমার বোনকে ডাবের পানি পান করাবো।'

পোঁটলা রেখে বানরের ন্যায় উঁচু ডাব গাছে দুই লাফে উঠে গেলো সাপুড়ে। দু-তিনটে ডাব ছিঁড়ে নিচে নামলো সে।

নির্মলা দেবী বললো– 'আমার দুটোই যথেষ্ট। বাকি সব তুমি নিয়ে যাও। ও হ্যাঁ, আজকে বীণ বাজিয়ে স্রেফ সাপকে আনন্দ দেবে, কোনো সাপকে স্পর্শ করবে না।'

BanglaBook.org

সাপুড়ে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'দেবীজি, ওদিক থেকে কারা আসছে?'

'আমার শত্রু।'

'আপনার শত্রু! এখানে যে কেউ আসুক না কেন, কাউকেই জীবিত যেতে দেয়া হবে না। আমি আমার স্বজাতি সবাইকে ডেকে এনে ওদের নির্মমভাবে হত্যা করবো।'

নির্মলা দেবী হাস্যমুখে বললো– 'তারা পঞ্চাশ-ষাটের মতো হবে। তাদের সাথে আমাদের আচরণের ধরন ভালোই জানা আছে তোমার। তোমার গোত্রকে এ ব্যাপারে অবহিত করলে বেশ ভালো হতো!'

সাপুড়ে বিদ্যুৎগতিতে দৌড় দেয়। কথাগুলো আওড়াতে আওড়াতে চোখের আড়াল হয়ে যায় সে।

নির্মলা-নালিনী নারকেলের পানি পান করে অল্পস্বল্প ফোপরও খেলো। ফের রওনা হলো মন্দিরের উদ্দেশে।

রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত আর পুনম স্নান সেরে চৌকান্না হয়ে বসে আছে। উভয়ে তরবারি জোগাড় করে রেখেছে...। রাজকুমারীর চোখে ভাসছে জীবনের নতুন রঙ। কপালে চমকাচ্ছে উজ্জ্বল তিলক।

নির্মলা দেবী রাজকুমারীকে জড়িয়ে ধরে বললো– 'তোমার ভেতর জীবনের নিস্তেজ ফুলকে সতেজ করার লক্ষ্যে আপন হাতে তরবারি তুলে দিচ্ছি। তুমি মহারাজার রাজকন্যা, ভগবানের নিজ কৃপায় মহারানি হবে তুমিই। তুমি তো অবগত আছো যে, রাজসিংহাসন কেবল তার সাথেই ওফাদারি করে, যে বিপৎসংকেতের সাথে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে অভ্যস্ত। মহারানির পাঠানো লোকদের উচিত শিক্ষা দিতে আমি একাই যথেষ্ট।'

নির্মলা তার সঙ্গে নাগগুলো নিলো এবং নাগ দেবতার কুঠিরে আবদ্ধ করে রাখলো। সর্প পূজারিরা দুধভর্তি পেয়ালা লাইন করে রাখলো।

রাজকুমারী, পুনম ও নালিনীকে উদ্দেশ করে নির্মলা বললো– 'তোমাদের ইচ্ছেমতো যেখানে মন চায় সেখানে বিশ্রাম নাও, আমি বিচক্ষণতার সাথে অপেক্ষার প্রহর গুনছি। ওরাতো এখানে দুপুরের আগে পৌঁছাতে পারবে না। আমি আমাদের কিছু কৌশল ঠিকঠাক করে রাখি– যাতে আমাদের শত্রুরা ধারণা না করে যে, আমরা অভিমান ও ভালোবাসার বিলাসিতাকে ভয়ের মাধ্যমে পরিবর্তন করেছি।'

নির্মলা সত্যিকার দেবী। তার মধ্যে পাহাড়ের মতো অবিচলতা ও অগ্নিবাতাসের বিপজ্জনকতা আছে।

BanglaBook.org

সূর্য তার আলোকময় চেহারাটা প্রকাশ করলো। মন্দির ফেরত পেলো তার জীবন। নৌকা তুললো তার পাল। পাখিরা পেলো তার জীবনোচ্ছ্বাস। পাখপাখালি ভরে উঠলো তার পূর্ণ যৌবনে। হরে রাম হরে রাম আওয়াজ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলো। নির্মলা দেবী যখন নিজ কক্ষ হতে বের হলো, তখন সে ছিল সবুজ শাড়ি পরিহিত। মাথায় সোনার ঝুমুর– যা থেকে মণি-মুক্তার আলো চমকাচ্ছে। সে রাজকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করার সাথে সাথে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

নির্মলা মৃদু হেসে বললো– 'আরে তোমরা দিশাহারা হচ্ছো কেন? আমি কি ভূত-প্রেত?'

'না!' রাজকুমারী বললো– 'নির্মলা! ভগবান তোমার মধ্যে এমন লাবণ্যতা দিয়েছেন– যা আমার অন্তরাত্মাকে নাড়িয়ে তুলেছে।' নির্মলার প্রতিটি অঙ্গই আকর্ষণীয়। তার মধ্যে ছিলো বিশেষ ধরনের কোমলতা ও কমনীয়তা।

নির্মলা অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'আজ শত্রু শত্রু খেলা। আজ দেবতার আমানত হেফাজতের দিন। আজ যাবো বধ্যভূমিতে!'

সে আরো বলার ইচ্ছা করলো, কিন্তু হঠাৎ 'দেবীজি দেবীজি' নামে উচ্চস্বরে বাইরে থেকে আওয়াজ এলো।

নির্মলা দেবী কাশির কণ্ঠ শুনে চিনতে পারলো। কারণ, কাশি তাকে রাজকুমারীর কক্ষে আরেকবার ডাকলো। কাশির শ্বাসের ভীষণ আওয়াজ হচ্ছিলো, কারণ সে বহুদূর থেকে দৌড়ে এসেছে।

নির্মলা বললো– 'কাশি, তোমার কী হয়েছে? এতো ঘাবড়ে আছো কেন? তারা কি চলে এসেছে?'

সাপুড়ে কাশি করজোড়ে বললো– 'দেবীজি! দেবীজি! সব সৈন্য এসে পৌঁছে গেছে!'

নির্মলা দেবী বললো– 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আরাম করে বসো। পরে সব কিচ্ছা-কাহিনি বয়ান করো।'

রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত, পুনম ও নালিনী কথা শোনার সাথে সাথে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কাশির দিকে তাকিয়ে আছে। অতঃপর কাশি তার বয়ান শুরু করলো– 'দেবীজি! ওরা তো সমুদ্রের দিক থেকে আসছে! তাদের দুমুখো নৌকা দেখা যাচ্ছে। ক্রমশ তারা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। যখন তারা আমার নিকটস্থ হলো, লক্ষ করলাম তারা প্রায় দুই হাজারের মতো সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। আমি উঁচু একটি গাছে উঠে দেখলাম! এখন আপনার রায় কী? তাদের আসার পথে কি বিষাক্ত সাপ ছড়িয়ে দেবো?'

নির্মলা বললো– 'নালিনী, কী অবাক কাণ্ড! তুমি বলেছো ওরা পঞ্চাশ-ষাট জন হবে, আর কাশি বলছে দুই হাজারের মতো হবে! এতো তফাত কেন?'

BanglaBook.org

নালিনী বললো– 'এরা হয়তো অন্য কেউ হবে অথবা এগুলো মানুষ নয়, নৌকা-টোকা হবে! হতে পারে তারা মহারাজা কৃষ্ণের লোক। শুনেছিলাম, মহারাজা কৃষ্ণ মুসলিম জাতির কাছে পরাজিত হয়ে পিছপা হয়ে ফিরছে।'

'তুমি ঠিক বলেছো। কারণ, ওরা যদি বীরধন বাহিনী হতো, সমুদ্র উপকূলীয় রাস্তা দিয়েই আসতো! কেননা ওরা শিব দেবতার মন্দিরে অবস্থানরত। এরা হয়তো ভারতের দূরতম এলাকার যাত্রী হতে পারে।'

তারপর সে সাপুড়েকে বললো– 'চলো, আমি স্বচক্ষে দেখবো।'

নির্মলা দেবী মন্দির থেকে বেরোতেই দেখে ওরা সাগরের পশ্চিম প্রান্তের জঙ্গল থেকে বেরোচ্ছে। সুশৃঙ্খলভাবে খুব তাড়াতাড়ি সামনে এগোচ্ছে। সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। ওদের অগ্রভাগে এক বুড়ো হাঁটছে। তার মাথায় মোটা পাগড়ি। এরা সংখ্যায় দুই হাজারের মতো। তাদের সাথে আকর্ষণীয়া নর্তকীও আছে। আশপাশে আছে ঘোড়সওয়ার নওজোয়ান ও বুড়ো। গায়িকারা গেয়ে চলেছে গীত।

সব সাপুড়ে নির্মলা দেবীর চারপাশে। সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে।

কাশি বললো– 'দেবী! আমি তাদের মধ্যে ভয়াল চিত্র দেখছি!'

'না!' ভরসার সুরে বললো নির্মলা– 'এ যাত্রী কোনো চোর-ডাকাত, সন্ত্রাস-খুনি বা যোদ্ধার মতো নয়।'

নির্মলা মন্দিরের বাইরে উঁচু শূন্যস্থানে দাঁড়িয়ে আছে... তার শাড়ির আঁচল উড়ছে বাতাসে... সাপুড়ে সব তার আশপাশে অবস্থানরত। ধীরে ধীরে তাদের নিকটে আসে কাফেলা! বুড়ো করজোড়ে নমস্কার জানায়। নমস্কার বললো কাফেলার সকলে।

নির্মলা উচ্চস্বরে বললো– 'তোমরা কারা? কী জন্য এসেছো এখানে?'

বুড়ো বললো– 'ভারত-বাংলার বাসিন্দা আমরা! শিব দেবতা ও নাগ দেবতার মন্দির ভ্রমণই আমাদের উদ্দেশ্য।'

নির্মলা বললো– 'যাত্রীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কেন?'

তখন এক ঘোড়সওয়ার নওজোয়ান যথেষ্ট শিষ্টাচার রক্ষা করে জবাব দিলো– 'পুণ্যাত্মা দেবীজি! দিনকালের অবস্থা ভালো নয়! বঙ্গ-আসামের রাজার মাঝে শত্রু শত্রু খেলা! এমন পরিস্থিতিতে সশস্ত্রে থাকাই শ্রেয়!'

নির্মলা দেবী হাত জোড় করে নমস্কার জানালো! এরপর বড্ড ভালোবাসার সুরে বললো– 'ক্ষমা করবেন! না জেনে কতো কথাই না বলে ফেলেছি!'

বুড়ো বললো– 'বেটি! আমরা জানতে চাচ্ছি, মন্দিরে বখাটে লোকেরা নাকি অপকর্ম চালায়!'

BanglaBook.org

নির্মলা বললো– 'বাবাজি! লোকজন এখানে জোর করে প্রবেশ করে!'

যুবক তীর্থযাত্রীরা নির্মলাকে বললো– 'দেবী বোন! মন্দিরে কথাবার্তা বলা উচিত মনে করলে একটা কথা বলি! আমরা তোমার বিপদে সাহায্য করবো।'

নির্মলা বললো– 'ধন্যবাদ ভাই! তোমরা আমাদের মেহমান। তোমাদের কোনো রকম পেরেশান করবো না! আমরা ভালোভাবে শত্রুদমন করবো। তোমরা স্নান করে খেতে বসো। খাওয়াদাওয়া সেরে আরাম করো। বেশ ক্লান্ত লাগছে তোমাদের।'

কাশি দুপুরে আবার দৌড়ে এসে নির্মলাকে বললো– 'দেবীজি! ওরা আসছে! দুটি নৌকা নদীর কূল ঘেঁষেই এদিকে আসছে!'

'ঠিক আছে।' নির্মলা বললো– 'তোমরা সবাই নিজ নিজ সাথিদের নিয়ে এখানে অবস্থান করো... প্রয়োজনে তোমাদের ডাকা হবে। সবাই নাগ দেবতার অবস্থানকেন্দ্রের চারদিক জমিয়ে বসো।'

নাগ দেবতার প্রশস্ত কক্ষের চারপাশে বসলো সাপুড়েরা।

বীরধনজি তার সাথিদের নিয়ে সোজা মন্দিরের অন্দরমহলে ঢুকে পড়লো! তার চালচলনে রয়েছে অবাধ্যতার ছাপ। হাঁটা দেখেই মনে হচ্ছে, সে একটা বনমানুষ। সে হেঁটে হেঁটে নাগ দেবতার অবস্থানকেন্দ্রের কাছে গিয়ে এক দেবদাসীকে বললো– 'আমি নির্মলা দেবীর সাথে সাক্ষাৎ করবো।'

দেবদাসী একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললো– 'নাগমাতা দেবী এখানে আছেন!'

'ও' বীরধনজি বললো– 'দেবীকে আমাদের আগমনের খবর দাও এবং রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত কোথায় আছে তা-ও জিজ্ঞাসা করো।'

দেবদাসী না জানার ভান করে মাথা নেড়ে বললো– 'মহারাজ! আমি নতুন, কিছুই জানি না।'

বুড়ো ও যুবক যাত্রী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতাবস্থায় বীরধনকে পাশ কেটে যাচ্ছে। সে তাদের থামিয়ে বললো– 'কারা তোমরা? কেনই বা এসেছো?'

করজোড়ে বুড়ো বললো– 'আমরা তীর্থযাত্রী।'

'কোত্থেকে এসেছো?'

'আমরা বাংলার বাসিন্দা!'

বীরধন কড়া দৃষ্টিতে যুবকের দিকে তাকিয়ে বললো– 'নাম কী তোমার?'

'আমার নাম অশোক। কিন্তু তুমি কে? তদন্তকারীর ন্যায় কেন প্রত্যেককে প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছো? এটা মন্দিরের মানহানি। আর মন্দিরের মানহানি করার কারো অধিকার নেই!'

BanglaBook.org

তরবারির মুঠোতে হাত রেখে বীরধন বললো– 'তোমার আচরণ ভালো মনে হলো না। তুমি বদমেজাজি লোক। পথভ্রষ্টদের সঠিক পথ দেখাই আমরা! বুঝলে?'

যুবক অশোক তরবারিতে হাত রেখে বললো– 'আমি কোনো অকর্মণ্য লোক নই। ভগবানের দেবতার যাত্রী আমি। অবশ্যই তোমার দেমাগ খারাপ হয়ে গেছে!'

তখনই নির্মলা দেবী তার সমস্ত সৌন্দর্য-রূপ নিয়ে নিজ কক্ষ থেকে বের হলো।

বীরধন অপলক দৃষ্টিতে নিতান্ত বোকার মতো নির্মলার দিকে চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে সে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে বললো– 'তুমিই হয়তো নির্মলা দেবী!'

'তুমি ঠিকই চিনেছো।' বললো নির্মলা দেবী– 'এখন বলো, কী কাজে তুমি এখানে এসেছো?'

বীরধন বললো– 'আমার নাম বীরধন, আমি মহারানির দূত।'

'আচ্ছা! তো কী জন্য তোমাকে পাঠিয়েছেন মহারানি?'

সে এদিক-ওদিক বুড়ো, নওজোয়ান ও সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'এরা কি তোমার দেহরক্ষী?'

নির্মলা বিরক্ত হয়ে বললো– 'মুখ সামলে কথা বলো! দেবী-দেবতার জন্য কোনো দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই!'

'তো তারা এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন? তোমার সাথে একান্ত কিছু কথা আছে।'

যুবক যাত্রী তার নিকটে এসে বললো– 'তুমি সীমা লঙ্ঘন করছো কিন্তু! এটা ভগবানের ঘর, এখানে কারো দাদাগিরি চলে না। এটা কি তোমার ঘর যে, যত্রতত্র প্রবেশ করবে? আমরা যাত্রী, যেথায় মন চায় যেতে পারবো। দেবীজির সাথে কোনো কথা থাকলে আমাদের সামনে বলো।'

নির্মলা দেবী বললো– 'রাজকুমারী সম্পর্কীয় কোনো কথা থাকলে কক্ষে আসো আমার সাথে।'

'তোমার সৈন্যরা কোথায়?'

'মন্দিরের বাইরে দরজার সামনে।'

নির্মলা এক পূজারিকে বললো– 'যাও, বাইরের সৈন্যদের অতিথি ভবনে বসতে দাও।'

নির্মলা দেবী বীরধনকে সাথে নিয়ে নিজ কক্ষে প্রবেশ করলো।

BanglaBook.org

নওজোয়ান অশোকের দিকে কোনা চোখে তাকিয়ে চুপিসারে বললো– 'বুড়ো! রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত এখানে?'

'হ্যাঁ', অশোক নিঃশব্দে বললো। ফের উদ্বেগে নিমগ্ন তারা।

নির্মলা বীরধনকে সামনে বসিয়ে বললো– 'কী বলতে চাচ্ছো, বলো!'

সে নির্মলার লাবণ্যময়ী সৌন্দর্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, তার চেহারায় শয়তানির ছাপ, ঠোঁটে রয়েছে ব্যাকুলতা।

নির্মলা বুঝতে পারছে তার উদগ্র বাসনার ব্যাপারটি। তার উগ্র বাসনা আরো বৃদ্ধি করার জন্য সুশ্রী নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছে সে। যখন প্রেম জোয়ারে পরিপূর্ণ ডুবে গেছে, শয্যায় শুয়ে আচমকা নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করলো– 'কী ব্যাপার! আমি তো রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কেন?' বললো নির্মলা।

বীরধন বললো– 'মহারানির চাহিদা।'

নির্মলা বললো– 'ঠিক আছে, এক দিন অপেক্ষা করো, কালকে সবাই চলে যাবে!'

'এক দিনও অপেক্ষা করা যাবে না।' বললো বীরধন।

'তাহলে ঠিক আছে। নির্মলাকে রেখে যাবে, বীরধন? আমার দিকে তাকাও!'

বীরধন নির্মলার দিকে তাকিয়ে বললো– 'এমন অনিন্দ্যসুন্দরীকে ছেড়ে যাওয়া তো অসহনীয়। কী আর করবো, আমি তো অপারগ! অল্প সময়ে সুন্দরী দেবী থেকে কিছু মজা নিবো।' এটা বলে উঠে দাঁড়ালো সে এবং দরজার ভেতরের শেকল লাগিয়ে দিলো।

নির্মলা বললো– 'এটা কী করছো, বীরধনজি! অবৈধ কাজ করবে বুঝি!'

বীরধন আগে বেড়ে নির্মলাকে স্বহস্তে জড়িয়ে চেপে ধরে বললো– 'আমার অন্তরাত্মায় প্রেমের আগুন ধরেছে! আমি দগ্ধ-বিদগ্ধ হচ্ছি! আমাকে জড়িয়ে ধরো!'

নির্মলা তার মজবুত হাতের পাঞ্জায় ছটফট করতে করতে বললো– 'আমি কিছুক্ষণের প্রেম-ভালোবাসার সম্মতি দিই না!'

বীরধন বললো– 'আমি তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাবো! সারাজীবন আমার পাশেই থাকবে, আমার অন্তরে তোমার ছবি আঁকবো।'

'ওয়াদা!' তার বক্ষে নির্মলা হাত রেখে বললো।

বীরধন হাঁপাতে হাঁপাতে বললো– 'পাক্কা ওয়াদা।'

BanglaBook.org

'তাহলে এখন আমাকে ছেড়ে দাও এবং শান্তিময় বিছানায় শুয়ে পড়ো! প্রেম-প্রীতির মধু আহরণ করো! আমি আগে আর কখনো তোমার মতো এমন উত্তেজক যুবক দেখিনি।'

কিছুক্ষণ পর নির্মলা বললো– 'তুমি হয়তো জানো না যে, আমি নাগিনী। আর নাগিনীর প্রেমের সংবিধান হচ্ছে সংসার সমূলে বিনাশ হওয়া... আজ তোমাকে রূপের আসল মধু খাওয়াবো– যাতে আমাকে ভুলে না যাও!'

বীরধন তার তরবারি হাতে নিলো। তখনই নির্মলার চোখে একপ্রকার নীল রঙ ভাসছে। নাগিনীর মতো মোচড় খাচ্ছে সে। ভয়ংকর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বীরধনের বুকে ঝুঁকে গেলো এবং বললো– 'সামলাও আমাকে! সামলাও! প্রেমের জোয়ার উঠেছে আমার অন্তরাত্মায়।'

বলতে বলতে সে বীরধনের ঘাড়ে মৃদু চুমোচ্ছে। বীরধন ঘাবড়ে গিয়ে উঠে যাওয়াতে নির্মলা বললো– 'কোথায় যাও? আমার মনে আগুন জ্বালিয়ে যাচ্ছো কোথায়? আজ নাগিনীর একটা গান শুনতে তোমাকে হবেই!'

বীরধন আলা-ভোলা হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে– 'নির্মলা দেবী... ভগবান! হচ্ছেটা কী! নাগিনী আমাকে ছাড়ো! তোমার প্রেমের স্রোত সহ্য করতে পারছি না! তোমার প্রেমের আগুনে দগ্ধ-বিদগ্ধ আমি। নির্মলা তার ঠোঁট বীরধনজির কালো মোটা ঘাড়ে বোলায়।'

নির্মলা চিৎকার করে বললো– 'ঘণ্টা দুই ঘণ্টার ব্যাপার মাত্র। তোমার এই ভীতি সত্বর নেশায় রূপান্তরিত হবে।'

নির্মলা বিষাক্ত সাপের মতো খুবই গভীরভাবে তার দাঁত বসিয়ে দেয় বীরধনের গলায়। বীরধনের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে। নির্মলা নাগিনীর মতো ঢুলছে। কিছুক্ষণ পর তাকে ছেড়ে দেয় নির্মলা। তার গোটা শরীর নীল রঙ ধারণ করে। নির্মলার ঠোঁটে লেগে আছে রক্ত। বাইরে বেরিয়ে আসে সে। ফিরে আসার পথে সে দূর-দূরান্তে বীরধনের সৈনিকদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পায়। গোঙাতে গোঙাতে সে নাগ দেবতার কক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'কাশিজি! কাশিজি!' নির্মলা উচ্চস্বরে ডেকে চলেছে। একটু পরই কাশি দৌড়ে এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলতে থাকে– 'নাগ দেবতা! নির্দেশ দিন!'

নির্মলা বললো– 'এই রাক্ষসদের ওপর আমাদের নাগমণিদের ছেড়ে দাও।'

কাশি দরজা খুললে হাজার হাজার ছোট-বড় সাপ ফণা তুলে বেরিয়ে এসে সিপাহিদের ধাওয়া করতে থাকে। এমন সময় নির্মলা কাশিকে উদ্দেশ

BanglaBook.org

করে বললো– 'গ্রামের সবাইকে মন্দিরের দরজায় পাহারায় বসিয়ে দাও– যাতে কোনো সৈনিক বাইরে বেরোতে না পারে।'

বৃদ্ধ যাত্রী ও অশোক আশ্চর্য ভঙ্গিতে নির্মলার পাশে বসে দেখে যাচ্ছে এসব দৃশ্য। নাগমণিরা লাফিয়ে দৌড়ে ফোঁসফোঁস করে করে সৈনিকদের দংশন করে চলেছে। রাজকুমারী ও পুনম নালিনীর সাথে বেরিয়ে আসে।

বৃদ্ধ যাত্রী মৃদুস্বরে অশোককে বললো– 'মাঝখানের এই মেয়েটি হচ্ছে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত। আমি তাকে ভালো করে চিনি। খুবই সচ্চরিত্রের অধিকারিনী সে।'

রাজকুমারী তরবারি কোষমুক্ত করে পলায়নপর সৈনিকদের ধাওয়া করে বলতে থাকে– 'অপদার্থ ভিতু জন্তুর দল! পালাচ্ছিস কেন? ভগবান আজ তোদের বেঁচে থাকার সব কটি দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছেন।'

এসব বলে বলে রাজকুমারী একজন সৈনিকের মাথায় তরবারি দিয়ে আঘাত হানে। মুহূর্তের মধ্যে তার শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মাথা। ওদিকে সাপের দল লাফিয়ে লাফিয়ে সৈনিকদের দংশন করেই চলেছে। ছোট রাস্তাগুলো ভরে উঠেছে বিষাক্ত সাপের কামড় খেয়ে মরতে থাকা সৈনিকদের লাশে। এদিকে মূল ফটকের সামনে থেকে সাপুড়েরা নিজ নিজ সাপগুলো লেলিয়ে দেয় সৈনিকদের পেছনে। নির্মলা জ্বলন্ত চোখ দিয়ে মৃত্যুর এই বিভীষিকাময় তামাশা দেখে চলেছে।

অশোক এগিয়ে এস রাজকুমারীকে উদ্দেশ করে বললো– 'রাজকুমারীজি! তোমার তরবারি এই নরপিশাচদের আঘাত করে রক্তাক্ত করার দরকার নেই। আমি মনে করি– এই সাপগুলোই এদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।'

রাজকুমারী অবাক চোখে অশোকের দিকে তাকায়। 'ভিনদেশি! কে তুমি?'

'আমি একজন তীর্থযাত্রী।' অশোক জবাব দেয়।

রাজকুমারী বললো– 'আমি তো তোমাকে কখনো দেখিনি!'

অশোক বললো– 'আমি ভোরে এখানে এসেছিলাম।'

বৃদ্ধ যাত্রী এগিয়ে এসে রাজকুমারীকে নমস্কার করে বললো– 'মা!'

রাজকুমারী অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'বাবা! কোথায় যেন আমি তোমাকে দেখেছি!'

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বললো– 'রাজকুমারী! আমার মতো গরিবকে হয়তো এখানেই দেখে থাকবে, আমি তো তীর্থযাত্রী।'

নির্মলা ধীর কদমে এগিয়ে আসে। তার চোখ ফুলে আছে রাগে-ক্ষোভে। নিস্তেজ হয়ে আসছে শরীর। বীরধনের সব সৈনিকের মরদেহ শীতল হয়ে

BanglaBook.org

এসেছে। মন্দিরের পূজারি ও দেবদাসীরা সারিবদ্ধভাবে নির্মলা দেবীর পেছনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। অশোক ও বৃদ্ধের অবশিষ্ট সাথিরাও এসে পৌঁছেছে। সকলেই গোখরা সাপের এই যুদ্ধ দেখে ভীতসন্ত্রস্ত। নিজ নিজ লড়াই থেকে নিরস্ত হয়ে সব কটি সাপ নির্মলার চারদিকে ঘোরাফেরা করছে।

রাজকুমারী নির্মলাকে উদ্দেশ করে বললো– 'নির্মলা দেবী! ওই বড় শয়তানটি কোথায়?'

নির্মলা মুচকি হেসে বললো– 'চিন্তা কোরো না, সবার আগে আমি তাকে আসল ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছি।'

নির্মলা সাপুড়ে ও পূজারিদের উদ্দেশ করে বললো– 'ওই হায়েনাগুলোর লাশ উঠিয়ে নিয়ে সাগরে নিক্ষেপ করো!'

সাপুড়ে ও পূজারিরা লাশগুলো ওঠাতে থাকলে নির্মলা চিৎকার দিয়ে বললো– 'বোকারা! এ কী করছো তোমরা?... কাশি তুমিও দেখছি পাগল হয়ে গেছো!... এই হায়েনাদের সারা শরীর বিষে ভরা। যে-ই তার শরীরে হাত লাগাবে, সে মারা যাবে। তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাও!'

এরপর সে দেবদাসীদের নির্দেশ দিয়ে বললো– 'তোমরা বিছানা-পাটি ধুয়ে ফেলো। কাশি! তুমি এদিকে এসো। একটি বুনো কুকুর আমার কক্ষে পড়ে আছে। তাকে যথাযথ নিয়মে বাইরে নিয়ে এসো। কারণ, সে এই কুকুরদের নেতা। এছাড়া আমার আশিকও বটে!'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নির্মলা। নবাগত তীর্থযাত্রীরা আশ্চর্যভঙ্গিতে এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে চলেছে। বীরধনের পা দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে টেনে বাইরে নিয়ে আসছে কাশি। বীরধনের সারা শরীর নীল হয়ে আছে। পড়ন্ত বিকেলের আগেই চুকে গেছে এসব খেলা। তীর্থযাত্রীদের আহার করানো হয়েছে। কেন জানি অশোক ও বৃদ্ধ যাত্রীকে বেশ ভালো লেগে যায় নির্মলার।

সে একজন দেবদাসীকে বললো– 'দেখো, অশোক ও বৃদ্ধ যাত্রী যদি বিশ্রাম না নিয়ে থাকে, তবে তাদের আমার কক্ষে নিয়ে এসো।'

কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ যাত্রী ও অশোক নির্মলার কক্ষে পৌঁছে যায়। নির্মলা তাদের সামনে বসিয়ে বলে– 'জানি না কেন তোমাদের আমার খুব আপন আপন মনে হচ্ছে। সম্ভবত এ জন্য যে, তোমরা আমাকে বোন বলে সম্বোধন করেছিলে।'

অশোক বললো– 'নির্মলা! আমি তোমাকে বোন ডেকেছি এবং অন্তর থেকেই ডেকেছি।... আর তুমি দেখতে পাবে– পদে পদে আমি তোমার মান-সম্মান বাড়ানোর চেষ্টা করে যাবো।'

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ, ভাই! জীবনভর আমি একজন ভাইয়ের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম। ভগবান আমার এই মনোবাসনাও পূরণ করলেন। আমি বড়ই ভাগ্যবতী। এসো, তোমাকে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। বেচারি বেশ দুঃখী। তার পিতা মহারাজকে মেরে ফেলা হয়েছে। তার চাচাতো ভাই কৃষ্ণকুমার রাজ্য সিংহাসন দখল করে নিয়েছে। এখন তার বজ্জাত পাষণ্ড মা এই নিরপরাধ মেয়েকে খুন করতে পাগল হয়ে আছে। তার সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে শিব দেবতা যদি না আসতেন এবং তিনি তার আশ্রয়ের সুবন্দোবস্ত না করতেন, তাহলে কবেই মেয়েটি শিব দেবতার মন্দিরের পূজারিদের দ্বারা ইজ্জত-আব্রু খোয়াতো! একসময় সে নির্মমভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হতো।'

'শিব দেবতা!' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলো– 'শিব দেবতা এসেছেন?'

'জি, বাবাজি!' নির্মলা বললো– 'তিনি আকাশের নীলিমা থেকে এসেছেন! আজ চাঁদের কতো তারিখ?'

বৃদ্ধ জবাব দিলো– 'আজ পূর্ণিমা রাত।'

নির্মলা আনন্দিত হয়ে বললো– 'পূর্ণিমা রাত! তাহলে তো আজই তিনি আসবেন। হয়তো এজন্যই আজ চারদিকে শুধুই রঙের ছড়াছড়ি!... দেবতা আসবেন। তোমরা দেবতাকে দেখলে তার সৌন্দর্য দেখে পাগল হয়ে যাবে!'

শিব দেবতার নামে নির্মলার দোলা লেগে যায়। তার চেহারায় কামনা-বাসনার গোলাপ উড়তে থাকে।

অশোক বললো– 'বোন নির্মলা! তুমি রাজকুমারীর ব্যাপারে কী যেন বলতে চাইছিলে?... আমার মনে হয়, সে বেশ দুঃখে ভারাক্রান্ত। তার সাথে সমব্যথী হওয়ার নিমিত্তে আমাদের সকলেরই উচিত তাকে দেখে আসা।'

নির্মলা দাঁড়িয়ে বললো– 'তাহলে চলো।'

নির্মলার পেছনে পেছনে অশোক ও বৃদ্ধ যাত্রী রাজকুমারীর কক্ষে যায়। রাজকুমারী দাঁড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো– 'নির্মলা, তুমি আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করলে! আজীবন আমি তোমার এই অনুগ্রহের কথা ভুলবো না।'

নির্মলা রাজকুমারী কপালে চুমু খেয়ে বললো– 'রাজকুমারী! আমি তোমার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করিনি। আমি তো আমার দেবতার সাথে কৃত অঙ্গীকার পালন করেছি মাত্র। আমাদের প্রেম-প্রীতি অন্য রকম। দেবতা যদি বলেন, তাহলে আমরা গোটা বিশ্বজগতের সাথে মোকাবেলা করতে পারি। এই পঞ্চাশ-ষাট জন লোক তো খুবই সাধারণ ব্যাপার।'

রাজকুমারী উৎকণ্ঠার সুরে বললো– 'সুমিতা ও কৃষ্ণ এই লোকদের মৃত্যুর খবর শুনে কিন্তু নীরব থাকবে না।'

BanglaBook.org

রাজকুমারীকে উদ্বিগ্ন দেখে নির্মলা বললো– 'দেখো, চন্দ্রকান্ত! ভবিষ্যতে যদি তুমি কোনো প্রকার পেরেশানি বা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করো, তাহলে আমি কিন্তু আর কখনো তোমার সঙ্গে কথা বলবো না। এই জীবন এতো দীর্ঘ নয়; মাত্র ঘণ্টা-দুই ঘণ্টার ব্যাপার। এতে সাহস ও ধৈর্য দিয়ে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যেতে হয়। তাহলে তুমি আজীবন মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যদি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জীবন কাটাতে থাকো, তাহলে মৃত্যু আসার আগেই তুমি মনে মনে মরে যাবে অথবা কোনো বাঘ এসে তোমাকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খেয়ে যাবে।... সুতরাং, যতোদিন জীবিত থাকবে নির্ভীকচিত্তে বীরের মতো বেঁচে থাকবে।... কটি কুকুর মরে গেছে– এতে কী হয়েছে? কোনো আকাশ তো আমাদের মাথায় ভেঙে পড়েনি!'

রাজকুমারী তরবারি হাতের মুঠোতে নিয়ে বললো– 'নির্মলা! ইতোপূর্বে আমি এতোটা দুর্বলচিত্তধারী ছিলাম না। পিতাজি মহারাজের মৃত্যু আমাকে ভীত করে রেখেছে। নির্মলা! এই জগৎ-সংসারে আমি বড্ড একা। নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতা আমার ভেতরটা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে আমি ভীষণ ভেঙে পড়েছি। এছাড়া ঘরছাড়া ওই কয়েদির জন্য আমি ভীষণ দগ্ধ ও অনুতপ্ত– যে শুধু আমার জন্যই এক নির্মম শাস্তির মুখে পড়ে আছে। কী অবস্থায় যে সে আছে! ওই নির্দোষ লোকটির বিপদের কথা স্মরণ হলে আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারি না।'

অশোক বললো– 'রাজকুমারী! এই মুহূর্তে আমি তোমার জন্য একজন ভিনদেশি বৈ কিছু নয়। কিন্তু আমি আশা রাখি– আগামীতে আমরা আর অপরিচিত ভিনদেশি থাকবো না। মনে হচ্ছে, সামনের দিকে আমাদের উভয়ের গন্তব্য অভিন্ন পথেই এগোবে। আমি কি তোমার কাছে জানতে পারি, কে সেই লোক– যে শুধু তোমারই জন্য নিজেকে এমন বিপদের মুখে দাঁড় করিয়েছে?... হয়তো তার জন্য আমরা কিছু করতে পারি...।'

রাজকুমারী বললো– 'ভিনদেশি! আমি তোমাকে আমার দুঃখের কথা বলে দুঃখ দিতে চাই না। তোমাকে ধন্যবাদ।'

বৃদ্ধ যাত্রী বললো– 'মা নির্মলার মুখে তোমার ব্যাপারে যা কিছু শুনলাম, তা বেশ দুঃখজনক। কিন্তু মা, নিরাশ হওয়া ঠিক নয়। দুঃখে-সুখেই তো জীবন। আমি তোমার জন্য শুভ সমাচার নিয়ে এসেছি। আমি বাংলা থেকে এসেছি। বাংলার হাকিমের বাহিনী মহারাজা কৃষ্ণকুমারকে পরাজিত করতে করতে এগিয়ে চলেছে। আমি শুনেছি– বাংলার হাকিম আসাম পর্যন্ত মহারাজাকে এভাবে ধাওয়া করতে থাকবেন।'

রাজকুমারী সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো– 'বাবা! ঘটনা কি সত্যি?'

BanglaBook.org

অশোক রাজকুমারীর কথা প্রসঙ্গে বললো– 'কদিন পরেই তুমি এই ঘটনার সত্যতা নিজ চোখে দেখতে পাবে। আমি তো এটাও শুনেছি যে, মুসলিম হাকিম এই দুর্দশা থেকে তোমাকে মুক্ত করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন।'

রাজকুমারী আনন্দে কেঁদে উঠে বললো– 'তোমরা আমার এই দুঃসময়ে মন ভুলাবার চেষ্টা কোরো না। আচ্ছা, মুসলিম হাকিমের কী ঠেকা পড়লো এ ব্যাপারে! এছাড়া তোমরা তো তীর্থযাত্রী, ঘটনার এতো গভীরতা তোমরা জানলে কী করে?'

বৃদ্ধ বললো– 'মা, তুমি আমাদের মিথ্যাবাদী মনে কোরো না। আমরা মিথ্যুক নই। সফরের বেলায় কিছু সময় আমরা মুসলিম হাকিমের সঙ্গে ছিলাম।'

রাজকুমারী বললো– 'তুমি তাঁর কয়েদখানায় ছিলে?'

'কয়েদখানায় নয়।' বৃদ্ধ বললো– 'তিনি আমাকে আসাম নেতাদের আক্রমণের আশঙ্কায় নিজ অবস্থানস্থলে বাধা দিয়ে রেখেছিলেন।... আসাম মহারাজার বাহিনী পরাজিত হয়ে পিছু হটে এবং তার সেনাপতি বিক্রম মারা যায়। তখন হাকিম আমার সফর অব্যাহত রাখার অনুমতি দেন। সাথে দুটি বড় নৌকা দেন সমুদ্রপথে সফর করার জন্য।'

রাজকুমারী বললো– 'তুমি বিক্রমকে চেনো?'

বৃদ্ধ বললো– 'আমি চিনি না ঠিকই, কিন্তু শুনেছি যুদ্ধে মহারাজা কৃষ্ণের ডান হাত বিক্রম খুন হয়েছে। ওই সময়ে বাংলার হাকিম বাদশাহ আলি কুলি খানকে এ কথা বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– আমি জুলুমবাজ অত্যাচারী মহারাজাকে মৃত্যুর সীমান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করতে থাকবো।... চন্দ্রকান্ত আমার মেয়ে। আমি তাকে হায়েনাদের সামনে নিঃস্ব ছেড়ে দিতে পারি না। ওখানে হাশিম নামীয় এক মুসলিম নেতার ছেলের ব্যাপারেও কথাবার্তা চলে– এ মুহূর্তে সে আসামের জেলখানায় বন্দী।... এখনো কি আমি সন্দেহভাজন?'

'না!' রাজকুমারী আর্তচিৎকারে ফেটে পড়ে জবাব দিলো– 'তুমি সত্যই বলছো। আমার মুক্তিদাতার জন্য আমি আশীর্বাদের হাত উঁচু করে রেখেছি। এখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি, জালিমদের হিসাবের দিন আরম্ভ হয়ে গেছে।'

'নিশ্চয়!' বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী বললো– 'আমি ওই মুসলিম শাসককে সব সময় সত্য বলতে এবং সত্য পথে চলতে দেখেছি। তিনি যা-ই বলেন, তা-ই পূরণ করে দেখান। মা! এ মুহূর্তে সারা বিশ্বের মাঝে আলি কুলি খাঁনের চেয়ে অধিক সহমর্মী ও সহায় দ্বিতীয় আর কেউ নেই।'

এই ক্ষণে রাজকুমারীর চেহারায় তৃপ্তির ফুল ফুটলো।

BanglaBook.org

রাজকুমারী বললো– 'বাবাজি! নারাজ হবে না। বাংলার হাকিম তো সত্যবাদী ঠিকই, কিন্তু নিজের ব্যাপারে তোমার কী অভিমত?'

'বুঝলাম না।' বৃদ্ধ বললো– 'আমি তোমার কথা বুঝতে পারিনি, মা!'

রাজকুমারী বৃদ্ধের হাতটি তার হাতে নিয়ে বললো– 'বাবাজি! আমার চোখ যদি দ্বিধাগ্রস্ত না হয়, তাহলে নিকট অতীতে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।... সম্ভবত কয়েকবারই তোমাকে দেখেছি।... আমার মনে হয়, তোমাকে ভদ্রেক গ্রামে দেখেছি।... তুমি ভদ্রেকের মৌয়াল নও তো?'

'না!' বৃদ্ধ বললো– 'হয়তো তাকে দেখতে আমার মতো মনে হয়।'

রাজকুমারী নিশ্চুপ।

অশোক বললো– 'আমরা হিন্দু। হিন্দুঘরে আমাদের জন্ম। হিন্দু সমাজের জীবনাচার ও কৃষ্টি আমরা ভালো করে জানি। আজ যা কিছু আমাদের সমাজে, আমাদের ঘরের অভ্যন্তরে এবং মন্দিরে চলছে– সে ব্যাপারে আমরা ভীষণ লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন। সর্বত্র অন্ধকার আর অন্ধকার। কোথাও একটুখানি শান্তি বা নিরাপত্তার পরশটুকুও নেই। অন্যায়ের নিকষ কালো অন্ধকার আমাদের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। আমাদের অনেক তীর্থযাত্রী মুসলিম শাসক আলি কুলি খানের প্রজা। আমরা মুসলমানদের খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাদের সামাজিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছি। তারা নিজেদের উত্তম চরিত্র ও পবিত্র জীবনাচারের মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় সকলকেই বেশ প্রভাবিত করে রেখেছে। সেই দিন বেশি দূরে নয়, যখন গোটা ভারতবর্ষ তাদের ত্রাতা ও মুক্তিদাতা হিসেবে ভাববে এবং সম্মান জানাবে।'

নির্মলা চুপচাপ বসে আছে। তার চোখে গভীর চিন্তার রেখা।

অশোক বললো– 'বোন, নির্মলা! কী ভাবছো তুমি?'

নির্মলা হকচকিত হয়ে বললো– 'না, ভাই! আমি এক কল্পনায় আছি।... আমার কর্ণকুহরে জগতের সর্বোৎকৃষ্ট অশ্বারোহীদের ঘোড়ার টগবগ শব্দ গুঞ্জরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে– দীর্ঘকাল ধরে আমি ওদের স্বপ্ন দেখে চলেছি– যাদের আলোচনা করছো তোমরা।'

বৃদ্ধ যাত্রী ও অশোক বেশ কিছুক্ষণ রাজকুমারীর কাছে বসে এরপর চলে যায়।

রাজকুমারী কান্না শুরু করে দেয়।

নির্মলা জিজ্ঞেস করে– 'কেন, কী হয়েছে? কান্নার কী উপলক্ষ আবার হাতে এলো?'

'আমি তো কাঁদছি না।... এটা তো খুশির চূড়ান্ত রূপ! আর তোমার তো জানা থাকার কথা– কেউ যখন আনন্দের চরম সীমায় পৌঁছায়, তখন অনায়াসে

BanglaBook.org

তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা।... সবদিক থেকেই আমি নিরাশ ছিলাম। যেদিকেই চোখ যেতো কোথাও বিন্দুমাত্র আলোর দেখা পেতাম না।... আমার কী ভাগ্য, ভগবান আমার জন্য অপ্রতিরোধ্য এক বাহিনী তৈরি করে পাঠাচ্ছেন।... এবার আমি নিশ্চিত– আমার শত্রু, যারা গোটা মানবতারই শত্রু– তারা নিজেদের নির্মম পরিণতি থেকে আর বাঁচতে পারবে না। আমি শুনেছি, বাংলার হাকিম যেখানেই অন্যায় বা জুলুমের কথা শুনতে পান, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়েন তুমুল ব্যগ্রতায়। আমার কতো সৌভাগ্য যে, আমিও এই পৃথিবীর বুকে ন্যায়-ইনসাফের মশাল প্রজ্জ্বলিত হতে দেখবো। অন্ধকার থেকে মুক্তি মিলবে আমারও।'

নির্মলা দাঁড়িয়ে বললো– 'বসন্তের সুনির্মল বাতাস তো দেখতে পাচ্ছি আমিও।'

বাইরে বেরিয়ে এলো নির্মলা। দ্রুতপায়ে সে মন্দিরে পৌঁছে দেবদাসী ও পূজারিদের বললো– 'আজ পূর্ণিমা রাত। শিব দেবতা আসবেন। মন্দিরে বেশি করে বাতি ও মশাল জ্বালিয়ে রাখো। ফুলে ফুলে ভরে তোলো চারদিক। আনন্দের গান গাইতে থাকো। দেবতার মনতুষ্টি হয় এমন গান-বাদ্য ও নৃত্যের প্রস্তুতি নাও।'

সাথে সাথে সব দিক থেকে শুরু হয় নানা রঙের আলোর ঝলকানি। সূর্য ডুবে গেলে আকাশে দেখা যায় তারকাদের ঐন্দ্রজালিক ঝলক। রাতের প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেলে নির্মলা মশালবাহীদের মিছিল নিয়ে সাগরপাড়ে অবস্থান নেয়। সাগরের স্থির পানিগুলো চিকচিক করতে থাকে মশালের আলোয়। নির্মলার চোখে কামনার ঢেউ। একটি নৌকা দ্রুতবেগে এদিকে আসছিলো। বাতাসের তালে তালে সেটি এদিকেই ধেয়ে আসছে। এটি ছিল শিব দেবতার নৌকা। তিনি নৌকার এক পাশে বসে আছেন। তাঁর ডান হাতে লম্বা একটি বর্শা। বাঁ কাঁধে তিরে ভরা ধনুক ঝুলে আছে। একজন মাঝি পাল ও বৈঠা নিয়ন্ত্রণ করছে, আরেক মাঝি হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে নৌকাটি সাগরপাড়ে এসে ভেড়ে। শিব দেবতা সাগরপাড়ে পা রাখতেই নির্মলা এগিয়ে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে ফুল ছিটাতে থাকে তার পায়ে। এরপর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। শিব দেবতা নিচে ঝুঁকে নির্মলাকে ওপরে তোলেন। তার ফুলের মতো সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে বলেন– 'নির্মলা! তোমাকে ছেড়ে আমি বেশ উদাস ছিলাম!'

নির্মলা তার ওড়নার আঁচল দিয়ে অশ্রু মুছে বললো– 'এ তো দেবতারই কৃপা। নইলে আমি কি এর উপযুক্ত যে, দেবতা আমাকে স্মরণ রাখবেন!'

BanglaBook.org

শিব দেবতা নির্মলার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে বললেন– 'নির্মলা! তোমার ভালোবাসা শিরা-উপশিরায় এমনভাবে ছড়িয়ে আছে, ভোরের শিশির যেভাবে জড়িয়ে থাকে ঘাসের ওপর।'

নির্মলা ও শিব দেবতা একসাথেই পা বাড়ায়। সাথে সাথেই বেজে ওঠে সানাইয়ের মনোমুগ্ধকর সুর। বাজতে থাকে ঢোল-তবলা। সাগরের পাড় হতে মন্দিরের ফটক পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ তাদের স্বাগত জানাচ্ছে সারিবদ্ধভাবে। সুন্দরী নর্তকীরা বিচিত্র ঢঙে দেখিয়ে যাচ্ছে তাদের নৃত্যশৈলী। পাশাপাশি বাজছে মনোহর গান-বাদ্য। লোকজন মুঠো ভরে ভরে শিব দেবতা ও নির্মলাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। শিব দেবতা ও নির্মলা সহাস্য বদনে তাদের শুভেচ্ছার জবাব দিচ্ছে।

নির্মলা মৃদুস্বরে বললো– 'এক পলক চাঁদের দিকে দেখুন!'

শিব দেবতা মাথা উঠিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন।

নির্মলা উচ্চস্বরে বলতে লাগলো– 'লোকসকল! তোমরাই বলো– 'পূর্ণিমার চাঁদ সুন্দর, নাকি আমাদের দেবতা সুন্দর?'

সবাই সমস্বরে শিব দেবতার পক্ষে স্লোগান দিতে আরম্ভ করে। এতে নির্মলার প্রেমের উত্তাপ আরও বেড়ে যায়। তার মন-মস্তিষ্কে খেলা করতে থাকে উচ্ছ্বাসভরা ভালোবাসার ঢেউ।

মন্দিরের দরজার কাছে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে নির্মলা আবারও শিব দেবতার চরণধূলির স্পর্শ নেয়। এরপর তাঁর সামনে পা বিছিয়ে বসে বলতে লাগলো– 'মন চায়, এভাবেই আপনার সামনে ভাবনার অতলে ডুবে গিয়ে জীবন কাটিয়ে দিই।'

রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত, অশোক ছাড়াও অসংখ্য তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত। নির্মলার উচ্ছ্বাসভরা চঞ্চলতা শিব দেবতাকে কোনো দিকেই মনোযোগী হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না। শিব দেবতা তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন– 'নির্মলা! অত্যন্ত সুন্দরী তুমি। ফুলের মতো পবিত্র তোমার মন। তোমার আত্মা নীল আকাশের মতো উদার। তোমার রূপ-গুণের বর্ণনা দেয়া এই জাগতিক মুখের দ্বারা সম্ভব নয়।'

নির্মলা শিব দেবতার বাহুডোরে আবদ্ধ। তার আবেগ-উন্মাদনা ভেঙে দেয় রাজকুমারী। সে শিব দেবতার পায়ে ঝুঁকে নমস্কার বললে শিব দেবতা অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন। রাজকুমারী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে মাথা নুইয়ে আছে পুনম ও নালিনী। অসংখ্য ফানুস, পিদিম আর মশালের আলোতে শিব দেবতা চারদিকে বারবার তাকাতে থাকেন। অশোকের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধ তীর্থযাত্রীর চোখে বিস্ময়।

BanglaBook.org

শিব দেবতা অশোককে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন– 'মনে হচ্ছে তুমি তীর্থযাত্রী! ভারতের দূরবর্তী কোনো এলাকা থেকে এসেছো!'

বৃদ্ধ যাত্রী ও অশোক কুর্নিশ করলো। শিব দেবতা উভয়ের কাছে এসে অশোকের কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'মনে হচ্ছে, তুমি বাদশাহ আলি কুলি খানের কাছে ছিলে?... আর তোমার নাম অশোক!'

অশোক শিব দেবতার পায়ে চুমুর প্রলেপ এঁকে দিয়ে বললো– 'দেবতা মহারাজ তো ব্লিন। অশোকই আমার নাম এবং আমি বাংলার বাদশাহ আলি কুলি খানের কাছে ছিলাম।'

শিব দেবতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'যাত্রী! তোমাকে সাধুবাদ। আশা করি, তোমার আগমনে এখানে শান্তির সুবাতাস বিরাজ করবে। পদে পদে আমি তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবো। তোমার মনের গভীরে তাকিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি– তোমার মনটি শান্তির সমুদ্র।'

শিব দেবতাকে একটি বিশেষ কক্ষে পৌঁছে দেয়া হয়। আনন্দ উদ্‌যাপন করে যাচ্ছে লোকজন। চারদিকে গান-বাদ্য ও নৃত্যের ঝংকার।

রাজকুমারী নির্মলার সাথে কক্ষে প্রবেশ করে। শিব দেবতা তাদের বসার নির্দেশ দিয়ে দুর্ধর্ষ বীরধনের বাহিনী সম্পর্কে জানতে চাইলে নির্মলা বললো– 'ইতোমধ্যে তাদের দেহ সমুদ্রের মাছের পেটে চলে গেছে। ওরা আমাকে আর রাজকুমারীকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলো।'

শিব দেবতা রাগতস্বরে বললেন– 'কিন্তু ওদেরকে কে রাজকুমারীর নাগমন্দিরে অবস্থানের ব্যাপারে অবহিত করলো?'

নির্মলা বললো– 'এসব ওই লোভী কুকুরদের কাজ– যারা আপনার মন্দিরে মহাদেবতারূপে অবস্থান করছে।'

'আমার নিষেধ সত্ত্বেও ওরা এ কাজ করলো?' শিব দেবতার চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তিনি বললেন– 'ওই অপদার্থরা কি একবারও আমার ক্ষোভের কথা স্মরণ করলো না?'

নির্মলা বললো– 'এ তো নালিনীর অনুগ্রহ। সে রাতের গভীর অন্ধকারে এতো দূর এসে ওদের আগমন সম্পর্কে আমাদের অবগত করে। সে যথাসময়ে এসে খবর না দিলে অবস্থা আজ অন্য রকম মর্মান্তিক হতো।'

নালিনী বলেছে– মহারানি মহাদেবের পেট হীরা, মুক্তা ও সোনা দিয়ে ভরে দিয়েছে। বীরধন মহাদেবের সামনে হীরা-মুক্তা ও সোনার দামি দামি অলংকার উপহার দিয়েছে। এতে করে মহাদেব রাজকুমারীর সব বিষয় জানিয়ে দেয়।

'নালিনী কোথায়?'

BanglaBook.org

শিব দেবতা জানতে চাইলে নির্মলা দাঁড়িয়ে বললো– 'এখনই ডেকে আনছি।'

কিছুক্ষণ পর নালিনী শিব দেবতার পায়ে ঝুঁকে চুমু খায়। শিব দেবতা তার মাথায় মহব্বতের হাত বুলিয়ে বললেন– 'নালিনী! আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তুমি এই আঙিনাটি ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছো। তুমি নিজ চোখে দেখতে পাবে, মহাদেব আর ওই বদমাশদের কী করুণ পরিণতি হয়। প্রত্যেকের কাছ থেকে আমি কড়ায়-গন্ডায় হিসাব নিয়ে ছাড়বো!'

এরপর নির্মলা অশোক ও বৃদ্ধ তীর্থযাত্রীর সব ঘটনা ও বক্তব্য শিব দেবতাকে শোনালে শিব দেবতা বললেন– 'আসাম রাজার ধ্বংসের ব্যাপারে আকাশের ওপর ফয়সালা হয়ে গেছে। মুসলিম বাহিনী তাদের নির্মূল করেই ছাড়বে। মহারাজা কৃষ্ণের অন্যায়ের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমার ভূমিকাও তার বিরুদ্ধে।'

নির্মলা শিব দেবতার হাতে হাত রেখে বললো– 'ভালোবাসার টান আপনাকে আমার মনের কথার প্রতিধ্বনি শোনাচ্ছে। আমিও এমনই ভাবছিলাম। আমিও সেটা চাই– যা আপনি কামনা করেন। আপনি আমাদের দেবতা। আমাদের ভগবান। আমাদের ইমান। সবকিছু তো আপনিই। আপনি বিনে আমাদের কোনো অস্তিত্বই নেই!'

শিব দেবতা বললেন– 'আমি তীর্থযাত্রীদের কাছে যাচ্ছি। আমার ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করো। ভয় পাবে না, দ্রুতই আমি ফিরে আসবো। এরপর পূর্ণিমার আলোতে বসে মধুর মধুর কথা বলবো। মনের কথা আদান-প্রদান করবো।'

নির্মলা মাথা ঝুঁকিয়ে চরণ স্পর্শ করলে তিনি বলেন– 'নির্মলা! বারবার তুমি এমন কেন করো?'

'মন ভরে না, তাই।... আমার তো মন চায়– আজীবন আপনার চরণতলে পড়ে থাকি।'

শিব দেবতা কক্ষ হতে বেরিয়ে যান। মন্দিরের অতিথিশালার দরজায় অশোক ও বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

পাপের ফসল

'এটা খণ্ডরায়ের প্রতিশ্রুতি।' মহারাজা এগিয়ে এসে খণ্ডরায়ের কাঁধে হাত রেখে যথেষ্ট দৃঢ়তার সাথে বললো– 'খণ্ডরায়! তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হয়। তুমি আসামের মর্যাদার প্রতীক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস– অতীতের মতো তুমি আসামের জন্য অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব নিয়ে আসবে!'

খণ্ডরায় কুর্নিশ করে বললো– 'আসামের কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসের মর্যাদা দেয়ার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবো।'

মহারাজা বললো– 'আমি চাই, হাতির সাহায্যে তুমি বাংলার হাকিমকে ধাওয়া করতে করতে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে চলে যাবে। দাম্ভিক ও বদমেজাজি এই হাকিমের নাম-নিশানা আমি মুছে দিতে চাই!'

পুরোহিত তাঁর মাথার দীর্ঘ ঝুঁটিগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন– 'মহারাজার এই আশা পূরণ হতে পারে। আমরা দেবতা মহারাজকে খুশি করবো।'

মহারাজা বললো– 'পুরোহিতজি! আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি– যেকোনো মূল্যে হোক দেবীকে এনে জগন্নাথ দেবতার চরণতলে ঝুঁকিয়ে ছাড়বো।'

পুরোহিতের নাপাক চোখে শয়তানি খেলা করছে।'

সে বললো– 'বিমলা দেবী কেবল জগন্নাথ দেবতার কামনা-বাসনাকেই রক্তনদীতে ভাসিয়ে ছাড়েনি; বরং এই দুশ্চরিত্রা ইসলাম গ্রহণ করে গোটা হিন্দু জাতির সাথে তামাশা করেছে। দেবতা তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে চান। ওই কুলাঙ্গারের নাপাক রক্ত এই মাটির বুকে গড়িয়ে পড়লেই দেবতা তৃপ্ত হবেন এবং মহারাজাও এই যুদ্ধে সফল হতে পারবেন।'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার আনন্দিত হয়ে বললো– 'পুরোহিতজি! আমি সবকিছু বুঝে নিয়েছি। এখন আপনারা আর কোনো চিন্তা করবেন না। দ্রুতই এই হতভাগা দেবীকে মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবো। তাকে মুসলমানরা নিজেদের মর্যাদার প্রতীক বানিয়ে রেখেছে। এই প্রতীককে আমি লাথি মেরে উড়িয়ে দেবো।'

BanglaBook.org

এরপর মহারাজা বললো– 'এখন তোমরা যেতে পারো।... নিলম কুমার! তুমি এখনই অস্ত্র তৈরিকারকদের কাছে চলে যাও এবং তাদের অধিক সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে নির্দেশ দাও।... বিক্রম! তুমি এবং পুরোহিত এখানে দাঁড়াও। তোমাদের সাথে কিছু কথা আছে।'

মহারাজা তার রেশমি বিছানায় শুয়ে বললো– 'বিক্রম! আমি বৌদ্ধ গোত্রের যুদ্ধবাজদের তলব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'কিন্তু মহারাজ...।' বিক্রম কিছু বলতে গিয়ে আবার থেমে গেলো।

মহারাজা কৃষ্ণকুমার একজন দেবদাসীকে তার কোলে শুইয়ে দিয়ে তার গোলাপরাঙা ঠোঁট নিয়ে খেলতে খেলতে বললো– 'আমি তোমার আশঙ্কার কথা আঁচ করতে পেরেছি। তাদের উপস্থিতি আমাদের জন্য অনেক সমস্যার জন্ম দিতে পারে, এটাই তো বলতে চাচ্ছো তুমি; নাকি? কিন্তু বিক্রম! এছাড়া আমরা সমস্যার কোনো কূলকিনারা করতে পারবো না। তোমার জানা আছে যে, তারা বুনো ইঁদুর ও খরগোশের মতো বড় বড় প্রাচীর টপকাতে পারে অনায়াসে। রক্তপিয়াসী বাঘ ও হায়েনার মতো হামলে পড়তে পারে তীক্ষ্ণ দক্ষতায়। যে মুহূর্তে বাংলার হাকিমের বাহিনী আমাদের সেনাদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হবে, ওই সময় আমি জঙ্গল ও নদীপথে বৌদ্ধ গোষ্ঠীর বাহিনীকে লেলিয়ে দেবো নাদের খানের বস্তির ওপর। তারা তখন গোটা বস্তির নাম-নিশানা মিটিয়ে ছাড়বে।'

বিক্রম চুপ করে থাকলে মহারাজা বললো– 'আমি অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বৌদ্ধ গোত্রের লোকদের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে আমার ভালো জানা আছে। আমি মনে করি– সুন্দরী নাদুসনুদুস কচি কচি দেবীরা তাদের সকল হিংস্রতা শেষ করে দেবে। সুতরাং পুরোহিতজি, আপনি ন্যূনতম দশ-বারো হাজার সুন্দরী দেবীর বন্দোবস্ত করে রাখবেন।'

পুরোহিতজি বললেন– 'চিন্তা করবেন না, মহারাজ! আমি এর ব্যবস্থা করে নেবো। জগন্নাথ বস্তিতে ওই পরিমাণ মেয়ে আছে।'

মহারাজা কোলে পড়ে থাকা দেবীর বুকে হাত বুলিয়ে বললো– 'বৌদ্ধ গোত্রের লোকেরা এতো সুন্দরী ও অপরূপা চেহারা কখনোই হয়তো দেখেনি। তাদের যখন মদ ও নারীর লোভ দেখাবো, তখন তারা মনে-প্রাণে আমার অনুগত হয়ে যাবে।

বিক্রম! তুমি এই মুহূর্তে দ্রুতগামী সৈনিক পাঠিয়ে দাও। বৌদ্ধ গোত্রের সরদার বিষ্ণুজিকে আমার পক্ষ হতে এই পয়গাম দেবে যে, দ্রুত যেন তার গোত্রের দুই-চার হাজার সৈনিক পাঠিয়ে দেয়। তাহলে আমি তাদের পূর্ণ সহযোগিতা করবো এবং আগামীতেও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাবো।'

BanglaBook.org

বিক্রম কুর্নিশ করে বললো– 'মহারাজের নির্দেশমতোই কাজ হবে।'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে।

'এখন তোমরা যেতে পারো।'

পুরোহিত বললেন– 'মহারাজ! প্রেমচন্দ্র এবং তার বাহিনীর সৈনিকেরা মেয়েদের ফেরত দিচ্ছে না। অথচ তাদের বোঝানো হয়েছে যে, এদের পরিবর্তে তোমাদের আরও ভালো সুন্দরী মেয়ে দেয়া হবে।... কিন্তু তারা কিছুতেই মানছে না।'

'কী বলছে ওরা?' মহারাজা নিচে বসে থাকা আরেকজন দাসীর দুই বাহু ধরে টেনে ওপরে উঠিয়ে কোলে শুইয়ে জিজ্ঞেস করলো।

পুরোহিত জবাবে বলেন– 'ওরা বলছে, এরাই আমাদের পছন্দ।'

কৃষ্ণ অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'পুরোহিতজি! তোমার কি স্মরণ নেই, রাজা প্রেমচন্দ্র বাংলার হাকিমের দুর্গপতি! তার ওপর ইসলামি রঙ ছড়িয়ে আছে। সুন্দরী আর তাজা তাজা নারীর কদর সে বুঝবে কী করে?... ওদেরকে ওদের মতো করেই ছেড়ে দাও।'

***

পড়ন্ত বিকেলে মহারাজা হাতির ওপর সওয়ার হয়ে মন্দিরের বড় দরজা দিয়ে বাইরে আসে। তার সামনে-পেছনে ও ডানে-বাঁয়ে তার মন্ত্রী-উজিরদের সওয়ারি ছাড়াও নিরাপত্তারক্ষীদের একটি বহর মহারাজার দর্পভরা চালচলনের শ্রীবৃদ্ধি করতে থাকে। লাঠি দিয়ে সামনে পড়া লোকদের সরানো হচ্ছে মহারাজার সম্মানে। সওয়ারি চলছে পেছনে পেছনে। খুবই ধুমধামের সাথে মহারাজা জগন্নাথ বস্তি প্রদক্ষিণ করে পৌঁছে তার সেনাছাউনিতে। এখানে বিক্রম, ঘনশ্যাম, খণ্ডরায়, নিলম কুমার ও প্রেমচন্দ্র মহারাজাকে স্বাগত জানান। আসাম বাহিনীর ছাউনি কয়েক মাইল এলাকাজুড়ে। সূর্য ডোবার আগেই মহারাজা চক্কর দেয় গোটা সেনা ছাউনি।

এরপর মহারাজা প্রেমচন্দ্রের তাঁবুর কাছে হাতি দাঁড় করানোর নির্দেশ দিয়ে বলে– 'আমি কিছুক্ষণ রাজাজির তাঁবুতে অবস্থান করবো।'

রাজা প্রেমচন্দ্র বললেন– 'এ তো আমার জন্য বেশ সম্মানের বিষয়।'

একটি সিঁড়ি লাগিয়ে দেয়া হয় হাতির পিঠে।

মহারাজা যখন হাতির পিঠ থেকে নামছিলো, তখন প্রেমচন্দ্র কামরান হায়দারের কানে কানে বললেন– 'তাঁবুতে অবস্থানরত আমার দুই বোনকে অন্যত্র পৌঁছে দাও।'

BanglaBook.org

মহারাজা ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে প্রবেশ করে প্রেমচন্দ্রের তাঁবুতে। তাঁবুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সর্বত্র ছেয়ে আছে একধরনের পবিত্রতার আমেজ। মদের দুর্গন্ধের স্থলে এক আধ্যাত্মিক আবহ বিরাজ করছে সেখানে।

মহারাজা প্রেমচন্দ্রকে লক্ষ করে হাসিমাখা সুরে বললো– 'এটাকে তো কোনো রাজা-মহারাজার তাঁবুর মতো মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এখানে কোনো সাধু-সন্ন্যাসী বসবাস করেন। রাজা-মহারাজাদের তাঁবু তো গরম গরম মদের মনোহর ঘ্রাণ আর মনমাতানো নারীদের সমারোহে উন্মাতাল থাকার কথা। আর আপনার এখানে দেখছি নীরব, নিস্তব্ধ ঠান্ডা সুগন্ধিযুক্ত পরিবেশ। এমন সুগন্ধি তো মন্দিরে হয়ে থাকে।'

এরপর মহারাজা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে প্রেমচন্দ্রের কাঁধে হাত রেখে বললো– 'আমাদের রাজার ওপর মুসলমানদের শুষ্ক স্বভাব-প্রকৃতির রেশ এখনো রয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আমি যেকোনো পানশালায় আপনাকে সঙ্গে রাখবো। অল্প কদিনেই আপনি রাজা-মহারাজাদের বিলাসী জীবনাচার আয়ত্ত করে নিতে পারবেন।'

তাঁবুতে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে।

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'হতে পারে মহারাজার ধারণা সঠিক। মানুষের তো এক পরিবেশ থেকে আরেক পরিবেশের প্রকৃতি আত্মস্থ করতে কিছুটা সময় লাগবেই।'

মহারাজা এবার বললো– 'তাঁবুর এমন উদাস উদাস ভাব দেখে মনে হচ্ছে, পুরনো পরিবেশের কথা তোমার ভীষণ মনে পড়ছে। এখনো তুমি তোমার অতীতকে ভুলতে পারোনি।'

'না!' রাজা প্রেমচন্দ্র বললেন– 'এমন করে বলবেন না মহারাজ! প্রেমচন্দ্র সব নাও-নোঙর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে এসেছে। মুসলমানদের স্মরণ আমার উদ্বেগের বিষয় নয়; বরং মাঝেমধ্যে আমার ধর্মপত্নীর কথা স্মরণ হয়। কখনো কখনো ভাবতে থাকি– না জানি বাংলার হাকিম তার সাথে কেমন আচরণ করে!'

মহারাজা দাঁড়িয়ে বললো– 'এখন বুঝেছি, আমাদের রাজা তার স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবাসে।'

'জি।' রাজা প্রেমচন্দ্র মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন– 'মহারাজার ধারণা সঠিক। ওই নিমকহারামের স্মরণ আমাকে বেশ পীড়া দিচ্ছে।'

'সে কি ভীষণ সুন্দরী?' মহারাজা জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'হ্যাঁ, সে বেশ সুন্দরী। সে যদি নিমকহারামি না করতো এবং আমার সাথে চলে আসতো, তাহলে আমি তাকে মহারাজার সামনে পেশ করতে পারতাম।'

মহারাজা বললো– 'ভয়ের কিছু নেই, প্রেম! আমি তাকে বেঁধে তোমার সামনে দাঁড় করাবোই!'

রাজা প্রেমচন্দ্র বললেন– 'মহারাজার এমন বলা উচিত যে, আমি ওই নিমকহারামকে কঠোর শাস্তি দেবো।'

মহারাজা খুশি হয়ে বললো– 'রাজাজি! তোমার কথায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমি তাকে কঠোর শাস্তি দেবো। আজ রাতে তোমার প্রশান্তির জন্য তোমার কাছে এই বস্তির সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে পাঠাবো। এতে তুমি বেশ তৃপ্ত হবে। আমি তোমাকে হাসিখুশি দেখতে চাই। তোমার উদাস ভঙ্গি আমাকে নানা ধরনের শঙ্কায় ফেলে দিয়েছে।... হ্যাঁ, স্মরণ হয়েছে, রাতে পুরোহিত বলছিলেন– তোমরা নাকি তাদের দাসীদের ফেরত দিতে অস্বীকার করেছো? এর কি বিশেষ কোনো কারণ আছে?'

'না!' প্রেমচন্দ্র আরেকবার হকচকিত ভঙ্গিতে মহারাজার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'বেয়াদবি ক্ষমা করবেন, আমরা ব্যবহৃত বস্তু পুনরায় ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নই। আমাদের জানা আছে, মন্দিরের অসংখ্য দাসী এবং বস্তির অন্যান্য মেয়েকে বহু লোক ভোগ করে রেখেছে।'

'রাজা! আসলেই তুমি বেশ স্পষ্টবাদী সাদা মনের মানুষ।... তোমার কথায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।'

তাঁবুতে পিদিম জ্বালানো হচ্ছিলো। মহারাজা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো– 'ওই মেয়েগুলো কোথায়? আমি ওদের দেখতে চাই।'

রাজা প্রেমচন্দ্র বললেন– 'ওরা এই সময়ে মন্দিরে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসবে।'

মহারাজা বাইরে বেরিয়ে বললো– 'আমি চলে যাচ্ছি। রাতে জেগে থাকবে। আমি রাতের যেকোনো সময়ে তোমার কাছে উন্নত মদ ও নতুন কুমারী মেয়ে পাঠাবো।'

মহারাজা তাঁবু থেকে বের হয়ে হাতির ওপর আরোহণ করে তার অবস্থানকেন্দ্রের দিকে রওনা হলো। প্রেমচন্দ্র, বিক্রম ও অন্য ফৌজি নেতাদের ঘোড়া তার ডানে-বাঁয়ে চলছে।

মন্দিরে পৌঁছে মহারাজা সবাইকে বিদায় জানাতে গিয়ে বললো– 'বিক্রমজি! অর্ধরাতে দশ-বারো হাজার অশ্বারোহী বাহিনী অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাঠাবে।... বুঝছো তো তুমি নাকি?'

BanglaBook.org

বিক্রম কুর্নিশ করে বললো– 'মহারাজার নির্দেশ যথাযথ পালনীয়। ভোরে ভোরেই মহারাজা শুভ সমাচার শুনতে পাবেন।'

মহারাজা সবাইকে বিদায় জানিয়ে বললো– 'শত্রুকে আমরা জিরিয়ে জিরিয়ে মারবো। এদিকে আমাদের শত্রুপক্ষও বেশ চালাক। ওরা কিন্তু প্রতিটি লড়াইয়েই আমাদের ধাওয়া করে চলেছে।'

বিক্রম হেসে হেসে বললো– 'চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমাদের ধনুকে এখনো অগণিত বিষাক্ত তির অবশিষ্ট আছে। বেচারা মুসলমানরা মনুশাস্ত্রের কৌশলের সামনে কতোক্ষণ স্থির থাকতে পারবে?'

মহারাজা হাসতে হাসতে তার কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। বিক্রম ও অন্য নেতারা নিজ নিজ ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে ফিরে আসে আপন গন্তব্যে।

আরেক দিকে পনেরো-বিশ জনের একদল আসাম বাহিনী পুরোহিতের ঘরের দরজা ধাক্কা দিতে থাকে। একজন সৈনিক চিৎকার দিয়ে বললো– 'দরজা খোলো! নইলে আমরা দরজা ভেঙে ফেলবো!'

একজন পূজারি দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে বললো– 'মহারাজ! তোমরা তো ভুল জায়গায় চলে এসেছো! এটা তো পুরোহিত মশাইয়ের ঘর!'

মহারাজা কৃষ্ণকুমারের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর এক সৈনিক ভেতরে প্রবেশ করতে করতে বললো– 'আমরা ভুল জায়গায় আসিনি। তুমি সরে যাও! নইলে প্রথমে তোমাকেই মেরে ফেলা হবে।'

পূজারি হাত জোড় করে মিনতিস্বরে বললো– 'ভগবানের দোহাই লাগে, এখান থেকে চলে যাও। পুরোহিতজি মহারাজাকে বলে তোমাদের সবাইকে খুন করিয়ে ফেলবেন।'

সৈনিকেরা অট্টহাসি দিয়ে বলতে লাগলো– 'বোকা! যার কাছে তোমাদের পুরোহিত অভিযোগ নিয়ে যাবেন– সেই মহাশক্তিই তো আমাদের পাঠিয়েছেন।'

'না!' পূজারি চিৎকার দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে চাইলে এক সেনার তরবারির ধারালো আঘাতে দুই টুকরো হয়ে যায় তার মাথা। কিছুক্ষণ গড়াগড়ি খেয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে সে। তার লাশ ডিঙিয়ে সৈনিকেরা ভেতরে প্রবেশ করে।

পুরোহিতের বৃদ্ধ বয়সী স্ত্রী তাদের গতিপথে বাধা দিয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে বললো– 'হিংস্র পশুর দল! তোরা কি জানিস, এটা জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের পুরোহিতের ঘর! পুরোহিতের এক ইশারায় গোটা বিশ্বজগৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়!'

BanglaBook.org

একজন সৈনিক বৃদ্ধার চুল মুঠো করে ধরে জোরে এক ধাক্কা মারে। মুহূর্তেই সে লুটিয়ে পড়ে বিছানায় এবং বেহুঁশ হয়ে যায়। তার মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে মোজাইক করা মেঝেতে।

ভেতর থেকে এক অনিন্দসুন্দরী পরী দু-চারজন দেবদাসীর সাথে চিৎকার করতে করতে বের হয় এবং 'মাতাজি' বলে বেহুঁশ পড়ে থাকা মায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

একজন সৈনিক বিস্মিত হয়ে বললো– 'বন্ধু! এ তো আসলেই মারাত্মক সুন্দরী! অপ্সরী!'

মহারাজার এক সৈনিক বললো– 'এই মেয়ে, চলো! তোমাকে মহারাজা স্মরণ করেছেন।'

'তোমরা কখনোই এমন করতে পারো না! আমি পুরোহিতজির কন্যা!'

আসাম সেনা তার হাত ধরে বললো– 'তুমি যার কন্যাই হও না কেন, আমরা তার পরোয়া করি না।... শান্তভাবে আমাদের সাথে চলো! নইলে আমরা অন্য পদ্ধতিতেও নিয়ে যেতে পারি!

'আমি যাবো না!'

মহারাজার নিরাপত্তারক্ষী বললো– 'তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলো! নতুন নতুন যৌবনের ধারালো তেজ হয়ে থাকে। রাতের পর রাত কলি যখন ফুলে রূপান্তরিত হবে– তখন সবকিছুই টের পাবে সে।'

একজন সৈনিক তাকে কাঁধে তুলে নিলো।

'তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে চলো।'

সৈনিকেরা অন্য দেবীদের নির্দেশ দিলে তারা চুপিসারে চলতে আরম্ভ করলো।

BanglaBook.org

পুরোহিতের ফুলের মতো কোমল ও নাদুসনুদুস সুন্দর দেহের অধিকারী কন্যার নাম গায়ত্রী। গায়ত্রী অনিন্দ্যসুন্দরী ও উদ্ভিন্নযৌবনা এক যুবতী। নিটোল গোলাকার চেহারা। প্রশস্ত ললাট। পটলচেরা ডাগর নয়ন। উন্নত সরু নাসিকা। পাপড়ির মতো সুন্দর, মসৃণ ওষ্ঠাধর। উজ্জ্বল গৌর বর্ণের শরীরে যেন রূপের জোয়ার। দেখলে তার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে স্বর্গের অপ্সরীরা পর্যন্ত তার প্রেমে বিমুগ্ধ হবে। কিন্তু ভীষণ দেমাগি আর দাম্ভিক প্রকৃতির সে। অহংকার, অহমিকার যেন শেষ নেই তার। আসাম সেনার কাঁধে বেশ কিছুক্ষণ সে জোরাজুরি করেছিলো। চিৎকার-চেঁচামেচি করেছিলো। এরপর একসময় ক্লান্ত হয়ে শান্ত হয়ে যায়। অন্য দেবদাসীরা সৈনিকদের পাহারায় চুপচাপ হাঁটছে। তারা মাঝেমধ্যে গায়ত্রীর দশা দেখে মিটিমিটি হাসছিলো। গায়ত্রী

ভীষণ ক্লান্ত। সে হাত-পা ছেড়ে দিয়েছে। তার গোটা শরীর সেনার কাঁধে সঁপে দিতে বাধ্য হয় একসময়।

গত রাতের উভয় দেবদাসী মারাত্মক ভাঙা মন নিয়ে মহারাজার অবস্থানকেন্দ্রে ঘোরাফেরা করছিলো।

সিপাহি পুরোহিতের কন্যা গায়ত্রীকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বললো– 'যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও, তবে নিজ পায়ে হেঁটে মহারাজার কাছে চলে যাও। নইলে তরবারির এক ধারালো আঘাতে দুই টুকরো হয়ে যাবে তুমি। তুমি মহারাজার স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে জানো না। তিনি যতো বেশি সুন্দরীদের পছন্দ করেন, ততো বেশি তার সাথে ঢলাঢলি ও স্বেচ্ছায় আনন্দদানকে পছন্দ করেন। সুতরাং, নিজের রূপের যতো বাহার আর মায়া আছে– সবকিছু নিংড়ে দেবে মহারাজার চরণতলে।... যাও! স্বেচ্ছায় ভোগ করার মানসিকতা নিয়ে মহারাজার কক্ষে প্রবেশ করো। তিনি তোমার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছেন।'

গত রাতের দেবদাসীরা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে গায়ত্রীর দিকে গভীর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বললো– 'ভয় পাচ্ছো কেন? জীবনের যে মাহেন্দ্রক্ষণে তুমি দাঁড়িয়ে আছো, তা বড়ই মনোহর। খুবই বিচিত্র। তুমি বড় মাপের পিতার খুবই আদুরে কন্যা। তোমার জন্য তো মহান ব্যক্তিরা অধীর অপেক্ষায় থাকবেনই। কোথায় তোমার দাম্ভিক পিতা? যার কারণে আজ সম্ভ্রমহানির বাজার বেজায় গরম হয়ে উঠেছে! এই মুহূর্তে তার কাছে থাকা খুবই দরকার ছিলো। নিজের কন্যার ইজ্জত নষ্ট হওয়া দেখে তার জ্ঞান-ধ্যান আর আত্মার সমুদয় শক্তি ধুলোয় মিশে যেতো। ভগবান কীভাবে ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা বরাবর রাখেন– তার নিদর্শন তোমার পিতা দেখতে পেতেন নিজ চোখে। আজ তোমার মাধ্যমেই তোমার পিতার হিসাবের খাতা খোলা হলো। বাহ্! চমৎকার! আজীবন সম্ভ্রম হারানোর শূলিতে চড়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে তোমাকে! সাহস নিয়ে এগিয়ে যাও! জীবনের নতুন পথে নব উদ্যমে পা বাড়াও। সময়টা যাতে স্মরণীয় হয়ে থাকে আজীবন।'

গায়ত্রী ভাঙা ভাঙা চোখে সবার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। মশালের আলোয় চিকচিক করে উঠছে তার সারা শরীর।

এক নিরাপত্তারক্ষী গায়ত্রীকে বললো– 'সুন্দরী! চলো, মহারাজা তোমার অপেক্ষায় আছেন।'

গায়ত্রী হাঁটছে। ওই দুই দেবদাসী ফেটে পড়ে পাগলের মতো অট্টহাসিতে।

সম্ভবত আসাম সেনারা উভয় দাসীর অনুভূতির ভাষা বুঝতে পেরেছে। তারাও মিটি মিটি হেসে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। এমন সময়ে পুরোহিতের

বুকফাটা আর্তনাদ দূর থেকে ভেসে আসতে লাগলো কানে। গায়ত্রী নিজেকে নিয়তির কাছে সঁপে দিয়ে প্রবেশ করেছে মহারাজার কক্ষে। কক্ষের চারপাশে চৌকস সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরী ও দেহরক্ষীরা সতর্কতার সাথে দাঁড়িয়ে।

একজন সৈনিক অন্যকে উদ্দেশ্য করে বললো– 'তুমি গিয়ে সরদার সুজনকে ডেকে আনো। পুরোহিত আসছেন। হয়তো পরিস্থিতি রক্তারক্তির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। ঘটনাটি কিন্তু পুরোহিত-সংশ্লিষ্ট। পরে যেন পুরোহিত আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করতে পারেন।'

'ঠিকই বলেছো তুমি।' অপর সৈনিক বললো। এরপর দ্রুত পায়ে দৌড়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো অন্ধকারে।... পুরোহিত বুক থাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে এদিকে আসছেন। মন্দিরের আরও কজন ছোট-বড় পূজারিও আসছে তাঁর সঙ্গে।

কান্নাস্বরে পুরোহিত বলছেন– 'গায়ত্রী আমার কন্যা... তোমরা তার সাথে এমন অন্যায় আচরণ করতে পারো না! এ ব্যাপারে সে অজ্ঞ। সে হালকা ও কোমল।... এমন করলে নির্ঘাত সে মারা যাবে!'

খোঁপাখোলা এক দেবদাসী পুরোহিতের সামনে হাত জোড় করে বললো– 'পুরোহিতজি! এ আপনি কী বলছেন? আপনি তো জগন্নাথ দেবতার জ্ঞানী-ধ্যানী ও শক্তিধর মহাপুরুষ!... এমন কথা তো আপনার মুখে মানায় না!... আপনার কন্যার ওপর কোনো অন্যায় হবে না। তার সাথে তো প্রেম-প্রীতি করা হবে! সেই প্রেম– যা এই মন্দিরের গোপন কক্ষগুলোতে আমাদের মতো অসংখ্য কুমারীর সাথে করা হয়ে থাকে।... কী হয়েছে! আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। সবাই জেনে যাবে। মানুষরূপী জন্তুদের জন্য এমন অনুভূতির স্বাদ গ্রহণের স্বভাবসিদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে। সে কোমল তো কী হয়েছে? যে জগতে এখন আপনার গায়ত্রী অবস্থান করছে, ওখানে এমন কোমলতাকে ভীষণ পছন্দ করা হয়। সে মরবে না, পুরোহিতজি! হতে পারে তার পরিবর্তে আপনিই মারা পড়বেন।... কিন্তু না, আপনিও বেঁচে থাকবেন; যেমন আমাদের মতো কোমল ও হালকা-পাতলা মেয়েদের মাতা-পিতা এখনো জীবিত আছে!'

পুরোহিত চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'না! আমি এমন হতে দেবো না! এখানে মৃত্যুর মিছিল ধেয়ে আসবে! আমি জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিত! গোটা জগৎ-সংসার আমি ধূলিসাৎ করে দিতে পারি। গায়ত্রীর ব্যাপারটি ভিন্ন... গায়ত্রীর সম্ভ্রমের অনেক মূল্য!'

'না, মহাদেবজি!' দেবদাসী বললো– 'শুনেছি, ভগবানের আইন ছোট-বড় সকলের জন্য সমান।'

BanglaBook.org

পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা চিৎকার-চেঁচামেচি করতে থাকলো। এমন সময় সুজন কজন সৈনিক নিয়ে হাজির।

সে পুরোহিতকে ধমক দিয়ে বললো– 'এ কিসের বকাবকি হচ্ছে? তোমরা কি জানো না সামনে মহারাজার বিশ্রামাগার! মহারাজার কানে যদি তোমাদের বকাবকির একটি শব্দও পৌঁছে যায়, তাহলে তোমাদের সবাইকে রক্তমাখা মাটিতে ধড়ফড়াতে হবে।... যাও! বেরিয়ে যাও! এখান থেকে দূর হয়ে যাও! বিশেষ কোনো কথা থাকলে মহারাজার সাথে আগামীকাল বলো!'

'না! আমি এখন এই মুহূর্তে মহারাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই!'

'কেন?' সুজন দম্ভস্বরে বললো।

'মহারাজার কক্ষে আমাদের ইজ্জত। আমি আমার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমি তার অস্পৃশ্য সতী কুমারী শরীর পর্যন্ত কারও হাত পৌঁছাতে দেবো না! গোটা জগৎ-সংসারে আমি আগুন জ্বালিয়ে দেবো!'

'ঠিক আছে!' সুজন বললো– 'তুমি যাও। গিয়ে জগতে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করো। মহারাজার বিশ্রামাগারে যে আগুন জ্বলছে... তা নেভানো প্রয়োজন।... মহারাজা মনের মাঝে উথলে ওঠা আগুন নেভানোর শাস্ত্রে বেশ পারদর্শী।'

পুরোহিত ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললেন– 'তোমরা সবাই কি হিংস্র পশু?'

'ঠিক আছে, পুরোহিতজি ঠিকই বুঝেছেন। ওনাকে হালকা-পাতলা ছোবল মেরে দেখাও তো ছেলেরা!'

নির্দেশ পেয়েই সৈনিকেরা পুরোহিত ও পূজারিদের ওপর হামলে পড়লো। লাথি, ঘুষি ও জোরে জোরে চড়-থাপ্পড় মেরে তারা আধমরা করে ছাড়লো পূজারিদের। এক-দুজন পূজারি শোকাবেলার জন্য হাত ওঠালে তরবারির আঘাতে তাদের সেখানেই শেষ করে দেয়া হয়। পুরোহিত আহত হয়ে চিৎকার করতে করতে পেছনে পালাতে থাকেন।

এ দৃশ্য দেখে এক দেবদাসী পাগলের মতো অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'পুরোহিতজি! কোথায় পালাচ্ছেন? এখানে দাঁড়িয়ে আপনার কোমল কুমারী কন্যার শুরুর দিকের দু-চারটি গগনবিদারী চিৎকার শুনে নিন! ভগবানের দিব্যি, চিৎকারদাতা আর তা শ্রবণকারী উভয়েই বিচিত্র ধরনের তৃপ্তি পেয়ে থাকে। কলি কী করে ফুলে রূপান্তরিত হয়– সেই রঙিন দৃশ্যটি দেখে যান! সম্ভ্রমের বয়ে চলা রক্তও দেখে নিতে পারেন।... এরপর আপনি নিজেই স্বীকার করবেন যে, সব রক্তের রঙ অভিন্ন, এক।'

পুরোহিত আরেকবার পেছনে ফিরে এলেন। রক্তের পবিত্র বন্ধনের টান তাঁর হৃদয়টা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যাচ্ছে।... সুজনের তরবারির আলতো ধার

BanglaBook.org

পুরোহিতকে পুনরায় পেছনে ফিরে যেতে বাধ্য করে। উন্মুক্ত খোঁপাবিশিষ্ট ওই দুই দেবদাসী পুরোহিতের অবস্থা দেখে পাগলের মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এসে দাঁড়ায় সুজনের কাছে।

'আমাদের মহারাজার যৌনানন্দ কেন্দ্রের কাছে পৌঁছাতে দাও, মহারাজ!'

'কেন? ওখানে তোমাদের কী কাজ?' সুজন কর্কশ কণ্ঠে বললো।

এক দেবদাসী বললো– 'আমরা পুরোহিতের অস্পৃশ্য সুন্দরী কোমল কুমারী কন্যার আর্ত চিৎকারের শব্দ শুনতে চাই।'

'ভাগো এখান থেকে!' সুজন বললো– 'সৈনিকেরা তোমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তোমাদের অবস্থা আগের চেয়েও করুণ হবে!'

'কোনো আপত্তি নেই। আমরা বেশ কঠিনপ্রাণ মেয়ে। রাত-দিন আমরা এমন দুর্গম পথে রক্তাক্ত হতে চলেছি। ভগবানের দিব্যি! গায়ত্রীর গগনবিদারী আর্তনাদ আমাদের আঘাতকে অনেকটা শান্তি দেবে। আমরা ভগবানের থাবার তামাশা দেখতে চাই।'

এমন সময়ে মহারাজার বিশ্রামাগার থেকে একটি মেয়েলি আকাশফাটা চিৎকার রাতের নিস্তব্ধতায় হারিয়ে যায়।

সুজন হেসে হেসে বললো– 'যাও, তোমাদের কাজ হয়ে গেছে। ভগবান তোমাদের আশা পূরণ করেছেন। আশা করি– পুরোহিত আজীবন আহত কুকুরের মতো সম্ভ্রমের এই যন্ত্রণা চেটে চেটে খেতে থাকবে।'

***

অর্ধরাত পেরিয়ে গেলে প্রেমচন্দ্রকে তার মুখে বলা বোনেরা 'ভাইয়া! ভাইয়া!' বলে জাগিয়ে তুললো। প্রেমচন্দ্র আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়ালেন এবং তরবারি হাতে নিয়ে বললেন– 'কী হয়েছে? তোমরা ভীত হয়ে পড়েছো কেন?'

এক মেয়ে বললো– 'বাহির থেকে কে যেন ডাকছে। মনে হচ্ছে, কঠিন কোনো অবস্থা সামনে এসেছে।'

প্রেমচন্দ্র তালি বাজালে একজন সৈনিক ভেতরে এসে বললো– 'রাজাজি! মহারাজার দেহরক্ষীদের সেনাপতি সুজন দাঁড়িয়ে আছে।'

প্রেমচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন– 'কী বলতে চায় সে? এই সময়ে তার এখানে আসার কী দরকার?'

'সৈনিক বললো– 'জনাব! তার সঙ্গে একজন সুন্দরী কন্যাও আছে।'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'তাকে ভেতরে ডেকে আনো।'

BanglaBook.org

এরপর তিনি তাঁর মুখে ডাকা বোনদের উদ্দেশ করে বললেন– 'কিছুক্ষণের জন্য তোমরা অন্যদিকে চলে যাও।'

কিছুক্ষণ পর সুজন একজন পরীর মতো রূপসী মেয়েকে দুই হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে এলো। মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী। তার মধুমাখা চোখে চিকচিক করছে নেশার রক্ত। এখনো সে হেঁচকি তুলে যাচ্ছে। মাতাল অবস্থায় বিড়বিড়িয়ে যাচ্ছে সে।

সে বলছে– 'আমাকে একটু শুতে দাও, সারা শরীরে ব্যথা করছে। আমি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছি। আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা কারা? আমার কাছে কী চাও তোমরা? এই ভয়ংকর খেলা কতোক্ষণ অব্যাহত রাখবে? কী দোষ আমার? পিতার অন্যায়ে কি আমার ওপর শাস্তির খড়্গ নেমে আসতে পারে? কতোক্ষণ যাবৎ আমাকে অত্যাচারের নির্মমতার শূলিতে চড়িয়ে রাখা হবে? কতোক্ষণ ধরে আমি সম্ভ্রমের রক্তনদীতে ডুবে থাকবো?'

সুজন তাকে বিছানায় শুইয়ে প্রেমচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মহারাজা একে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

প্রেমচন্দ্র আরেকবার উন্মত্ত উন্মাদনায় হাবুডুবু খাওয়া মেয়েটির দিকে তাকালেন। তার জামার স্থানে স্থানে ছেঁড়া ও আঁচড় কাটা। নগ্ন হয়ে বেরিয়ে রয়েছে গোলাপের মতো শরীরের বিভিন্ন অংশ। দেখেই শরীরে কম্পন ধরে যায় প্রেমচন্দ্রের।

তিনি সুজনের দিকে না তাকিয়েই বললেন– 'তুমি যেতে পারো।'

সুজন কুর্নিশ করে চলে গেলো।

প্রেমচন্দ্র তাঁর মুখে বলা বোনদের ডাকলেন। এরা এসে বিছানায় পড়ে থাকা মেয়েটিকে দেখে সমস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠলো। এক মেয়ে বললো– 'এ তো পুরোহিতের কন্যা গায়ত্রী। গায়ত্রীর সাথে এমন অসদাচরণ কে করলো?'

প্রেমচন্দ্র একটি শীতল নিশ্বাস ফেলে বললেন– 'ভগবান প্রত্যেক উচ্চতার ওপর আরেক উচ্চতা নির্ধারণ করে রেখেছেন। মনে হচ্ছে, পুরোহিতের হিসাব শুরু হয়ে গেছে। সময়ের নিয়ন্ত্রক পরমাত্মা তার কাছ থেকে জীবনভর কৃত পাপের হিসাব নেয়া শুরু করেছে। কিছুতেই এখন সে এই মর্মন্তুদ পরিস্থিতি হতে নিষ্কৃতি পাবে না। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে এই মেয়ের ওপর– সে তো নির্দোষ। পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্তে এখন দগ্ধ সে।'

এক মেয়ে বিস্বাদভরা কণ্ঠে বললো– 'ভাইয়াজি! ভগবান কোনো নির্দোষকে শাস্তি দেন না।'

'তুমি তাকে চেনো না।'

BanglaBook.org

'আমি তাকে খুব ভালো করেই চিনি। সে নিজ অত্যাচারী পিতার খুবই দাম্ভিক, নির্দয় ও অহংকারী কন্যা। একবার আমি তাকে আমার মনের দুঃখের কথা শোনাতে চেয়েছিলাম। সে আমাকে খুবই অপমান করে বলেছিলো– তুমি নিচু জাতের মেয়ে, তাই নীলাকাশ হতে তোমাদের জন্য কোনো রাজকুমার নেমে আসবে না। যৌবন যতোদিন আছে, ততোদিন মন ভরে আমোদ-ফুর্তি করতে থাকো।'

মেয়েকে ক্রোধান্বিত দেখে প্রেমচন্দ্র তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'কেউ যখন বিপদের মুখোমুখি হয়ে পড়ে, তখন যতোটুকু সম্ভব তার সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করা উচিত।'

মেয়েটি প্রেমচন্দ্রের পায়ে হাত রেখে বললো– 'ঠিকই বলেছেন। কেন জানি তাকে দেখে মনের ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করেছে।'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'মহারাজা আমার কাছে তাকে ওই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিলো তোমাদের।'

অনেকক্ষণ নীরবতা ছেয়ে থাকে। এমন গুমোট সময়ে টের পাওয়া যাচ্ছিলো প্রত্যেকের প্রাণস্পন্দন। দীর্ঘক্ষণ পর গায়ত্রী পার্শ্ব পাল্টে আধো আধো চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে প্রেমচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি কে? তোমাকে ওই হিংস্র নরপশুদের চেয়ে ভিন্ন মনে হচ্ছে।... আমি কোথায়?'

এরপর সে মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে বললো– 'এই মেয়েরা কারা?'

এতোটুকু বলার পরপরই সে আবার চেতনা হারিয়ে ফেললো। প্রেমচন্দ্র তার চোখে-মুখে ছিটাতে লাগলেন গোলাপজল। আবার চেতনা ফিরে এলো গায়ত্রীর।

প্রেমচন্দ্র তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'আমার এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন নেই যে, তোমার সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে এবং তোমার নির্মল ও সুন্দর যৌবনের ওপর কী অমানুষিক ধকল গেছে। অন্যায়ের যে লেলিহান শিখায় তোমরা জ্বলেপুড়ে অঙ্গার হচ্ছো, সেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে তোমাদের মুক্ত করে নিয়ে আসা তো আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আমি এটুকু দাবি করতে পারি যে, আগামীতে তোমাদের সাথে আর এমন অন্যায় আচরণ করা হবে না।'

গায়ত্রী গভীর আর্তনাদে ফেটে পড়ে বলতে লাগলো– 'জীবনের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা চলে এসেছে। এই জীবন মৃত্যু হতেও নিকৃষ্ট ও ভয়াল মনে হচ্ছে।'

BanglaBook.org

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'না, তুমি নির্দোষ। তুমি তো স্বেচ্ছায় মহারাজার শয্যাসঙ্গিনী হতে যাওনি! তুমি বেঁচে থাকবে। আগামীতে দৃঢ়পদে অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়বার দীপ্ত শপথ নেবার লক্ষ্যে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে।'

গায়ত্রী বিস্ময়াভূত ভঙ্গিতে প্রেমচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললো– 'জগৎবাসী আমাকে বেঁচে থাকতে দেবে না। আমি আমার ওপর সবার ঘৃণাভরা দৃষ্টির তাপ সহ্য করতে পারবো না।'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'বোন গায়ত্রী! জীবন তো মানুষের চাওয়া-না চাওয়া বা পছন্দ-অপছন্দের বিষয় নয়। এ তো একমাত্র ভগবানের অনন্য কৃপা। এটাকে মানুষের প্রবৃত্তির কারণে বিসর্জন দেয়া যায় না। প্রত্যেক মানুষের মনেই একটি গোপন বিষয় আছে। তোমার মনের কথাটুকু আমাকে বলো দেখি!'

গায়ত্রী বললো– 'আপনাকে তো আসামের অধিবাসী মনে হচ্ছে না! আপনার এই হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ আসামের মানুষের হতে পারে না।... কে আপনি?'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'তোমার ধারণা সঠিক। আমার নাম প্রেমচন্দ্র। ধর্মের খাতিরে বাংলার হাকিমের সঙ্গ ত্যাগ করে আমি মহারাজাকে সহায়তা করতে এসেছি।'

গায়ত্রী ভাবনার সাগরে ডুব দিয়ে বললো– 'আপনিই কি সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর সুদৃশ্য দুর্গ, অসংখ্য জনবল ও প্রাণাধিক প্রিয় সহধর্মিণীকে ছেড়ে এসেছেন?'

প্রেমচন্দ্র অর্থবোধক ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বললেন– 'আমিই সেই দুর্ভাগা...।'

'পিতাজি আপনার কথা অনেক কিছু বলেছেন। আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনা করেছেন।'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'গায়ত্রী! কিছুক্ষণ পরই ভোর হবে। আগে বলো, তুমি কি আমার সাথে থাকা পছন্দ করো, নাকি পিতার ঘরে চলে যেতে চাও?... আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করবো।'

গায়ত্রী মৃদু হেসে বললো– 'রাজাজি! আপনি দেবতার সমতুল্য।... এমন ঘনঘোর অন্ধকারে এক চিলতে সূর্যের কিরণ। আমার পিতাজির একটু খবর নিন। তিনি আমার পেছনে পেছনেই হয়তো এসেছিলেন। না জানি ওরা পিতাজির সাথে কেমন আচরণ করেছে! এখন আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত ঘরে যাবো না, যতোক্ষণ যাবৎ এই হিংস্র মহারাজ এখানে উপস্থিত থাকবে।'

BanglaBook.org

প্রেমচন্দ্র কিছু ভাবতে গিয়ে বললেন– 'ঠিক আছে, তুমি বিশ্রাম নাও। আমি তোমার পিতাকে খবর দিচ্ছি।'

প্রেমচন্দ্র বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ভোর হতেই পুরোহিত প্রেমচন্দ্রের কাছে চলে এলেন। তাঁর মাথা আঘাতপ্রাপ্ত। পোশাক রক্তাক্ত। পিতা-কন্যা উভয়ে দীর্ঘক্ষণ পরস্পর জড়াজড়ি করে কাঁদলো। প্রেমচন্দ্র তাঁর উভয় বোনকে বাইরে বেরোতে ইশারা করলেন। ওরা তিনজনই বাইরে বেরিয়ে গেলো।

গায়ত্রী হেঁচকি তুলে বললো– 'এ কী হয়ে গেলো, পিতাজি! আমি তো শেষ হয়ে গেছি! আমার সাথে মারাত্মক অন্যায় করা হয়েছে। পিতাজি! চলুন, এখান থেকে বেরিয়ে দূর অচিন দেশে চলে যাই!'

পুরোহিত এখনো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তিনি ভাঙা ভাঙা চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন।

গায়ত্রী পুনরায় বললো– 'মা কেমন আছেন? জালেমরা তাঁকে আমার সামনেই আঘাত করেছিলো।'

পুরোহিত বললেন– 'তোমার মা মারা গেছে, গায়ত্রী!'

গায়ত্রীর গলা দিয়ে এক মর্মান্তিক চিৎকার বেরোয়। এরপর সংজ্ঞা হারায় সে। প্রেমচন্দ্র এবং দুই মেয়ে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে আসে। গায়ত্রী বেহুঁশ। তার পাশে বসে অনবরত কেঁদেই চলেছেন পুরোহিত। 'গায়ত্রী গায়ত্রী' বলে বুক ভাসাচ্ছে। 'ভগবানের দোহাই! জীবনের উত্তপ্ত মরুভূমিতে আমাকে একা রেখে তুই চলে যাসনে মা!'

প্রেমচন্দ্র মাথা ঝুঁকিয়ে গায়ত্রীর কবজির শিরায় হাত রেখে মেয়েদের উদ্দেশ করে বললেন– 'ভয় পেয়ো না, গোলাপজল ছিটাও। শোকের আধিক্যে তার এ অবস্থা হয়েছে। পুরোহিতজি! আপনি কি তাকে কিছু বলেছিলেন?'

পুরোহিত অশ্রু মুছে বললেন– 'গায়ত্রী আমাকে তার মা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো।'

প্রেমচন্দ্র বললেন– 'গায়ত্রীর মায়ের কী হয়েছে?'

'মহারাজার পাষাণ সৈনিকেরা তাকে মেরে ফেলেছে।'

প্রেমচন্দ্র মাথা নুইয়ে বললেন– 'খুবই খারাপ খবর, পুরোহিতজি! আপনার শোকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আপনার এ দুঃখে আমিও দুঃখী। আমি গায়ত্রীকে বোন ডেকেছি।... ভাইয়ের মর্যাদা আমি রক্ষা করবো।'

'রাজাজি!' পুরোহিত বললেন– 'আমি তোমার চরণে আমার মাথাটুকু রাখতে চাই।'

মেয়ে দুটো গায়ত্রীর মুখে হালকাভাবে গোলাপজল ছিটাচ্ছে। ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে আসছে।

BanglaBook.org

'পুরোহিতজি! গায়ত্রীর জ্ঞান ফিরে আসছে। ভালো হবে, তার সামনে দুঃখ-শোকের কোনো কথা তুলবেন না।'

পুরোহিত অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে রাজা প্রেমচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'রাজাজি! আমি তো কোনো কথা বলবো না, ঠিক আছে; কিন্তু এই মুহূর্তে সে দুঃখ-যন্ত্রণার যেন মহাসাগরে ডুবে আছে– তা কি সে সহজে ভুলে যেতে পারবে? সে তো আর দুধ খাওয়া শিশু নয় যে, খেলার ছলে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা যাবে!'

গায়ত্রীর হুঁশ ফিরে এলে সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলতে থাকে– 'পিতাজি! আপনার লাগানো আগুনের শিখা এখন প্রতিটি বস্তুকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অঙ্গার করে ছাড়ছে!'

'হ্যাঁ, মা!' পুরোহিত কান্নাস্বরে বললেন– 'আমি খুবই মারাত্মক অন্যায় করেছি। আমিই তোমার অপরাধী। এই বস্তির অসংখ্য কুমারীর আসামি আমি। সাম্প্রদায়িকতার খাতিরে আমি বিষধর সাপ এই বস্তিতে লেলিয়ে দিয়েছি।'

এরপর সে রাজা প্রেমচন্দ্রের পায়ের ওপর পড়ে বলে– 'রাজা! আমি তোমারও আসামি। যদি তুমি তোমার সবগুলো নৌকা জ্বালিয়ে না থাকো, তাহলে ভগবানের দোহাই, এখান থেকে তুমি ফিরে যাও।... আশা করি, বাংলার হাকিম তোমার অন্যায় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি প্রায়শ্চিত্তের আগুনে জ্বলছি– যে আগুন কখনো নেভার নয়।'

গায়ত্রী ক্ষোভে বললো– 'পিতাজি! যতোদূর দৃষ্টি যাচ্ছে, সর্বত্র অন্ধকার আর অন্ধকারই দেখা যাচ্ছে। আপনি তো বলতেন– এখানে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ভগবানের আইন বিরাজ করবে?... এটাই কি ভগবানের আইন– যা রাতভর আমার ওপর পতিত হয়েছে?'

পুরোহিত চোখের পানি মুছে ভাঙা কণ্ঠে বললেন– 'মা! আমি পরাজিত। চরমপন্থা আর সাম্প্রদায়িকতায় আমি পাগল হয়ে পড়েছিলাম। যাদের আমি নিজের শত্রু মনে করেছিলাম, তারাই তো দেখছি আমাদের মান-সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষাকারী!'

রাজা প্রেমচন্দ্র তাঁর মুখে বলা বোনদের উদ্দেশ করে বললেন– 'গায়ত্রীকে অন্যত্র নিয়ে যাও। মুখ-হাত ধুইয়ে আহার করাও।'

'না!' গায়ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করে বললো– 'আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই।'

'গায়ত্রী!' প্রেমচন্দ্র তার মাথায় মহব্বতভরা হাত বুলিয়ে বললেন– 'নিজেকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা করো। সাহস আর দূরদর্শিতা দিয়ে এই অন্ধকারকে তোমার জয় করতে হবে। জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে মানুষ এমন

BanglaBook.org

দুর্দশায় প্রায়ই পতিত হয়। নিঃসন্দেহে আমাদের সকলের অন্তর্চক্ষু খুলে গেছে। চরমপন্থার কালো ছায়া সরে গেছে। সবাই মিলেমিশে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি। প্রতিটি আঘাত গুনে গুনে আমরা প্রতিশোধ নিতে সক্ষম। তোমার আব্বাজানও তাঁর কৃত ভুল বুঝতে পেরেছেন। আমরা সবাই এটা অনুধাবন করতে পেরেছি যে, এ সবই আমাদের ভবিষ্যতের সমস্যা– যা আমরা সবাই মিলে সমাধান করতে পারি। আমরা আমাদের অতীতের ভুল-ভ্রান্তিগুলো সামনে রেখে বর্তমান ও ভবিষ্যতের আলোক দিশাকে স্বাগত জানাতে পারি।'

পুরোহিত বললেন– 'রাজাজি! আমরা তো সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে অন্ধকারের অতলে হারিয়ে যাচ্ছি। তোমার কাছে যদি এর কোনো বিহিত ব্যবস্থা বা বিকল্প থাকে, তাহলে আমি পূর্ণ আস্থার সাথে তার ওপর কাজ করতে প্রস্তুত।'

রাজা প্রেমচন্দ্র খুশি প্রকাশ করে বললেন– 'খুব ভালো! আপনার কাছ থেকে আমি এমনই আশা করি।... আপনি এখন নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যান এবং এক নতুন জীবনের, নতুন পথের ও নতুন শপথের জন্য প্রস্তুতি নিন। ভগবানের ইচ্ছায় এই কালো রাত পেরিয়ে অবশ্যই ভোরের উদয় হবে। যার আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে প্রীতি-ভালোবাসার অকৃত্রিম রঙ।'

এক সৈনিক রাজা প্রেমচন্দ্রকে কুর্নিশ করে বললো– 'কুমার সন্তোষ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছেন।'

'অনুমতি দেয়া হলো।' রাজা প্রেমচন্দ্র বললেন।

কুমার সন্তোষ মুচকি হেসে তাঁবুতে প্রবেশ করলো।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন– 'শোনাও কুমার, যুদ্ধের কী সমাচার?'

কুমার সন্তোষ পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে বললো– 'রাজাজি! মনে হচ্ছে, মহারাজার ক্ষমতার সূর্য অস্তের দিকে এগোচ্ছে। বিক্রমকে পাঁচ হাজার চৌকস সেনাসমেত রাতে অতর্কিত আক্রমণ করতে পাঠানো হয়েছিলো। তন্মধ্যে মাত্র দুই হাজার সেনা বহু কষ্টে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। অবশিষ্ট সকলেই ভদ্রেকের আশপাশে উদ্যম খান ও হায়দার ইমামের বাহিনীর হাতে মারা পড়েছে।'

পুরোহিত প্রেমচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'রাজাজি! আমি আবারও আপনাকে বলছি– যদি কোনো পথের দেখা মেলে তবে বলে দিন, যেখান দিয়ে আলোকিত আকাশের দিকে যাওয়া যায়, যেখানে মনুষ্যত্বের দেখা মেলে। এই হিংস্র হায়েনাদের জঙ্গল থেকে বহুদূরে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।'

BanglaBook.org

কুমার আশ্চর্য হয়ে পুরোহিতের পরিবর্তিত চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে। রাজা প্রেমচন্দ্রের চেহারায় তৃপ্তির রঙ ছেয়ে আছে। তিনি একটি চেয়ারে বসে বলতে থাকেন– 'পুরোহিত এক কঠিন দুর্দশার মুখোমুখি।... সন্তোষ! আমি আলিজাহ নবাব আলি কুলি খানের মতো দয়ালু ও উত্তম মানসিকতাসম্পন্ন শাসকের সাথে বিদ্রোহ করে নিজের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ধাবিত করছি। ফুলকে চুমু দিতে গিয়ে আমি কাঁটায় ঠোঁট বিদ্ধ করে চলেছি। পুরোহিতজি প্রায়শ্চিত্তের অনলে জ্বলছেন। নির্দয় মহারাজা পুরোহিতের ঘরকেও রেহাই দেয়নি। তাঁর একমাত্র কন্যার সাথে মহারাজা জোরপূর্বক যৌন লালসা নিবারণ করেছে।'

কুমার সন্তোষ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো– 'আমার ভীষণ আফসোস হচ্ছে। কিন্তু যে ব্যক্তি সাপ পালন করে, একদিন না একদিন সেই সাপের দংশনের যন্ত্রণা তাকে পোহাতেই হয়।'

রাজা প্রেমচন্দ্র বললেন– 'কুমারজি! এ মুহূর্তে পুরোহিতের সাথে সহমর্মিতার আচরণ জরুরি। তাঁর দুঃখ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।'

এরপর সন্তোষ ভদ্রেকে সংঘটিত নির্মমতা ও নৃশংসতার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলে পুরোহিত এ ব্যাপারে নিজেকে দোষী ও আসামি হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকেন এবং ভুগতে থাকেন মর্মপীড়ায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লড়াইয়ের ময়দানে

প্রায় দশ-বারো দিন যাবৎ মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার সকল সেনাকে অতর্কিত আক্রমণ ও সাধারণ যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। কৃষ্ণকুমার খুবই ভয়ংকর, দুর্ধর্ষ ও কূটবুদ্ধির মানুষ। তার শয়তানি মনন-মানসিকতায় সব সময় ঘুরপাক খেতে থাকে মানুষকে অবজ্ঞা ও অপদস্থের চিন্তা। এ লক্ষ্যে সে নিত্যনতুন ফন্দি আঁটতে থাকে। এখনো তার নাপাক মস্তিষ্কে এ-জাতীয় এক নিকৃষ্ট পরিকল্পনা কিলবিল করছে। সে বার্বিটা নামীয় এলাকার বৌদ্ধ গোত্রের নেতা বিষ্ণুর সাহায্যের কথা চিন্তা করছে।

বৌদ্ধ গোত্র আসামের পাহাড়ি জঙ্গলের অদূরে ভুটান ও নেপালের সীমান্তের কাছে অবস্থিত। তাদের গোত্রপতির এক দুর্ধর্ষ বাহিনী আছে গহিন জঙ্গলের দুর্গে। ওখানে সে রাজার হালে দিন কাটায়। গোত্রের অন্য লোকজন বৌদ্ধ জীবনাচারে অভ্যস্ত। এরা চুপে চুপে বস্তি ও কাফেলার ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সর্বস্ব লুটে নেয়। গুপ্তহত্যা ও নৃশংস খুনখারাবি এদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বস্তি লুট করার জন্য আগুন দেয়া এবং যেকোনো ধরনের ডাকাতি, রাহাজানি ও ছিনতাইয়ের কাজে এদের কুখ্যাতি রয়েছে ভারতজুড়ে। ভুটান, নেপাল ও আসামের রাজন্যবর্গ কখনো কখনো এদের ভাড়াটে খুনি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। মহারাজা কৃষ্ণকুমারও বৌদ্ধ গোত্রের এই দুর্ধর্ষ বাহিনীর সহায়তা চেয়ে রেখেছে এবং তাদের আশাতেই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

এক সন্ধ্যা। পর্বতের দিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাস বেশ ঠান্ডা। জগন্নাথ মন্দিরের শীর্ষ চূড়া থেকে সোনালি রঙের আভা চিকচিক করছে। রাজা প্রেমচন্দ্র কামরান ও রণধীরকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন। কারণ, এখনই মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার সেনাবাহিনীর সকল বড় বড় সেনাপতিকে তলব করেছে। মহারাজা বড় কক্ষে সোনায় মোড়ানো রেশমি চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে আছে খুশি মনে। সব সেনাপতি নিজ নিজ আসনে বসে মহারাজার দিকে চেয়ে

BanglaBook.org

আছে। মহারাজার ডান পাশে সেনাপতি বিক্রম এবং বাঁ দিকে প্রধানমন্ত্রী নিলম উপবিষ্ট। মহারাজার আসনের পেছনে দশ-বারো জন সশস্ত্র দেহরক্ষী উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চৌকস ভঙ্গিতে।

রাজা প্রেমচন্দ্র দরবারে পৌঁছালে মহারাজা বলতে শুরু করে– 'আসামের গৌরবের প্রতীকেরা! হিন্দু জাতির রক্ষকবৃন্দ! বাংলার হাকিমের সাথে এখন চরম যুদ্ধের মুহূর্ত এসে গেছে। একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিকল্পনা আমার মাথায় আছে। আমি চাই, মুসলমানদের অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের পূর্বপুরুষদের বাড়িঘর ও ইতিহাস দেখে দেখে ক্রন্দন করবে। তোমরা দেখবে, বৌদ্ধ হিংস্র হায়েনারা কীভাবে তাদের বস্তিগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে কয়লার স্তূপে রূপান্তরিত করে। আমরা জগন্নাথ দেবতার দেবীকে ফেরত আনতে এবং চারজন পূজারিকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসাম থেকে এখানে এসেছিলাম। আমরা নাথ দেবতার পুরোহিতকে কথা দিয়েছিলাম যে, আমরা দ্রুত বাংলাকে স্বাধীন করে আসাম থেকে বাংলা পর্যন্ত বৃহৎ একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবো। কিন্তু জয়ধ্বজ সিংয়ের মতো অনভিজ্ঞ ও ভিতু মহারাজার হীনম্মন্যতার কারণে দুয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের পিছু হটতে হয়েছে। কিন্তু আমি আশাহত নই। যুদ্ধকালে এমন দুয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। আগামীকালই আমি মুসলমানদের ওপর মরণকামড় দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।... সকল সেনাকে রণসাজে সজ্জিত হতে নির্দেশ দাও! বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবেই! কয়েকটি সাধারণ বিজয়ে মুসলমানরা সিংহের মতো ফুলে উঠেছে। কালই রণক্ষেত্রে আমরা প্রমাণ করে দেখাবো কীভাবে মরণপণ লড়াই করতে হয়! দেবতার পূজারিরা! মনে রেখো, এটা কেবল আসামের মহারাজার ইজ্জতের প্রশ্নই নয়; বরং জগতের সকল দেবতার মর্যাদার প্রশ্ন!'

মহারাজা বিক্রমকে উদ্দেশ্য করে বললো– 'সেনাপতিজি! রাতের মধ্যেই সেনাদের বিন্যস্ত করে প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করে নাও। ভোর হতেই আমরা এখান থেকে কয়েক ক্রোশ অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাবো।'

এরপর সে রাজা প্রেমচন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললো– 'রাজাজি! এ ব্যাপারে আমি আপনার প্রতিটি মতামতকে গুরুত্ব দেবো। নতুন কোনো কৌশল বা পরিকল্পনা যদি আপনার মাথায় থাকে, তবে বলুন। সে ব্যাপারে আমি চিন্তা করতে প্রস্তুত।'

রাজা প্রেমচন্দ্র মৃদু হেসে তরবারির মুষ্টিতে হাত রেখে দীপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'আমি আমার সেনাদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এই শুভ মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষার প্রহর গুনে আসছি। মহারাজা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে আমাদের পথে

BanglaBook.org

নেমে আসা নিরাশার কাঁটাগুলো সরিয়ে দিলেন। আগামীকালই মহারাজা নিজ চোখে দেখতে পাবেন, যুদ্ধে কীভাবে জিততে হয়!'

'বেশ! বেশ!' মহারাজা বললো– 'এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উচ্চারণই আপনার কাছ থেকে আশা করেছিলাম।'

এরপর মহারাজা দরবার মুলতবির ঘোষণা দিয়ে বললো– 'সেনাপতিজি! বিষ্ণু মহারাজের বড় ছেলে রাজকুমার নারায়ণ তার গোত্রের পাঁচ-ছয় হাজার সেনাবহর নিয়ে আসছে। তাদের অভ্যর্থনার জন্য পাঁচ-ছয়শো অশ্বারোহীর একটি বাহিনী এবং বাদ্যবাদকদের একটি দল এখনই পাঠিয়ে দাও। তারা নদীর ধারে বনের মাঝে অপেক্ষা করবে।'

বিক্রম মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'মহারাজ! সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'ঠিক আছে।' মহারাজা দাঁড়িয়ে বললো– 'সৈন্যদের প্রস্তুত করো। খণ্ডরায়ের হাতির বহর সম্মুখে থাকা চাই। প্রতিটি হাতির ওপর কমপক্ষে দশ জন তিরন্দাজ আরোহণ করবে।'

সবাই এজলাস থেকে চলে গেলে একজন পূজারিকে মহারাজা কাছে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলো– 'এই গুরুত্বপূর্ণ এজলাসে পুরোহিত মশাই এলেন না কেন?... তার উপস্থিত থাকা খুব দরকার ছিলো।'

পূজারি হাত জোড় করে বললো– 'পুরোহিত মশাইয়ের মন ভালো নেই।'

'না!' মহারাজা দম্ভ কণ্ঠে বললো– 'তুমি অবশ্যই শুনেছো যে, আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৌদ্ধ গোত্রের বাহিনী এসে পৌঁছাবে। এখন এবং এই মুহূর্তেই পুরোহিতের এখানে উপস্থিতি আবশ্যক। আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বলে দেবে যে, এখনই যেন তিনি আমার সামনে এসে উপস্থিত হন, নইলে আমি বৌদ্ধ হায়েনাদের গোটা বস্তিতে লেলিয়ে দেবো। ওরা সম্পূর্ণ বস্তি ধ্বংস করে ছাড়বে।'

পূজারি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপা কণ্ঠে বললো– 'সৌম্য করুন, মহারাজা! এখনই তাঁকে হাজির করছি।'

'ঠিক আছে। তুমি যেতে পারো।'

পূজারি থরো থরো কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরোলো।

মহারাজা ক্ষোভে নিজে নিজেই বিড়বিড় করে বলতে থাকে– ঠিকই আছে, পুরোহিত তার সুন্দরী কন্যার শোকে ডুবে আছে। ওই অপদার্থের হয়তো এ কথা জানা নেই যে, জগতের সবকিছুর ওপরই মহারাজার অধিকার থাকে।

পুরোহিত কম্পিত শরীরে মহারাজার সামনে উপস্থিত।

BanglaBook.org

মহারাজা ক্রোধে ফেটে পড়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো– 'আজ সারাদিন আপনি কোথায় লুকিয়ে ছিলেন?'

পুরোহিত বললেন– 'আমি অসুস্থ।'

'তুমি অসুস্থ নও, ধোঁকাবাজ!'

এরপর সে কিছুক্ষণ পুরোহিতের দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। পুরোহিত মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মহারাজা আবারও বলতে শুরু করলো– 'পুরোহিতজি! আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছি। আগামীকালই জগন্নাথ দেবতার শত্রুদের সাথে মরণপণ যুদ্ধ আরম্ভ হবে। পরিকল্পনা মোতাবেক যখন মুসলমানরা যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, সেই সময় আপনি বৌদ্ধ গোত্রের সৈনিকদের সাথে নিয়ে নাদের খানের বস্তিতে প্রবেশ করবেন। বৌদ্ধ সৈনিকেরা তো জানে না জগন্নাথ দেবতার দেবী কে। আপনিই তাকে চিনিয়ে দেবেন।'

'এই মুহূর্তে মন্দিরে কতোজন দেবদাসী আছে?'

মহারাজার অকস্মাৎ এ প্রশ্নে পুরোহিতের মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে।

পুরোহিত মাথা নাড়ালে মহারাজা বলতে লাগলো– 'আমি কিছু শুনতে চাই না। আজকের নতুন মেহমানদের যেভাবেই হোক দুইশো মেয়ে দিতে হবে। এখনই যান এবং অল্প সময়ের মধ্যে কমপক্ষে দুইশো সুন্দরী কন্যার ব্যবস্থা করুন।... নইলে আমি বৌদ্ধ বাহিনীকে বস্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেবো। তখন কোনো ঘরে একজন নারীও আর জীবিত থাকবে না। ওদের শক্তি ও উন্মত্ততা সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই। ওরা এক রাতে গোটা বস্তি ছাইয়ে রূপান্তর করতে সক্ষম!'

পুরোহিত ভীত কণ্ঠে বললেন– 'মহারাজ! এটা জগন্নাথ দেবতার বস্তি। এই বস্তির অধিবাসীদের সঙ্গে এমন হিংস্রতা মারাত্মক অন্যায়।'

মহারাজা ক্রোধান্বিত হয়ে চিৎকার দিয়ে বললো– 'পুরোহিত! এই মুহূর্তে আমি তোমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিলাম। পুনরায় যদি তুমি আমার সামনে এ ধরনের শব্দ উচ্চারণ করো, তাহলে আমার তরবারি কোষমুক্ত করতে খুব বেশি সময় লাগবে না। জগন্নাথ দেবতার দেবীকে উদ্ধারকারীদের চাহিদায় অবহেলা করা কি অন্যায় নয়?... যাও! ওরা এখানে পৌঁছার পূর্বেই চাহিদা মোতাবেক মেয়ে সংগ্রহ করো!'

পুরোহিত এখনো এখানে উপস্থিত। এমন সময়ে একজন প্রহরী কুর্নিশ করে বললো– 'মহারাজ! ঘনশ্যাম ঠাকুর আসতে চাচ্ছেন।'

'অনুমতি দেয়া হলো।'

BanglaBook.org

মহারাজা মসনদে উপবিষ্ট। কিছুক্ষণ পর ঘনশ্যাম ঠাকুর হাজির হলো। সে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে বললো– 'বৌদ্ধ গোত্রের নেতা বিষ্ণুর বড় ছেলে নারায়ণ মহারাজের চরণ ছোঁয়ার অপেক্ষায় আছে।'

মহারাজা মসনদ থেকে দাঁড়িয়ে বললো– 'কোথায় সে? এখনই তাকে ভেতরে ডাকো।'

ঘনশ্যামের সাথে এক কিম্ভূতকিমাকার ও ভয়ংকর চেহারার যুবক মহারাজার কক্ষে প্রবেশ করলো। তার মাথায় হিংস্র পশুর পালকের টুপি। গলায় মোটা মোটা রঙ-বেরঙের মানিক ও পাথরের মালা। শরীরে সংক্ষিপ্ত পোশাক। তার দুই কাঁধ বেয়ে লেপ্টে রয়েছে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত দীর্ঘ চুল।

সে মহারাজার চরণ ছুঁয়ে খুবই স্বাভাবিকভাবে বললো– 'পিতাজি মহারাজ ভুটান গেছেন। তাই আমি চলে এসেছি। মহারাজ! চিন্তার কোনো কারণ নেই। পিতাজির চাইতে আমি অধিক কর্মদক্ষতা প্রমাণ করে দেখাবো।'

এরপর সে এক ভয়ংকর অট্টহাসি দিয়ে মহারাজার সামনে পড়ে থাকা সোনার মসনদে বর্শা দিয়ে আঘাত করে বললো– 'সেনাপতি বিক্রম আমাকে যে কাজের কথা বলেছে, সেটা তো আমাদের একটি ছোট্ট শিশুও সম্পন্ন করে ফেলতে পারবে।'

এরপর নারায়ণ সামনে অগ্রসর হয়ে কোনো প্রকার দ্বিধা ব্যতিরেকে শরাবের পাত্র হাতে নিয়ে মুখে লাগালো। এক শ্বাসেই সে পেয়ালার সবটুকু শরাব সাবাড় করে দিলো।

এরপর পাত্রটি একদিকে ছুড়ে ফেলে বললো– 'ভালো শরাবের প্রতি আমার বেশ দুর্বলতা।'

মহারাজা পরিবেশ শান্ত রাখতে হেসে বললো– 'নারায়ণ! তুমি বেশ সাহসী ছেলে। তোমার এই কার্যকলাপ আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।'

BanglaBook.org

***

রাজা প্রেমচন্দ্র খুব মনোযোগের সাথে জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের পুরোহিতের দুঃখের কাহিনি শুনছেন। বিস্তারিত শোনার পর তিনি বস্তির মেয়েদের রক্ষা ও নিরাপত্তার সম্ভাব্য কিছু পন্থা পুরোহিতকে বাতলে দিলেন। মহারাজার বিরুদ্ধে উত্তাল জনমত গড়ে তোলার পরামর্শ দিলেন জোরালোভাবে। কিছুক্ষণ পর তিনি সোজা চলে গেলেন বিক্রমের কাছে। তার কাছে গিয়ে প্রেমচন্দ্র বললেন– 'সেনাপতিজি! আমি শুনেছি, মহারাজা বৌদ্ধ গোত্রের যোদ্ধাদের বস্তিবাসীর ওপর লেলিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা

তো প্রকৃতপক্ষে তার স্বার্থেরই বিপরীত সিদ্ধান্ত। এতে করে তিনি অনেক বড় একটি শক্তি হারাবেন।'

সেনাপতি বিক্রম হেসে হেসে বললো– 'রাজাজি! তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তুমিও তোমার এলাকার রাজা। এ কথা তোমার ভালো করেই জানা থাকার কথা যে, রাজা-মহারাজারা তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এমন ভীতিমূলক অনেক কথাই বলে থাকেন। যাক, বৌদ্ধদের কিছুতেই বস্তিতে ঢুকতে দেয়া হবে না। ওদের জন্য আমাদের সেনারা মেয়ে বাছাই করে নিয়ে এসেছে। এতে করে বস্তিতে খুনখারাবির কোনো আশঙ্কা নেই।'

রাজা প্রেমচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন– 'বৌদ্ধ জন্তুগুলোর জন্য তো এতোগুলো মেয়ে বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন ছিলো না।'

বিক্রম বললো– 'প্রয়োজন আছে, রাজাজি! তোমার তো ভালো করেই জানা থাকার কথা যে, পুরুষ এবং ঘোড়াকে যদি শারীরিকভাবে তৃপ্ত রাখা যায়, তাহলে তাদের দিয়ে অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব হয়।'

রাজা প্রেমচন্দ্র মৃদুস্বরে বললেন– 'তৃপ্তির জন্য এতোগুলো মেয়ের প্রয়োজন নেই– যা এই মুহূর্তে বোঝানো হচ্ছে।'

বিক্রম আবারও অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'রাজাজি! তোমার ভেতর এখনো মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কৃতি বিদ্যমান। আমাদের সাথে থাকো, তাহলে জীবনের রঙ-বেরঙের নানা ঝলক দেখতে পাবে।'

প্রেমচন্দ্র তাঁর তাঁবুতে ফিরে গিয়ে দেখেন সেখানে প্রধানমন্ত্রী নিলম তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

নিলম কুমার কোনো রকম ভূমিকা ছাড়াই বলতে আরম্ভ করলো– 'রাজাজি! আমি তোমাকে আমার সমব্যথী ও সহমর্মী মনে করি। আগামীকালই যুদ্ধ শুরু হবে। মহারাজা আন্তরিকভাবেই আমার বিরোধী। আমার খুনের পিপাসা আছে তার ভেতর। যুদ্ধের ফলাফল কী হবে– ভগবানই ভালো জানেন। তবে যেভাবেই হোক, মহারাজা আমাকে শেষ করে পথের কাঁটা দূর করতে চাইবে– এতে সন্দেহ নেই। আমাকে এমন কোনো পরামর্শ দাও, যাতে করে আমি নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হই।'

রাজা প্রেমচন্দ্র তার কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'আমি তোমাকে আমার ছোট ভাইয়ের মতো মনে করি। তুমি নিজের ব্যাপারে কী ভেবে রেখেছো? নির্ভয়ে আমাকে বলো। এরপর আমি আমার মতামত ও পরামর্শ জানাবো।'

নিলম কুমার এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে করে বললো– 'আমি বাংলার হাকিমের কাছে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি। যুদ্ধের ময়দানে যখনই সুযোগ মিলবে আমি পালিয়ে আলি কুলি খানের বাহিনীর সাথে মিশে যাবো।'

BanglaBook.org

রাজা প্রেমচন্দ্র তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বড়ই মহব্বতের সাথে বললেন– 'নিলম, তোমার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট কার্যকর। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমি তোমাকে বলতে পারি, বাংলার হাকিম তোমার জন্য এক শক্তিশালী আশ্রয়। যা-ই হোক, তোমাকে এই পরামর্শ দেবো যে, দ্রুততার আশ্রয় নেবে না। আমি জেনেছি, বাংলার হাকিম আসাম পর্যন্ত মহারাজা কৃষ্ণকুমারকে ধাওয়া করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। এই লক্ষ্যে আসামে তোমার অবস্থান বাংলার হাকিমের জন্য বেশ উপকারী হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি, মহারাজা কৃষ্ণকুমারের রাজত্বের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান করে হাকিমের পক্ষে কাজ করে যাবে। এতে করে হাকিমের কাছে তোমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।... আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, মহারাজা তোমাকে খুন করতে বিলম্ব করবে না। যে করেই হোক, তুমি হাকিমের কাছে তোমার ইচ্ছার কথা জানিয়ে দাও।... যুদ্ধের সময় তিনি তোমার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।'

নিলম কুমার বললো– 'রাজাজি! তোমাকেও আমি এই পরামর্শ দেবো যে, যতো দ্রুত সম্ভব এই ভয়ংকর জাহান্নাম থেকে তুমি বেরিয়ে যাও। এখানকার হিংস্র পরিবেশ তোমার স্বভাব-প্রকৃতি ও মর্যাদার জন্য বিষধর প্রাণঘাতী।'

রাজা প্রেমচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন– 'ভাই নিলম, আমি জীবনভর আমার ভুলের মাশুল দিয়ে যাবো। ভগবান জানেন, আমার ভাগ্যে কী লেখা আছে! তুমি আমার ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। আমি আমার সবকিছু ভগবানের হাতে সঁপে দিয়েছি।'

BanglaBook.org

পরদিন ভোরে ভোরে মহারাজা রণসাজে সেজে আছে। নিলম কুমার, প্রেমচন্দ্রসহ সবাই অস্ত্রশস্ত্রসমেত দাঁড়িয়ে।

পুরোহিতকে দেখে মহারাজা বললো– 'আপনি ভিতু হয়ে আছেন কেন?'

পুরোহিত কুর্নিশ করে বললেন– 'না মহারাজ! আমি ভিতু নই।'

মহারাজা বললো– 'আপনি এই মুহূর্তে নদীর পাড়ে অবস্থানরত বৌদ্ধ গোত্রের বাহিনীর কাছে চলে যান। জগদীশ চার-পাঁচজন অশ্বারোহী নিয়ে আপনাকে সঙ্গ দেবে।... পরবর্তীতে কী করতে হবে, সে ব্যাপারে জগদীশ এবং নারায়ণ আপনাকে অবহিত করবে।'

এখনো মহারাজার কথা শেষ হয়নি; এমন সময়ে এক সৈনিক দৌড়ে মহারাজার কক্ষে প্রবেশ করলো। এরপর মহারাজার পায়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলো– 'মহারাজ! মুসলমানরা আক্রমণ করে বসেছে!... আমাদের ওইসব সৈনিককে মেরে ফেলা হয়েছে– যারা মেয়েদের তুলে নিয়ে বৌদ্ধ ছাউনিতের দিকে এগোচ্ছিলো।'

'কী বকছো তুমি?' মহারাজা গর্জন করে বলে উঠলো– 'মুসলমান কোথা হতে আসবে? ওরা কি আকাশ থেকে নেমে এসেছে? এই মুহূর্তে চতুর্দিকে আমাদের সৈনিকেরা ছড়িয়ে আছে।... ওই মেয়েগুলো কোথায়?'

'মহারাজ! ওরা মেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে!'

'সেনাপতি!' মহারাজা চিৎকার দিয়ে বললো– 'আমি এসব কী শুনছি?... সংবাদ যদি সত্যি হয়, তাহলে এ ব্যাপারে তুমি কী বলবে?'

বিক্রম উদ্বেগ প্রকাশ করে বললো– 'আমি এখনই গিয়ে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে আসছি।... মনে হচ্ছে, রাতে রাতে মুসলিম বাহিনী নদীঘেঁষা জঙ্গল পেরিয়ে আমাদের নিকটে এসে পৌঁছে গিয়েছিলো।'

পুরোহিত অর্থবোধক দৃষ্টিতে প্রেমচন্দ্রের দিকে তাকালেন।... রাজা প্রেমচন্দ্র চোখ টিপে মৃদু হেসে মাথা নুইয়ে রাখলেন।

পুরোহিত বললেন– 'মহারাজ! মনে হচ্ছে, সেনাপতিজি ঠিকই বলেছে।... উদ্যম খান অত্যন্ত দূরদর্শী। সে বনে বনে তার সেনাদের এখান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে!'

মহারাজা জগদীশকে ডেকে বললো– 'জগদীশ, তুমি পাঁচশো সওয়ারি নিয়ে বৌদ্ধ বাহিনীর কাছে পৌঁছে যাও। নদী ও জঙ্গলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখো। মন্দিরের পুরোহিতজি তোমার সঙ্গে যাবেন।... সন্ধ্যার অন্ধকারে তোমাদের সফর শুরু হবে।... এছাড়া তোমাকে যা যা বলা হয়েছে– সেভাবে কাজ করবে। শুষ্ক পথ নিরাপদ মনে না হলে জলপথ ধরবে।'

এরপর সে খণ্ডরায়কে উদ্দেশ করে বললো– 'খণ্ডরায়! হাতিগুলোকে ভালো করে শরাব পান করিয়েছো তো?'

খণ্ডরায় মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'মহারাজ! চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি ওগুলোকে পাগল করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে রেখেছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত হাতিগুলো ক্রমান্বয়ে শরাব পান করতেই থাকবে।'

BanglaBook.org

***

বৃষ্টি আরেকবার তুফানের আকৃতি গ্রহণ করে। এতো জোরো বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে যে, মনে হচ্ছে কেঁপে কেঁপে উঠছে ধরিত্রী। নদীঘেঁষা ছাউনি অতিক্রম করে বাংলার বাদশাহ তাঁর স্বনামধন্য সেনাপতি শাহরুখকে উদ্দেশ করে বললেন– 'শাহরুখ! তুমি এখনই এখান থেকে সোজা ভদ্রেকের দিকে রওনা হও। উদ্যম খান ও সাইয়েদ হায়দার ইমাম তোমার অপেক্ষায় আছে। ভদ্রেক থেকে রাতারাতি জগন্নাথ দেবতার বস্তির দিকে রওনা হয়ে যাবে। আমিও

নিজের সব সৈনিক নিয়ে রাতের প্রথম প্রহরেই মন্দির অভিমুখে রওনা হবো। আমি চাই, তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ প্রান্তে আসাম বাহিনীর ওপর এমন প্রবলভাবে আক্রমণ ছুড়বে– যাতে তারা মন্দির ও বস্তি ছেড়ে আগে যেতে বা পেছনে হটতে বাধ্য হয়। এতে করে জগন্নাথ বস্তির বোকা ও অসহায় অধিবাসীদের ক্ষয়ক্ষতি কম হবে।'

শাহরুখ হাকিমের শেরওয়ানিতে চুমু খেয়ে বললো– 'নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে পালন করা হবে। আমি ভদ্রেকে অপেক্ষা না করেই সোজা জগন্নাথ বস্তির দিকে রওনা হয়ে যাবো।'

হাকিম তাঁর ঘোড়ার দিক পরিবর্তন করে বললেন– 'নদীর সেতু ও ভাঙাচোরা সরঞ্জাম হেফাজতের জন্য দুই-তিনশো সিপাহিই যথেষ্ট।'

হাকিমের সঙ্গে গোহাটির দুর্গপতি ফিরোজ খান এবং পঞ্চাশ জন সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীও ছিলো। নদীর সেতু অতিক্রম করতেই তাঁরা নিজেদের ঘোড়ার লাগাম ঢিলে করে দিলেন। এবার বিদ্যুৎ বেগে দৌড়তে থাকে ঘোড়াগুলো।... শাহরুখ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

এরপর সে উচ্চস্বরে একজন সিপাহিকে উদ্দেশ করে বললো– 'যাত্রার ঘণ্টা বাজানো হোক!'

কিছুক্ষণ পরই শাহরুখ তার সব সৈনিক নিয়ে ভদ্রেকের উদ্দেশে এগোতে থাকে। হাকিমের বাহিনী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যত্রতত্র। বড় বড় সেনাপতিদের রয়েছে পৃথক পতাকা। বিশাল বিশাল গরুর গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যুদ্ধ সরঞ্জাম। চারদিকে আবেগ, উদ্যম ও উত্তেজনার আবহ। আল্লাহু আকবার ও ইয়া আলি ধ্বনিতে মুখরিত দিগ্‌বিদিক। ইমানের বলে বলীয়ান একদল উদ্দীপ্ত সৈনিকের প্রাণ উজাড় করা উচ্ছ্বাস।

বাংলার বাদশাহ পুরো সেনাছাউনিতে এক ঘূর্ণি চক্কর কাটার পর বড় বড় সেনাপতিদের উদ্দেশ করে বললেন– 'ফজরের নামাজ আমরা জগন্নাথ বস্তির কাছে গিয়ে আদায় করতে চাই।... মনে হচ্ছে, সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে। কেবল যাত্রার ঘণ্টা বাজানোই বাকি।'

সাইয়েদ সাইফুদ্দিন বললেন– 'আলিজাহ! সবকিছু প্রস্তুত। এখন কেবল আপনার নির্দেশের অপেক্ষা।'

হাকিম খুশি প্রকাশ করে বললেন– 'আমি বস্তির জনসাধারণকে এখনই খোদা হাফেজ বলে আসছি। রণসরঞ্জাম-বোঝাই গরুর গাড়িগুলো পদাতিক বাহিনীর সাথে রওনা করে দেয়া হোক।'

বস্তিতে এক আশ্চর্য ধরনের ইমানদীপ্ত আবহ। মন্দিরের ঘড়ি ও কাঁসর জোরে জোরে বেজে চলেছে। হিন্দু নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা ভগবানের কাছে বিজয়

BanglaBook.org

ও সাহায্য প্রার্থনা করছে কায়মনোবাক্যে। বাদশাহ প্রথমে মন্দিরে আসেন। তিনি হিন্দুদের এমন বিস্ময়কর আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখে বেশ প্রভাবিত হন।

তিনি নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উদ্দেশ করে বলেন– 'নিজ নিজ বিশ্বাস মতে, উভয় জগতের মালিকের সামনে এমনভাবে আকুতিভরা কণ্ঠে প্রার্থনা করা অনেক বড় ইবাদত। ইবাদতের এই ধারা অব্যাহত রাখা চাই। যুদ্ধে তো জয়-পরাজয় হয়েই থাকে। তবে পদে পদে আমরা বিজয়ের আশা করি। কেননা, আমরা জালিম নই; মজলুম। সব দিক থেকেই আমরা হকের ওপর আছি। কারও ওপর আমরা অন্যায় করিনি। কোনো বস্তি জ্বালিয়ে দিইনি। যুদ্ধটা আমরা নিজ থেকে শুরু করিনি। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুনের দিকে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে। আমরা সত্যের ওপর অধিষ্ঠিত। বিজয় সব সময় সত্যেরই হয়ে থাকে।'

এরপর বাদশাহ তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে থাকা এক কচি হিন্দু মেয়েশিশুকে বুকে তুলে নিয়ে স্নেহভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি আমার জন্য কী প্রার্থনা করেছো, মা?'

শিশু মেয়ে হাকিমের লৌহ বর্মে ভরা বুকে হাত বুলিয়ে তোতলা কণ্ঠে বললো– 'ভগবান! আমাদের হাকিমকে বাঁচিয়ে রাখো। আমি এই প্রার্থনা করেছি।'

বাদশাহ শিশুর মাথায় চুমুর পরশ বুলিয়ে দিয়ে ভাঙা কণ্ঠে বললেন– 'তুমি আমার জন্য শাহাদাতের প্রার্থনা করোনি কেন?'

'শাহাদাত!' শিশু বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বাদশাহর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'সেটা কী?'

'না!' মধ্যবয়সী এক হিন্দু মহিলা প্রায় চিৎকার করে বললো– 'আমরা প্রজাদের ওপর এমন দয়াবান বাদশাহর জন্য এই প্রার্থনা করতে পারি না! ভগবান যেন এমন সময় আসার আগে আমাদের মৃত্যু দেন।'

জনগণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আবেগ-উদ্যমের আধিক্যে চোখের পানিতে ভেসে যাচ্ছে বাদশাহর বুক।

বাদশাহ শিশুটিকে তার মায়ের হাতে সঁপে দিয়ে বললেন– 'আমি চাই, আমাকে দোয়া দিয়ে বিদায় দাও।'

একবার ফের উচ্চশব্দে ঘণ্টা বেজে উঠলো। মন্দিরের পূজারিরা নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস মতে চক্কর দিলো বাদশাহর চারদিকে। এরপর বাদশাহ সেখান থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে গেলেন মসজিদে।

আসরের নামাজ আদায় করার পর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন– 'সময় খুব কম। দীর্ঘ সফর খুবই কম সময়ের মধ্যে আমাদের অতিক্রম করতে হবে।

BanglaBook.org

লোকসকল! তোমাদের জানা আছে, আমি স্বভাবগতভাবে যথেষ্ট কোমলপ্রাণ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে আমি সব সময় দূরে থাকতে পছন্দ করি। প্রকৃতি স্বাধীন ও মুক্ত থাকুক। গাছের শাখায় শাখায় ফুল ফুটুক। কলিরা লজ্জাবনত হোক। রঙে-রূপে টইটম্বুর থাকুক বিশ্বচরাচর– এটাই আমার কামনা। আমার এই কোমল স্বভাবের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আল্লাহ না করুন– আমি অপদার্থ বা নপুংসক। আমি মুসলমান। আমাদের ধর্ম আকাশছোঁয়া উচ্চতায় সবার পথপ্রদর্শক। আমি অন্যায়, বাড়াবাড়ি, অত্যাচার ও নির্মমতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে জানি। হ্যাঁ, আমরা মাথা ঝুঁকিয়ে রাখা দলের লোক নই। শিরশ্ছেদকারী মহান কীর্তির বাহকদের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী। আমি হুসাইন রা.-এর উত্তরসূরি। সময়ের ইয়াজিদকে খুব ভালো করে নির্মূল করতে জানি। আমার ব্যাপারে কোনো কিছুই তোমাদের অজানা নয়। মানবতার শত্রু আসাম বাহিনী আমাদের সালতানাতের বিশাল এক অংশের ওপর সন্ত্রাস ও বর্বরতার এমন আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে– যেখানে জ্বলেপুড়ে অঙ্গার হচ্ছে আমাদের সম্মান-সম্ভ্রম। আমাদের সালতানাতের কোনো অংশকেই আমরা কারবালা হতে দিতে পারি না!'

বাদশাহর চেহারা ক্ষোভ ও ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। চোখ বেয়ে বর্ষণ হচ্ছে বারুদের আগুন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি মাথায় পাগড়ি পরে বললেন– 'এক হাজার যুবককে আমি এখানে বস্তির নিরাপত্তার জন্য রেখে যাচ্ছি। এক ধোকাবাজ ও দুর্ধর্ষ শত্রুর সাথে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। দিন-রাত তোমরা চৌকান্না থাকবে। অবস্থার ওপর কড়া দৃষ্টি রাখবে।'

মিম্বর থেকে নেমে বাদশাহ সম্মানিত খতিব, আলেম ও কারীদের লক্ষ্য করে বললেন– 'বাহিনী প্রস্তুত। তোমরা সবাই চলো। নাদের খানের প্রাসাদের অধিবাসীদের খোদা হাফেজ বলে আসি।'

নাদের খানের প্রাসাদজুড়ে জিহাদি উদ্যমের রঙ। সর্বত্র এক আবেগঘন ইমানি পরিবেশ। কুলসুম, সকিনা, চন্দ্ররানী, কামিনী ছাড়াও ভদ্রেক থেকে আগত মেয়েরা পরে আছে রণপোশাক। বাদশাহর আগমনের সংবাদে চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করছে।... বাদশাহ আলি কুলি খান মুজাহিদসুলভ ভাবগাম্ভীর্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে নাদের খানের বেগমের সাথে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সব মেয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। তাদের কপালে চিকচিক করছে দৃঢ়তার কিরণ। কিন্তু সকলের চোখই অশ্রুসিক্ত। ওরা বেশ কষ্ট করে কান্নার শব্দ সংবরণ করে রেখেছে।

বাদশাহ অগ্রসর হয়ে সবাইকে সালাম জানিয়ে বললেন– 'যে জাতির স্ত্রী, কন্যা, মা ও বোনেরা জিহাদি প্রেরণায় উজ্জীবিত, তাদের এই পৃথিবীর কোনো

BanglaBook.org

ফেরাউনি ও তাগুতি শক্তি অন্যায়-অত্যাচারের মাধ্যমে পরাজিত করতে পারবে না। আমরা কতোই না সৌভাগ্যবান, আমাদের কন্যারা আমাদের জন্য দোয়া করছে। আমি তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে এসেছি। আমি শাহাদাতের বড়ই পিয়াসী। আমার জন্য দোয়া করো।'

সকিনা এগিয়ে এসে বাদশাহর শেরওয়ানিতে চুমু খেয়ে বললো– 'শাহাদাত একজন মুজাহিদের জীবন সফরের সর্বোচ্চ সোপান। কিন্তু হে জাতির ঝান্ডাবরদার! আমাকে ক্ষমা করে দিন, কখনোই আমরা আপনার জন্য এমন দোয়া করতে পারবো না। হতে পারে এ ব্যাপারে আমি নিজেই অধিক পিয়াসী।'

আরেক দিকে কুলসুম বাদশাহর শেরওয়ানির আঁচল ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো– 'হাকিম বাবা! আমার চেয়ে বেশি স্বার্থপর হয়ে পড়েছেন আপনি! বলুন তো, আপনার পর আমরা আপনার মতো আর কি কোনো সরদার পাবো?'

বাদশাহ মৃদু হেসে বললেন– 'কী বলছো তুমি... আমি নিঃশঙ্ক মনে নিজের জন্য শাহাদাতের দোয়া প্রার্থনা করছি।'

কুলসুম বললো– 'তাহলে আমরা সবাই সমস্বরে মহান আল্লাহর দরবারে আপনার এই দোয়া কবুল না করার জন্য ফরিয়াদ জানাবো!'

নাদের খানের স্ত্রী আলি কুলি খানের সামনে শরবতের একটি পেয়ালা পেশ করে বললেন– 'সুহৃদ ও সরলপ্রাণ বাদশাহ! আমরা আপনাদের সবাইকে নেক দোয়ার মাধ্যমে রণাঙ্গনের দিকে বিদায় জানাচ্ছি। ভাগ্যবিধাতা সৃষ্টিজগতের সূচনা দিনে যার যার ভাগ্যলিপিতে যা যা লিখেছেন, তা এমনিতেই এসে যাবে। আমরা মুজাহিদের মা, বোন, কন্যা ও স্ত্রী। আমাদের তো কেবল একটিই প্রার্থনা– মহামহিম আল্লাহ তায়ালা সবাইকে নিজ নিজ নেক উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক করে দুনিয়া থেকে ফেরাউনি ও ইয়াজিদি কার্যকলাপ চিরতরে বন্ধ করে দিন। অত্যাচারী পাপিষ্ঠরা নিজ নিজ কৃতকর্মের শাস্তি পেয়ে কর্মফলের ঠিকানা পর্যন্ত পৌঁছে যাক।'

বাদশাহ নাদের খানের স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে বললেন– 'আল্লাহ যদি চান, তাহলে আমরা জালিমদের হাশরের পরিস্থিতিতে নিয়ে গিয়ে ক্ষান্ত হবো।... ধুলোয় মিশিয়ে দেবো অত্যাচারীদের নির্মম খড়্গ।'

কিছুক্ষণ পর হাকিম ফেরার জন্য মোড় ঘোরালেন।

তিনি মেয়েদের সালাম করে বললেন– 'কামিনী, কুলসুম ও চন্দ্ররানী কোথায়?'

নাদের খানের স্ত্রী বললেন– 'ওরা হয়তো বাইরে গেছে।'

BanglaBook.org

হাকিম প্রাসাদের ফটকে গিয়ে পৌঁছালে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পান। কুলসুম হাকিমের ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। কামিনী ও চন্দ্ররানীও ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সকিনা ফটকের উঁচু চৌবাচ্চায় হাতে কোরআন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হাকিম চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'তোমরা সবাই আমাকে এতোটাই আন্তরিকভাবে ভালোবাসো– এটা তো আমার ধারণার বাইরে!'

পেছন দিক থেকে এক মেয়ে বললো– 'হাকিম বাবা! এই রাজ্যের প্রত্যেক মেয়ের মন তাদের মহীয়ান বাবার জন্য এমন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় টইটম্বুর।'

কুলসুম এগিয়ে এসে হাকিমের বাহুতে লৌহ বর্মের ওপর কাপড়ের পট্টি বেঁধে বললো– 'এটা ইমাম জামিন। আমি আমাদের হাকিম বাবার জীবনের জামানত ওই ইমামের কাছে প্রার্থনা করছি– যাকে জামিন বলা হয়।'

হাকিম কুলসুমের কপালে চুমু দিয়ে বললেন– 'মা কুলসুম! আমিও তোমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে সোপর্দ করে যাচ্ছি।'

সকিনা বললো– 'হাকিম বাবা! আপনি ঘোড়ায় আরোহণ করুন। এই মুহূর্তে আমরা আপনাকে আল্লাহ তায়ালার কালামের ছায়াতলে পার করাতে চাচ্ছি।'

বাংলার বাদশাহ মাথা নিচু করে বললেন– 'আমি আল্লাহ তায়ালার কালামের নিচ দিয়ে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা সঙ্গত মনে করছি।'

সবাই দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে আছে। বাদশাহ কোরআনে কারিমের ছায়ার নিচ দিয়ে হেঁটে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি তাঁর গলা থেকে মুক্তার মালাটি নিয়ে সকিনাকে দিয়ে বললেন– 'এটা আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া। গরিব, মিসকিন ও এতিমদের মাঝে এটা বণ্টন করে দেবে।'

এই বলে হাকিম ঘোড়ার ওপর আরোহণ করলেন।

কুলসুম ঘোড়ার লাগাম তাঁর হাতে দিয়ে বললো– 'হে মহামহিম পরওয়ারদিগার! আমাদের হাকিমকে বিজয়মাল্য পরিয়ে দিন!'

হাকিম আল্লাহর নাম নিয়ে ঘোড়ার ওপর আরোহণ করলেন। একবার তিনি ঘোড়াকে ঘোরালেন চারদিকে। এরপর হেঁচকা টান দিয়ে 'খোদা হাফেজ' বলে অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় নিয়ে রওনা হলেন।

ছাউনিতে পৌঁছে বাদশাহ শ্যামকে লক্ষ করে বললেন– 'মহিপাল ও রাজেন্দ্র কোথায়?'

BanglaBook.org

আজম খান এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো– 'মনে হচ্ছে ওরা পদাতিক বাহিনীর সাথে রওনা হয়ে গেছে।'

'না! উভয়কে ফিরে আসতে বলো! ওরা আমার সাথে থাকবে।'

শ্যাম ঘোড়া দৌড়ালো।

উচ্চস্বরে বাজছে দামামা। কারি সাহেব উচ্চশব্দে তেলাওয়াত করে যাচ্ছেন কোরআন কারিমের জিহাদ-সংক্রান্ত আয়াত।

বাংলার বাদশাহ বললেন– 'আজম খান ও আদেল খান! তোমরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হও। জগন্নাথ বস্তির দক্ষিণ দিককার নদীর প্রান্তঘেঁষা গোটা এলাকা তোমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।'

এরপর তিনি সাইয়েদ সাইফুদ্দিন, ফিরোজ খান ও নাদের খানকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমরা সবাই উত্তরের জঙ্গলের পাশ দিয়ে এগোতে থাকো। ভোরে ভোরে তোমাদের বাহিনীর সাথে উদ্যম খান, সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও শাহরুখ শামিল হবে। মধ্যভাগ আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ইসমাইল, মোহন ও শেখর! তোমরা সবাই আমার সঙ্গে থাকবে।'

এরপর তিনি সবুজ রঙের পতাকা উড্ডীন করে আল্লাহু আকবার তাকবিরের স্লোগানে স্লোগানে এগোবার নির্দেশ দিয়ে বলেন– 'জগন্নাথ বস্তি এখান থেকে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ভোরের আগেই এই দূরত্ব আমাদের অতিক্রম করতে হবে। আমার পক্ষ থেকে জিহাদের ঘোষণা দিলাম। কোথাও যদি শত্রু মুখোমুখি হয়, তবে সম্পূর্ণরূপে তাদের উৎখাত করে ছাড়বে। সন্ধি ও কৌশলের সময় শেষ। যতোক্ষণ জালিমরা নির্মূল না হবে, ততোক্ষণ অন্ধকার রাত ফুরোবে না!'

এভাবে এগোচ্ছে সময়ের কাঁটা। সূর্য ঢলে পড়তে থাকে পশ্চিমাকাশে। ইতোমধ্যে শ্যাম রাজেন্দ্র ও মহিপালকে নিয়ে হাজির হয়ে গেছে।

বাদশাহ মহব্বতের সুরে বললেন– 'মহিপালজি! তোমাকে আমি হাজারবার নিষেধ করেছি যে, তুমি আমাকে ছাড়া কোথাও যাবে না।'

'ঠিক আছে।' তিনি ঘোড়ার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন– 'কিন্তু কী করবো! জিহাদের উদ্যম আমাকে বসে থাকতে দিচ্ছে না!'

বাদশাহ বললেন– 'ভবিষ্যতে যদি তুমি আর এ ধরনের কাণ্ড ঘটাও, তাহলে তোমার ওপর আমি ভীষণ রাগ করবো।'

এরপর তিনি রাজেন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললেন– 'বেটা! তোমাকে আমি এতো জোর দিয়ে বললাম যে, মহিপালকে তুমি তাঁবু হতে বেরোতে দেবে না! তবুও সে কীভাবে চলে গেলো?'

BanglaBook.org

একটি সশব্দ অট্টহাসির রোল পড়লো। সাথে সাথেই হাকিম রওনা হওয়ার জন্য টেনে ধরলেন ঘোড়ার লাগাম। মুজাহিদরা সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করছে। হাকিমের ঝান্ডা ছিলো মোহনের হাতে। সিপাহিদের মাঝে আকাশছোঁয়া উদ্যম। পথের ধুলো উড়ে উড়ে আকাশ ছোঁয়ার উপক্রম। বাদশাহ আলি কুলি খানের ঘোড়া চলছে সবার আগে আগে। আল্লাহর কালামের ধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক মুখর। পদাতিক বাহিনী দ্রুত বেগে সম্মুখে আগুয়ান।

রাতের প্রথম প্রহর শুরু হয়েছে। এক স্থানে অবস্থান করে বাহিনীর সবাই নামাজ আদায় করলো। এরপর শুকনো মোয়া ও ভুনা বুটের ডাল খেয়ে পানি পান করে রওনা হবে পরবর্তী মঞ্জিলের দিকে। বাংলার হাকিমের বাহিনীর প্রত্যেক সৈনিকের কাছেই শুকনো মোয়া ও ভুনা ডাল থাকে। আহার পর্ব এখনো ভালো করে শেষ হয়নি। এমন সময়ে আরম্ভ হয়ে যায় মুষলধারে বৃষ্টির বর্ষণ। পাশাপাশি বইতে থাকে তুমুল তুফান।

বাদশাহ উচ্চস্বরে বললেন– 'মুজাহিদরা! এই বৃষ্টি-বাদল তোমাদের সাহস, শক্তি ও প্রতিজ্ঞার অগ্নিপরীক্ষা। তোমাদের কদমে বিন্দুমাত্র বিচলতা দেখা দিলে সময়ের তরবারি তোমাদের টুকরো টুকরো করে ছাড়বে।'

এতো বৃষ্টির পরেও মুসলিম বাহিনী রাতের শেষ ভাগে জগন্নাথ মন্দিরের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। ভোর হতেই বাদশাহ আলি কুলি খান এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করেন আসাম বাহিনীর সামনে। জগন্নাথ বস্তির পাঁচ-ছয় ক্রোশ আগেই গোটা এলাকায় মুসলিম বাহিনী তৈরি করে পরিখা ও আত্মরক্ষাব্যূহ। দক্ষিণ প্রান্ত হতে উদ্যম খান, সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও শাহরুখের বাহিনী এগিয়ে আসছে।

***

মহারাজা কৃষ্ণকুমার মুসলমানদের আক্রমণ ও ঘূর্ণিবেগে পশ্চাদ্ধাবনের খবর ওই সময়ে জানতে পারে, যখন সে তিন দিক থেকেই হয়ে পড়ে পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ। উদ্যম খান তার তীক্ষ্ণ গতি ও সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে জগন্নাথ বস্তির বড় বড় সব ফটকের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এভাবে অসমীয়দের ওপর বস্তিতে প্রবেশ করার সব কটি পথ বন্ধ করে দেয় উদ্যম খান।

মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার ছাউনিতে আশ্চর্য হয়ে নিজ বাহিনী সেনাপতিদের উদ্দেশ করে বলতে থাকে– 'এটা আমার ধারণা ছিলো না যে,

বাংলার হাকিমের বাহিনী এতো দ্রুত এখানে পৌঁছাতে সক্ষম হবে! যাক, এতে আমাদের দমে গেলে চলবে না। সৈন্যসংখ্যা ও রণসরঞ্জামের দিক থেকে আমরা খুব ভালো অবস্থানে আছি। একটি উন্নত পরিকল্পনা প্রয়োজন।'

এরপর সে দ্রুত তার বাহিনীকে পুনর্বিন্যাস করে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলে। পদাতিক ও হস্তী বাহিনীর উৎসাহ জোগায়। খুবই বিচক্ষণতার সাথে বাহিনীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে মহারাজা। ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে অভিজ্ঞ সেনাপতিদের নিয়োগ দেয়। বিক্রম, ঘনশ্যাম ঠাকুর ও নিলম কুমার নিজ নিজ বাহিনীর সাথে নির্দেশের জন্য অপেক্ষমাণ। মহারাজা হস্তী বাহিনীকে এমনভাবে আড়াআড়ি করে দাঁড় করিয়েছে, বাহ্যত মনে হয় এটি একটি বিশাল প্রাচীর। হাতির পিঠে চৌকস তিরন্দাজদের বসানো হয়েছে। মহারাজা নিজেও হাতির পিঠে আরোহণ করে গোটা বাহিনীর মধ্যভাগে অবস্থান করেছে। বেশ দক্ষতার সাথে খুবই কম সময়ের মধ্যে সে তার বাহিনীকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে এগোতে আরম্ভ করে। সে নিজেদের এবং মুসলমানদের মাঝে হাতির প্রাচীর নির্মাণ করে রেখেছে। রাজা প্রেমচন্দ্রের বাহিনীকে সে কৌশলমতে অগ্রবর্তী বাহিনীর পেছনে প্রস্তুত রেখেছে প্রবল আক্রমণের জন্য।

উদ্যম খান ও সাইয়েদ হায়দার ইমামের বাহিনী বস্তির আশপাশ অবরুদ্ধ করে রেখেছিলো। শাহরুখ পাঁচ-ছয় হাজার অশ্বারোহীর সাহায্যে আসাম বাহিনীর পেছন দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। উদ্যম খান যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মানসিক ও শারীরিকভাবে ঘোড়া দৌড়িয়ে বাজপাখির মতো কখনো শত্রুব্যূহের ডান দিক হতে, কখনো বাঁ দিক হতে আক্রমণ করে করে পেছনে নিজ ছাউনিতে পৌঁছে যায়। মহারাজা অপারগতাবশত জগন্নাথ বস্তির কয়েক ক্রোশ দূরে পেছনের পশ্চিম প্রান্তে সরে যেতে বাধ্য হয়। এতে করে মুসলিম বাহিনী কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি ছাড়াই জগন্নাথ বস্তির পাশে নিজেদের অবস্থানকেন্দ্র স্থাপনে সফল হয়।

এদিকে মুসলমানদের পোশাক বৃষ্টির পানি ও কাদায় কর্দমাক্ত হয়ে পড়েছে।

'ফজরের নামাজ আদায়ের পর বাদশাহ আলি কুলি খান আল্লাহর সাহায্যের জন্য দোয়া করছেন। বাতাসে এক ঐশী আমেজ বিরাজমান। স্নিগ্ধ বাতাসেরা থেমে থেকে সংগ্রহ করছে মনের আকুতি মেশানো দোয়ার পয়গাম।

বাংলার বাদশাহ কেঁদে কেঁদে দোয়া করছেন– 'হে আরব ও আজমের সুলতানদের সুলতান! হে মহামহিম প্রভুর প্রিয় হাবিব সা.! আপনাকে ওই নাতির মাধ্যমে স্মরণ করছি– যিনি চিন্তার অধীনতাকে পরাস্ত করতে ইয়াজিদি

BanglaBook.org

বাহিনীকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন! এই কঠিন সময়ে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।'

বাতাসের শোঁ শোঁ রবে মনের গহিন হতে বের হওয়া দোয়ার ঐশী শব্দেরা মিতালি করে চলেছে।

নামাজ শেষ করে মুসলমানরা দ্রুত নদীর ওপর গাছের সেতু নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে। খুব কম সময়ে এ কাজ সম্পন্ন করে পানির ওপর দিয়ে বহর চলতে আরম্ভ করে। আরেক দিকে চারদিক মুখরিত হতে থাকে আল্লাহু আকবার ও ইয়া আলি ধ্বনিতে। ইতোপূর্বে উদ্যম খান, সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও শাহরুখ বাহিনীর প্রবল আক্রমণের খবর পৌঁছে গেছে।

আলি কুলি খান আকাশের দিকে মাথা তুলে বলতে লাগলেন– 'হে আল্লাহ! আপনার এই দুর্বল বান্দারা আপনার হাবিবের দেয়া পয়গাম উচ্চকিত করার লক্ষ্যে দুর্ভেদ্য পাহাড় অতিক্রম করে চলেছে। আপনিই এদের রক্ষাকারী এবং সাহায্যকারী।'

বৃষ্টির পানির কারণে সবদিকে কাদা আর কাদা। দিনের আলো ফুটে ওঠার আগ পর্যন্ত বাংলার হাকিমের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশি ফৌজ নদী পার হয়ে নিজেদের সারি বিন্যস্ত করতে পেরেছে। এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে ফিরোজ খানের বাহিনীও নদী পেরিয়ে যাচ্ছে। নদীর পাড়ে মহারাজা বা আসামের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। হতে পারে, মহারাজা এমনটাই চেয়েছিলো যে, মুসলমানরা নদী পার হয়ে যাক। এরপর আসাম বাহিনীর সম্মুখ আক্রমণে তারা যখন পিছু হটবে, নদীর উন্মত্ত জোয়ার তখন মুসলমানদের পাগল করে ছাড়বে। মহারাজার বাহিনী নড়েচড়ে উঠেছে। আগে আগে এগিয়ে চলছে হাতির প্রাচীর। এ প্রান্তে বাংলার হাকিমের সাথে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংও দাঁড়িয়ে আছেন।

জয়ধ্বজ নিম্নস্বরে বললেন– 'হস্তী বাহিনীর সেনাপতি হচ্ছে খণ্ডরায়। সে যদি কোনোমতে জানতে পারে যে, আমি জীবিত আছি এবং এখানেই আছি, তাহলে সে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের সাথে যোগ দেবে।'

বাদশাহ আলি কুলি খান অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন– 'জয়ধ্বজ! আমি তোমাকে কতোবার নিষেধ করেছি যে, কোনোভাবে যদি কৃষ্ণ তোমার ব্যাপারে জানতে পারে, তাহলে সে নিমিষেই রাজকুমারীকে নিঃশেষ করে দেবে। রাজকুমারীর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে তা আমি সহ্য করতে পারবো না। হস্তী বাহিনী দ্বারা আমরা মোটেও শঙ্কিত নই। এই বেচারা নির্বাক মূক পশুরা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

***

BanglaBook.org

অন্য প্রান্তে মহারাজা বিক্রমকে উদ্দেশ করে বলছে– 'সেনাপতিজি! আমার মনে হচ্ছে খণ্ডরায়ের মতলব ভালো না।'

বিক্রম হাত জোড় করে বাহিনীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'কী করে বুঝলেন, মহারাজ?'

মহারাজা বললো– 'হাতিকে শরাবের নেশায় মাতাল ও উন্মাদ থাকতে হয়। আমি খণ্ডরায়কে কয়েকবার বলেছি, হাতি যেন মাতাল ও উন্মাদ থাকে। তা না হলে যুদ্ধের সময় হীনম্মন্য হয়ে হাতির দল পেছনে পালাতে পারে। এতে করে সৈনিকদের ভীষণ অসুবিধা হয়। আমি জানি, আমাদের সেনাবহরের কতোজন সদস্য জয়ধ্বজ সিংয়ের শোকে কাবু।'

হস্তী বাহিনীর প্রাচীর ধীরে ধীরে মুসলিম বাহিনীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সাইয়েদ সাইফুদ্দিন তাঁর বর্শা বাহিনীর সিপাহিদের উদ্দীপ্ত করে বললেন– 'মুজাহিদগণ! এদের ভয় পাবার বা বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই। এরা বড়ই ভিতু প্রাণী। বর্শা দিয়ে ওদের আঘাত করো। দু-চারটি আহত হলে অবশিষ্ট সবাই পেছনে হটতে বাধ্য হবে।'

হাতির ওপর আরোহীরা খুবই তীব্রভাবে তির বর্ষণ করে যাচ্ছে। মুসলিম বাহিনীর একটি বহরও বেশ বিচক্ষণতার সাথে লম্বা লম্বা বর্শা নিয়ে এগোচ্ছে অটল কদমে। দক্ষিণ প্রান্ত হতে ঘনশ্যাম ঠাকুর ও নিলম কুমারের সৈনিকেরা আক্রমণ করে বসে তীব্র বেগে। সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় রক্তাক্ত লড়াই। লাশের পর লাশ পড়া আরম্ভ হয়। সকাল সকাল সাধারণভাবে শুরু হওয়া লড়াই একসময় ধারণ করে চরম আকার। মহারাজা তার সকল সেনাকে যুদ্ধের ভয়ংকর অগ্নিকুণ্ডলীতে নিক্ষেপ করেছে। তার বাহিনী ডান-বাম ও সামনে-পেছন হতে প্রবলভাবে আক্রমণ ছুড়ছে। বিক্রম ও ঘনশ্যাম ঠাকুর সর্বশক্তি ব্যয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ঘনশ্যাম মুসলমানদের তাড়া করে করে নদীর ধারে নিয়ে যেতে থাকে। আজম খানের বাহিনীর সামনে এ মুহূর্তে নেমে এসেছে কঠিন বিপদ! সামনের দিক হতে ঘনশ্যামের বাহিনীর প্রতিরোধ, আর পেছনে নদীর প্লাবন মৃত্যুর দিকে মুখ খুলে রেখেছে। বাদশাহর চোখ পড়ে এই জটিল পরিস্থিতির ওপর।

তিনি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সাইফুদ্দিনকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'সাইয়েদ সাহেব! আজম খান কঠিন বিপদের সম্মুখীন। দ্রুত তার সাহায্যে একটি সেনাবহর পাঠিয়ে দিন।'

সাইয়েদ সাইফুদ্দিন একদল চৌকস অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে দ্রুতবেগে শত্রুব্যূহে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের দলের অন্তরাত্মা ছিঁড়ে ফেলতে থাকেন।

BanglaBook.org

বিজলির গতিতে আক্রমণ চালাতে চালাতে ঘনশ্যামের সামনে চলে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে এই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবল আক্রমণের শিকার হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় ঘনশ্যামের বাহিনী। এবার আজম খান নব-উদ্যমে তাঁর বাহিনী পুনর্বিন্যাস করেন। সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুব্যূহে। এতে ঘনশ্যামের অসংখ্য সেনা কাটা পড়ে তরবারির নিচে। সেনারা লাশ ফেলেই পালাতে আরম্ভ করে। এভাবে তারা মূল সেনাব্যূহে চলে যেতে বাধ্য হয়।

এ মুহূর্তে যুদ্ধের আকার তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে পড়ে। কারণ, উদ্যম খান অতর্কিত আক্রমণ করে বসে বস্তির ওপর। সাইয়েদ হায়দার ইমাম বীর বেশে মুজাহিদদের উদ্দীপ্ত করে বলতে লাগলেন– 'আমি হায়দার ও সাফদারের সন্তান। আমার তরবারির আঘাত হতে আকাশে বিজলিরা পর্যন্ত আশ্রয় চায়। আমি শাহাদাতের মৃত্যুর অদম্য পিয়াসী। তরবারি চালনা করা আমার পূর্বপুরুষদের পেশা। আমি শাহাদাতের উত্তরাধিকারী। ওইসব লোককে কারা পরাজিত করতে পারে, যারা মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গনের আশায় ঘুরে বেড়ায়!'

দুপুর পর্যন্ত উভয় পক্ষের যুদ্ধের ফলাফল প্রায় সমান সমান।

দুপুরের পর মহারাজা কৃষ্ণকুমারের বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে ভীষণ শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

নাদের খান, ইসমাইল ও মোহনের বিধ্বংসী হামলা হাতির গতিপথ ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। অন্ধ হয়ে গেছে অনেকগুলো হাতি। অকেজো হয়ে গেছে বহু হাতির লম্বা লম্বা শুঁড়। কেউ আবার গোটা শুঁড়ই হারিয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাতিগুলো দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি করছে। এতে করে নিজের বাহিনীরও বিপদ ডেকে এনেছে এরা। মহারাজা কৃষ্ণকুমার হাতির ওপর আরোহণ করে গোটা সেনাবহরের মধ্যভাবে অবস্থান করছে। সোনালি রঙের চাঁদোয়াযুক্ত হাওদায় বসে আছে সে। তার দুই পাশে রয়েছে দুই তিরন্দাজ দেহরক্ষী। এরা আক্রান্ত হলে নিচে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুজন এদের স্থানে বসে তির চালনা করতে থাকে।

এ এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি, যা পৃথিবীর এ প্রান্তকে ধ্বংসের যাবতীয় প্রণালি দিয়ে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। রাজা প্রেমচন্দ্র তাঁর বাহিনী নিয়ে উপযুক্ত একটি সুযোগের অপেক্ষায় রণাঙ্গনের অদূরে পশ্চিম প্রান্তের পাহাড়ি ঢালুতে অবস্থান করছেন।

যুদ্ধের কড়াই পুরোদমে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বাংলার বাদশাহ রাজেন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললেন– 'রাজেন্দ্র! তোমার গুরুকে নিয়ন্ত্রণে রেখো!'

রাজেন্দ্র বললো– 'আলিজাহ! কোথায় যেতে চাচ্ছেন?'

BanglaBook.org

বাদশাহ আলি কুলি খান তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন– 'এখন একটি দুর্দান্ত ও প্রবল আক্রমণের সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

বাদশাহ আলি কুলি খান ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। তাঁর পতাকাটি সর্বোচ্চে উড্ডীন। তিনি আসাম সেনাবহরের সারি চিঁড়ে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের কাছে গিয়ে পৌঁছালেন।

এ এক বিস্ময়কর ও স্পর্শকাতর মুহূর্ত। আসাম সেনারা বাংলার হাকিমকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু বাদশাহ সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের মতো আসাম সেনাদের ধাওয়া করতে করতে মহারাজা পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করতে থাকেন।... বিক্রম– যে এখন থেকে বেশ দূরেই দাঁড়িয়ে আছে, সে হাকিমে বাংলাকে উড়তে থাকা সুরমা রঙের শেরওয়ানি দেখে চিনতে পারে। সে ডান দিক থেকে এগোয়। কেননা, এদিকটায় মুসলমানদের আক্রমণ তুলনামূলক কম।

রাজেন্দ্রকে একদিকে সরিয়ে মহারাজা বললেন– 'যুদ্ধের তীব্রতা যদি তোমার সহ্য না হয়, তাহলে আমার সঙ্গে এসো।... ওই দেখো, বিক্রম ক্ষুধার্ত বাঘের মতো চুপিসারে বাদশাহর দিকে এগোচ্ছে। তুমি তো জানো– বিক্রম দুই হাত দিয়েই লড়াই করতে অভ্যস্ত।'

তার এক হাতে তরবারি, আরেক হাতে বর্শা।

মহারাজা নিজের চেহারা ভালো করে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে নিলেন। রাজেন্দ্র ও মহারাজা জয়ধ্বজ সিং উভয়ে একই সাথে বিক্রমের ওপর অপলক দৃষ্টি রেখে এগোচ্ছেন। মুসলিম মুজাহিদরা পর্দার মতো ঢেকে রেখেছে বাদশাহর চারপাশ। বাদশাহ আলি কুলি খানের তরবারি বিজলির বিচ্ছুরণের মতো যেদিকেই পড়তো, সেদিকেই গর্জন করে উঠতো মৃত্যুর বার্তা। বিক্রম ইতোমধ্যে ধীরে ধীরে বাদশাহর কাছে এসে পৌঁছেছে। একই সময়ে রাজেন্দ্র ও জয়ধ্বজ সিংও তার মাথার কাছে এসে পৌঁছে যান। বিক্রম সবেমাত্র হাতটি ওপরে তুলেছে। এমন সময়ে মহারাজা চিৎকার করে বললেন– 'অসভ্য বিক্রম!'

বাদশাহ মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের কণ্ঠস্বর বুঝতে পেরে পেছনে ফিরে তাকালেন। ওই মুহূর্তে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের তরবারি বিক্রমের ঘাড়ে বিদ্ধ। ক্রোধের আধিক্যে তিনি আঘাত করেছেন, তাই নিশানা বরাবর আঘাতটি পড়েনি। তারপরও বিক্রমের ডান বাহু মারাত্মক আহত হয়েছে। দুধারী বর্শার কারণে বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। তরবারি পড়ে যায় বিক্রমের হাত থেকে। তাকে তার সৈনিকেরা নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে বাঁচাতে সক্ষম হয়।

BanglaBook.org

মহারাজা কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বললেন– 'তুই হয়তো আমাকে চিনিসনি, আমার নাম শ্যাম।'

বিক্রম পেছনে সরে গিয়েছিলো। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি।

দিনের শেষভাগে হঠাৎ রাজা প্রেমচন্দ্র পেছন দিক থেকে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের সেনাবহরের মধ্যভাগে অতর্কিত আক্রমণ করে বসেন। পেছন থেকে আল্লাহু আকবার ও আলি আলি রবের গগনকম্পিত ধ্বনিতে মহারাজার মনে বেশ ভীতির সঞ্চার হয়। সে হাতির পিঠ থেকে নেমে ঘোড়ায় আরোহণ করে। রাজা প্রেমচন্দ্রের বাহিনী মহারাজার বাহিনীকে একেবারে ধুলোর সাথে উড়িয়ে দিতে থাকে। মহারাজা কৃষ্ণকুমার হাজার হাজার সৈনিকের রক্তাক্ত লাশ ফেলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় দক্ষিণ প্রান্তের গভীর জঙ্গলে। রাজা প্রেমচন্দ্র সিংহের মতো প্রবল আক্রোশে হামলে পড়েন ওদের ওপর। আর বলতে থাকেন– 'জালিম হায়েনার দল! এখন তোমাদের হিসাবের পালা শুরু হয়ে গেছে। কোথায় পালাবে এখন? যেদিকেই যাবে সেদিকেই মৃত্যু তোমাদের ধাওয়া করে ফিরবে। মৃত্যুর বিভীষিকা এখান থেকে আসামের রাজধানী পর্যন্ত তোমাদের তাড়াতে থাকবে!'

বিক্রম মারাত্মক আহত। রাজা প্রেমচন্দ্রের দুর্দম্য আক্রমণ একটি বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে। মহারাজা কৃষ্ণকুমারের সামনে এখন পেছনে পালানো ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। সে সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চিম দিকে পালাতে আরম্ভ করে। এদিকে মুসলমানরাও আক্রমণের তেজ তীব্র করে চলেছে। সানাই উচ্চশব্দে বাজছে। জমিনের বুকজুড়ে কম্পন। মাইলের পর মাইল লাশের মিছিল। রক্তনদী চারদিকে।

রাজেন্দ্র ও জয়ধ্বজ সিং এখনো লেগে আছেন বিক্রমের পেছনে। সেনারা খুব কষ্টে বিক্রমকে রক্ষা করতে তৎপর। তারা তাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়েছে। তার ডান হাত অকেজো। পেছন থেকে এক সেনা তার হাতটি ধরে সামলে রেখেছে কোনোমতে।

বিক্রম বলছে– 'আমাকে আক্রমণকারী ব্যক্তিটি আসামের অধিবাসী। তার আওয়াজ আমার খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। সে তার নাম শ্যাম বলে উল্লেখ করেছে।'

আসাম ফৌজ দ্রুত বেগে পেছনের দিকে পালাচ্ছে। পদে পদে লাশের সারি ডিঙিয়ে যেতে হচ্ছে তাদের। সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করা অব্যাহত রাখে। এই রক্তাক্ত লড়াইয়ে নিহত হয়েছে কমপক্ষে এক লাখ আসাম সেনা।... ইতোমধ্যে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত ঘনীভূত হতে আরম্ভ করেছে।

BanglaBook.org

বাংলার হাকিম ওদের ধাওয়া করা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে বললেন– 'এখন আমাদের উদ্দেশ্য আসামের মহারাজাকে জঙ্গলের সুড়ঙ্গ থেকে বের করে আসামের রাজধানী পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।'

মুসলিম বাহিনী কয়েক ক্রোশ পেছনে হটে একটি উন্মুক্ত ও বিশাল প্রান্তরে তাঁবু স্থাপন করেছে। প্রজ্জ্বলন করা হয়েছে লণ্ঠন, ফানুস ও মশাল। বাংলার হাকিম আহত সকলের ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দেন। এরপর শহিদদের দাফনের ব্যবস্থা করেন। খুব কমসংখ্যক মুসলমান এতে মারা যান।

রাজা প্রেমচন্দ্র হাকিমের পায়ে চুমু খেয়ে বললেন– 'ভগবান জানেন, যতোদিন আমি জালিমদের সাথে ছিলাম, কতো দুঃখী হয়ে ছিলাম।'

হাকিম রাজা প্রেমচন্দ্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'বেটা প্রেম! তোমার বিশ্বস্ততার ওপর আমার বেশ গর্ববোধ হচ্ছে।'

রাজা প্রেমচন্দ্র উদ্যম খানের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমি জগন্নাথ মন্দিরের বেশ কিছু দেবী ও বস্তির কিছুসংখ্যক মেয়েকে ভদ্রেকের দিকে পাঠিয়েছিলাম।'

উদ্যম বললো– 'রাজাজি! আমি নির্মমতার শিকার ওইসব মেয়েকে কাফেলা পথে দেখতে পেয়েছি। তাদের আমার বাহিনীর একটি বহরের সাথে ভদ্রেকের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করি, ওরা সহি-সালামতে এতোক্ষণে ভদ্রেকে পৌঁছে গেছে।'

রাজা বিষণ্ন ভঙ্গিতে উদ্যম খানের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমাকে একটি বিষয় সীমাহীন উদ্বিগ্ন করে রেখেছে।'

'আল্লাহ মঙ্গল করুন। কী সেই বিষয়?' হাকিম জানতে চাইলেন।

রাজা প্রেমচন্দ্র বললেন– 'মহারাজা কুমার আসাম থেকে বৌদ্ধ গোত্রের জঙ্গি বাহিনী তলব করে নিয়ে এসেছিলো। তাদের ব্যাপারে শুনেছি– চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, জ্বালাও-পোড়াও ও অতর্কিত হামলার ব্যাপারে বেশ দক্ষ ওরা। যুদ্ধের সময় কিন্তু আমি বৌদ্ধ গোত্রের ওই বাহিনীটিকে দেখিনি। ওরা এখন কোথায় এবং গত রাত থেকে এখন পর্যন্ত কী করছে– কিছুই জানতে পারিনি।'

বাদশাহর তাঁবু নির্মিত হয়ে গেছে। তিনি তাঁবুর দিকে এগোতে গিয়ে বললেন– 'এটা তো সবার আগে তদন্ত করে দেখতে হয়!'

এরপর তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে শ্যামকে জিজ্ঞেস করলেন– 'রাজেন্দ্র ও মহিপাল কোথায়?'

শ্যাম না জানার কথা প্রকাশ করলে হাকিম বললেন– 'ওদের খুঁজে নিয়ে এসো।'

BanglaBook.org

শ্যাম তাঁবু হতে বেরোতেই বাহির থেকে আওয়াজ এলো– 'আমি উপস্থিত আছি, আলিজাহ!'

হাকিম দাঁড়িয়ে জয়ধ্বজের হাত ধরে বললেন– 'মহিপাল! আমি তোমার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। তুমি না থাকলে হয়তো আমি আসামের যুবকের হাতে খুন হয়ে যেতাম!... আচ্ছা, ওই যুবকটি কে?'

জয়ধ্বজ বললেন– 'ওই যুবক হচ্ছে আসাম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সেনাপতি বিক্রম। আশা করি, হাকিম সাহেব এ সংবাদ শুনে খুশি হবেন যে, ওই অপদার্থ অসভ্যটি এখন আর পৃথিবীর বুকে বেঁচে নেই।... এতোক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে ধাওয়া করে চলেছি। বহু কষ্টে তাকে পেয়ে যাই। তরবারির এক আঘাতেই আমি তার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিই।... আমি কৃষ্ণকুমারের অর্ধেক হাত ভেঙে দিয়েছি!'

হাকিম তাঁকে নিকটে বসিয়ে বললেন– 'আমি তোমার আচরণে ভীষণ খুশি, আবার অখুশিও।... বারবার তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করছো। যা-ই হোক, আমি তোমাকে বারবার ক্ষমা করে দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি।'

'শুকরিয়া।' জয়ধ্বজ হাকিমের হাতে চুমু খেলেন।

রাজা প্রেমচন্দ্র আশ্চর্য ভঙ্গিতে দুধারী বর্শা নিজ শরীরে লেপ্টে রাখা এই অসমীয়র দিকে তাকিয়ে আছেন।

উদ্যম খান হাকিমকে লক্ষ করে বললো– 'আলিজাহ! এই যোদ্ধার পরিচয় কী?'

হাকিম বললেন– 'এর নাম মহিপাল। আল্লাহ তায়ালা তার মনের মধ্যে জুলুম ও বর্বরতার বিপরীতে ঘৃণার সৃষ্টি করেছেন। এতে করে সে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের বিদ্রোহী হয়ে তার এই সঙ্গীকে নিয়ে আমার সাথে এসে মিলিত হয়েছে।'

উদ্যম খান তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে বললো– 'বীরপুরুষ! আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে বেশ ভালো লাগছে।'

এরপর রাজা প্রেমচন্দ্র তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন– 'এখন বর্শা এবং যুদ্ধ পোশাক খুলে ফেলুন।'

'না!'

হাকিম বেশ জোরালো কণ্ঠে বললেন– 'এই সিপাহির এমন কীর্তি আমার বেশ পছন্দ।'

এ কথা শুনে প্রেমচন্দ্র নীরবতা পালন করেন।

BanglaBook.org

চক্রান্তের নতুন জাল

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই কৃষ্ণকুমারের বাহিনীর শেষ বহরটাও গহিন বনে পালিয়ে যায়। বহু রাত পর্যন্ত মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার সৈনিকদের নিয়ে জঙ্গলের এদিক-ওদিক দৌড়তে থাকে। শেষে একটি পর্বতের চূড়ায় বেশ কিছু উন্মুক্ত পরিষ্কার প্রান্তর খুঁজে পায় তারা। মহারাজার জন্য উঁচু একটি টিলায় তাঁবু নির্মাণ করা হয়েছে। সিপাহিরা নিজেদের জন্য ছাউনি স্থাপন করে। এখানেই মহারাজাকে বিক্রমের নিহত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়। এমন মর্মান্তিক মুহূর্তে সেনাপতি নিহত হবার সংবাদ মহারাজার আত্মার গভীরে দাগ কাটে। দীর্ঘক্ষণ সে মাথা নিচু করে কাঁদতে থাকে। মশাল ও ফানুসের আলোতে টের পাওয়া যাচ্ছে তার চেহারার উদ্বিগ্নতা।

এরপর এদের মাঝে রাজা প্রেমচন্দ্রের ব্যাপারে আলোচনা আরম্ভ হয়। তার এমন ধোঁকা না হলে এতো সহজে পরাজয়বরণ করতে হতো না বলে সবাই একমত পোষণ করে। মহারাজা কৃষ্ণকুমার জগদীশের ব্যাপারে জানতে চায়। তাকে বলা হয়, তাদের এক সঙ্গী এখনই এসেছে। সে বলেছে, জগদীশও আসছে।

'ঠিক আছে।' মহারাজা বললো।

মহারাজা নিজের ঘোড়া তলব করলো। এরপর কয়েকজন সৈনিক নিয়ে ছাউনি পরিদর্শনে বের হয় সে। এক জায়গায় পাহাড়ি ঝরনার পাশে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে মহারাজা হাত-মুখ ধুয়ে বললো– 'পানি তো বেশ মিষ্টি এবং পরিষ্কার!'

ঘনশ্যাম বললো– 'এটাও ভগবানের কৃপা।'

এরপর মহারাজা বললো– 'খাবার-দাবারের ব্যাপারে কী করেছো, নিলম কুমারজি!'

'সকালে সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

মহারাজা বললো– 'পশ্চিম প্রান্তে যেখানে যেখানেই আবাদি এলাকা নজরে আসবে, সব উজাড় করে দেবে। হিন্দু-মুসলিম কাউকে জীবিত ছাড়বে না। সবাইকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দেবে।'

এমন সময়ে জগদীশও সামনে এসে দাঁড়ালো।

মহারাজা খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'জগদীশ! খুব কম শব্দে আমাকে ঘটনার বিবরণ শোনাও।'

জগদীশ নিয়মমাফিক মহারাজার পায়ে চুমু খেয়ে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজার নির্দেশমতে বৌদ্ধ বাহিনীকে নাদের খানের বস্তির নিকটবর্তী জঙ্গলে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।'

মহারাজা দাঁড়িয়ে জগদীশের কাঁধে হাত রেখে বললো– 'শাবাশ! তাদের সাথে জগন্নাথ মন্দিরের কতোজন পূজারি আছে?'

জগদীশ বললো– 'অন্নদাতা! পুরোহিতসহ আটজন পূজারি তার সাথে আছে।'

মহারাজা ঘোড়ায় আরোহণ করে বললো– 'আমি খুব খুশি হলাম। আশা করি, বৌদ্ধরা মুসলমানদের কলিজা চালনি করে বহু দূর নিয়ে গেছে।'

এরপর সে জগদীশকে উদ্দেশ করে বললো– 'তুমি এখন এবং এই মুহূর্তেই রাজধানীর দিকে রওনা হয়ে যাও। সাথে পঞ্চাশ-ষাট জন অশ্বারোহীকেও নিয়ে যেতে পারো। তোমরা প্রস্তুত হতে হতে আমি মাতা মহারানির নামে পত্র লিখছি।'

দুপুর নাগাদ আসামের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে জগদীশ।

মহারাজা তাকে খামে ভরা একটি পত্র হাতে দিয়ে বললো– 'প্রথমে তুমি সোজা শিব দেবতার মন্দিরে পৌঁছাবে। বৌদ্ধ গোত্রের সেনারা সমুদ্রপথে প্রথমে ওখানেই পৌঁছাবে। কারণ, বার্বিটা এলাকা শিব দেবতার মন্দিরের কাছ দিয়েই শুরু হয়। যদি ওরা মুসলিম বন্দীদের মন্দিরের মহাদেবদের হাতে সোপর্দ করে দিতে রাজি থাকে, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি ওরা তাদের দুর্গে নিয়ে যেতে চায়, তবে বাধা দেবে না। আমি সুবিধাজনক সময়ে ওই জঙ্গি জন্তুদের সোনা-রুপার টোপে ফেলে নিজেদের মাল ফেরত নিয়ে নেবো। ওখান থেকে সোজা দুর্গে চলে যাবে এবং মাতা মহারানিকে মৌখিকভাবে বলবে যে, তিনি যেন অসভ্য রাজকুমারীদের অপমান ও অপদস্থের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দেন। জনমত যেন তার বিপরীতে গড়ে তোলে। রাজকুমারীকে এমনভাবে সমাজে যেন উপস্থাপন করা হয়... গোপনে জিন্দানখানায় কয়েক পুরুষ দিয়ে তাকে ধর্ষণ করাবে। আমাদের ফেরা পর্যন্ত প্রজা সাধারণের অধিকাংশ যদি রাজকুমারীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তাহলে তাকে খুন করা আমার জন্য সহজ

BanglaBook.org

হবে। তুমি আমার মনোবাঞ্ছা বুঝছো তো, নাকি? রাজকুমারীর জীবিত থাকা আমাদের জন্য সব সময় ভয়ের উপলক্ষ। এই কাঁটাকে আমি বেশি দিন বরদাশত করবো না!'

জগদীশ মহারাজার পা ছুঁয়ে বললো– 'মহারাজার অভিরুচি অনুযায়ী সবকিছু সম্পন্ন করা হবে। মহারাজ যদি নির্দেশ দেন, তাহলে তাকে শেষ করে দিতে পারি।'

'না।' মহারাজা বললো– 'আগে প্রজাদের সামনে তাকে অপদস্থ ও অপমানিত হিসেবে উপস্থাপন করা জরুরি। আমার ফেরা পর্যন্ত যদি মাতা মহারানি আর তোমরা তার যথেষ্ট বদনাম রটাতে পারো এবং অপমানিত করতে পারো, তাহলে অনতিবিলম্বেই আমি তাকে খুন করে ফেলবো।'

***

অপর প্রান্তে বাংলার বাদশাহ আলি কুলি খান সারারাত নিজেদের শহিদ ও আহতদের রণাঙ্গন থেকে তুলে নিচ্ছেন। পরের দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত চলতে থাকে শহিদদের কাফন-দাফন ও আহতদের পট্টি বাঁধার কাজ।

আজম খান একসময় বললেন– 'আলিজাহ! যদি নির্দেশ দেন, তাহলে দু-তিনটি বাহিনী গিয়ে আসাম সেনাদের ধাওয়া করে আসতে পারি।'

'না।' হাকিম বললেন– 'আজম খান! আমাদের কোনো তাড়া নেই। আমরা মহারাজাকে ধাওয়া করতে করতে আসামের রাজধানী পর্যন্ত নিয়ে যাবো। শুধু তা-ই নয়; এই ফেরাউনের বিরুদ্ধে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের তরবারি কোষমুক্ত থাকবে।'

জগন্নাথ বস্তিতে আনন্দের বন্যা। একজন ঘোষক চিৎকার দিয়ে বলছে– 'বস্তিবাসী! দুপুর নাগাদ বাংলার হাকিম বাদশাহ আলি কুলি খান বস্তিবাসীর খবর নেয়ার জন্য আগমন করবেন। যে কারও কোনো সমস্যা বা দুর্দশা থাকলে– সে যেন বাদশাহর কাছে নির্ভীকচিত্তে তা খুলে বলে।'

রঘুনাথ উন্মাদের মতো খালি পায়ে খালি মাথায় বস্তির সরু পথ বেয়ে দৌড়াচ্ছেন। তিনি বলছেন– 'লোকসকল! আনন্দ-উল্লাস করো! নাচো, গাও! ভগবান তোমাদের ওপর কৃপা দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। তোমাদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষাকারীরা আসছে! তোমরা আনন্দ উদ্‌যাপন করতে থাকো!'

এক লোক আরেকজনকে বলছে– 'রঘু তো দেখছি পাগল হয়ে গেছে!... কিন্তু এই মুহূর্তে সে সবার চেয়ে জ্ঞানী কথা বলে যাচ্ছে।'

রঘুনাথ এ কথা শুনতে পান।

BanglaBook.org

তিনি বলতে লাগলেন– 'হ্যাঁ, আমি পাগল-উন্মাদ ছিলাম। যখন আমি পাগল ছিলাম, তখন আমি আমার সাজানো বাগানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম।'

লোকজন নেচে-গেয়ে ঘর হতে বেরিয়ে আসছে দলে দলে।

দুপুরে হাকিমে বাংলা নিরাপত্তারক্ষী ও কয়েকজন কমান্ডারের সাথে বস্তি তে প্রবেশ করলেন। নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধরা দলে দলে ফুলের তোড়া নিয়ে গলিতে গলিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। রঘুনাথ যখনই হাকিমের সওয়ারি দেখতে পান, দৌড় দিয়ে হাকিমের ঘোড়ার সামনে গিয়ে শুয়ে পড়েন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন– 'লোকসকল! এসো! এই মহীয়ান ব্যক্তির চরণতলে মাথা ঠেকিয়ে নিজেদের পঙ্কিলতায় ভরা কপালটুকু ততোক্ষণ পর্যন্ত ঘষতে থাকো, যতোক্ষণ সবার পাপের দাগ সাফ না হয়!'

এ কথা বলে তিনি বাংলার হাকিমের ঘোড়ার ডান দিকে গিয়ে তাঁর পায়ের সাথে মাথা ঘষতে থাকেন।

হাকিম মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁর হাত ধরে মহব্বতভরা কণ্ঠে বলেন– 'ভাই! এ কী করছেন আপনি?'

এক আবেগী পরিবেশ ছেয়ে যায় চারদিকে। লোকজন কাঁদতে কাঁদতে হাসছে। আবার হাসতে হাসতে কাঁদছে। স্বয়ং বাংলার হাকিমেরও একই অবস্থা। বহু কষ্টে তিনি চোখের কোণে অশ্রুর বন্যা ধরে রেখেছেন। যুবকেরা আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। মেয়েরা ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে আছে ফুলের মালা হাতে নিয়ে। অনেকে ফুলও ছিটাচ্ছে, পাশাপাশি আর্তনাদেও ফেটে পড়ছে। তারা বলতে লাগলো– 'আপনার অনুপস্থিতিতে আমাদের সাজানো বাগান ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সামাজিক বন্ধন ছারখার হয়ে গেছে। অন্যায়-অত্যাচারে সবাই রক্তাক্ত। আমরা সবাই ইজ্জত-সম্ভ্রম খুইয়ে বসেছি। আমাদের মান-সম্মান বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই!'

একটি উঁচু স্থানে হাকিম ঘোড়া থেকে নেমে বলতে লাগলেন– 'দুঃখ-ব্যথার সব ঘটনা আমি শুনেছি। অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। তোমরা যদি ইনসাফ করে থাকো, তাহলে এ ব্যাপারে আমি অপরাধী নই। এই সময় অনুতাপ বা অভিযোগের নয়; এখন সময় বিনির্মাণের। আমরা সকলে মিলেমিশে এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাগানকে আবারও ফুলে-ফলে সুন্দরভাবে গড়ে তুলবো।'

গোটা বস্তিতে তিনি একটি চক্কর দিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছালে কয়েকজন পূজারি ও দশ-বারো জন দেবদাসী তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়।

BanglaBook.org

হাকিম মন্দিরের দরজায় ঘোড়া থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলেন– 'এ আমি কী দেখছি! এখানে তো পূজারি, দেবদাসী ও তীর্থযাত্রীদের শোরগোল লেগেই থাকতো!'

একজন দেবদাসী হাকিমের পায়ে চুমু খেয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে। এরপর বাংলার হাকিম বস্তি থেকে বের হতে চাইলে লোকজন সমস্বরে বলতে লাগলো– 'আমরা আমাদের হাকিমকে আমাদের মেহমান বানাতে চাই!'

বাদশাহ আলি কুলি খান বললেন– 'আমি যেখানেই থাকি, আমার নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা তোমাদের জন্য থাকবে। বস্তির বাইরেই আমাদের অবস্থান করা উচিত। সিপাহিদের যাতায়াতে এখানে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।'

'না!' রঘুনাথ হাকিমের শেরওয়ানির আঁচল ধরে চুমু খেয়ে বললেন– 'আমরা আমাদের ওপর দয়াবানদের পথের মাঝে ফুল ছিটিয়ে রাখবো। তাদের প্রতিটি পদে আমরা প্রণামের পরশ এঁকে যাবো।'

হাকিম ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললেন– 'তোমরা সবাই নিশ্চিন্তে আনন্দ-উল্লাস করতে থাকো। তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের নিরাপত্তারক্ষীরা তোমাদের জন্য সজাগ থাকবে। এখন আর কোনো হিংস্র হায়েনা তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারবে না। তোমার রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না।'

এরপর তিনি ঘোড়ার পার্শ্ব পরিবর্তন করে রওনা হন।

***

রাজকুমার নারায়ণ সন্ত্রাস ও লুটপাটে বেশ পটু। রক্ত নিয়ে হোলিখেলা ও বিচিত্র বর্বরতায় তার কুখ্যাতি সবার মুখে মুখে। অর্ধরাতের কিছুক্ষণ আগে সে নাদের খানের গোটা বস্তিকে বিভক্ত করে চার ভাগে। এরপর সে এক যুবককে উদ্দেশ করে বলে– 'অর্জুন! আমার জানামতে, নাদের খানের প্রাসাদ বস্তির পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। দেবীর অবস্থান ওই প্রাসাদে। তোমরা মুখোশ পরে খুবই সকর্কতার সাথে ওপরে চক্কর দিয়ে বস্তির পশ্চিম কোণে পৌঁছে যাও। আমরা উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব প্রান্ত অবরুদ্ধ করে রাখছি। বস্তির সীমিত সংখ্যক কিছু প্রহরী তোমাদের ধাওয়া করতে চাইলে তোমরা যে করেই হোক ওদের শেষ করে দেবে। ভোরের সূর্য উদয়ের আগেই আমাদের সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে।'

BanglaBook.org

অর্জুন বুকে হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'রাজকুমারজির ভালোই জানা আছে– এ কাজে আমি কেমন পটু!'

'ঠিক আছে।' নারায়ণ বললো– 'আমরা অগ্রসর হচ্ছি। তুমি বাহিনীর সকল কুকুর ও যুবককে নিয়ে ওপরের দিকে যাত্রা শুরু করো।'

রাজকুমার নারায়ণের পরিকল্পনা সফলভাবে এগিয়ে যায়। যখনই বৌদ্ধ গোত্রের সৈনিকেরা বস্তির সীমানাপ্রাচীরের তিন দিক থেকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালায়, তখনই বস্তির সব নিরাপত্তাপ্রহরী সমবেত হতে আরম্ভ করে। এটাকে সুবর্ণ সুযোগ ভেবে বৌদ্ধ সেনারা জ্বলন্ত তির নিক্ষেপ করে প্রহরীদের নিঃশেষ করে দেয়। এদিকে অর্জুন নাদের খানের প্রাসাদ চত্বরে প্রবল বিক্রমে সামনে আসা লোকদের ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। প্রাসাদে অবস্থানরত শিশু ও নারীদের আর্তনাদে কেঁপে কেঁপে ওঠে প্রকৃতি। এমন সময়ে বৌদ্ধ সেনারা ভেতর থেকে খুলে দেয় প্রাচীরের ফটক। অন্ধকারেই নারায়ণের সব সেনা বস্তির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সকল মুসলিম সেনা ও অধিবাসীকে খুন করতে আরম্ভ করে।

অর্জুন বললো– 'রাজকুমারজি! আমি বস্তির সকল সুন্দরী মেয়েকে একটি কক্ষে বন্দী করে রেখেছি। মহাদেবকে বলুন– তিনি যেন দেবীকে শনাক্ত করে বেছে নেন।'

নারায়ণ জগন্নাথ দেবতার পূজারিদের উদ্দেশ করে বললো– 'নিজ দেবীকে শনাক্ত করে পৃথক করে নাও!'

রাজকুমার নারায়ণ ও অর্জুনও তাদের সাথে প্রাসাদে প্রবেশ করলো। অর্জুন একটি কক্ষের দরজা খুলে বললো– 'এলো, এই মেয়েদের মধ্যে তোমাদের দেবী কে?'

কক্ষে কুলসুম, কামিনী ও চন্দ্ররানী উপস্থিত ছিলো।

মহাদেব কুলসুমের দিকে ইশারা করে বললো– 'এ হচ্ছে দেবী।'

নারায়ণ বললো– 'ঠিক আছে। তাকে পৃথক করে বাকিদের মেরে ফেলো।'

মহাদেব বললো– 'রাজকুমার! আমার মতামত হচ্ছে, এদের মেরে ফেলার পরিবর্তে নিজেদের সাথে বন্দী বানিয়ে নিয়ে চলো। এটা তোমাদের জন্য ভালো হবে।'

'তা কীভাবে?'

নারায়ণ জানতে চাইলে মহাদেব বললো– 'এরা বাংলার হাকিমের খুব কাছের আত্মীয়। এদের ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য তিনি ভারি মূল্য দিতে প্রস্তুত

BanglaBook.org

থাকবেন। এছাড়া এমনও হতে পারে যে, এই কৌশলের কারণে তিনি মহারাজা কৃষ্ণকুমারের পিছু নেয়া থেকে বিরত থাকবেন।'

নারায়ণ হেসে বললো– 'তোমার কথা বেশ মূল্যবান মনে হচ্ছে।'

এরপর সে বললো– 'এই তিনজনকে বেঁধে বাইরে নিয়ে চলো। আমি আসছি।'

প্রাসাদের চারদিকে রক্ত আর রক্ত। লাশেরা গড়াগড়ি করে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। সকিনা ঘোড়া দৌড়িয়ে প্রাসাদের দিকে যেতে চাইলে একটি ঘরের ছাদ থেকে এক মহিলা আওয়াজ দিয়ে বললো– 'সরদারজাদি! প্রাসাদের দিকে যেও না! ওখানে মৃত্যুর হোলিখেলা চলছে। আল্লাহর ওয়াস্তে যেকোনোভাবে হাকিমের কাছে সংবাদ পৌঁছাও!'

সকিনা ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে সবেমাত্র পেছনে ফিরেছে, এর মধ্যেই বৌদ্ধ সেনাদের নজরে পড়ে যায় সে। তিরের আঘাতে মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে সকিনা। কিন্তু বিশ্বস্ত ঘোড়া তিরের আঘাত খেয়েও দৌড়াতে থাকে পুব দিকে। এভাবে একসময় মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় সকিনা।

মহাদেব নারায়ণকে লক্ষ করে বললো– 'রাজকুমারজি! মহারাজার উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে। দেবীকে আমরা উদ্ধার করেছি। এখন লুটপাট ও খুনখারাবির আর কোনো প্রয়োজন নেই।'

নারায়ণ সাপের মতো ফণা তুলে বললো– 'শিকারিকে শিকার থেকে বাধা দেয়ার তুমি কে?'

মহাদেব ভীত কণ্ঠে বললো– 'আমি চাই, যতো দ্রুত সম্ভব এখান থেকে যেন বহু দূরে চলে যাওয়া যায়। হাকিমে বাংলা যদি খবর পেয়ে যান, তাহলে সবাইকে ঘেরাও করে মেরে ফেলবেন।'

নারায়ণ কিছু ভাবতে গিয়ে বললো– 'ঠিকই বলেছো তুমি। ভোরের আগেই আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

এই হিংস্র পশুরা এক প্রহর পর্যন্ত মৃত্যুর এই হোলিখেলা অব্যাহত রাখে। বস্তির অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে নিষ্পাপ শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের লাশ। নদীর তীরে পঞ্চাশ-ষাটটি বড় আকারে নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো খণ্ডরায়ের হস্তী বাহিনী নিয়ে এসেছিলো। মহাদেব তার কম্পিত হাতে কুলসুমের হাতের রশির বাঁধন খুলে দিলে কুলসুম বললো– 'অসভ্য মানুষ! একদিন তোমার পরিণাম খুব ভয়ংকর হবে। খোদার ঘরে আলো আছে; অন্ধকার নয়! তোমাদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিচার একদিন হবেই!'

মহাদেব মাথা তুলে কুলসুমের দিকে তাকালো। তার চোখে অশ্রু টলোমলো করছে। কাঁপছে ঠোঁট। কিন্তু কিছুই বলার সাহস পেলো না সে।

BanglaBook.org

কুলসুম বললো– 'তোমার কোনো মেয়ে যদি এমন পরিস্থিতির শিকার হতো, তাহলে তুমি বুঝতে!'

মহাদেব দ্রুত তিনজনের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বলে– 'আমার পেছনে পেছনে চুপচাপ চলে এসো।'

চন্দ্ররানী বাধা দিয়ে পশ্চিম গগনের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললো– 'হাকিম বাবা! তোমার কন্যারা এই মুহূর্তে ভীষণ বিপদের মুখে আছে!'

মহাদেব আস্তে করে বললো– 'মা! কোন পিতাজিকে ডাকছো?'

চন্দ্ররানী ক্ষোভের সুরে বললো– 'আমরা তিনজনই বাংলার হাকিমের মেয়ে।'

মহাদেব কানে কানে বললো– 'তোমাদের মহান পিতার ঘোড়ার টগবগ শব্দের গুঞ্জন আমি নিজ কানে শুনতে পাচ্ছি। তিনি দ্রুত এসে তোমাদের সাহায্য করবেন।... বিপদের এই সময় এতো বেশি দীর্ঘ হবে না!'

কামিনী ও কুলসুম অবাক হয়ে মহাদেবের দিকে তাকালে সে আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললো– 'দ্রুত নৌকায় সওয়ার হয়ে যাও। এই অসভ্যদের মতলব যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে অনেক সমস্যা দেখা দেবে।'

এরপর কামিনী, কুলসুম ও চন্দ্ররানীকে শিব দেবতার মন্দিরের একটি কক্ষে রাখা হলো। জগন্নাথ মন্দিরের মহাদেব শিব দেবতার মহাদেবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললো– 'মহাদেবজি! এমন একটি ব্যবস্থা করুন, যাতে এই মেয়েরা এসব হায়েনার বন্দীত্ব থেকে বাঁচতে পারে।'

শিব দেবতার মহাপূজারি আশ্চর্য ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'সাধু মহারাজ! যেই দেবী হিন্দু জাতির সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে– কেন তুমি তাকে রক্ষার জন্য উপায় খুঁজছো?'

জগন্নাথের মহাপূজারি বললেন– 'তুমি ভুল বুঝছো। তুমি জানো যে, বৌদ্ধ গোত্রের ধর্মের কোনো ভিত্তি নেই। এরা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে না। এমন যেন না হয় যে, এই হায়েনারা আমাদের থেকে এই মেয়েদের চিরদিনের জন্য কেড়ে নেয়। এতে করে আমাদের ওপর দেবতার ক্রোধ নেমে আসবে!'

শিব দেবতার মহাদেব কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো– 'ঠিকই বলেছো তুমি।'

এরপর শিব দেবতার মহাপূজারি বললো– 'যদি শিব দেবতা এখানে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে মেয়েদের এখানেই বাঁচিয়ে নিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তিনি এখন এখানে নেই। যা-ই হোক, আমি তোমাকে দেবদাসীদের বেহুঁশ

BanglaBook.org

করার ওষুধ দিয়ে দেবো, সুযোগ পেলে তুমি রাস্তার মধ্যে এই জঙ্গিদের তা খাইয়ে দেবে। এরপর ওরা বেহুঁশ হয়ে পড়লে মেয়েদের নিয়ে তুমি পালিয়ে যাবে। তুমি তো এই পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে কয়েক বছর তপস্যা করেছিলে। এ ব্যাপারে তোমার ধারণা অনেক।'

জগন্নাথের মহাদেব তাকে বুকে নিয়ে বললো– 'তুমি আমাকে খুব উপকারী একটি পরামর্শ দিলে।'

এরপর শিব দেবতার মহাপূজারি তাকে প্রচুর পরিমাণ বেহুঁশ করার ওষুধের একটি পুঁটলি ধরিয়ে দিলো। বৌদ্ধ সেনারা মন্দিরের দামি দামি আসবাবপত্র ছিনতাই করে কিছুক্ষণ পর এখান থেকে কুলসুম, কামিনী, চন্দ্ররানী ও জগন্নাথের মহাদেবকে নিয়ে বার্বিটার উদ্দেশে রওনা হলো। গন্তব্যে পৌঁছার একটু আগে সবাই ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লে এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মহাদেব এটাকে মোক্ষম সুযোগ মনে করে পানির পাত্রে বেশি করে ওষুধ মিশিয়ে দিলো। এতে করে মেয়ে তিনজন ও মহাদেব ছাড়া সবাই খানাপিনা সেরে শোয়ার সাথে সাথেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলো।

***

নদীর পাশে ঘাসের ওপর বসে হাকিম বলতে লাগলেন– 'উদ্যম খান! কেন জানি আমার বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। চোখে কেন জানি ঝাপসা দেখছি সবকিছু। মনে হচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব বড় কোনো আত্মিক শোকের শিকার।'

উদ্যম খান পেরেশানি প্রকাশ করে বললো– 'কিছু সদকা করলে ভালো লাগতে পারে।'

হাকিম নাদের খানের বস্তির দিকে ইশারা করে বললেন– 'মহামহিম আল্লাহ তায়ালা নাদের খানের বস্তির ওপর রহম করুন। আমার মনে বস্তিটির ব্যাপারে খুব খারাপ খেয়াল আসছে।'

উদ্যম খান বললো– 'হুজুর বাদশাহ! আমার বিশ্বাস, বস্তিবাসী নিরাপদেই থাকবে। কারণ, শত্রুর অপচেষ্টার সব পথ আমরা রুদ্ধ করে রেখেছি।'

বাদশাহ আলি কুলি খান নদীর পাড়ে দৃষ্টি রেখে বলতে লাগলেন– 'রাজা প্রেমচন্দ্র আমাকে বলেছে– মহারাজা কৃষ্ণকুমার বৌদ্ধ গোত্রের একটি বিশাল বাহিনী তলব করেছে। এখনো পর্যন্ত আমরা ওই জঙ্গি বাহিনীর কোনো সংবাদ পেলাম না। ওরা কোথায় লুকিয়ে আছে! রণাঙ্গনে আমরা তাদের দেখা পাইনি। বারবার আমরা দেখে আসছি, বর্তমান মহারাজা মারাত্মক অসভ্য। সে

BanglaBook.org

নিশ্চয় খুবই নির্লজ্জ কোনো কাণ্ড ঘটিয়েই ছাড়বে। তাই ভদ্রেক ও নাদের খানের বস্তির ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে।'

আজম খান কিছু ভাবতে গিয়ে বললেন– 'জনাব যদি নির্দেশ দেন, তাহলে এখনই একটি বহর পাঠিয়ে দেয়া যায়– যারা নাদের খানের বস্তি ও ভদ্রেকের খবর নিয়ে আসবে।'

বাদশাহ দাঁড়িয়ে বললেন– 'ঠিক আছে। আমি মোহন ও শেখরকে চৌকস একটি বাহিনীসহ পাঠানোর অনুমতি দিলাম।'

ইতোমধ্যে এখানে উপস্থিত হয়ে গেছেন রাজা প্রেমচন্দ্র, নাদের খান, সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও ফিরোজ খান। এমন সময়ে আহত ঘোড়া দৌড়িয়ে কিছু দূর এসে পৌঁছে নাদের খানের মেয়ে সকিনা। তার পিঠে খঞ্জর লেগে আছে।

ইসমাইল খঞ্জর বের করে বললো– 'সকিনা! মাসুম বোন আমার! তোমাকে কোন জানোয়ার আহত করেছে?'

সকিনা চোখ খুলে তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো– 'ভাই! এখনই হাকিম বাবার কাছে যাওয়া জরুরি!'

এরপর সে হাকিমকে বস্তিতে সংঘটিত বৌদ্ধ হায়েনাদের নৃশংসতার বিস্তারিত ঘটনা শোনালো। বাংলার হাকিম দাঁড়িয়ে বললেন– 'অসভ্য কৃষ্ণ! এখন তুমি ক্রোধের ভয়ানক তামাশা দেখতে পাবে! ইসমাইল! দ্রুত সকিনাকে আমার তাঁবুতে নিয়ে চলো!'

সকিনাকে নৌকায় তুলে নদীর অপর প্রান্তে বাংলার হাকিমের তাঁবুতে পৌঁছে দেয়া হলো। হেকিম সাহেবান অল্প সময়ে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে চিকিৎসাকার্য চালাতে লাগলেন।

সকল সেনা সমবেত। অশ্রুসিক্ত সবার চোখ।

ফিরোজ খান বললেন– 'পাষণ্ড মহারাজা খুবই নির্লজ্জ কাজ করলো!'

রাজা প্রেমচন্দ্র বললেন– 'সে আমাদের অন্তর এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, যার যন্ত্রণায় আমরা মৃত্যুর পরও দগ্ধ হতে থাকবো!'

জয়ধ্বজ সিং অশ্রু মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন– 'বাদশাহ সাহেব! বৌদ্ধ গোত্রের ঠিকানা বার্বিটার অরণ্য এলাকায়। ওরা হয়তো উপসাগরের পথ ধরে সফর করবে।'

হাকিম হায়দার ইমামকে উদ্দেশ করে বললেন– 'এই মুহূর্তে তুমি দুই হাজার যুবক সিপাহি সঙ্গে নিয়ে সাগরপথে ওদের তাড়া করতে রওনা হও। উদ্যম খান! তুমি দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে স্থলপথে বার্বিটার জঙ্গলের দিকে

BanglaBook.org

এগোতে থাকো। তোমাকে খোদার শপথ দিয়ে বলছি– ওদের সাথে কোনো ধরনের আপস করবে না! বিন্দুমাত্র ছাড় দেবে না!'

এরপর বাদশাহ হাশিমের ছোট ভাই রিজওয়ানকে ডেকে বললেন– 'তুমি চার-পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে অন্ধকারে অন্ধকারে জঙ্গলে ছুটে যাও। মনে হয়, আজ রাতে ওরা অন্য কোনো ধরনের অনাচারে টুটে পড়বে। আমি চাই, ওরা অতর্কিত কোনো ধরনের আক্রমণ করার আগেই ওদের কোনো সিপাহি যেন জীবিত থাকার অধিকার না রাখে!'

অতঃপর হাকিম সাহেব সাইয়েদ সাইফুদ্দিনকে উদ্দেশ করে বললেন– 'সাইয়েদ সাহেব! আপনি নাদের খানের বস্তিতে চলে যান। আপনার সাথে হাকিম হোসাইন বেগকেও নিয়ে যাবেন। শহিদদের কাফন-দাফন ও আহতদের ক্ষতে পট্টি বেঁধে ওখানে দুই-চার হাজার সিপাহি নিয়োগ দিয়ে দ্রুত ফিরে আসবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আগামীকালের যেকোনো সময়ে আসাম বাহিনীর ওপর প্রবল বেগে আক্রমণ চালাবো।'

এরপর হাকিম সাহেব অসুস্থ সকিনাকে দেখার অভিপ্রায়ে বললেন– 'আমাকে আমার মেয়ের কক্ষে নিয়ে চলো।'

অতঃপর হাকিম ঘরে শায়িত সকিনার মাথায় স্নেহের পরশে হাত বুলিয়ে বললেন– 'মা, কন্যা ও বোনেরা! আমি তোমাদের ভগ্ন হৃদয়ের নিস্তব্ধতা সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবগত। ইনশাআল্লাহ! খোদা যদি সুযোগ দেন, তোমাদের প্রতিটি রক্তের ফোঁটার প্রতিশোধ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেবো।'

এক সুন্দরী যুবতী অতর্কিত এসে হাকিমের পায়ে পড়ে বললো– 'হাকিমের ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘ হোক। আমাদেরর আর কিছুর প্রয়োজন নেই। ভগবানের কসম! যখন থেকে আমাদের সম্ভ্রম রক্ষাকারীরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তখনই আমাদের রক্ত প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছে।'

হাকিম তার মাথায় দ্বিতীয়বার হাত বুলিয়ে বললেন– 'যে আগুন আমাদের হৃদয়ের ছোট্ট কুটিরে প্রজ্জ্বলিত করেছে, তা নেভাবে কে?'

বস্তিবাসীর দৃষ্টি হাকিমের সাথিদের ওপর নিবদ্ধ। ফিরোজ খান, শাহরুখ ও রাজা প্রেমচন্দ্র– সবাই মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই পুরো সময়ে কোনো একজনও মাথা উঁচু করে কারও দিকে তাকাননি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হাকিম সবাইকে খোদা হাফেজ বললেন। এরপর বেরিয়ে গেলেন। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করলে বস্তির মহিলারা তাঁর ওপর ফুল ছিটাতে থাকে। হাকিমের ঘোড়া দ্রুতবেগে এগোচ্ছে। তাঁর পেছনে পেছনে ছুটছে নিরাপত্তারক্ষী ও সেনাপতিদের ঘোড়াও। বাতাসে উড়ছে তাঁর শেরওয়ানি।

BanglaBook.org

এক হিন্দু বৃদ্ধা কেঁদে কেঁদে বলছে– 'তাঁকে আমাদের মতো মানুষ বলো না! তিনি তো আকাশের নীল গগন থেকে এসেছেন! ইনি দেবতা– যাঁর অস্থিমজ্জায় পবিত্রতার ঘ্রাণ!'

দুপুর নাগাদ সাইয়েদ সাইফুদ্দিনও নাদের খানের বস্তি হতে ফিরে আসেন।

বাদশাহ আলি কুলি খান উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'সাইয়েদ সাহেব! আপনার মন-মস্তিষ্কের অবস্থা কেমন?'

সাইফুদ্দিন মাথা তুলে বললেন– 'আলিজাহ! যারা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তাদের অদম্য স্পৃহাকে কেউ কখনো টলাতে পারে না।... ভোরের খাতিরে প্রকৃতি অগণিত তারকারাজিকে বিসর্জন দিয়ে থাকে।'

***

এরা এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। কিছু আসবাবপত্র নিয়ে একটি গাট্টি বাঁধলো। মহাদেব মেয়েদের তাঁবুতে নিয়ে বললো– 'আমাদের হাতে সময় খুবই কম। ভোর হওয়ার আগে আমাদের এখান থেকে বহু দূরে চলে যেতে হবে। আমরা সমস্ত পশুকে নেশাগ্রস্ত করে বেহুঁশ বানিয়ে ফেলেছি।'

কুলসুম কামিনী ও চন্দ্ররানীর দিকে ইশারা করে বললো– 'পূজারিদের এই গোপন নির্দেশনা নিশ্চয় অস্বস্তিকর। কিন্তু এখন এদের ওপর বিশ্বাস রাখা চাই।'

কিছুক্ষণ পরে দশ জন পূজারির সাথে এই তিন কন্যা বৌদ্ধ গোত্রের দুর্গ থেকে পালিয়ে গেলো। পূজারিদের সাথে চন্দ্ররানী, কামিনী ও কুলসুম এক-একটি করে তরবারি, তির, বর্শা ও একটি ধনুক উঠিয়ে নিলো। জঙ্গলে ছিলো ঘন ঝোপঝাড় ও প্রচণ্ড ভয়। যা-ই হোক, তারা অনেক কষ্ট করে বহু দূরে চলে গেলো ভোরের আগেই।

মহাদেব এক জায়গায় সকলকে একত্রিত করে বললো– 'তোমরা এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। এখানকার পাহাড়ে একটি গোপন গুহা আছে। যেখানে প্রবেশকারীদের বাইরের কেউ কখনো খুঁজে পায় না। আমি এই পাহাড়ে কয়েক সপ্তাহ সাধনা করেছিলাম। গুহার অভ্যন্তরে মিষ্টি পানির স্বচ্ছ একটি ঝরনাও আছে। ঝরনাটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, জানা নেই। আমরা চেষ্টা করে দেখি গুহাটি কোথায়। এখানে ভোরে আঁখিদ্বয় খুললে পশুদের তীব্র আওয়াজ শোনা যেতো।'

BanglaBook.org

দিন শেষে মহাদেব আনন্দের আতিশয্যে ফিরে এসে বলতে লাগলো– 'আমাদের বিপদের দিনগুলো শেষ। আমরা ওই গুহাটি পেয়ে গেছি। আমরা কোনো প্রকারের শঙ্কা ছাড়া ওই গুহায় অনেক দিন অবস্থান করতে পারবো। এ সময়টাতে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি পুরো সমাজে ছেয়ে যাবে। অত্যাচারের দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে। শান্তি ও নিরাপত্তার সূর্য উদিত হবেই। এরপর সকালের সূর্যকে স্বাগত জানিয়ে আমরা বাইরে চলে আসবো।'

বিপৎসঙ্কুল এই ছোট্ট কাফেলাটি মহাদেবের দেখানো গুহার পথে এগিয়ে চললো। ছোট-বড় গুল্মবনের এক স্থান থেকে এ গুহাটির সৃষ্টি। গুহাটি পাহাড়ের ভেতরে বহু আগে সৃষ্টি হয়েছে। গুল্মবনের ডালপালাগুলো এমনভাবে বিস্তৃত যে, বাইরে থেকে কেউ অনুমান করতে পারবে না এখানে কোনো গুহা রয়েছে। সামনে গিয়ে গুহাটি যথেষ্ট প্রশস্ত ও একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ। হতে পারে অন্য একটি গুহা থেকে সূর্যের কিরণ এদিকে এসে পৌঁছেছে। একটি ঝরনাও আছে এখানে। পূজারিরা বসা ও শয়ন করার জন্য একটি বড় জায়গা পরিষ্কার করে কুলসুম, কামিনী ও চন্দ্ররানীর সামনে কিছু শুকনো ফল রেখে বললো– 'স্থিরচিত্তে এগুলো ভক্ষণ করো এবং এখানে আরাম করো।'

মহাদেব অন্য পূজারিদের লক্ষ করে বললো– আশা করি, বৌদ্ধ হিংস্ররা দুপুর পর্যন্ত ঘুমাবে, এরপর আমাদের পলায়নের খবর জানলে পাগলা কুকুরের মতো জঙ্গলে ঘুরতে থাকবে। সতর্কতাস্বরূপ গুহার সম্মুখে তির নিয়ে বসে যাও। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস– ওরা কখনো এ গুহা খুঁজে পাবে না।'

দুপুর পর্যন্ত বৌদ্ধ সেনারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলো। তাদের ঘোড়াগুলো জঙ্গলে ঘাস তরুলতা খেয়ে বিচরণ করতে লাগলো। দুপুরের পর তারা ধীরে ধীরে হুঁশে ফিরতে শুরু করেছে।

রাজকুমার নারায়ণ চিৎকার করে বলতে লাগলো– 'আমাদের ধোঁকা দেয়া হয়েছে। নির্লজ্জ পূজারিরা আমাদের সাথে চক্রান্ত করেছে। জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ো! যাকে যেখানে পাবে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

কিছুক্ষণ পর বৌদ্ধ সৈনিকেরা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলো পুরো জঙ্গলে। একসময় কিছু সৈনিক পৌঁছে গেলো গুহার খুব নিকটে। তাদের কথাবার্তা গুহার ভেতরে শোনা যাচ্ছিলো। একজন বললো– 'রাজকুমার! আমরা বেফায়দা এখানে সময় নষ্ট করছি। তারা এখান থেকে পালিয়ে গেছে। আমাদের শিব দেবতার মন্দিরে উপস্থিত হওয়া দরকার।'

অপরজন বললো– 'তুমি ঠিক বলেছো। এমনই হবে। তারা জঙ্গলে কেন লুকিয়ে থাকবে? যদিও নির্বুদ্ধিতার দরুন জঙ্গলে প্রত্যাবর্তন করেই থাকে, তাহলে বহু আগেই এরা হিংস্র প্রাণীদের খাদ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।'

BanglaBook.org

সন্ধ্যা পর্যন্ত হেঁটে ক্লান্ত হয়ে বৌদ্ধ সেনারা তাঁবুতে পৌঁছালে রাজকুমার বললো– 'আমরা অর্ধরাতে আবার শিব দেবতার মন্দিরে চলে যাবো।'

এদিকে পূর্ণিমা রাতে যখন শিব দেবতা নাগ দেবতার মন্দিরের দিকে রওনা হলেন, তখনই রাতের দ্বিতীয় প্রহরে রাজকুমার নারায়ণ সৈন্যদের সাথে নিয়ে শিবমন্দিরে উপস্থিত হলো এবং সেখানে প্রবল আক্রোশে হামলে পড়লো। তারা মন্দিরকে পরিণত করলো শ্মশানভূমিতে। কয়েকজন পূজারি আর দেবদাসীকে রশি দিয়ে বেঁধে নিজেদের সাথে নিয়ে মহাদেবকে বললো– 'আমরা ভগবানের পরিবর্তে এদের নিয়ে যাচ্ছি।'

মহাদেব হাত জোড় করে বললো– 'এটা বড় অন্যায়। ভগবানের শপথ! ওরা এখানে আসেনি!'

'আমি কিছু শুনতে চাই না।' নারায়ণ মহাদেবকে ধাক্কা দিয়ে গর্জন করে বললো– 'এখনো তো কিছুই হয়নি– যাকে তুমি অন্যায় বলছো। দু-তিন দিন পর আমরা আবারো আসবো, তখন দেখবে কী হয়! আমরা এই মন্দিরের শ্বাস গ্রহণকারী প্রতিটি বস্তু ভেঙে চুরমার করে ফেলবো। ওরা এখানে এলে ওদের বন্দী করে রেখো– এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।'

দ্বিতীয় দিন যখন সুলতান শিব দেবতার ছদ্মবেশে সাইয়েদ হায়দার ইমামের সৈনিকদের সাথে নাগ দেবতার মন্দির থেকে রওনা হয়ে শিবমন্দিরে পৌঁছালেন, তখন বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত পরিস্থিতি দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে পড়লেন। মন্দিরের ভেতরে-বাইরে পড়ে আছে নিথর দেহ। চারদিকে শুধু দেখা যাচ্ছে রক্ত আর রক্ত।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম সুলতানকে জিজ্ঞেস করলেন– 'এখানে কী রহস্য?'

সুলতান বললেন– 'মনে হচ্ছে, বৌদ্ধ গোত্রের সেনারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।'

মন্দিরের ভেতর ভয়াল নিস্তব্ধতা। মহাপূজারির পা ভেঙে গেছে। তবু সুলতানের কাছে খুঁড়ে গিয়ে প্রণাম করলো সে। সুলতান তাকে উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'মহাদেবজি! এগুলো কীভাবে ঘটলো? কখন হলো? কোন নিমকহারাম আপনার রক্তকে রঞ্জিত করলো? তাড়াতাড়ি বলুন! আমি তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবো।'

সুলতানের কথায় মহাদেব পুরো কাহিনি শুনিয়ে বললো– 'মনে হয় জগন্নাথ মন্দিরের পূজারিরা ওই মেয়েদের নিয়ে কোথাও পালিয়ে গেছে। এখন ওই হিংস্ররা বসন্তের পাগলা কুকুরের ন্যায় তাদের তালাশ করছে।'

BanglaBook.org

সাইয়েদ হায়দার ইমাম জিজ্ঞেস করলেন– 'আচ্ছা! তারা এখন কতোটুকু দূরত্বে অবস্থান করছে?'

মহাদেব সাইয়েদ হায়দার ইমামের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো– 'তুমি কে?'

সুলতান কর্কশ কণ্ঠে বললেন– 'এতো প্রশ্নের দরকার নেই। তোমার থেকে যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার উত্তর দাও!'

মহাদেব বললো– 'দেবতা! ওরা এখান থেকে গিয়েছে একবেলা হয়ে গেছে।'

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন– 'ওরা সওয়ার হয়ে গিয়েছিলো, না হেঁটে?'

মহাদেব বললো– 'ওরা ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলো।'

এরপর সুলতান বললেন– 'তোমরা মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়ে দাও। অনেক লোক লুকিয়ে আছে হয়তো। বেরিয়ে আসবে।'

কিছুক্ষণ পর মন্দিরের ঘণ্টা বাজানো হলো।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'এটা বড় খুশির সংবাদ যে, আমাদের মেয়েরা বৌদ্ধ সেনাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেছে। কিন্তু এটা বুঝে আসছে না, পূজারিরা কোন উদ্দেশ্যে তাদের নিয়ে পলায়ন করেছে!'

সুলতান বললেন– 'সাইয়েদ সাহেব! তাদের পশ্চাদ্ধাবনের ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করা চাই। হতে পারে পূজারিদের হৃদয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়ার উদ্রেক হয়েছে।'

অতঃপর সাইয়েদ হায়দার ইমাম এক সিপাহিকে ডেকে বললেন– 'সব ঘোড়া এই মুহূর্তে এখানে নিয়ে আসো।'

খুব অল্প সময়ে কয়েক হাজার ঘোড়া মন্দিরে পৌঁছে গেলো। ঘণ্টা বাজানোর সাথে সাথে বহু পূজারি, তীর্থযাত্রী ও দেবদাসী– যারা বিভিন্ন কৌশলে চুপে চুপে মন্দির থেকে সফলভাবে বের হয়ে গিয়েছিলো– সবাই ভয়ে ভয়ে চলে এলো মন্দিরে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম সিপাহিদের রওনা হওয়ার আদেশ দিয়ে বললেন– 'আমরা দুপুরে আবার ফিরে আসবো। আমাদের ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তোমরা এখানে অপেক্ষা করবে। যদি এ সময়ে উদ্যম খানের সৈনিকেরা চলে আসে, তাহলে তাদের এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবে।... আশা করা যায়, শিগগিরই ওরা চলে আসবে।'

সুলতান বললেন– 'খুব বেশি ভয় পাওয়ার দরকার নেই।'

'আপনি চিন্তা করবেন না।' সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'আল্লাহ চান তো আমরা তাদের পথেই ধরে ফেলবো।'

BanglaBook.org

মন্দির থেকে বের হয়ে রাজকুমার নারায়ণ খুব আরামে পথ অতিক্রম করে যেতে লাগলো। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ঝড়ের বেগে সৈনিকদের ভিড়ে চলে এলেন। বৌদ্ধ সৈনিকেরা পালানোর জন্য অনেক চেষ্টা করছিলো কিন্তু হেজাজি কাফেলার বিপ্লবী সৈনিকেরা মাটিতে মিশিয়ে দিলো তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা। মুজাহিদরা অল্প সময়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিলো। নারায়ণের লাশ মুসলমানরা টুকরো টুকরো করে ছাড়লো। তার ঘোড়া ও অন্য আসবাবপত্রসহ সাইয়েদ হায়দার ইমাম পূজারি এবং দেবদাসীদের নিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন শিবমন্দিরে।

ওইদিন বিকেলেই উদ্যম খান সৈন্যদের এক বিশাল বহর নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও সুলতান ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি সম্পর্কে উদ্যম খানকে অবগত করলে তিনি সেজদায় অবনত হয়ে প্রভুর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন।

উদ্যম খান সেজদা থেকে উঠে বললো– 'ভাইয়েরা! ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা পূজারিদের সাহায্যে হেরে যাওয়া যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি। আমাদের বাচ্চাদের ইজ্জত রক্ষা হয়েছে। চলে যাওয়ার সময় রাজা প্রেমচন্দ্র আমাকে পূজারিদের ব্যাপারে সবকিছু বলে গিয়েছেন। মহারাজা কৃষ্ণকুমার যখন থেকে মহাদেবের বিরোধিতা করা শুরু করেছে, সেদিন থেকেই পুরোহিত ও মহাদেবরা কৃষ্ণকুমারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সবার তো এটাও জানা আছে যে, পুরো বাংলার জনগণ এককাট্টা হয়ে আছে মহারাজার বিরুদ্ধে।'

এরপর উদ্যম খান নিজের দিকে লক্ষ করে বললো– 'আমরা সকালে বার্বিটা অঞ্চলের গোত্রপতি অসভ্য বিষ্ণু ও তার অঞ্চলকে গুঁড়িয়ে দিতে রওনা হবো। সুলতান! আপনার কী ইচ্ছা?'

সুলতান বললেন– 'আমার সাথে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত আছে– যাকে হাকিম সাহেব জীবিত দেখতে চেয়েছেন।... সাথে হাশিমকেও।'

'ঠিক আছে।' উদ্যম খান বললো– 'এ বিষয়ে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানবেন। সুলতান! বাদশাহর পর পুরো জাতি আপনাকে নিয়ে গর্বিত। অনেক উৎফুল্ল।'

সুলতান উঠে বললেন– 'সকলের মঙ্গল হোক। আচ্ছা! খোদা হাফেজ। মন্দির ও নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে পাঁচ-ছয়শো সিপাহি এখানে সর্বদা নিয়োজিত রাখা চাই। ভদ্রেকের বৃদ্ধ মৌয়ালকেও রাখলে ভালো হয়। আমি যাচ্ছি। আমার সফর বড়ই কণ্টকাকীর্ণ ও গন্তব্য বহু দূর। তাই দোয়া চাই।'

উদ্যম খানের সৈনিকেরা মন্দিরের বাইরে তাঁবু ফেললো। চারদিক থেকে ভেসে আসছে সম্মান ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। মন্দিরের যাত্রী ও

BanglaBook.org

দেবদাসী– যারা পূর্বে ভয়ে তটস্থ ছিলো; ধীরে ধীরে মুসলমানদের নিকটে এসে তাদের চরিত্র, লজ্জা-শরম দেখে খুব প্রভাবিত হতে লাগলো। তারা একে অপর থেকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো– এরা কোন দুনিয়ার মানুষ! মাথা অবনত করে কথা বলে! তাদের কথাবার্তা এতো সুমধুর ও প্রাণবন্ত! এরা কতোক্ষণ এখানে অবস্থান করবে? বৌদ্ধদের কয়েদ হতে মুক্তিপ্রাপ্ত পূজারিরা মুসলমানদের পূজা করতে লাগলো। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ভাবতে লাগলেন ভবিষ্যতের ব্যাপারে।

উদ্যম খান ও সাইয়েদ হায়দার ইমাম নিজেদের দুর্দান্ত আক্রমণ ভুটান আসামের বাইরে বহু দূরে প্রসারিত করতে চান। বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিতে চান।

বিষ্ণু সরদারের দুর্গ দুই পাহাড়ের মাঝখানে এক সুন্দর মরুভূমিতে অবস্থিত। সে পাহাড়ের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত রয়েছে। মুসলমানরা দুদিক থেকে রাতের অন্ধকারে পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে। সকাল পর্যন্ত তারা পাহাড়ে অবস্থান করলো। অবস্থা এমন পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে আনা হলো যে, তারা সহজভাবে দুর্গে তির নিক্ষেপ করতে সক্ষম হবে।

উদ্যম খান সাইয়েদ হায়দার ইমামের দিকে লক্ষ করে বললো– 'আজ আমরা আমির তৈমুরের ন্যায় লড়বো। এই দুর্গকে আমরা জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে ফেলবো।'

এরপর উদ্যম খান পাহাড়ের ওপর সাদা পতাকা ওড়াতে ওড়াতে বললো– 'উঁচু আওয়াজে আহ্বান করতে থাকো দুপুরের আগে যদি দুর্গ খালি করে দেয়, আমরা তাদের কোনো ক্ষতি করবো না।'

আহ্বানকারী দুপুর পর্যন্ত চিৎকার করে আহ্বান করতে লাগলো– 'হে লোকসকল! দুর্গের দরজা খুলে দাও। না হয় তোমাদের সবাইকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেয়া হবে।'

দুপুর পেরিয়ে গেলে উদ্যম খান বলতে লাগলো– 'এবার চারদিকে তিরের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করো।'

আহ্বানকারী এবার বলতে শুরু করলো– 'তোমরা নিরাপত্তার সময় নষ্ট করেছো। এখন মৃত্যুর ঘাটে উপনীত হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করো।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে লাগলো তির বর্ষণ। অপর পক্ষ থেকে বৌদ্ধরা আগুনের গোল্লা নিক্ষেপ করছে। সন্ধ্যার পর উদ্যম খান বললো– 'জঙ্গলের গাছ কেটে দুর্গের দরজার সামনে লাকড়ির স্তূপ তৈরি করো।'

BanglaBook.org

অর্ধরাত পর্যন্ত দুর্গের দরজার সামনে দুর্গের দেয়ালের চেয়ে উঁচু লাকড়ির স্তূপ তৈরি করা হলো। সকাল হলে উদ্যম খানের নির্দেশে লাকড়ির ওই স্তূপে আগুন দেয়া হলে দাউদাউ করে জ্বলতে লাগলো গোটা এলাকা।

বিষ্ণু সরদার যখন মুসলমানদের এই ঘটনা জানতে পারলো, কেঁপে উঠলো তার পায়ের নিচের মাটি। তার শিরা-উপশিরা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। অপরদিকে মুসলিম তিরন্দাজরা বৃদ্ধি করতে লাগলো হামলার গতি। দুর্গের দরজার সাথে সাথে প্রাচীরের বড় একটি অংশও নিচে পড়ে গেলো। তিরন্দাজরা পাহাড় ও উঁচু উঁচু টিলার ওপর দণ্ডায়মান। উদ্যম খান ও সাইয়েদ হায়দার ইমাম নিজেদের সকল সৈনিক নিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়লো। মুসলমান সৈনিকেরা ওই নিষ্ঠুর হিংস্রদের গাজর-মুলার ন্যায় কেটে কেটে দূরে নিক্ষেপ করতে লাগলো। অতঃপর তারা পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো সুশৃঙ্খলভাবে।

উদ্যম খান বললো– 'পুরো এলাকা ঘুরে মেয়ে ও বাচ্চাদের বাঁচানোর চেষ্টা করো।' বিষ্ণু সরদারকে আহত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্যম খান তার দিকে ঘৃণা ও রাগতস্বরে তাকিয়ে মুখে থুতু নিক্ষেপ করতে করতে বললো– 'এ মানুষ নয়, যেন আস্ত জানোয়ার। তার জন্য গাছের পিঞ্জর তৈরি করো।'

অতঃপর সে বাচ্চা ও নারীদের একদিকে সম্মানের সাথে নিয়ে বললো– 'তোমাদের পুরুষদের এই নগ্ন আচরণের কারণে আমাদের এ পথ বেছে নিতে হয়েছে। আমরা নারী ও বাচ্চাদের ওপর হাত ওঠাবো না। কেননা, নারী ও বাচ্চাদের ওপর ভীরু ও অসভ্যরাই অত্যাচার করতে পারে। তোমরা যেদিকে পথ দেখো চলে যাও। সৃষ্টিকর্তা তোমাদের মানুষের চেহারা ও আকৃতি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রকৃত মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো। কমপক্ষে এই নতুন প্রজন্মকে হলেও মানুষরূপে তৈরি করো। তোমরা কেমন মা! যারা নিজেদের সন্তানকে হিংস্র ও বর্বরতার শিক্ষা দাও? তাড়াতাড়ি দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়ো! আমরা এই দুর্গকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার শপথ করেছি!'

***

এদিকে প্রতিদিন যেকোনো একজন পূজারি গর্ত থেকে বের হয়ে ঝোপের আড়ালে চুপি চুপি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পাহারা দিতে থাকে। সন্ধ্যায় সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে পুনরায় আবার গর্তে ফিরে আসে। ওই লোকেরা গর্তে চার দিন ছিলো। হঠাৎ একজন পূজারি চিৎকার করে গর্তে প্রবেশ করে

BanglaBook.org

বলে উঠলো– 'ওঠো... বাইরে বেরিয়ে এসো। প্রত্যাশিত ব্যক্তিরা চলে এসেছে।'

'কী বলছো?' মহাদেব তার মুখে হাত রেখে রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করলো।

পূজারি খুশি হয়ে বললো– 'মহারাজ! এটি মিথ্যা নয়, নিরেট সত্য কথা। আমরা যাদের অপেক্ষায় ছিলাম, তারা চলে এসেছে। মহাদেবজি! আপনি বলেছিলেন, এই মেয়েদের ইজ্জত রক্ষাকারীকে সমুদ্র-পাহাড় ও এই ঘন জঙ্গল কেউ বাধা দিতে পারবে না!'

'তুমি কী বলতে চাও?' এ সময় কুলসুম উঠে জিজ্ঞেস করলো।

পূজারি বললো– 'দেবীজি! চলুন, সবাই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হায়েনাদের ওপর শিব দেবতার অগ্নি নিক্ষেপণ দেখে আসবো!'

একে একে সবাই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছালো। তাদের আট-দশ জন দূর আকাশে লকলকে আগুনের শিখা ও ধোঁয়ার দৃশ্য দেখে যাচ্ছিলো। কখনো কখনো তাদের কানে শোনা যাচ্ছিলো আল্লাহু আকবার অথবা ইয়া আলি চিৎকারের স্বর্গীয় গুঞ্জরন।

মহাদেব আঙুলের ইশারায় বললো– 'এই এলাকার বৌদ্ধ সরদারের দুর্গ জ্বলছে। আমি বলেছিলাম– প্রত্যাশিত লোকেরা এসে পড়েছে। পুরো পৃথিবীর সজীবতা যেন তাদের হাত-পায়ে চুমু এঁকে দিচ্ছে। ওরা এসে গেছে!'

কুলসুম, কামিনী, চন্দ্ররানী খুশিতে চিৎকার করে কান্না আরম্ভ করলো। 'চলো, আমরা সেই কল্যাণকামী মানুষদের কাছে যাই!'

'না।' মহাদেব বললো– 'এখনো সময় হয়নি। বৌদ্ধ নরপিশাচদের অনেকে এখনো জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারে!'

তারা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দুর্গের দাউ দাউ আগুনের দৃশ্য অবলোকন করছে। অতঃপর গুহায় এসে এ বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করতে থাকে।

দ্বিতীয় দিন প্রথানুযায়ী একজন পূজারি গর্ত থেকে বের হয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললো– 'বাইরে কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে। তারা কে হতে পারে?'

মহাদেব বললো– 'হতে পারে কোনো পলাতক বৌদ্ধ। তোমরা গর্তের ভেতরে ঢুকে পড়ো। ওই লোকেরা একত্রিত হয়ে গর্তের মুখে চলে আসতে পারে। তাদের প্রত্যেকের তিরের মুখে বর্শা বাঁধা আছে। কিছুক্ষণ পর গর্তের মুখে কিসের যেন আওয়াজ হলো। এক লোক এসে চিৎকার করে বললো– 'বিপদ এসেছে। তোমরা সকলে বেরিয়ে পড়ো।'

রাতের অন্ধকার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চারদিকে প্রত্যুষের বিকিরণ দেখা যাচ্ছে। জঙ্গলের নরপিশাচদের মৃতদেহ উপত্যকায় রেখে আসা হয়েছে।

BanglaBook.org

কুলসুম বললো– 'এই আওয়াজ পরিচিত পরিচিত মনে হচ্ছে। আমাদের খুব ভালো করে নিশ্চিত হতে হবে। তোমরা কে? আমাদের গরিবদের থেকে কী চাও?'

বাইরে থেকে আওয়াজ এলো– 'আমাদের ভয় পেয়ো না। আমরা তোমাদের শত্রু নই।'

মহাদেব পুনরায় বললো– 'কিন্তু আমরা নিশ্চিত হবো কীভাবে?'

বাইরে থেকে আবার আওয়াজ এলো– 'কুলসুম, কামিনী যদি তোমাদের সাথে থাকে তাদের বলো মোহন ও রিজওয়ান তাদের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

কুলসুম, কামিনী দুজনই একই সুরে চিৎকার দিলো ও তাদের সাথে বাইরে চলে এলো। তাদের পেছনে পেছনে অন্যরাও গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো। কুলসুম, কামিনী বাচ্চাদের মতো কান্না করতে লাগলো। চন্দ্ররানী তাদের দুজন থেকে পৃথক হয়ে কান্না করলেও তাদের কান্না থামালো। তাদের কান্না দেখে মহাদেব ও অন্য পূজারিরাও কাঁদতে আরম্ভ করলো।

রিজওয়ান বললো– 'কুলসুম! তোমার ভাই মৃত্যু পর্যন্ত তোমাকে হেফাজত করবে। এটা হয়তো আমাদের শেষ পরীক্ষা ছিলো। এখন তো সব লোক আমাদের সাথে রয়েছে। সরদার উদ্যম খান, সাইয়েদ হায়দার ইমাম আমাদের অপেক্ষার প্রহর গুনছে।'

মহাদেব বললো– 'যুবকেরা! তোমরা মোট কয়জন? আমাদের সাথে মেয়েরা আছে। কোথাও কোনো নরপিশাচ...!'

মোহন তার কথা কেটে নিয়ে বললো– 'মহাদেবজি! চিন্তা কোরো না। আমরা বলছি, জঙ্গল নরপিশাচদের থেকে মুক্ত। এখন এই জঙ্গলের প্রতিটি ডালে পাখিরা আনন্দ করে সুরে সুরে গান গেয়ে যায়।'

মোহন ও রিজওয়ানের সাথে দশ-বারো জন সিপাহিও আছে। এরা সকলে কুলসুম, কামিনী, চন্দ্ররানী ও জগন্নাথ মন্দিরের পূজারিদের নিয়ে সরদার উদ্যম খান এবং সাইয়েদ হায়দার ইমামের নিকট পৌঁছালো। সম্মানিত দুজন সেনাপতিই কয়েক কদম এগিয়ে আগত মেহমানদের স্বাগত জানালো। সরদারের চক্ষু থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। কুলসুম, কামিনী, চন্দ্ররানী একটু ঝুঁকে সরদারদের পা স্পর্শ করলো।

সেনাপতি উদ্যম খান বললো– 'প্রিয় সন্তানেরা! তোমাদের ওপর কয়েক দিনের এ মসিবত যেন পুরো জাতিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তোমাদের এই অনুপস্থিতিতে বাংলার হাকিম বাদশাহ আলি কুলি খান বেশ মর্মাহত হয়েছেন।'

BanglaBook.org

সাইয়েদ হায়দার ইমাম কুলসুমের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো– 'বোন কুলসুম! আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তোমাদের ঈমানের জজবার কঠিন পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন তোমাদের সামনে দিগন্তবিস্তৃত উপাখ্যান।'

এই সময়ে উদ্যম খান কুচকাওয়াজে ঢোল বাজানোর আদেশ করলো। সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাদ্য বাজানো হলো। লোকেরা দলে দলে উপস্থিত হতে লাগলো। 'আমরা আজ কুচকাওয়াজ করে করে শিবমন্দিরে উপস্থিত হবো।'

বৌদ্ধ নরপিশাচদের গোত্রপতি বিষ্ণুকে কাঠের এক পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখা হলো। সে কাঁদতে লাগলো। সিপাহিদের সামনে হাত জোড় করে বললো– 'আমার ওপর দয়া করো। আমায় ক্ষমা করো।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'বিষ্ণুজি! আমরা জানি, এটা এক অমানুষিক শাস্তি। কিন্তু তুমি তো কয়েক মুহূর্তেরও মানুষ নও; বরং তুমি একজন মানুষখেকো। তোমার রয়েছে পশুদের স্বভাব। আর তোমার জানা আছে, পশুদের জন্য পিঞ্জরের প্রয়োজন!'

তার অপবিত্র মুখের ওপর বালু নিক্ষেপ করলে সে তার উভয় হাত চেহারার ওপর চেপে ধরে বলতে লাগলো– 'সরদার উদ্যম খান! দয়া করুন। আমি পুরো জীবন আপনার দাস হয়ে থাকবো।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'তুমি জীবনে কখনো দুর্বল ও অভাবগ্রস্তের ওপর দয়া করেছো? তোমার ওপর কী দয়া করবো? বিষ্ণুজি! তুমি খোদার এই পবিত্র জমিনকে অত্যাচারের কালো থাবায় অন্ধকারে পরিণত করেছো। এখন আল্লাহর ঐশী গজব তোমাকে কুরে কুরে নিঃশেষ করবে। আমরা এখন চাইলেও বিচারের এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারবো না।'

বিষ্ণু পিঞ্জরের মোটা মোটা শিকলে নিজের মাথা আঘাত করা শুরু করলো। অপর দিকে উদ্যম খান বললো– 'তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। ধীরে ধীরে সে পিঞ্জরের বন্দী জীবনের সাথে পরিচিত হয়ে উঠবে।'

অতঃপর সে বিষ্ণুর সামনে এসে বললো– 'বিষ্ণু! দেখো, অত্যাচার ও বর্বরতার পরিণতি কী হয়? এখন তোমার পুরো জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের মজবুত দুর্গটি দেখো! আগুন আর ধোঁয়ায় যেন পরিণত হয়েছে জাহান্নামে। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। তোমাকে এই অবস্থায় জীবিত রাখা হবে, যতোক্ষণ না মৃত্যু এসে তোমার ওপর দয়া না করে।'

BanglaBook.org

সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজতে লাগলো কুচকাওয়াজের ডঙ্কা। জঙ্গলে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম সৈনিকদের ফিরে আসার ইশারা দেয়া হলো। মাগরিবের আজান হয়েছে। নামাজ শেষে উপসেনাপতিরা সৈনিকদের সংখ্যা সম্পর্কে উদ্যম খান ও সাইয়েদ হায়দার ইমামকে অবহিত করলো। আহতদের ক্ষতস্থানে বাঁধা হলো পট্টি। শহিদদের দাফন করা হয়েছে উন্মুক্ত এক প্রান্তরে। এই যুদ্ধে মুসলিম সৈনিকদের প্রচুর গনিমতের মাল হস্তগত হলো। জমা হলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্তূপ। হাজার হাজার ঘোড়া ও ষাঁড় হাতে এসেছে। সৈনিকদের হস্ত গত হয়েছে গরুর গাড়িও। সন্ধ্যা পর্যন্ত আহতদের ক্ষতস্থানে পট্টি আর শহিদদের কাফন-দাফনের কার্য সম্পাদন অব্যাহত ছিলো। ঢোল বাজছে। বৌদ্ধ সেনা ও তাদের অনুসারীরা কুলসুম, কামিনী, চন্দ্ররানীকে জঙ্গলে তালাশ করতে লাগলো। এদিক-ওদিক ঢোলের আওয়াজ অনুসরণ করে সেদিকে খুঁজতে লাগলো। সাইয়েদ হায়দার ইমাম গরুর গাড়িগুলো দ্বারা নিজ তত্ত্বাবধানে গনিমতের মাল বোঝাই করছিলেন। ছোট গরুর গাড়িগুলো তিনি আহতদের জন্য ব্যবহার করলেন। কুলসুম, কামিনী ও চন্দ্ররানীর জন্য সবুজ বস্ত্রের একখানা জাঁকজমকপূর্ণ তাঁবু টাঙানো হলো। জগন্নাথ দেবতার পূজারিদের জন্যও উত্তম তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

মাগরিবের নামাজ আদায় শেষে উদ্যম খান প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা এই রাজ্যের দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছি। আমরা ওই সমস্ত লোকদের মাটির সাথে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি– যারা এই এলাকার গরিবদের ওপর অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম করেছিলো।'

অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে সাইয়েদ হায়দার ইমামকে লক্ষ করে বললো– 'সাইয়েদ সাহেব! আমরা কিছুক্ষণ পর অর্ধেক সৈনিককে নিয়ে বার্বিটা ও গৌরধনের জিরি এলাকার দিকে গমন করবো। ওই নরপিশাচদের নিশ্চিহ্ন করে দেবো। আপনি আহত পূজারিদের গনিমতের সম্পদ এবং বোন কুলসুম, কামিনী, চন্দ্ররানী ও অর্ধেক সিপাহিকে নিয়ে সোজা শিবমন্দিরে চলে যান। ইনশাআল্লাহ! আমরা আগামীকাল সন্ধ্যায় আপনাদের সাথে মিলিত হবো।'

'ঠিক আছে।' উদ্যম খান বললো– 'দু-চার দিনের মধ্যে বাদশাহ আলি কুলি খান আসামের রাজধানীতে পৌঁছে যাবেন। আমরা শিব দেবতার মন্দিরে গিয়ে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবো।'

কথা বলতে বলতে সরদার উদ্যম খান ও সাইয়েদ হায়দার ইমাম তাঁবুর নিকটে গিয়ে পৌঁছালেন। তাঁরা এই দেখে হতবাক হয়ে গেলেন যে,

BanglaBook.org

তাঁদের তিন কন্যা সজ্জিত হয়ে আছে রণসাজে। তির ও বর্শা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সরদার উদ্যম খান তাদের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে বললো, 'আমরা এ কী দেখছি!'

কুলসুম বললো– 'খান ভাই! তোমার বোনেরা নিজেদের ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষার্থে বৌদ্ধ নরপিশাচদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।'

সরদার উদ্যম খান হেসে উঠে কুলসুমের মাথায় হাত রেখে বললো– 'বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজন নেই। আমরা বৌদ্ধ নরপিশাচদের আবাসস্থল জ্বালিয়ে দিয়েছি। তারা আর কোথায়? তাদের তো নিঃশেষ করে দিয়েছি!'

কামিনী বললো– 'এতোক্ষণ ধরে কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছিলো?'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'প্রিয় বোনেরা! এতোক্ষণ ধরে বড় একটি যুদ্ধের কথা চলছিলো। কিন্তু তোমাদের খান ভাই ছোট ছোট বাচ্চাদের নিখোঁজকারীদের শাস্তি দিতে যাচ্ছে।'

উদ্যম খান রিজওয়ানকে বললো– 'রিজওয়ান! তুমি আমাদের সাথে থাকবে।'

সরদার উদ্যম খান সিপাহিদের অল্পক্ষণের মধ্যে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়ে বললো– 'মোহন! বোনদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।'

মোহন নতস্বরে বললো– 'কোনো চিন্তা করবেন না, সরদার।'

সরদার উদ্যম খান লম্বা লম্বা ঢোঁক গিলে পূজারিদের তাঁবুতে প্রবেশ করলো। মহাদেব ও অন্য পূজারিরা দাঁড়িয়ে সরদারকে স্বাগত জানালো।

সরদার বললো– 'মহাদেবজি! আমরা তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তোমরা আমাদের যে উপকার করেছো, তার প্রতিদান আমরা দিতে অপারগ। তোমরা নিজেদের কর্মের মাধ্যমে নিজেদের সম্মানিত করেছো। তোমরা সাইয়েদ হায়দার ইমামের সাথে শিব দেবতার মন্দিরে ফিরে যাও। তোমাদের ওপর কোনো জবরদস্তি নেই। যা ইচ্ছা খুশি করো।'

পূজারিরা অবনত মস্তকে সরদারের শুকরিয়া আদায় করলো। জগন্নাথ মন্দিরের মহাদেব কিছু বলতে চেয়েছিলো।

উদ্যম খান তার কাঁধে হাত রেখে বললো– 'মহাদেবজি! মন্দিরে গিয়ে দীর্ঘ আলাপ হবে। আমার হাতে সময় খুবই কম। কাল সন্ধ্যায় আমরা একত্রিত হবো এবং আলাপন হবে দীর্ঘক্ষণ।'

BanglaBook.org

উদ্যম খান দ্রুতবেগে বাইরে বেরিয়ে এলো। এদিকে ঢোলের আওয়াজ বাজতে লাগলো। সরদার উদ্যম খান ঘোড়ার ওপর সওয়ার। ঢোলের আওয়াজের গুঞ্জরনে তার অর্ধেক সাথি পাগলপারা।

অর্ধরাত অতিবাহিত হয়ে গেলে সৈন্যদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। সাইয়েদ হায়দার ইমাম মোহনকে ডেকে বললেন– 'মোহন! বোনদের নিয়ে এসো। কুলসুম, কামিনী, চন্দ্ররানী প্রত্যেকের জন্য একটি গরুর গাড়ি, রেশমের পর্দা ও আরামদায়ক তকিয়া সাজানো হলো। সাইয়েদ হায়দার ইমাম তাদের গরুর গাড়িতে আরোহণ করতে বললেন।

কুলসুম বললো– 'সাইয়েদ সাহেব! আমরা মুজাহিদ ও গাজিদের বোন। আমরা ভাইদের ন্যায় সাধারণ ঘোড়ায় চড়তে আগ্রহী।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'এটা আমার নির্দেশ। তিনজনই মাথা ঝুঁকে সাইয়েদ হায়দার ইমামের কদম চুম্বন করলো ও চুপি চুপি গরুর গাড়িতে আরোহণ করলো।'

সাথে সাথে রওনা হয়ে গেলো কাফেলাটি। ঘনঘোর বন-জঙ্গল পেরিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চললো তারা। ভোরে একটি খোলা প্রান্তরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মুসলমানরা আদায় করলো ফজরের নামাজ। হিন্দুরা তাদের ভক্তি-বিশ্বাস মোতাবেক জগন্নাথ দেবতাদের সাথে মিলেমিশে ভোজন ও শ্লোক গেয়ে তাদের উপাসনা সারলো। এরপর গোটা বাহিনীর জন্য শুষ্ক মোয়া ও ভুনা ডাল বিতরণ করা হলো। এরপর সবাই পান করলো নদীর ঠান্ডা ও মিষ্টি পানি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রাসাদের পিশাচিনী

এদিকে সুলতান নির্মলার সাথে একান্ত আলাপে বলছেন– 'তোমার তো ভালো করেই জানা আছে, আমাদের মন্দিরের অবস্থা নিলামঘরের মতো। এখানকার প্রতিটি বস্তুরই এমন মূল্য– যা যেকোনো বিনিময়ে কিনে নেয়া যায়। ইজ্জত, আব্রু, ধর্ম ও ঈমান– এখানকার খুবই সস্তা বস্তু। রাজকুমারীর দাম তো তোমার জানা আছে। শুরু থেকেই তার ব্যাপারে তোমার জানা হয়ে গেছে। গোপন পথে কোনো চোর এসে আরেক বীরধনের মতো নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করে নিতে পারে। রাজকুমারীর রক্ষকই তার খুনি সেজে বসে থাকতে পারে। ইতোমধ্যে তুমি দেখে এসেছো, আমাদের মন্দিরের মহাদেবতা সোনা-রুপার বিনিময়ে তার ধর্ম ও ঈমান সবকিছু বিকিয়ে বসেছে। ভাগ্যবিধাতা তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন।'

নির্মলা বললো– 'সব বিষয়েই আমি অবগত।... আগে বলে দিন, ভবিষ্যতে আমার কী করতে হবে?'

সুলতান সাপুড়ে বস্তির দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমি চাই, রাজকুমারী অন্য কোনো রূপ ধারণ করে আমার সাথে দুর্গে রাজধানীতে থাকবে।'

'কী মানে?' নির্মলা উদ্বিগ্ন হয়ে বললো– 'আমাকে আবারও একাকী রেখে যেতে চাচ্ছেন?'

'না।' সুলতান বললেন– 'এই সফরে তুমি আমার সঙ্গী হবে।'

নির্মলা খুশি হয়ে বললো– 'দেবতা! আপনার চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। রাজকুমারীকে আগামীকাল সাপুড়ের এমন অভিনব রূপে সাজানো হবে যে, তাকে দেখে কেউই চিনতে পারবে না।'

সুলতান আশ্চর্য ভঙ্গিতে নির্মলার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'নির্মলা! মনে হচ্ছে ভালোবাসা তোমাকে রহস্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে!'

BanglaBook.org

পরদিন সকালে রামু নামক সাপুড়েকে ডেকে নির্মলা বললো– 'রামু বাবা! তুমি কি রাজকুমারীকে দেখেছিলে?'

বৃদ্ধ সাপুড়ে বললো– 'জি, হ্যাঁ।'

নির্মলা বললো– 'তাকে বীণ বাজানো ও সাপ ধরা শেখাবে।'

বৃদ্ধ সাপুড়ে রামু প্রণাম করে দৃঢ়চিত্তে বললো– 'দেবী ও দেবতাকে এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা করতে হবে না। আগামীকাল সন্ধ্যার পূর্বেই রাজকুমারীকে বীণ বাজানো ও সাপ ধরার শাস্ত্রে অভিজ্ঞ করে তুলবো।'

নির্মলা ও সুলতান উঠে দাঁড়ালেন।

নির্মলা আরেকবার বৃদ্ধ সাপুড়েকে ডেকে বললো– 'রামু বাবা! রাজকুমারীকে এমনভাবে সাপুড়িনীর রূপ দেবে– যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। তুমি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছো, নাকি?'

এবার বৃদ্ধ সাপুড়ে এগিয়ে এসে নির্মলার হাত ধরে বললো– 'এই কাজ আমার ওপর ছেড়ে দাও। রাজকুমারীর আসল রূপ এমন বহুরূপে সাজিয়ে তুলবো যে, তার ওই পরিবর্তিত রূপে দেবী-দেবতাও তাকে চিনতে পারবেন না।'

এখনো নির্মলা ও সুলতান ওখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময়ে নদীর দিক থেকে এক সাপুড়ে দৌড়ে এলো এবং রামু বাবা! রামু বাবা! বলে ডাকতে ডাকতে চৌবাচ্চার ওপর বসে পড়লো। ভীষণভাবে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাকে বেশ শঙ্কিত হতে হচ্ছে।

রামু বাবা তাকে দাঁড় করিয়ে বললো– 'শারুদা! আগে দেবী ও দেবতাকে প্রণাম করো!'

শারুদা অবাক হয়ে সামনে দাঁড়ানো নির্মলা ও সুলতানকে দেখে বললো– 'সৌম্য করুন! ভয় ও শঙ্কার তীব্রতায় আমি আপনাদের দেখতে পাইনি।'

নির্মলা তার মাথায় হাত রেখে বললো– 'শারুদা! কেন তুমি এতো ভীত হয়ে পড়লে?'

শারুদা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বললো– 'দেবীজি! আমি নাগ দেবতার মন্দিরের পেছনে নারকেল গাছের এক ডালে স্বর্পরাজকে দেখেছি।'

'স্বর্পরাজ!' নির্মলা চিৎকার করে বললো– 'তুমি কি নিশ্চিত যে, ওটা স্বর্পরাজ? নিজ চোখেই তুমি তাকে দেখেছো?'

যুবক সাপুড়ে শারুদা বললো– 'আমি নিজ চোখেই দেখেছি– ওটা ছিল স্বর্পরাজ! আমার সব সাপ পুঁটলি থেকে বেরিয়ে তার কাছে পালিয়ে গেছে!'

নির্মলা খুশিতে বললো– 'কিন্তু আমি কী করে নিশ্চিত হবো যে, তুমি স্বর্পরাজ দেখেছো?'

BanglaBook.org

শারুদা বললো– 'দেবীজি, নিজ চোখ দিয়ে দেখে আসুন!'

দেবী বললো– 'তা তো আমি যাবোই। তার রঙ কী বলো তো?'

শারুদা বললো– 'তার রঙ দুধের মতো সাদা। সে ফণা তুললে তার শ্বাস থেকে আগুন বেরোয়!'

সুলতান নির্মলার উন্মাদনা দেখে বললেন– 'নির্মলা! মনে হচ্ছে, এখনো তোমার মন থেকে সাপ ও নাগের মহব্বত দূর হয়নি!'

নির্মলা বললো– 'না, ব্যাপারটি এমন নয়। স্বর্পরাজের আগমনবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যেন আমি অনেক বড় এক মূল্যবান রত্ন পেয়ে গেছি! ভগবানের শপথ! আমাদের নতুন সফর অনেক শুভ ও সুফলদায়ক হবে। স্বর্পরাজ অনেক শক্তির অধিকারী। তাকে কাবু করে আমরা অনেক বড় অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হবো।'

নির্মলা সাপুড়েকে উদ্দেশ করে বললো– 'তোমরা সবাই আমার সঙ্গে এসো।'

তারা সবাই নারকেল গাছের কাছে পৌঁছালে দূর থেকে নির্মলা সাপের উপস্থিতি টের পেয়ে বললো– 'নিজ নিজ বীণ বাজাতে শুরু করো। জাদুময়ী মধুর তানে তাকে নিস্তেজ করে তোলো! যতোক্ষণ স্বর্পরাজ এসে ফণা তোলা বন্ধ না করবে, ততোক্ষণ তার কাছে কেউ যেতে পারবে না!'

এরপর সে সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললো– 'দেবতা! এখানে এক অদ্ভুত ধরনের তাপ অনুভব হচ্ছে। অথচ রাত অনেক ঠান্ডা। এই তাপ নাগের শ্বাস-প্রশ্বাসের।'

সাপুড়েদের উন্মাতাল বীণের তালে স্বর্পরাজ একসময় নারকেল গাছের নিচে নেমে ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খেতে আরম্ভ করে। একসময় নিস্তেজ হয়ে পড়ে সাপটি।

নির্মলা বৃদ্ধ সাপুড়েকে উদ্দেশ করে বললো– 'বাবা! তুমি আমার সাথে চলো।... বাকিরা যেতে পারো। আমার পক্ষ থেকে সবাইকে চলে যাওয়ার আজ্ঞা দিলাম। ভোরে ভোরে মন্দিরে পৌঁছে যাবে সবাই।'

নির্মলা ও সুলতান উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। রামু বাবা তাঁদের পেছনে পেছনে।

নির্মলা এক স্থানে দাঁড়িয়ে বললো– 'রামু বাবা! স্বর্পরাজকে তোমার সোপর্দ করলাম। তার সেবাযত্নে কোনো অবহেলা করবে না।'

পরদিন দিনের মধ্যভাগে সুলতান ও নির্মলা সাপুড়ে কাফেলাকে নিয়ে আসামের রাজধানীর দিকে রওনা হলো। রাজকুমারীর ঘোড়া নির্মলা ও সুলতানের ঘোড়ার মাঝ বরাবর। পুনম ও নালিনীকে মন্দিরে রেখে আসা

BanglaBook.org

হয়েছে। সাপুড়েরা নিজ নিজ স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে খুশির গীত গেয়ে চলেছে। সন্ধ্যা হতে হতে এই দলটি ঘন বন-জঙ্গল পেরিয়ে এগোতে থাকে। সূর্য পশ্চিমাকাশে ডুবে গেলে সুলতান বললেন– 'আজ রাতে আমাদের এখানে অবস্থান করা উচিত। এখানে খোলামেলা জায়গা আছে। পানি ও পশু চরাবার জায়গাও আছে মেলা।'

একটু পরই মহিলারা পাথর সংগ্রহ করে চুলা তৈরি করছে। ঘোড়াগুলোকে চরার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। একসময় সবাই আহারপর্ব সম্পন্ন করলে সুলতান বললেন– 'আগামীকাল সন্ধ্যার আগেই আমরা রাজধানীর দুর্গে পৌঁছে যাবো। রাজকুমারীর নাম এখন থেকে মধুমতি। ভালো করে স্মরণ রেখো। ভুলেও কেউ রাজকুমারী নামে ডাকবে না। নইলে সবাইকে ভয়ংকর ধ্বংসের মুখে পড়তে হবে।'

মধুমতি... মধুমতি! সবাই ভালোমতো শিখে নিচ্ছে।... 'রাজকুমারী! তুমিও নিজের নাম ভালো করে মুখস্থ করে নাও!'

এরপর তিনি রামুর ধর্মপত্নীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'মধুমতির বহুরূপের দিকে ভালোভাবে দৃষ্টি রাখবে। সে যেন কিছুতেই পর্দার আড়াল না হয়। আমার-তোমার সবার এ কথা ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার যে, আমরা এক কঠিন যুদ্ধ জয় করতে যাচ্ছি!'

***

শিব দেবতা বিশেষ পদ্ধতিতে নিজের নির্ধারিত স্থানে প্রচণ্ডভাবে রেগে বসে আছেন। নির্মলাও তাঁর সামনে বিছানায় জ্ঞান-ধ্যানের বিশেষ ভাব নিয়ে বসা। মহারানি ভিতু অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করলো। শিব দেবতা রাগান্বিত স্বরে বললেন– 'মহারানি! তোমার জন্য আমার আফসোস হয়। তুমি পার্বতী হতে পারবে না। তুমি আমার পেছনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এমন কিছু কাজ করেছো, যার কারণে আমি আমার সমস্ত সিদ্ধান্ত পাল্টে নিতে এখন নতুন করে ভাবছি।'

মহারানি সামনে অগ্রসর হয়ে নিজেকে শিব দেবতার পায়ের ওপর ঢেলে দিয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে লাগলো– 'ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি এ রাগটা দেখাবেন না। এতে আমি মৃত্যু ছাড়াই মরে যাবো। আমার থেকে যদি কোনো অসৌজন্য বা গাদ্দারি হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন।'

BanglaBook.org

শিব দেবতা বললেন– 'ঠিক আছে। আমি তোমাকে এবার ক্ষমা করবো। এখন বলো, চন্দ্রকান্ত কোথায়? যদি তুমি তাকে হত্যা করে থাকো, তাহলে তুমি নিজের ওপর এবং নিজের সন্তানের ওপর অনেক বড় অত্যাচার করেছো।'

'চন্দ্রকান্ত! সে তো...' মহারানি বিচলিত হয়ে বললো।

শিব দেবতা বললেন– 'হ্যাঁ! সে আমার মন্দিরে ছিলো। তবে এখন নেই। তুমি বীরধনের সাহায্যে তাকে মন্দির থেকে অপহরণ করে ভালো করোনি।'

মহারানি শিব দেবতার পায়ে হাত রেখে বললেন– 'বীরধন তো রাজকুমারীকে নিয়ে এখানে আসেনি!'

শিব দেবতা আবারও প্রচণ্ড রেগে বললেন– 'যখন কেউ তার দেবতাকে অন্ধকারে রেখে কোনো কাজ করে, তখন সে ওই পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যে পরিমাণ তুমি বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো।

এখন বীরধন আর ফিরে আসবে না। আমার ধারণা হচ্ছে– সে রাজকুমারীকে নিয়ে আসামের কোথাও বেরিয়ে গেছে। হতে পারে সে মুসলমানদের কাছেই চলে গেছে। আর যদি সে এমনটা করে থাকে, তাহলে তোমাকে এবং তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের এ জগৎ-সংসারে এমন কোনো শক্তি নেই যে বাঁচাবে। রাজকুমারীকে অপহরণ করার জন্য আমি আসার একদিন আগেই তুমি বীরধনকে ওখানে পাঠিয়েছো। তুমি আমার থেকে এতো বড় একটি সিদ্ধান্তের আজ্ঞা নাওনি কেন?'

মহারানির পুরো শরীর কচি ডালের মতো কাঁপছে। তার চোখে নেমে এসেছে অন্ধকার। সে হাত জোড় করে বললো– 'আমার অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করুন।'

মহারানি আবার ক্রন্দনরত অবস্থায় বললো– 'আপনি আপনার মহান শক্তি দিয়ে অকৃতজ্ঞ নরপশু বীরধনকে এবং রাজকুমারীকে এখানে নিয়ে আসুন। নচেৎ সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। রাজকুমারী যদি মুসলমানদের হাতে পৌঁছে যায়, তাহলে হিন্দু জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।'

শিব দেবতা বললেন– 'তাইতো এখন আমাদের কিছু না কিছু করতেই হবে। আমারটা আমি করছি... কিন্তু তুমি এটা বলো– নাগ দেবতা কোথায়? তুমি তাকে কার আদেশে দ্বিতীয়বার জেলখানায় নিক্ষেপ করলে?'

'জেলখানায়?'

মহারানি চিৎকার করে বললো– 'নাগ দেবতাকে কখন কোথায় কে জেলখানায় আটক করলো?'

BanglaBook.org

শিব দেবতা বললেন– 'ব্যাকুলতা দেখাচ্ছো? এত বড় রাজকীয় সর্বনাশার আয়োজন চলছে, অথচ তুমি বলছো কিছুই জানো না! মনে হচ্ছে, এখানে দ্বিতীয় কেউ রাজত্ব করছে। আমি ওই অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ, নিকৃষ্ট মানবের মস্তক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবো।'

মহারানির মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লো। সে ওঠার সময় বললো– 'আমি এ ঘটনার পুরো তদন্ত করবো।'

সে জোরে তালি বাজালে সেবিকারা দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করে। মহারানির সামনে সবাই মস্তক অবনত করে রাখলো। মহারানি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো– 'কেউ গিয়ে মহাপূজারিকে ডেকে আনো।'

কিছু সময় পরই মহাপূজারি দৌড়ে কক্ষে প্রবেশ করলো এবং হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মহারানি বড়ই ক্ষোভ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো– 'নাগ দেবতাকে কে কখন এবং কার আদেশে জেলখানায় বন্দী করলো?'

মহাপূজারি উত্তর দিলো– 'মাতা মহারানি! এসব কর্মকাণ্ড জগদীশ করেছে। গতকাল সে একটি সৈন্যদল নিয়ে আসে এবং নাগ দেবতাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।'

মহারানি রাগান্বিত হয়ে বললো– 'আমাকে কেউই এ কথা জানালে না!'

শিব দেবতা বললেন– 'আমি না বললাম, এখানে তৃতীয় কোনো শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।'

মহারানি রাগের স্বরে বললো– 'আমি এখনই জগদীশ থেকে বিষয়টা জানবো।'

শিব দেবতা বললেন– 'ঠিক আছে। তুমি এখন যেতে পারো। আমি তোমার থেকে পুরো ঘটনার বিবরণ শুনতে আসবো।'

মহারানি ফিরে এসে জগদীশকে তালাশ করলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'জগদীশ! তুমি কার আদেশে নাগ দেবতাকে জেলখানায় বন্দী করলে?'

জগদীশ বললো– 'মহারানি! আমি মহারাজার বিশ্বস্ত সৈনিক। মহারাজা রাষ্ট্রদ্রোহ বা যারা দুর্গের ক্ষতিসাধন করতে চায়, তাদের নিজের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে ছাঁটাই করার অধিকার আমাকে দিয়েছেন। নাগ দেবতার ব্যাপারে আমার অন্তর বিশ্বস্ত নয়। তার ব্যাপারে আমার সন্দেহ বরাবরই বেড়ে চলছিলো। তাই...'

মহারানি বললো– 'তবু এ ব্যাপারে আমাকে অবগত করা আবশ্যক ছিলো।'

BanglaBook.org

'আমার ভুল হয়েছে। তবে সন্দেহ ছিলো আপনি যদি আমাকে নিষেধ করে দেন।'

মহারানি ও জগদীশের আলাপন চলছিলো। একজন রক্ষী শিব দেবতার আগমনের সংবাদ দিলো। মহারানি অগ্রসর হয়ে শিব দেবতাকে শুভাগমন জানালো। শিব দেবতা জিজ্ঞেস করলেন– 'বলো! তোমার জগো (জগদীশ) বদমাশ কী বলেছে?'

মহারানি বললেন– 'সে বলেছে নাগ দেবতার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে তার প্রতি নাকি সন্দেহ হচ্ছিলো। তাই...'

'আচ্ছা!'

শিব দেবতা বললেন– 'আজকাল তোমরা দেবতাদের উঁচুমানের কাজকারবার তোমাদের নিম্নমানের বিবেক দিয়ে মাপা শুরু করে দিয়েছো?'

জগদীশ মাথা নত করে হাত জোড় করে বললো– 'কথাটা এমন নয়, দেবতা মহারাজ! দেবতাদের বাক্য বোঝা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার ওপারের কথা; বরং নাগ দেবতার ব্যাপারটাও একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমার কাছে একটা জিনিস অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যের মনে হচ্ছে যে, মুসলমান মা-বাবার ঘরে জন্ম নেয়া একজন নওজোয়ান মুসলিম কী করে হিন্দু জাতির নাগ দেবতা হতে পারে? এটা কখনো সম্ভব নয়! আমরা কী করে মেনে নেবো এটা?'

শিব দেবতা বললেন– 'মহারানি! মনে হচ্ছে তুমিও এই বদমাশের কথায় একাত্মতা পোষণ করো! তোমার স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণে এটাই মনে হচ্ছে। আমি এখন কাউকেই কিছু বলবো না। কালকে জনসমাগমের সামনে আমি তাকে নাগ দেবতা প্রমাণ করবো। তোমাদের ভুল ধারণা দূর করা আমার জন্য একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ভালো তো ওটাই ছিল যে, তোমরা তোমাদের দেবতাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে না। কারণ, দেবতাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সাধারণ লোকের বহু উর্ধ্বে।... আমি অসন্তুষ্ট নই। কারণ, জগদীশের কথা যুক্তিসঙ্গতই বটে! কাল সকালেই আমি হাশিমের দেবতা হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করবো।'

এসব বলেই লম্বা লম্বা কদম ফেলে দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন শিব দেবতা। মহারানি দু-চার কদম পিছু হটলো। শিব দেবতা পেছন ফিরে বললেন– 'মহারানি! তুমি ফিরে যাও! কালকেই কথা হবে। যদি তুমি অন্য নারীদের থেকে অনন্যা বৈশিষ্ট্যময়ী গুণবতী নারী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারতে!...'

মহারানি আফসোসের ঢেকুর তুলে পেছনে সরে এলো।

BanglaBook.org

সুলতান নির্মলাকে বললেন– 'আমি যেকোনো মূল্যে নাগ দেবতাকে দেবতা হিসেবে প্রমাণ করবো। আমার ইচ্ছা আমি কালকে নাগ রাজা ও নাগ মণি– এদের সবার সামনে নাগ দেবতা থেকে পরীক্ষা নেবো।'

নির্মলা মৃদু হেসে বললো– 'দেবতা! এই সামান্য বিষয় নিয়ে আপনার এতোটা চিন্তিত হয়ে পড়া ঠিক হচ্ছে না। আমি আজ রাতেই নাগ দেবতাকে তার পোশাক পরিবর্তন করে নতুন পোশাক পরার ব্যবস্থা করে দেবো।'

হাশিমের কাপড় কক্ষেই ছিলো।

সুলতান নির্মলার সামনে একটি কাপড় রেখে বললেন– 'এই কাপড়টা সে অনেকবার পরেছে।'

নির্মলা একজন দাসীকে সম্বোধন করে বললো– 'সাপুড়েদের সরদার রামু বাবাকে ডাকো।'

সকল সাপুড়ে তখন মন্দিরের মেহমানখানায় অবস্থান করছিলো। শিব দেবতার নির্দেশে তাদের জন্য উন্নতমানের আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রামু বাবা এলে নির্মলা তাকে বললো– 'বাবা! এই কাপড়টি নিয়ে যান। নাগের রাজাসহ অন্য নাগদের এটা থেকে ঘ্রাণ নিতে বলুন। যাতে তার পরিচিতি পেতে দেরি না হয়। আপনি তো আমার কথা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। নাকি?'

'জি, অবশ্যই বুঝেছি।' রামু বাবা বললেন।

'প্রতিটি নাগকে ভালো করেই পরিচয় করিয়ে দেবো।'

রামু বাবা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সুলতান তাঁকে কাছে ডেকে বললেন– 'বাবা! আমাদের সবার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। যার যার অবস্থান থেকে জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে কাজ করতে হবে।'

রামু বাবা বললেন– 'দেবতা! জীবনের এই যাত্রায় আমাদের সকলকে সচেতন পাবেন। কারও কর্মকাণ্ডে কোথাও কোনো অজ্ঞতা আসবে না।'

সুলতান বললেন– 'মধুমতির দিকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন।'

'মধুমতি! আমি তো তার নাম আমার অন্তরে লিখে রেখেছি।'

মন্দিরকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। চারদিক সুগন্ধি আর রঙ-বেরঙে একাকার। গীতা পাঠসহ বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ চলছে। দেবদাসীরা নজরকাড়া সাজে সজ্জিত। এদের সাক্ষাতে যে কারও যৌনক্ষুধা জেগে উঠবে। সুলতান ও নির্মলা একটি আলোক পথ পাড়ি দিয়ে মেহমানখানায় পৌঁছালো। সব সাপুড়ে নর-নারী তাদের রীতি অনুসারে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানালো।

***

BanglaBook.org

মহারানি উদ্বিগ্ন হয়ে বললো– 'বিনোদ! নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে কম শব্দে সংক্ষিপ্ত করে বলো।'

বিনোদ হাত জোড় করে বললো– 'একাকী কিছু বলতে চাচ্ছি।'

মহারানি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেবিকাদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'কিছুক্ষণের জন্য একাকী থাকতে দাও।'

সব সেবিকা দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

বিনোদ ফের বললো– 'মহারানিজি! আমি অন্যত্র কিছু বলতে চাচ্ছি।'

মহারানি তাকে ধমক দিয়ে বললো– 'পাগল কোথাকার! ইনি তো শিব দেবতা! যা বলতে চাচ্ছো, তার সামনেই বলো। তুমি কি জানো না, আমার মান-সম্মান এখন দেবতার হাতে!'

বিনোদ বলতে শুরু করলো– 'মহারানি! আমার আফসোস হচ্ছে যে, আমি কোনো ভালো সংবাদ আনতে পারিনি। অর্জুন সত্যি বলেছিলো– মুসলমানদের একটি চৌকস বাহিনী আক্রমণ করে ভুটান ও নেপালের সীমান্তের সাথে অবস্থানরত সব বৌদ্ধ গোত্রকে নির্মূল করে দিয়েছে। বিষ্ণু সরদারের দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য দুর্গ এখন কয়লার কুণ্ডলীতে পরিণত হয়েছে। বিষ্ণু সরদারকে ওরা গ্রেফতার করে গাছের পিঞ্জরের সাথে শিব দেবতার মন্দিরের বড় দরজার সামনে বেঁধে রেখেছে।'

মহারানি তার কথা কেটে বললো– 'বৌদ্ধ গোত্রের ধ্বংসের কাহিনি বলা বন্ধ করো! তুমি আমাকে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে বলো, তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেছে কি?'

বিনোদ মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'এখন এই পরিস্থিতিতে রাজকুমারীর সন্ধান পাওয়া বড়ই দুষ্কর।'

মহারানি ক্ষোভের সুরে বললো– 'কিন্তু কেন?'

বিনোদ বললো– 'কারণ, এখন আমাদের উভয় সমুদ্রতীরের মন্দিরের ওপর মুসলমানরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। আমি মন্দিরের ভেতর অনেক যাতায়াত করেছি। কারণ, মুসলিম বাহিনী হিন্দু যাত্রীদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। মহাপূজারিকে আমি কয়েকবার রাজকুমারীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু তিনি বারবার তোতাপাখির মতো না জানার অজুহাত দেখাচ্ছেন।'

মহারানি বললো– 'তুমি যদি তাকে লোভ দেখাতে! আমার পক্ষ থেকে বড় কোনো উপহারের কথা বলতে!'

বিনোদ বললো– 'মহারানির তো আমার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকার কথা। আমি আমার পক্ষ থেকে সব ধরনের কৌশল

BanglaBook.org

অবলম্বন করেছি। কিন্তু তার মাঝে কোনো প্রকার লোভ-লালসা বা হুমকি-ধমকির বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি। আসল ব্যাপার হচ্ছে, ওরা সবাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওদের মনমানসিকতা পাল্টে গেছে। ওখানে আমি এক নতুন ধরনের বিপ্লবের উন্মেষ দেখতে পেয়েছি। মন্দিরের পূজারি, যাত্রী, দেবদাসী ও অন্য স্থানীয় লোকজন মুসলমানদের সাথে এতো ঘনিষ্ঠ আচরণ করছে– যেন তাদের মাঝে বহু বছরের আত্মীয়তার সম্মন্ধ। মহারানি! যখন আমাদের সেনারা তাদের সাথে লড়াই করবে, তখন দেখবেন ওখানকার অধিবাসী হিন্দুরা আমাদের সেনাদের বিপরীত শিবিরে অবস্থান নেবে।'

মহারানি আশ্চর্য ভঙ্গিতে শিব দেবতার দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমার মাথা ঘুরছে। আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারছি না। আমার ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে!'

শিব দেবতা তাকে আগলে রেখে বললেন– 'ধৈর্য ও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করো।... যতোক্ষণ পর্যন্ত মহারাজা না আসবেন, ততোক্ষণ আগত সকল পরিস্থিতি তোমাকেই মোকাবেলা করতে হবে। এটা তোমারই দায়িত্ব। বার্বিটা অঞ্চল মুসলমানরা জয় করে নিয়েছে মানে এই নয় যে, মুসলমানরা গোটা আসামকে জয় করে নিয়ে তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে তুলেছে। আসাম অনেক বড় দেশ। এখানে লক্ষ-কোটি মানুষের বসবাস। চারদিকে বিচক্ষণ বাহিনী পাঠিয়ে দাও। বিচ্ছিন্ন শক্তি সমবেত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। পঞ্চাশ-ষাট হাজার সৈনিক দিয়ে কী হবে?'

মহারানি নিজেকে সামলে নিয়ে বললো– 'দেবতা! তুমি ঠিকই বলেছো। মহারাজার অপেক্ষায় আমি বেশি সময়ক্ষেপণ করবো না। এখনই সাধারণ সভার আয়োজন করো! ধামিনীর মহান দুর্গপতি মঙ্গল সিংকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করো। এই মুহূর্তে আসামের জন্য এমন বিচক্ষণ যুদ্ধ বিশেষজ্ঞের বড়ই প্রয়োজন।'

দারোয়ান চলে গেলে শিব দেবতা বিনোদকে লক্ষ করে বললেন– 'মুসলমানদের বাহিনীতে কতোজন সেনাপতি আছে?'

বিনোদ হাত জোড় করে বললো– 'দেবতা মহারাজ! ওরা বড়ই আশ্চর্য ধরনের লোক। রাজা-প্রজার মাঝে কোনো ধরনের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারলাম না। সিপাহি ও কমান্ডারের মাঝে বিশেষ কোনো ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতেও সক্ষম হলাম না। ওই বাহিনীর দুজন সেনাপতি আছে। একজনকে সাইয়েদ হায়দার ইমাম আর অন্যজনকে উদ্যম খান নামে ডাকা হয়। গত পরশুর ঘটনা– বিষ্ণু সরদারের পিঞ্জরের সামনে স্থানীয় লোকজন

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবকসহ প্রায় সব বয়সী লোকজন তাকে দেখতে আসছে। লোকজন তার অপদস্থতার ওপর কেবল খুশিই নয়; বরং সবাই নিজ নিজ জুতা নিক্ষেপ করে বিষ্ণু সরদারকে আরও অপমানিত করছে। আমিও ওই সমাগমে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ দেখি, দুজন অশ্বারোহী ওখানে এলো। লোকজন তাদের দেখে আনন্দের স্লোগান দেয়া শুরু করে দিয়েছে। উভয়ে সওয়ারি থেকে নেমে সোজা বৌদ্ধ গোত্রপতি বিষ্ণুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদের একজন বিষ্ণুকে উদ্দেশ করে বললো– 'বিষ্ণু! আমরা মানুষকে অপমান ও অপদস্থ করাকে মারাত্মক গোনাহ মনে করি।... তোমাকে দেখতে মানুষের মতো লাগছে। যদি তুমি মানুষ হতে! যদি তোমার মাঝে মনুষ্যত্বের বিন্দুমাত্র ছিটেফোঁটা থাকতো!'

এ কথা শুনে বিষ্ণু পিঞ্জরের শেকল ধরে বললো– 'তুমি ঠিকই বলেছো। এখন তো আমিও ভাবছি, যদি আমি এমন না হতাম, যেমন এখন আছি!... আমার পরিণতি এমনই হওয়ার ছিলো– যা হতে চলেছে। আমি এই লাঞ্ছনা ও অপমানের যোগ্য পাত্র। আমি আমার কৃতকর্মের ফল ভোগ করছি। আমার অতীত আমার দিকে জুতা নিক্ষেপ করছে।... সাইয়েদ সাহেব! আমি তোমাদের খোদার কসম করে বলছি– আমার সাথে কোনো অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে না!'

অন্য সেনাপতির চোখে পানি চলে আসে। তারা একে অন্যের দিকে তাকালো। একজন এগিয়ে এসে এক টানে পিঞ্জরের দ্বার উন্মুক্ত করে বললো– 'বিষ্ণু! বেরিয়ে এসো!... এখন তুমি আর সে নও– যে এই অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করছে। তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত যাওয়ার পথ খুব দ্রুত পেরিয়ে এসেছো।... আমরা যে বিষ্ণুকে নির্মমভাবে মারার শপথ করেছি, সে তুমি নও; অন্য কেউ– যে ইতোমধ্যে মরে গেছে।'... বিষ্ণুর চোখে শ্রাবণধারা। সে তীব্র আর্তনাদে ফেটে পড়ে বলতে থাকে– 'না, ভালো মানুষেরা! না! আমিই সেই হিংস্র পশু, সেই খুনি– যার শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে হাজার হাজার নিষ্পাপ মানুষের রক্তের গন্ধ বেরোচ্ছে। আমি এই পিঞ্জরেরই যথোপযোগী। আমাকে কৃপা করুন।... আমাকে এখান থেকে বের করবেন না; নইলে আমি মরে যাবো!'

'না!' এক মুসলিম সেনাপতি তাকে পিঞ্জর থেকে বের করে বললো– 'তুমি বেঁচে থাকবে। তুমি মৃত্যুকে জয় করেছো। এখন তুমি মরেও মরবে না। তোমার মৃত্যুর রহস্য জীবন পেয়েছে। আর হয়তো তুমি জানো না যে, যে ব্যক্তি মরেও বেঁচে থাকে, সে কখনো লড়াই করে না!'

BanglaBook.org

উদ্যম খান এক পূজারিকে উদ্দেশ করে বললো– 'বিষ্ণু মহারাজকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে গোসল করাও। তাকে উত্তম পোশাক পরাও।... মোহনকে আমার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেবে, সে যেন তার সম্মান বাড়ায়।' লোকজনের চোখ অশ্রুতে টলোমলো। মহিলারা চিৎকার করে কাঁদছে। উভয় মুসলিম সেনাপতি সেখানে উপস্থিত জনসমাগমের অন্তর এমনভাবে জয় করে নিয়েছে– যা কেবল দেবতারাই পেয়ে থাকে। লোকজন ওই মুসলিম সেনাপতিদ্বয়কে দেবতার মতো পূজা করে চলেছে।'

মহারানি বিস্বাদভরা কণ্ঠে বললো– 'তুমি দেখছি মুসলিম সেনাপতিদের গীত গাওয়া শুরু করেছো!'

'জি না।' বিনোদ বললো– 'আমি একটি ঘটনা উপস্থাপন করতে চাইছি মাত্র।'

'সেটা কী?' মহারানি ক্ষোভভরা কণ্ঠে বললো– 'সংক্ষিপ্ত শব্দে বলো।'

বিনোদ বলতে লাগলো– 'সাইয়েদ হায়দার ইমাম উপস্থিত জনসমাগমের উদ্দেশ্যে বললেন– 'উপস্থিত লোকসকল! আমরা বিজয়ী হয়ে তোমাদের গোলাম বানাতে আসিনি। আমাদের না রাজ্যজয়ের উন্মাদনা এখানে নিয়ে এসেছে, না আমরা ধন-সম্পদের লোভে এখানে এসেছি। তোমাদের অত্যাচারী শাসক আমাদের এখানে আসতে বাধ্য করেছে। তোমাদের জালেম মহারাজা তোমাদের অস্থিমজ্জার ওপর রাজ্যজয়ের ইমারত নির্মাণ করতে চাচ্ছে। তোমরা জানো না, সে বাংলার হিন্দু বস্তিগুলোর অধিবাসীদের ওপর কী অমানুষিক নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়েছে!... আমরা রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ওই অধিকার দিতে চাচ্ছি– যা হতে তাকে অন্যায় ও অত্যাচারের মাধ্যমে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। আসামের রাজসিংহাসনের বৈধ উত্তরসূরি একমাত্র রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত। আমরা তাকে দেখিনি। তার চাহিদা বা অভিরুচি সম্পর্কেও আমরা জানতে চাইনি। এটুকু জেনেছি যে, সে তার পিতার সঙ্গে ক'দিন ভদ্রেকে অবস্থান করেছিলো। সেখানে সে এমন কিছু স্মরণীয় কীর্তি দেখিয়েছে– যা এখনো পর্যন্ত আলোকদিশা হয়ে রয়েছে। আমরা আলোর ফেরি করে থাকি। কিরণ ও প্রভার সওদা করতে পছন্দ করি। অন্ধকারকে ভীষণ ঘৃণা আমাদের। আমাদের বিশ্বাস– রাজকুমারী একটি কিরণের মতো আলোকোজ্জ্বল। সেই আলোকপ্রভাটুকু আমরা মুক্ত করতে এসেছি। আমরা তাকে কিছুতেই অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে দেবো না!'

এমন সময়টিকে মোক্ষম সুযোগ মনে করে আমি সাহস নিয়ে বললাম– 'রাজকুমারী এই মুহূর্তে কোথায়?'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম অবাক হয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো– 'রাজকুমারীর সন্ধান আমি তোমার কাছে জানতে চাইবো। তোমাকেই বলতে হবে সে কোথায়! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস– সে বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে। এই অন্ধকার তাকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। সে যেখানেই থাকুক, আসামের রাজমুকুট তার দিকেই এগিয়ে আসছে। রাজকুমারীর শত্রুরা তার ন্যায্য অধিকার তার সামনেই পেশ করতে বাধ্য হবে।'

এর কিছুক্ষণ পর সে আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো– 'আমি খুব ভালো করেই জানি, তুমি কে! এবং কী উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছো! তুমি অন্ধকারের দূত। আলোর পথে প্রাচীর দাঁড় করাতে এসেছো। তোমার জন্য ভালো একটি পরামর্শ হচ্ছে এই– তুমি নীরবে এই নিষ্পাপ লোকদের এলাকা ছেড়ে চলে যাও। জনম জনম ধরে দুঃখী ও অত্যাচারের শিকার এই মানুষগুলো তোমাদের মতো হিংস্র হায়েনাদের ভার ওঠাতে সক্ষম নয়।... এদের ক্ষমা করে দাও!... তুমি শাস্তির উপযুক্ত।... তোমার জানা আছে যে, যুদ্ধের সময় গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তি মৃত্যুর চেয়ে কম হয় না।... কিন্তু তোমাকে আমরা ক্ষমা করে দিচ্ছি।'

আমি ওখান থেকে সরে যেতে চাচ্ছিলাম, এমন সময়ে এক হিন্দু আমার জামা ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে বললো– ' কিন্তু দয়াবান নেতা! আমরা এই রক্তপিপাসুকে জীবিত ছাড়বো না!...'

একটু হলেই ওই লোক আমাকে খুন করে ফেলতো। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও অন্য দয়াবানরা দ্রুত এসে আমাকে বাঁচিয়ে নিলো। এরপর কজন সেনার সাথে আমাকে ছাউনি পার করিয়ে দিলো।'

BanglaBook.org

মহারানি আহত সাপের মতো শরীর মোচড়াতে আরম্ভ করেছে। সে ক্রোধে ফেটে পড়ে বললো– 'বিনোদ! তুমি শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছো!'

বিনোদ থেমে গিয়ে বললো– 'আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে, রাজকুমারী মন্দিরেই আছে, তবে তাকে উদ্ধার করা ভারি দুষ্কর।'

মহারানি বললো– 'আমি সবকিছু ধ্বংস করে দেবো! রক্তের নদী বইয়ে ছাড়বো! ভারি হতে ভারি মূল্যে রাজকুমারীকে আমার চাই-ই চাই! আর শোনো! পুনরায় যদি তুমি কোথাও এভাবে মুসলমানদের স্তুতি গাও, তবে তোমার জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলবো!'

শিব দেবতা মুচকি হেসে বললেন– 'মহারানি! শত্রু যদি প্রশংসাযোগ্য হয়ে থাকে, তবে তার প্রশংসা শুনে নিতে হয়।... নিজের ভেতর সত্যকে গ্রহণ করার শক্তি সঞ্চয় করো!'

এক প্রহরী এসে বললো– 'মহারানি! মঙ্গল সিংসহ ছোট-বড় সকল নেতা ও মন্ত্রী দরবারে উপস্থিত হয়ে গেছে।'

মহারানি দ্রুত ফিরে বললো– 'বিনোদ, তুমিও আমার সঙ্গে এসো।'

মহারানি শিব দেবতার হাত ধরলো এবং দরবারের দিকে ছুটে চললো। বড় বড় ফানুস ও মশাল জ্বলছে দরবারে। মহারানি দরবারে উড়ন্ত চোখ বুলিয়ে বলতে আরম্ভ করলো– 'আসামের বীর নেতৃবৃন্দ! এখনই আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, মুসলমানদের একটি বাহিনী বার্বিটা এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে বৌদ্ধ গোত্রকে ছারখার করে দিয়েছে। ওদের দুর্গ জ্বালিয়ে অঙ্গার করে ফেলেছে এবং ওদের দুর্গপতি বিষ্ণুকে গ্রেফতার করে পিঞ্জরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ভুটান ও নেপাল-সংলগ্ন গোটা সীমান্তবর্তী এলাকা এখন মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। যে ক্ষিপ্রতা ও দ্রুততায় ওরা বৌদ্ধ গোত্রকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, যদি সেই ক্ষিপ্রতায় ওরা সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। ওই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে আমি মহারাজার আগমনের অপেক্ষায় থাকতে পারি না। এক মুহূর্তের বিলম্বও বিশাল বিপদ ডেকে আনতে পারে। এসব সন্ত্রাসীকে যে কারেই হোক রুখতে হবে দ্রুতই। মহারাজাও আসছে। আশা করি, দু-চার দিনের মধ্যেই সে এসে পৌঁছে যাবে। এই মুহূর্তে আসামের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। বীরপুরুষের মতো এই ঘূর্ণিঝড় আমাদের রুখতেই হবে।'

এরপর সে মঙ্গল সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মঙ্গল সিং! এই মুহূর্তে আসামের শিশু, বৃদ্ধ, যুবক ও নারীদের দৃষ্টি তোমার রুখে দাঁড়াবার অপেক্ষায়। তুমিই অতল সাগরে আটকে পড়া ভাঙা নৌকাকে তরীতে ভেড়াতে পারো!'

এমন সময়ে বিনোদ দাঁড়িয়ে বললো– 'মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ওই ব্যক্তি– যে প্রতাপ ও তার গোটা বাহিনীকে একটি যুদ্ধে নিঃশেষ করে দিয়েছিলো।'

বৃদ্ধ মঙ্গল সিং ক্রোধের আধিক্যে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে বললো– 'আমরা প্রতাপের খুনিদের আমাদের ভুবনে বরদাশত করতে পারি না। আমরা আমাদের যুবক ও বীর সন্তানের খুনের প্রতিটি ফোঁটার বদলা নেবো।'

এরপর সে এক যুবককে উদ্দেশ করে বললো– 'রামপ্রসাদ! এই মুহূর্তে তুমি ধামিনীর উদ্দেশে যাত্রা করো এবং দুগে মজুদ অর্ধেক সৈন্য নিয়ে শিব

BanglaBook.org

দেবতার মন্দিরে পৌঁছে যাও।... মন্দিরের তীরবর্তী জঙ্গলে আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো।'

রামপ্রসাদ দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলো।

মহারানি এরপর বলতে শুরু করলো– 'বীরেরা! এখন আমাদের মহারাজা এবং প্রজা সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একে অন্যের সহযোগী হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ওরা আমাদের জাতির মান-সম্মানে আঘাত করতে চায়।'

এক প্রহরী জিজ্ঞেস করলো– 'মাতাজি! রাজকুমারী এই মুহূর্তে কোথায় আছে?'

মহারানি বিস্বাদভরা কণ্ঠে বললো– 'সে কোথাও লুকিয়ে আছে!'

অন্য এক প্রহরী বললো– 'বীরধনও তো নিরুদ্দেশ! আমি শুনেছি– বীরধন রাজকুমারীকে তুলে আনতে শিব দেবতার মন্দিরে গিয়েছিলো।'

মহারানি ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে বললো– 'আমি আগেই বলেছি– এই মুহূর্তে এ জাতীয় আলোচনা করা সমীচীন নয়! রাজকুমারী যেখানেই থাকুক, এতে আমার কোনো স্বার্থ নেই! এখন মুসলমানদের সাথে সার্থকভাবে লড়ে যাওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। রাজকুমারীর ব্যাপারে পরবর্তীতে ভাবার সুযোগ আসবে।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মহারানি জগদীশকে লক্ষ করে বললো– 'জগদীশ! এই মুহূর্তে মাড়ি, লাইরিয়া ও পুরিননগরের দুর্গপতিদের কাছে দ্রুতগামী দূত পাঠাও। ওরা যেন তাৎক্ষণিকভাবে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে রাজধানীতে পৌঁছে যায়।'

জগদীশ দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে বললো– 'নির্দেশ মান্য করা হবে।'

মহারানি তৃপ্তির শ্বাস ফেলে বললো– 'মঙ্গল সিং! রাজধানীতে এই মুহূর্তে প্রায় বিশ হাজার সেনা মজুদ আছে। যখনই বাহির থেকে সৈন্যরা এখানে এসে পৌঁছাবে, তখনই আমরা রসদ পাঠিয়ে দেবো।'

মঙ্গল সিং বললো– 'চিন্তা করবেন না, মহারানি! দুয়েক দিনের মধ্যেই আমরা মুসলিম বাহিনীকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবো!'

এরপর সে হাত জোড় করে শিব দেবতার দিকে তাকিয়ে বললো– 'দেবতা! আমরা সবাই তোমার আশীর্বাদের কাঙাল।'

শিব দেবতা হাত উঁচু করে বললেন– 'বিপদের এই কঠিন মুহূর্তে আমি আমার পূজারিদের অসহায় ও নিঃস্বভাবে ছেড়ে দিতে পারি না। আসামের গরিব-দুঃখী ও অসহায় জনতার শত্রুদের কিছুতেই আমি ক্ষমা করবো না!'

BanglaBook.org

'শুকরিয়া! দেবতা, অনেক অনেক শুকরিয়া!' মঙ্গল সিং দাঁড়িয়ে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বললো।

শিব দেবতা তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'ধৈর্যের সাথে বিপদ উত্তরণে এগিয়ে যাও। কামিয়াবি ও সফলতা বাহাদুরদের পায়ে চুমু খাবেই! কম সাহসী ও ভিতুরা অপমানজনক মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।'

মঙ্গল সিং হাত জোড় করে বললো– 'দেবতা মহারাজ! মঙ্গল সিংয়ের বীরত্ব ও বাহাদুরি সম্পর্কে আসামের শিশুরা পর্যন্ত অবগত।'

শিব দেবতা মৃদু হেসে বললেন– 'সেটা তো আমিও জানি।'

মহারানি দরবার মুলতবি ঘোষণা করলো।

শিব দেবতা দরবার হতে বেরিয়ে বললেন– 'মহারানি! আগামীকাল তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। কিছু জরুরি কাজ সেরে আসতে হবে আমার।'

শিব দেবতা মন্দিরের দিকে রওনা হলেন। দরবারের বহু লোক তাঁর পেছনে পেছনে। শিব দেবতা মন্দিরে পৌঁছে সবাইকে নিজ নিজ ঘরে যাবার আজ্ঞা দিয়ে বললেন– 'পরিস্থিতি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে থাকো।'

মন্দিরে নির্মলা শিব দেবতার অপেক্ষায় জেগে আছে।

শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে নির্মলা বললো– 'অনেক দেরি হয়ে গেলো, দেবতা!'

শিব দেবতা ভালোবাসামিশ্রিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি আর উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, কদিন বেশ হাঙ্গামায় কাটবে। পরিস্থিতির জটিলতা বহু দূর বিস্তার লাভ করেছে। আগামী কদিন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। এই মুহূর্তে আমি পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। কঠিন পরীক্ষা আমার ওপর। সবাই নিজ নিজ অবস্থানে হুঁশিয়ার থাকবে। পরীক্ষার ক্ষণ পেরিয়ে গেলে আমরা একে অন্যের হতে আর কখনো পৃথক হবো না।'

নির্মলা মুচকি হেসে বললো– 'আমরা একে অন্যের কাছ থেকে কখন পৃথক ছিলাম? আমি তো চারদিকে আমার দেবতাকেই দেখে চলেছি!'

শিব দেবতা নির্মলার হাত নিজ হাতে নিয়ে বললেন– 'তুমি ঠিকই বলেছো, নির্মলা! নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা মানুষকে নকল ও রূপক থেকে আসল ও প্রকৃতের কাছে নিয়ে যায়। কখনো কখনো অংশ ও সমষ্টির ব্যবধান ঘুচে যায়, সম্ভবত এ মুহূর্তে এমনই একটি মঞ্জিল আমি অতিক্রম করছি।'

শিব দেবতা নির্মলাকে নিজের কাছে বসিয়ে বললেন– 'নির্মলা! আমার মনে হচ্ছে, ধূর্ত মহারানি মধুমতির ব্যাপারে সন্দিহান। রাজকুমারীকে আমার

BanglaBook.org

নিরাপত্তা দিতেই হবে। আমি যদি অপারগ হয়ে পড়ি, তাহলে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে।... এটা এক জটিল বিষয়। যথেষ্ট বিচক্ষণতার সাথে এই জটিলতা টপকাতে হবে।'

নির্মলা নিশ্চিন্ত ও দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বললো– 'দেবতা! এ ব্যাপারে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি তার পাশে একজন বিশ্বাসী ও বিচরণ সৃষ্টির কঠিন পাহারা বসিয়ে রেখেছি।'

রাজকুমারী ২ সমাপ্ত

[**পরবর্তী পর্ব**: 'রাজকুমারী ৩']

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG